মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্

(২য় খণ্ড)

কুলাবধূত শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা
এবং
তন্ত্রজ্ঞপ্রধান কুলাবধূতাচার্য
৺বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ
শ্রীমৎপূর্ণানন্দ তীর্থনাথ কৃত অনুবাদ
টিপ্পনী সমেত।

তদাত্মজ
সাধকপ্রবর কুলাবধূতাচার্য
৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন কর্তৃক
বহুতন্ত্রমত-সন্নিবেশে বিশদীকৃত
পরিবর্দ্ধিত ও সঙ্কলিত।

পুরশ্চরণ রত্নাকর

(মূল সংস্কৃত এবং বঙ্গানুবাদ)

সাধকপ্রবর ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

পদ্ধতি অবলম্বনে

মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

পুরশ্চরণ বিষয়ে প্রামাণ্য এবং সহজবোধ্য পদ্ধতি এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার প্রথমখণ্ডে, পুরশ্চরণ কাহাকে বলে, আবশ্যকতা, পুরশ্চরণ-কাল, স্থান, আসন, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, জপবিধি, মালাবিধান ও জপে বিধিনিষেধ, পুরশ্চরণকালে নানাপ্রকার নিয়মাদি, জপানন্তর কর্তব্যাদি, জপসমর্পণ, অঙ্কুরা-র্পণ, কোন্ দেবতার কত জপে পুরশ্চরণ এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় তিন শতাধিক বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ, উক্তি, বিধি এবং ব্যবস্থা, অনুবাদ এবং পরস্পর বিরোধী মতের সামঞ্জস্য এবং মীমাংসা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিবিধ প্রকার পুরশ্চরণ পদ্ধতি, সঙ্কল্প, দক্ষিণান্ত প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত বৃহৎ হোম, মালা সংস্কার, কুমারী পূজা, শক্তিপূজা, পুরশ্চরণাদির দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে কর্ত্তব্য নিরূপণ, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরি-শেষে দিব্যবীরকল্পে শীঘ্র সিদ্ধির উপায় এবং অন্যান্য বিশেষ সাধন পদ্ধতি সন্নি-বিষ্ট করা হইয়াছে। মন্ত্রসিদ্ধি লাভেচ্ছুক সাধক এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে এই গ্রন্থ অতি প্রয়োজনীয়। দক্ষিণা ৫৲ পাঁচ টাকা।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্

(২য় খণ্ড)

কুলাবধূত শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা

এবং

তন্ত্রজ্ঞপ্রধান কুলাবধূতাচার্য

৺বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ

শ্রীমৎপূর্ণানন্দ তীর্থনাথ কৃত অনুবাদ

টিপ্পনী সমেত।

তদাত্মজ

সাধকপ্রবর কুলাবধূতাচার্য

৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন কর্তৃক

বহুতন্ত্রমত-সন্নিবেশে বিশদীকৃত

পরিবর্দ্ধিত ও সঙ্কলিত।
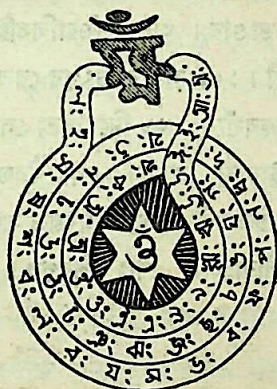
মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক।

১৭৪।৬।১ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু রোড,

পোঃ রিজেণ্টপার্ক।

কলিকাতা-৪০

রাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ ভূপ। প্রকাশক।
পোঃ অভয়াপুরী। জেলা, গোয়ালপাড়া। (আসাম)

ষষ্ঠ সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৯
দক্ষিণা—৬৲

প্রাপ্তিস্থান—

মহেশ লাইব্রেরী। ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট্। কলিকাতা-১২।
সংস্কৃত বুক ডিপো। ২৮।১ কর্ণওয়ালিশষ্ট্রিট্। কলিকাতা-৯।
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রিট্। কলিকাতা-৬।
তারা লাইব্রেরী। ১০৫ অপার চিৎপুর রোড,। কলিকাতা-৬।
শ্রীসত্যবাদী চক্রবর্ত্তী। ৩৬ নিবেদিতা লেন। কলিকাতা-৬
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী) পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)
শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। ৫৪, রাজবল্লভ সাহা লেন। হাওড়া।
সহস্রভূজা কালীবাড়ী। পোঃ শিবপুর। (হাওড়া)

মুদ্রাকর :—
শিবব্রত ভট্টাচার্য্য
শ্রীগুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫৯।২, হিদারাম বানার্জ্জী লেন,
কলিকাতা-১২।

প্রকাশকের নিবেদন।

পরমেশ্বরের করুণায় পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদভীষ্টদেবের সম্পাদনায় সিদ্ধ সাধকপ্রবর স্বর্গীয় মহাত্মা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত মহানির্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূজ্যপাদ শ্রীমদভীষ্টদেবের এই সুমহান্ পুস্তক প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি, এবং সম্পূর্ণ এই মূল্যবান্ গ্রন্থ বিদগ্ধ সুধীজন সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া প্রকাশকের সুপবিত্র কর্ত্তব্যরূপ মহান্‌ব্রত উদ্‌যাপিত করিতে পারিয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্য-বান্ মনে করিতেছি।

কূলাবধূত শ্রীমদ্‌হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা সহ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সাধকাগ্রগণ্য সিদ্ধ মহাত্মা স্বর্গীয় জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্র এক-খানি অমূল্য গ্রন্থ এবং অধুনা ইহার ঈদৃশ সুসম্পাদিত সংস্করণ অতীব দুষ্প্রাপ্য। এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯।৮০ সালে, পরে আরও কয়েকটি সংস্করণের পর, নানা তন্ত্রমত, টীকা টীপ্পনী সহিত বিশদীকৃত এবং পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ মদীয় পরমগুরুদেব সাধকপ্রবর স্বর্গীয় শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ তন্ত্ররত্ন মহাশয় ১৩১৮ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ভীষ্টদেব কর্ত্তৃক ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে সুধী এবং সাধক সমাজে ইহার বিশেষ অভাব অনুভূত হওয়ায় বহুবিধ বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীগুরুদেব ইহার পুনঃ সম্পাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ এমন ভাবে সুবোধ্য করিয়া বিবৃত করিয়াছেন যে তাহা প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণেরও সহজ বোধগম্য হইয়াছে। ইহার টীপ্পনী ও আলোচনা অবহিত হইয়া পাঠ করিলে যাবতীয় তন্ত্র এবং অন্যান্য বহু-শাস্ত্রপাঠের নিশ্চিত ফল লাভ হয়। মূলে যে বিষয়ের প্রসঙ্গমাত্র আছে টীপ্পনীতে তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত, গভীর গবেষণা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রণবের ব্যাখ্যা আধারশক্তি বা মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব, ভূতশুদ্ধি, ষট্‌চক্র, ষড়্‌দর্শনের সংক্ষিপ্ত সহজ মীমাংসা, মঠ এবং সন্ন্যাসীর পরিচয় অবধূত লক্ষণ. মঠভেদে কার্য্য সকল সম্প্রদায়ের মতভেদের সামঞ্জস্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। বস্তুতঃ কঠোর সাধনা-লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং অগাধপাণ্ডিত্য সমন্বয়ে এই অপূর্ব টীপ্পনী সহ আলোচনার উপাদেয় স্বাদ আমরা পাইতেছি। পাণ্ডিত্যদ্বারা ভক্তিশাস্ত্র তথা তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্ম কোনরূপেই অবগত হওয়া যায়না একথা পূজ্যপাদ তন্ত্ররত্ন মহাশয় এইগ্রন্থে তৎকৃত ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং নানাতন্ত্রে সদাশিব পুনঃপুনঃ এই আদেশই

করিয়াছেন যে, সাধনা ব্যতিরেকে তন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কারণ তন্ত্র ঠিক্ বিচার শাস্ত্র নয়, ইহা ভক্তি ও অনুভূতি প্রধান যোগ ও উপাসনা শাস্ত্র।

বস্তুতঃ পাণ্ডিত্য ও সাধনার সমাবেশে যে কী অমূল্য রত্ন প্রসূত হইতে পারে তাহা এই সংস্করণ মহানির্ব্বাণ পাঠ না করিলে কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

স্বর্গীয় শ্রীশ্রীপরম গুরুদেব এই গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া ৪র্থ সংস্করণে উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং স্বর্গীয় বিচারপতি সার জন উড্রফ্ সাহেব (আর্থার এভেলন্) এই পুস্তক দেখিয়াছেন কিন্তু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বর্গীয় পরম গুরুদেব বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াও উক্ত পুস্তক দেখিতে পান নাই। স্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার ১২৯৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকে এই গ্রন্থের উত্তরার্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করিতেছি—"ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহু অনুসন্ধান করিয়া মহানির্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্ধ কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না। ফলশ্রুতি দেখিয়া অনুমিত হয় যে হয়তো উত্তরার্ধ লিপিবদ্ধই হয় নাই। যদি উত্তরার্ধ লিপিবদ্ধ হইত তাহা হইলে এই স্থলে (চতুর্দশ উল্লাসের শেষে) ফলশ্রুতি থাকিত না। সকলেই জ্ঞাত আছেন, যে গ্রন্থ সমাপ্তির পরে অথবা প্রারম্ভেই গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি দেওয়া হইয়া থাকে, গ্রন্থের মধ্যস্থলে কখনই দেওয়া হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পূর্বার্ধ মন্ত্রসাধন, এবং বোধ হয় উত্তরার্ধ যোগ-সাধন। পূর্বার্ধ লিপিবদ্ধ হইল, উত্তরার্ধ অতিগোপনীয় সুতরাং গুরুমুখেই রহিয়া গেল। "পাতালচক্রং" ইত্যাদি চতুর্দ্দশ উল্লাস ২০৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য এরূপ হইতে পারে যে যিনি গুরুমুখে এই তন্ত্রের শেষাংশরূপ যোগসাধন অবগত হইয়াছেন এবং যোগের অঙ্গস্বরূপ নিজ শরীরস্থ পাতালচক্র, ভূচক্র ও জ্যোতিশ্চক্র জানিয়াছেন তিনি সর্বজ্ঞ সন্দেহ নাই, কারণ যোগবলে তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও পরোক্ষ সমুদায়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। চতুর্দশ উল্লাসে তৎপরবর্তী ২০৯ শ্লোকের ও এইরূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে যে যোগসাধন সহিত এই মন্ত্র সাধন পরিজ্ঞাত হইলে সাধক একস্থানে থাকিয়া ও ত্রিলোক বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ হন।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি, আই, ই, এল্ এল্ ডি মহাশয় বিভিন্ন স্থানের হস্তলিপি সংস্কৃত পুস্তকের যে পরিপাটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তন্মধ্যে মহানির্বাণ তন্ত্র চতুর্দ্দশ উল্লাস পর্য্যন্তই উল্লিখিত আছে।"

১২৯৫সালে লিখিত পণ্ডিতপ্রবর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরোক্ত মন্তব্যের পরে আমাদের আর বক্তব্য কিছুই থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভীষ্টদেব এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে সম্পাদকীয় নিবেদনে মাদৃশ দীন সেবক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া আমাকে তদীয় শ্রীচরণে অপরাধী করিয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ করিতেছি। তাঁহার আদেশ সর্ব্বদা শিরোধার্য্য, এবং তদীয় আশীষ ব্যতীত ইহার প্রকাশ সম্ভবপর হইত না।

পূজ্যপাদ অভীষ্টদেবের স্মৃতি মণ্ডিত বর্ত্তমান সংস্করণে আমার গুরুভ্রাতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে এবং আমারও আন্তরিক একান্ত কামনায় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং বিনানুমতিতে তদীয় প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিতেছি এবং এই অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত তদীয় শ্রীচরণে প্রণতি সহকারে মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। অলমিতি

আষাঢ়, ১৩৬৯সাল।

অভয়াপুরী।
(গোয়ালাপাড়া, আসাম।)

বিনীত—
ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ ভূপ।

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
(২৩৮) চরু কর্ম্মে তণ্ডুল প্রক্ষে-পাদি মন্ত্র ও তাহার অর্থ ...	৪৩৩
ঋতুসংস্কার ...	৪৩৬
গর্ব্ভাধান ...	৪৪২
পুংসবন ...	৪৪৪
(২৪১) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের তাৎপর্য্য ...	৪৪৫
পঞ্চামৃত প্রদান ...	৪৪৮
সীমন্তোন্নয়ন ...	৪৪৮
(২৪৩) সীমন্তোন্নয়নের তাৎপর্য্য ...	৪৫০
জাতকর্ম ...	৪৫০
নামকরণ ...	৪৫২
নিষ্ক্রমণ ...	৪৫৫
অন্নপ্রাশন ...	৪৫৬
(২৪৫) অন্নপ্রাশনে দিনগণনা ...	৪৫৭
চূড়াকরণ ...	৪৫৯
চূড়াকরণের অঙ্গ কর্ণবেধ ...	৪৬১
উপনয়ন ...	৪৬২
(২৪৭) উপনয়নের মুখ্য ও গৌণকাল ...	৪৬২
(২৪৮) উপনয়নের উপবাস বিষয়ে উপদেশ ...	৪৬৪
উপনয়নের অঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য প্রদান	৪৬৪
(২৪৯) ক্ষীরি বৃক্ষ নির্ণয় ...	৪৬৬
(২৫২) গায়ত্রীর ঋষ্যাদি ...	৪৭১
(২৫৩) গায়ত্রী ...	৪৭১
গায়ত্রীর অর্থ ...	৪৭২
(টিপ্পনী) গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি	৪৭২
(২৫৪) ব্রাহ্মণসর্বস্ব প্রভৃতির মতানু-সারে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা ...	৪৭৪
গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ ...	৪৭৪
(২৫৫) উপবীত ধারণের নিয়ম ও তাৎপর্য্য ...	৪৭৯
বিবাহ ...	৪৮১
(২৫৬) স্বস্তিবাচন প্রভৃতির মন্ত্র	৪৮২
(২৫৭।৫৮।৫৯) সাধুপ্রশ্নোত্তর অর্চ্চনা প্রশ্নোত্তর পাদ্যদান মন্ত্র ও প্রাণাহুতির মন্ত্র ...	৪৮৩
(২৬০) গোত্র ও প্রবর বিবরণ	৪৮৫
(২৬১) জামাতৃবরণের বাক্য ...	৪৮৬
কন্যাসম্প্রদান ...	৪৮৭
(২৬২) কন্যাসম্প্রদান বাক্য ...	৪৮৮
(২৬৪) দক্ষিণান্ত বাক্য ...	৪৯১
বিবাহাঙ্গ কুশণ্ডিকা ...	৪৯১
(২৩৬) অশ্মারোহণ ও সপ্তমণ্ডলি-কারোহণ ...	৪৯৩
পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে পুনর্বার ব্রাহ্ম বিবাহ নিষেধ ...	৪৯৪
(২৬৭) ব্রাহ্ম বিবাহের অর্থ ...	৪৯৩
ব্রাহ্মীভার্য্যার সন্তান সত্ত্বে শৈবী সন্তানের ধনাধিকার নিষেধ ও গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তি ...	৪৯৬
শৈব বিবাহভেদ ও শৈব বিবা-হের রীতি	৪৯৬
(২৬৮) অস্মদ্দেশে শৈব বিবাহ বিষয়ে উপদেশ ...	৪৯৭
অনুলোমজ ও বিলোমজ শৈবী সন্তানের জাতি নির্ণয় ...	৪৯৭
শৈব বিবাহের হেতুবাদ ...	৪৯৮

দশম উল্লাস।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন	৪৯৯
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি বিষয়ে ব্যবস্থা ও প্রতিনিধি ...	৫০১
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রয়োগ ...	৫০২

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
(২৬৯) নান্দীমুখশ্রাদ্ধ প্রয়োগ বিষয়ে উপদেশ ...	৫০৪
(২৭০।২৭১ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাবাক্য রচনা ...	৫০৭
(২৭২) পিতা পিতামহ প্রভৃতির আসন দিবার মন্ত্র ...	৫০৯
(২৭৩) পিতা প্রভৃতির আবাহন মন্ত্র ...	৫১০
(২৭৪) পিতা প্রভৃতির পূজার মন্ত্র	৫১২
(২৭৫) পাত্র পাতন প্রশ্ন ...	৫১২
(২৭৬) পিতা প্রভৃতির অন্ন নিবেদন মন্ত্র ...	৫১৪
(২৭৮) শেষান্ন প্রশ্ন ও পিণ্ডদান-প্রশ্ন ...	৫১৫
(২৭৯) পিতৃমণ্ডল, মাতৃমণ্ডল, মাতামহ মণ্ডল ও মাতামহীমণ্ডল ...	৫১৭
(২৮০) পিণ্ডদানের মন্ত্র ও তদ্বিষয়ে উপদেশ ...	৫১৮
(২৮১) সপিণ্ডতা বিষয়ে উপদেশ	৫২০
(২৮২) ব্রাহ্মণ বিসর্জন ও পিণ্ড বিসর্জন ...	৫২২
(২৮৩) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের দক্ষিণাবাক্য রচনা ...	৫২২
(২৮৪) অচ্ছিদ্রাবধারণ ...	৫২৪
পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বিধান ...	৫২৪
শ্রাদ্ধ বিষয়ে ব্যবস্থা ...	৫২৫
একোদ্দিষ্ট বিধান ...	৫২৫
প্রেতশ্রাদ্ধ বিধান ...	৫২৬
অশৌচ ব্যবস্থা ...	৫২৭
(২৮৫) অশৌচ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা ...	৫২৭
শবদাহ বিষয়ে ব্যবস্থা ...	৫২৭
(২৮৬) মৃত বালকের প্রতি ব্যবস্থা	৫২৮
সহমরণ নিষেধ ...	৫২৮
(২৮৭) রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ সংগ্রহ ...	৫২৮
মৃত ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকের দেহ পুতিয়া ফেলা, জলে ভাসাইয়া দেওয়া বা অগ্নিদগ্ধকরণ বিষয়ে ব্যবস্থা ...	৫২৮
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ...	৫২৯
(২৮৮) প্রেতমুখে পিণ্ডদান মন্ত্র	৫৩০
আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকার ...	৫৩০
আদ্যশ্রাদ্ধে তিলকাঞ্চন উৎসর্গ	৫৩০
(২৮৯) তিলকাঞ্চন উৎসর্গের মন্ত্র	৫৩১
আদ্যশ্রাদ্ধে শয্যাদি দান ...	৫৩১
(২৯০) শয্যাদি উৎসর্গের মন্ত্র ...	৫৩১
আদ্যশ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ ...	৫৩১
আদ্যশ্রাদ্ধ বিধি ...	৫৩২
কৌলপূজা প্রসংশা ...	৫৩২
শুভকর্ম্মের দিন ...	৫৩৩
গৃহপ্রবেশাদির নিয়ম ও সংক্ষেপ যাত্রা ...	৫৩৩
দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কৌলের কর্ত্তব্য ...	৫৩৩
কৌলমাহাত্ম্য ...	৫৩৪
পূর্ণাভিষেক ...	৫৩৫
দিন অথবা রাত্রিতে পূর্ণাভিষেক বিধি ...	৫৩৫
পূর্ণাভিষেক বিষয়ে গুরু অনধিকারী হইলে অধিকারীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যবস্থা ...	৫৩৬
(২৯১) অনুপযুক্ত গুরুত্যাগ ও যোগ্যগুরু আশ্রয় বিষয়ে ব্যবস্থা	৫৩৬
পূর্ণাভিষেকের অঙ্গ গণেশ পূজা	৫৩৭
(২৯২) গণেশের ঋষ্যাদি ন্যাস ...	৫৩৮

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
(২৯৩।২৯৪) গণেশের অঙ্গন্যাস করন্যাস ও প্রাণায়াম ...	৫৩৮
গণেশের ধ্যান	৫৩৮
গণেশের পীঠশক্তি পূজা ও আবরণ পূজা ...	৫৩৯
(২৯৫।২৯৬।২৯৭) আবরণ পূজা বিষয়ে ও গণেশ পূজা বিষয়ে উপদেশ ...	৫৪০
(৩০১) গণেশঘটে সূর্য্য বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা ও গণেশ বিসর্জন বিষয়ে উপদেশ ...	৫৪১
(৩০২) তিলকাঞ্চন উৎসর্গাদির মন্ত্র ও তদ্বিষয়ে উপদেশ ...	৫৪২
(৩০৩) কৌল ভোজ্যদান মন্ত্র ও তদ্বিষয়ে উপদেশ ...	৫৪২
পূর্ণাভিষেকার্থ গুরুর নিকট গমন ও প্রার্থনা ...	৫৪৩
পূর্ণাভিষেকের সঙ্কল্প ...	৫৪৪
(৩০৪) পূর্ণাভিষেকের সঙ্কল্প রচনা ও তদ্বিষয়ে উপদেশ ...	৫৪৪
গুরুবরণ ...	৫৪৫
(৩০৫) গুরুবরণ বাক্য ...	৫৪৬
যাগমণ্ডপ সজ্জা ...	৫৪৬
বেদী ও মণ্ডল রচনা ...	৫৪৬
ঘট স্থাপন ...	৫৪৭
(৩০৬।৩০৭) ঘটে স্বর্ণ দান ও পঞ্চপল্লব দান বিষয়ে উপদেশ	৫৪৮
পাত্রস্থাপন ও তর্পণ বিষয়ে ব্যবস্থা ...	৫৪৯
(৩০৮) সুধাঘট স্থাপন ও তর্পণ বিষয়ে উপদেশ ...	৫৫০
(৩০৯) বলিপ্রদান বিষয়ে উপদেশ	৫৫১
ইষ্টপূজা এবং কুমারী ও শক্তি সাধকের অর্চ্চনা ...	৫৫১
শক্তি সাধকের নিকট গুরুর প্রার্থনা ...	৫৫১
পূর্ণাভিষেকে শক্তি সাধকের সম্মতি ...	৫৫২
(৩১৫) ঘটসঞ্চালন বিষয়ে উপদেশ	৫৫২
(৩১৬) পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষ্যাদি	৫৫৩
পূর্ণাভিষেক মন্ত্র ...	৫৫৩
(৩১৭) অষ্টভৈরব বিষয় মতভেদ ও সামঞ্জস্য ...	৫৫৫
(৩১৮) পূর্ণাভিষেক মন্ত্র বিষয়ে উপদেশ ...	৫৫৭
পশুমুখে লব্ধ মন্ত্র পুনর্গ্রহন ...	৫৫৭
শিষ্যের নাম করণ ...	৫৫৮
(৩১৯) নামকরণ বিষয়ে গুরুর প্রতি উপদেশ ...	৫৫৮
গুরুদক্ষিণা, শক্তিসাধক পূজা ও অমৃত প্রার্থনা ...	৫৫৯
অমৃতদান বিষয় গুরুর প্রার্থনা	
শক্তি সাধকের সম্মতি ...	৫৫৯
কৌলগণের আজ্ঞা লইয়া শিষ্যকে অমৃত দান ...	৫৫৯
প্রসাদ পরিবেশন ও চক্রানুষ্ঠান	৫৬০
পূর্ণাভিষেক বিষয়ে নবরাত্রাদি	৫৬০
কল্পভেদ ও ব্যবস্থা ...	৫৬১
পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের মাহাত্ম্য	৫৬১
পূর্ণাভিষিক্ত সদ্গুরুর শ্রেষ্ঠতা	৫৬২
শাক্তাভিসিক্তের চক্রেশ্বরতা নিষেধ ...	৫৬২
(৩২২) শাক্তাভিষিক্তের পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ বিষয়ে ব্যবস্থা ...	৫৬২
কুলদ্রব্য ও কুলসাধক নিন্দার দোষ ...	৫৬৩

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্যতা ...	৫৬৪
সকল স্থানেই সকল বস্তুতেই ব্রহ্মের পূজার সিদ্ধি ...	৫৬৪
সৎকৌলের লক্ষণ ...	৫৬৪

——

একাদশ উল্লাস।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন ...	৫৬৫
শক্তির প্রশংসা ...	৫৬৭
(৩২৪) নিগম আগম ও তন্ত্রের লক্ষণ ও অর্থ ...	৫৬৮
পাপের লক্ষণ ও বিভাগ ...	৫৭০
দ্বিবিধ পাপ মোচনের দ্বিবিধ উপায় ...	৫৭০
রাজার দণ্ডবিধি ...	৫৭১
রাজা স্বয়ং পাপী হইলে দণ্ডবিধান	৫৭২
যে স্থলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড এবং গুরুপাপে লঘুদণ্ড তন্নিরূপণ ...	৫৭৩
ধার্মিক রাজার প্রতি প্রজাগণের কর্ত্তব্য ...	৫৭৪
অতিপাতক নিরূপণ ও অতি-পাতকীর দণ্ড ...	৫৭৫
ব্যভিচার বিশেষে দণ্ড বিশেষ	৫৭৬
বারনারী, পশু প্রভৃতি গমনের দণ্ড ...	৫৭৯
জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীলোকের বা পুরুষের পায়ুগমনের দণ্ড ...	৫৮০
বলাৎকারের দণ্ড ...	৫৮০
পরস্ত্রীর লক্ষণ ...	৫৮০
কামভাবে পরস্ত্রী বা পরপুরুষ দর্শনাদির দণ্ড ...	৫৮১
স্ত্রীলোকের গুপ্ত অঙ্গ দর্শন, অশ্লীল উচ্চারণ প্রভৃতি ও গুপ্ত অঙ্গ প্রদর্শনের দণ্ড ...	৫৮১
পত্নীর ব্যভিচার প্রমাণ করিতে না পারিলে পতির কর্ত্তব্য ...	৫৮২
উপপতির সহিত রতিকালে পতি, বিনাশ করিলে দণ্ডভাব ...	৫৮৩
পতির নিষিদ্ধ স্থানে গমনাদিতে পত্নী ত্যাগার্হা ...	৫৮৩
বিধবার কর্ত্তব্য নিরূপণ ...	৫৮৩
মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু ও পতিবন্ধু নিরূপণ ...	৬৮৫
গ্রাসাচ্ছাদনার্হ নিরূপণ ...	৫৮৫
পত্নীকে দুর্ব্বাক্য বলা, প্রহার করা ও রক্তপাত করার দণ্ড ...	৫৮৬
পত্নীকে মা ভগিনী বা কন্যা বলার দণ্ড ...	৫৮৬
নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা কন্যা স্বামি-সংসর্গ-হীনা বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ বিধি ...	৫৮৭
জারজ তনয় নিরূপণ ...	৫৮৭
ভ্রূণহত্যার দণ্ড ...	৫৮৮
নরহত্যার দণ্ড ...	৫৮৮
আততায়ি বধে ও সংগ্রামে মনুষ্যবধে দণ্ডাভাব ...	৫৮৯
গুরুজনকে প্রহারাদি করিলে দণ্ড	৫৯০
আঘাতের পর ছয়মাস পরে মৃত্যু হইলে প্রাণদণ্ডাভাব ...	৫৯০
রাজবিদ্রোহী প্রভৃতির প্রাণদণ্ডে দোষাভাব ...	৫৯১
নরহত্যাপরাধে অপরাধী নিরূপণ	৫৯১

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অনবধানতা দোষে নরহত্যার দণ্ড	৫৯২
কুলাচারদূষক বঞ্চক বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতির দণ্ড …	৫৯২
ন্যস্তধন অপহারক প্রভৃতির দণ্ড	৫৯২
কন্যাপুত্র প্রভৃতি বিক্রয়াদির দণ্ড	৫৯৩
ক্ষতিপূরণ দণ্ড …	৫৯৩
চৌর্য্য বিশেষে দণ্ড বিশেষ …	৫৯৪
কূটসাক্ষীর দণ্ড …	৫৯৫
কিরূপ সাক্ষ্য গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য তাহা নিরূপণ …	৫৯৫
জাল করণের দণ্ড …	৫৯৬
মিথ্যা ব্যবহারের জন্য …	৫৯৭
বিচারালয়ে শপথ ও শপথপূর্ব্বক মিথ্যাকথনে মহাপাপ …	৫৯৮
অঙ্গীকার পালনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা …	৫৯৯
সুরামাহাত্ম্য …	৫৯৯
মদ্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব সেবনের মাহাত্ম্য …	৬০১
অবৈধ সুরাপানের ও অতি-পানের মহাদোষ কীর্ত্তন …	৬০১
সুরাসক্ত লোকের দণ্ড …	৬০৩
অতিপান নিরূপণ এবং অতিপান ও মত্ততার লক্ষণ …	৬০৩
মদমত্তের দণ্ড …	৬০৩
অতিপানাসক্ত কৌলের পশুতা প্রাপ্তি ও দণ্ড …	৬০৪
ব্রাহ্মীভার্য্যাকে সুরাপান করাইলে দণ্ড …	৬০৪
অসংস্কৃত মদ্য মাংস মৎস্য বা মুদ্রা সেবনের এবং অবৈধ স্ত্রী সং-ভোগের দণ্ড …	৬০৪
অবৈধ মাংস ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত	৬০৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নিষিদ্ধ অন্নাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত …	৬০৬
চক্রার্পিত ম্লেচ্ছাদির অন্নে দোষাভাব …	৬০৭
দুর্ভিক্ষাদি সময়ে নিষিদ্ধ অন্নে জীবন রক্ষায় দোষাভাব …	৬০৭
যে স্থানে স্পর্শদোষ ঘটেনা তন্নিরূপণ …	৬০৭
পশুবিশেষ বধে পাপবিশেষ কথন	৬০৮
গোবধ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত …	৬০৭
কৃচ্ছ্রব্রতের নিয়ম …	৬০৯
অপালনকৃত গোবধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত …	৬০৯
মৃগয়াকালে ও দেবোদ্দেশে পশু-বধে দোষাভাব …	৬১১
সঙ্কল্পিত ব্রত ভঙ্গাদির এবং মহা-গুরু নিন্দাদির প্রায়শ্চিত্ত …	৬১১
কুলাচার বিহীন দেশ গমনের দোষ ও প্রায়শ্চিত্ত …	৬১২
উপবাসের নিয়ম ও অনুকল্প …	৬১৩
পরনিন্দা আত্মশ্লাঘা প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত …	৬১৪
মহারোগাদির প্রায়শ্চিত্ত …	৬১৫
অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা দূষিত গৃহ বাপী কূপ প্রভৃতি সংস্কার	৬১৬
ধন থাকিলে যাচ্ঞা এবং বিদ্যা-থাকিতে পাপাচরণকারীর পাতিত্ব ও দোষ …	৬১৮
গর্দভ কুক্কুট বরাহ বিক্রয়ী এবং অন্যান্য নীচ কর্ম্মাসক্ত দ্বিজের প্রায়শ্চিত্ত …	৬১৮
ত্রিদিন ব্রতের নিয়ম …	৬১৯
অনধিকার প্রবেশে ও গুপ্ত কথার	

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্যক্তকারীর প্রায়শ্চিত্ত …	৬১৯
গুরুজন উপস্থিত হইলে অভ্যুত্থান না করিলে দণ্ড …	৬১৯
সরল ভাষায় লিখিত তন্ত্রের কূটার্থ করণে দোষ …	৬২০
দ্বাদশ উল্লাস।	
ধনাধিকার বিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম না থাকিলে দোষ …	৬২১
কিরূপ সম্বন্ধে ধনাধিকার হয় তন্নিরূপণ …	৬২২
কোন্ সম্বন্ধ হইতে কোন সম্বন্ধ বলবান্ তন্নিরূপণ …	৬২৩
সন্নিকৃষ্ট সম্বন্ধে ধনাধিকার নিরূপণ …	৬২৩
রাজ্যাধিকার বিষয়ে বিশেষ নিয়ম	৬২৪
ধনীর ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক ধন বিভাগের ব্যবস্থা …	৬২৪
কিরূপে ধন বিভাগ সিদ্ধ হয় তন্নিরূপন …	৬২৫
বিভাগানর্হ বস্তুর মূল্য বা উপসত্ব …	৬২৬
কোন অংশীকে বঞ্চনা করিয়া বিভাগ হইলে তাহা অন্যথা করিয়া পুনর্বিভাগের ব্যবস্থা …	৬২৭
মৃতপিতৃক পৌত্রের ধনাধিকার	৬২৭
অপুত্রক ধনে পিতার অধিকার	৬২৮
কন্যাসত্বেও পৌত্রের ধনাধিকার	৬২৮
অপুত্রক ধনে পত্নীর অধিকার এবং দান বিক্রয়ে অনধিকার	৬২৯
স্ত্রীধন নিরূপণ …	৬৩০
কীদৃশ অবস্থায় পত্নীর ধনাধিকার তন্নিরূপণ …	৬৩০
কন্যা প্রভৃতির ধনাধিকার …	৬৩১
(৩৩০) সহোদরা ভগিনী থাকিতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধন প্রাপ্তির যুক্তি …	৬৩৫
(৩৩১) ধনাধিবাধক নিরূপণ …	৬৩৫
(৩৩২) ভগিনীদিগের ধন বিভাগ কালে অগ্রে সাধারণ ধন হইতে অনূঢ়া ভগিনীর বিবাহ দিবার ব্যবস্থা …	৬৩৬
স্ত্রীধন বিভাগ …	৬৩৬
স্ত্রীসংক্রান্ত পুংধনে স্ত্রীলোকের দান বিক্রয়ে অনধিকার …	৬৩৭
(৩৩৩) সংক্রান্ত ধন বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা …	৬৩৭
পুংধনে পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির অধিকার …	৬৩৮
(৩৩৪) পুত্রবধূর ধনাধিকার বিচার	৬৩৮
পিতৃকুলে কেহ না থাকিলে মাতামহকুলে ধনাধিকার …	৬৩৯
(৩৩৫) মৃত পিতৃ পিতামহক প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীর ধনভাগ নির্ণয় …	৬৪০
মৃতপিতৃধনে শৈবীপুত্রের অনধিকার ও গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তি …	৬৪২
সপিণ্ডাভাবে শৈবীপুত্র ও সমানোদক প্রভৃতির অধিকার …	৬৪৩
সপিণ্ড সমানোদক ও সগোত্র নিরূপণ …	৬৪৪
সংসৃষ্ট ধন বিভাগ …	৬৪৪
ধনভাগীর পিণ্ডদানের আবশ্যকতা	৬৪৫
অশৌচ ব্যবস্থা …	৬৪৬
দত্তকপুত্রের ব্যবস্থা …	৬৫০
কানীন কুণ্ড গোল প্রভৃতির ধনা-	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ধিকার ও অশৌচ গ্রহণ নিষেধ	৬৫১
(৩৩৯) কানীন, কুণ্ড ও গোলের লক্ষণ …	৬৫১
কেহ নিরুদ্দেশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য …	৬৫২
রাজা কর্ত্তৃক অনাথব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ …	৬৫৩
বিভাগান্তে উপস্থিত হইলে ও অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতিতে অধিকার …	৬৫৩
পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ধনের দান বিক্রয়ের অধিকার বিশেষ …	৬৫৩
(৩৪০) পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ধনের দান বিক্রয়ে ব্যবস্থা …	৬৫৪
ধর্ম্মার্থ স্থাপিত ধনের যথাযথ বিনিয়োগ …	৬৫৫
স্বোপার্জ্জিত ধনে উপার্জ্জকের দানাধিকার …	৬৫৬
নষ্টোদ্ধৃত ধনে উদ্ধর্ত্তার দ্ব্যংশ	৬৫৭
স্বোপার্জ্জিত ধনের লক্ষণ …	৬৫৭
ধনে অনধিকারী নিরূপণ …	৬৫৮
কোনরূপে প্রাপ্ত অস্বামিক বা সস্বামিক ধনে ব্যবস্থা …	৬৫৯
সন্নিকৃষ্ট ব্যক্তি সমর্থ থাকিতে অন্যকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়াদি নিষেধ	৬৫৯
করহীন পতিত ভূমি সম্পন্ন করিতে সকলেরই অধিকার …	৬৬২
উৎসৃষ্ট জলাশয়ের জলসেচন ও স্নানাদিতে অধিকার বিশেষ	৬৬৩
অংশীর অসম্মতিতে অবিভক্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া নিষেধ …	৬৬৩
বন্ধক বা ন্যস্ত বস্তু নষ্ট হইলে	৬৬৩
ক্ষতিপূরণ …	৬৬৪
ন্যস্ত পশু প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ে বিধান …	৬৬৪
কাল ও লাভের নির্ণয় না থাকিলে বিনিয়োগ অসিদ্ধ …	৬৬৫
মূল্য অসঙ্গত হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ	৬৬৫
ব্রাহ্মবিধান অনুসারে বিধবা বিবাহ নিষেধ …	৬৬৬
একটিমাত্র পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী দান নিষেধ …	৬৬৬
প্রতিনিধির অধিকার …	৬৬৭
কৃষি, বাণিজ্য ও ঋণ প্রভৃতি বিষয়ে অঙ্গীকারানুরূপ কার্য্য করণের ব্যবস্থা …	৬৬৭

ত্রয়োদশ উল্লাস।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মূল প্রকৃতির রূপ নিরূপণ বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন …	৬৬৯
মূল প্রকৃতির রূপ কল্পনা বিষয়ে যুক্তি …	৬৭০
মহাকালীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা ও বাপী কূপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন	৬৭২
প্রতিমা প্রতিষ্ঠার ফল …	৬৭৩
গৃহ, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, আরাম, জলাশয়, এবং দেবালয়ে দেববাহন ও ধ্বজপতাকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ফল …	৬৭৫
দেবোদ্দেশে বসন ভূষণ পর্য্যঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফল …	৬৭৯
বাস্তুপুরুষ পূজার বিধান …	৬৭৯
বাস্তুদেবের পরিকর পূজার বিধান	৬৭৯
বাস্তুমণ্ডল …	৬৮০

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাস্তুরাক্ষসের ধ্যান …	৬৮৪
যথাবিধানে বাস্তুদৈত্য পূজায় সর্ব্বাপৎ শান্তি কথন …	৬৮৫
প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে নবগ্রহ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা বিধান …	৬৮৫
গ্রহযন্ত্র …	৬৮৬
(৩৪৪) অষ্টদিক্‌পালেরবর্ণ …	৬৮৭
গ্রহযন্ত্রের কোন্ কোষ্ঠে কোন্ গ্রহের পূজা হইবে তাহার বিধান	৬৮৮
গ্রহগণের বর্ণভেদ …	৬৮৯
গ্রহগণের ধ্যান …	৬৮৯
দিক্‌পালদিগের পূজা ও ধ্যান	৬৯০
দ্বারপাল পূজা …	৬৯১
ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান …	৬৯২
বাস্তু পুরুষের ও নবগ্রহের মন্ত্র	৬৯৩
(৩৫২) গ্রহযামলোক্ত নবগ্রহ মন্ত্র	৬৯৬
(৩৫৩) নাগমন্ত্র বিষয়ে উপদেশ	৬৯৬
গ্রহগণের বর্ণানুরূপ পুষ্প বস্ত্র প্রভৃতি দানের বিধি …	৬৯৭
(৩৫৪) ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের প্রীতিদায়ক দ্রব্য …	৬৯৭
কার্য্য বিশেষে অগ্নির নামকরণ	৬৯৮
বাস্তু ও গ্রহযাগাদি দেবার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণের আবশ্যকতা …	৬৯৮
অসংস্কৃত জলাশয় প্রভৃতি দান নিষেধ …	৬৯৯
কাম্যকর্ম্মে সঙ্কল্পের আবশ্যকতা	৬৯৯
সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ মন্ত্র …	৭০০
যে কার্য্যে যে দেবতা পূজ্য তাহার বিধান …	৭০৩
বাস্তুযাগ …	৭০৪
গণেশের ধ্যান …	৭০৪
বাস্তুযাগে ও গ্রহযাগে বিশেষ	৭০৫
কূপ সংস্কার ও উৎসর্গ …	৭০৬
তড়াগ ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি উৎসর্গে বিশেষ …	৭০৯
(৩৫৫) কূপ প্রভৃতি অষ্টবিধ জলাশয়ের লক্ষণ …	৭০৯
গৃহপ্রতিষ্ঠা …	৭১২
(৩৫৭) বেশ্যার মাহাত্ম্য ও লক্ষণ	৭১৩
দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা …	৭১৪
দেবমূর্ত্তির স্নান …	৭১৬
দেবপূজার ষোড়শোপচার …	৭১৯
(৩৫৯) অন্যপ্রকার ষোড়শোপচার	৭১৯
দশোপচার ও পঞ্চোপচার …	৭২০
উপচার নিবেদনে মন্ত্র …	৭২০
(৩৬০) উপচার প্রদান মন্ত্র বিষয়ে বিচার …	৭২০
উপচার প্রদানে বিশেষ মন্ত্র …	৭২১
উপচারের আধার দানে বিশেষ	৭২৮
(৩৬২) উপচারাধার উৎসর্গ বিষয়ে উপদেশ …	৭২৮
দেবগৃহের নিকট প্রার্থনা …	৭২৮
দেবগৃহ উৎসর্গ …	৭২৯
দেবোদ্দেশে দত্ত গৃহের নিকট প্রার্থনা …	৭৩০
দেববাহন দান মন্ত্র …	৭৩১
আরাম সেতু বৃক্ষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ক্রম …	৭৩৪
আত্বাকালিকা প্রতিষ্ঠার ক্রম	৭৩৪
(৩৬৩) বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকানিরূপণ	৭৩৫
পঞ্চকষায় প্রভৃতি দ্বারা প্রতিমার স্নান …	৭৩৫
(৩৬৫) পঞ্চামৃত …	৭৩৬
(৩৬৬) স্নানকালে মন্ত্র প্রয়োগ ও দ্রব্য পরিমাণ …	৭৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ধিকার ও অশৌচ গ্রহণ নিষেধ	৬৫১
(৩৩৯) কানীন, কুণ্ড ও গোলের লক্ষণ ...	৬৫১
কেহ নিরুদ্দেশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য ...	৬৫২
রাজা কর্ত্তৃক অনাথব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ ...	৬৫৩
বিভাগান্তে উপস্থিত হইলে ও অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতিতে অধিকার ...	৬৫৩
পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ধনের দান বিক্রয়ের অধিকার বিশেষ ...	৬৫৩
(৩৪০) পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ধনের দান বিক্রয়ে ব্যবস্থা ...	৬৫৪
ধর্ম্মার্থ স্থাপিত ধনের যথাযথ বিনি-য়োগ ...	৬৫৫
স্বোপার্জ্জিত ধনে উপার্জ্জকের দানাধিকার ...	৬৫৬
নষ্টোদ্ধৃত ধনে উদ্ধর্ত্তার দ্ব্যংশ	৬৫৭
স্বোপার্জ্জিত ধনের লক্ষণ ...	৬৫৭
ধনে অনধিকারী নিরূপণ ...	৬৫৮
কোনরূপে প্রাপ্ত অস্বামিক বা সস্বামিক ধনে ব্যবস্থা ...	৬৫৯
সন্নিকৃষ্ট ব্যক্তি সমর্থ থাকিতে অন্যকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়াদি নিষেধ	৬৫৯
করহীন পতিত ভূমি সম্পন্ন করিতে সকলেরই অধিকার ...	৬৬২
উৎসৃষ্ট জলাশয়ের জলসেচন ও স্নানাদিতে অধিকার বিশেষ	৬৬৩
অংশীর অসম্মতিতে অবিভক্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া নিষেধ ...	৬৬৩
বন্ধক বা ন্যস্ত বস্তু নষ্ট হইলে	৬৬৪
ক্ষতিপূরণ ...	৬৬৪
ন্যস্ত পশু প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ে বিধান ...	৬৬৪
কাল ও লাভের নির্ণয় না থাকিলে বিনিয়োগ অসিদ্ধ ...	৬৬৫
মূল্য অসঙ্গত হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ	৬৬৫
ব্রাহ্মবিধান অনুসারে বিধবা বিবাহ নিষেধ ...	৬৬৬
একটিমাত্র পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী দান নিষেধ ...	৬৬৬
প্রতিনিধির অধিকার ...	৬৬৭
কৃষি, বাণিজ্য ও ঋণ প্রভৃতি বিষয়ে অঙ্গীকারানুরূপ কার্য্য করণের ব্যবস্থা ...	৬৬৭

ত্রয়োদশ উল্লাস।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মূল প্রকৃতির রূপ নিরূপণ বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন ...	৬৬৯
মূল প্রকৃতির রূপ কল্পনা বিষয়ে যুক্তি ...	৬৭০
মহাকালীর মূর্ত্তি নির্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা ও বাপী কূপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন	৬৭২
প্রতিমা প্রতিষ্ঠার ফল ...	৬৭৩
গৃহ, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, আরাম, জলাশয়, এবং দেবালয়ে দেববাহন ও ধ্বজপতাকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ফল ...	৬৭৫
দেবোদ্দেশে বসন ভূষণ পর্য্যঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফল ...	৬৭৯
বাস্তুপুরুষ পূজার বিধান ...	৬৭৯
বাস্তুদেবের পরিকর পূজার বিধান	৬৭৯
বাস্তুমণ্ডল ...	৬৮০

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাস্তুরাক্ষসের ধ্যান ...	৬৮৪
যথাবিধানে বাস্তুদৈত্য পূজায় সর্ব্বাপৎ শান্তি কথন ...	৬৮৫
প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে নবগ্রহ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা বিধান ...	৬৮৫
গ্রহযন্ত্র ...	৬৮৬
(৩৪৪) অষ্টদিক্‌পালেরবর্ণ ...	৬৮৭
গ্রহযন্ত্রের কোন্ কোষ্ঠে কোন্ গ্রহের পূজা হইবে তাহার বিধান	৬৮৮
গ্রহগণের বর্ণভেদ ...	৬৮৯
গ্রহগণের ধ্যান ...	৬৮৯
দিক্‌পালদিগের পূজা ও ধ্যান	৬৯০
দ্বারপাল পূজা ...	৬৯১
ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান ...	৬৯২
বাস্তু পুরুষের ও নবগ্রহের মন্ত্র	৬৯৩
(৩৫২) গ্রহযামলোক্ত নবগ্রহ মন্ত্র	৬৯৬
(৩৫৩) নামমন্ত্র বিষয়ে উপদেশ	৬৯৬
গ্রহগণের বর্ণানুরূপ পুষ্প বস্ত্র প্রভৃতি দানের বিধি ...	৬৯৭
(৩৫৪) ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের প্রীতিদায়ক দ্রব্য ...	৬৯৭
কার্য্য বিশেষে অগ্নির নামকরণ	৬৯৮
বাস্তু ও গ্রহযাগাদি দেবার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণের আবশ্যকতা ...	৬৯৮
অসংস্কৃত জলাশয় প্রভৃতি দান নিষেধ ...	৬৯৯
কাম্যকর্ম্মে সঙ্কল্পের আবশ্যকতা	৬৯৯
সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ মন্ত্র ...	৭০০
যে কার্য্যে যে দেবতা পূজ্য তাহার বিধান ...	৭০৩
বাস্তুযাগ ...	৭০৪
গণেশের ধ্যান ...	৭০৪
বাস্তুযাগে ও গ্রহযাগে বিশেষ	৭০৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কূপ সংস্কার ও উৎসর্গ ...	৭০৬
তড়াগ ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি উৎসর্গে বিশেষ ...	৭০৯
(৩৫৫) কূপ প্রভৃতি অষ্টবিধ জলাশয়ের লক্ষণ ...	৭০৯
গৃহপ্রতিষ্ঠা ...	৭১২
(৩৫৭) বেশ্মার মাহাত্ম্য ও লক্ষণ	৭১৩
দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা ...	৭১৪
দেবমূর্ত্তির স্নান ...	৭১৬
দেবপূজার ষোড়শোপচার ...	৭১৯
(৩৫৯) অন্যপ্রকার ষোড়শোপচার	৭১৯
দশোপচার ও পঞ্চোপচার ...	৭২০
উপচার নিবেদনে মন্ত্র ...	৭২০
(৩৬০) উপচার প্রদান মন্ত্র বিষয়ে বিচার ...	৭২০
উপচার প্রদানে বিশেষ মন্ত্র ...	৭২১
উপচারের আধার দানে বিশেষ	৭২৮
(৩৬২) উপচারাধার উৎসর্গ বিষয়ে উপদেশ ...	৭২৮
দেবগৃহের নিকট প্রার্থনা ...	৭২৮
দেবগৃহ উৎসর্গ ...	৭২৯
দেবোদ্দেশে দত্ত গৃহের নিকট প্রার্থনা ...	৭৩০
দেববাহন দান মন্ত্র ...	৭৩১
আরাম সেতু বৃক্ষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ক্রম ...	৭৩৪
আত্মকালিকা প্রতিষ্ঠার ক্রম	৭৩৪
(৩৬৩) বেশ্মাদ্বারের মৃত্তিকানিরূপণ	৭৩৫
পঞ্চকষায় প্রভৃতি দ্বারা প্রতিমার স্নান ...	৭৩৫
(৩৬৫) পঞ্চামৃত ...	৭৩৬
(৩৬৬) স্নানকালে মন্ত্র প্রয়োগ ও দ্রব্য পরিমাণ ...	৭৩৭

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রতিমার নিকট প্রার্থনা ...	৭৩৮
প্রতিমাঙ্গে ন্যাসাদি ...	৭৩৯
(৩৬৮) ষড়ঙ্গন্যাস ও বর্ণন্যাস বিষয়ে উপদেশ ...	৭৩৯
(৩৭২) প্রতিমাঙ্গে মাতৃকান্যাস বিষয়ে উপদেশ ...	৭৪১
প্রার্থনা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি পূর্ব্বক ভগবতীর পূজা ...	৭৪২
অগ্নিসংস্কার ও জাতকর্ম নাম-করণ প্রভৃতি ...	৭৪৩
(৩৭৪) জাতকর্ম প্রভৃতির মন্ত্রাদি	৭৪৩
হোম ও হুতশেষ আজ্যপাত	৭৪৩
ভগবতীর সংক্ষেপ প্রতিষ্ঠা ..	৭৪৪
এই নিয়মে সর্ব্ব দেবতা প্রতিষ্ঠার বিধান ...	৭৪৪

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অচল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রশ্ন ...	৭৪৬
(৩৭৬) শিবলিঙ্গ পূজার বহুল প্রচারাদি কথন ...	৭৪৬
—শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্টের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ ...	৭৪৭
—শিবপুরাণের মতে লিঙ্গোৎপত্তি বিবরণ ...	৭৪৯
—নারদ পঞ্চরাত্রের মতানুসারে শিব-শক্তির সমবেত তেজোদ্বারা শিব-লিঙ্গোৎপত্তি কথন ...	৭৫৩
—বামনপুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে মহর্ষিগণের শাপে কাম বাণাহত সদাশিবের লিঙ্গপাত ...	৭৫৭
—সদাশিবের আদেশে সকলের লিঙ্গ পূজারম্ভ ...	৭৫৯
—বামনপুরাণ ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় অনুসারে বালখিল্যগণের প্রহারে ভূতনাথের লিঙ্গপাত ...	৭৬০
—শিবপুরাণ অনুসারে দারুবনে ঋষিগণের শাপে পশুপতির লিঙ্গপাত ...	৭৬২
—ব্রহ্মার আদেশ ক্রমে শিবলিঙ্গ স্থির করিবার উপদেশ ...	৭৬৫
—পদ্মপুরাণমতে ভৃগুর শাপে ভূতনাথের ও ভবানীর লিঙ্গ যোনিরূপ প্রাপ্তি	৭৬৬
লিঙ্গ পুরাণ ও বায়ুপুরাণ অনুসারে প্রলয়পয়োধি মধ্যে অনাদ্যনন্ত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব	৭৬৮
লিঙ্গের শেষসীমা দর্শনার্থ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর গমন ...	৭৭০
লিঙ্গ হইতে নাদ ও প্রণবের আবির্ভাব ...	৭৭১
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রণব স্বরূপ দর্শন	৭৭২
শব্দব্রহ্মরূপ বেদের আবির্ভাব	৭৭২
যজুর্ব্বেদের উপদেশ ...	৭৭২
যজুর্বেদ বাক্যে অন্যান্য বেদের অনুমোদন ...	৭৭৩
মহেশ্বরের শব্দময় রূপ ধারণ ...	৭৭৩
বায়ুপুরাণমতে মহেশ্বরের সাকার রূপ ধারণ ...	৭৭৩
ঈশান তৎপুরুষ প্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্রের আবির্ভাব ...	৭৭৪
পরিতুষ্ট মহাদেবের উপদেশ ও বর প্রদান ...	৭৭৫
শিবপুরাণের বিশ্বেশ্বর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া	

নির্ঘণ্টপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
লিঙ্গোৎপত্তির বর্ণিত বিষয় ও উৎপত্তি তিথি নিরূপণ ...	৭৭৭
মোহিনীমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু কর্তৃক শিবের লিঙ্গচ্ছেদন ...	৭৭৯
কালিকাপুরাণ অনুসারে সতী বিয়োগে শিবের লিঙ্গরূপ ধারণ	৭৮০
লিঙ্গভেদ কথন ...	৭৮১
স্বয়ম্ভু লিঙ্গ লক্ষণ ...	৭৮১
দৈবলিঙ্গ লক্ষণ ...	৭৮২
গোলক লিঙ্গ লক্ষণ ...	৭৮২
আর্ষলিঙ্গ লক্ষণ ...	৭৮৩
মানসলিঙ্গ ভেদ ...	৭৮৩
রৌদ্রলিঙ্গ লক্ষণ ...	৭৮৩
শিবনাভিলিঙ্গ লক্ষণ ...	৭৮৪
বাণলিঙ্গ লক্ষণ ও মাহাত্ম্য ...	৭৮৪
বাণলিঙ্গের উৎপত্তি ...	৭৮৫
ঐন্দ্রলিঙ্গ বায়ুলিঙ্গ প্রভৃতির উৎপত্তি ...	৭৮৭
ভিন্ন ভিন্ন বাণলিঙ্গের উৎপত্তি ও লক্ষণ ...	৭৮৭
বাণলিঙ্গে আবাহনাদি নিষেধ	৭৯১
অনিষ্টকর বাণলিঙ্গ লক্ষণ ...	৭৯১
কৃত্রিম লিঙ্গ ও কোন্ দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গে কিরূপ ফল তন্নিরূপণ ...	৭৯১
গন্ধলিঙ্গ নির্ম্মাণ বিধি ...	৭৯২
শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই সর্বাগ্রে লিঙ্গপূজা করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে উপদেশ ...	৭৯৫
শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণ বিষয়ে বিচার ও মীমাংসা ...	৭৯৬
অতিপ্রাচীন কালেও শিবলিঙ্গ পূজার বহুল প্রচার ছিল তাহার প্রমাণ ...	৭৯৯
রামচন্দ্রকৃত অকালে দুর্গা পূজার অনুসন্ধান ...	৮০১
(*) মিশর দেশের ও পিরামিডের উৎপত্তি বিবরণ ...	৮০১
শিবলিঙ্গ স্থাপন ফল ...	৮০৩
প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও শিবক্ষেত্র মাহাত্ম্য ...	৮০৪
অধিবাস ও অধিবাসের দ্রব্য ...	৮০৭
সদাশিবের ধ্যান ...	৮০৮
মহেশ্বরের পূজা ও মন্ত্রোদ্ধার ...	৮১০
বেদীতে ভগবতীর পূজা ও ধ্যান	৮১১
ভগবতীর মন্ত্রোদ্ধার ...	৮১২
(৩৮১) মাষভক্ত বলি বিষয়ে উপদেশ ...	৮১২
মাষভক্ত বলির মন্ত্র ...	৮১৩
প্রতিষ্ঠাদিন কৃত্য ...	৮১৩
দেব ও দেবীর স্থাপন ...	৮১৪
দেব ও দেবীর নিকট প্রার্থনা	৮১৫
গৃহমধ্যে লিঙ্গ স্থাপন ...	৮১৬
লিঙ্গে গৌরীপট্ট প্রবেশন ...	৮১৬
(৩৮৩) গৌরীপট্ট স্থাপন বিষয়ে উপদেশ ...	৮১৬
লিঙ্গস্পর্শ পূর্ব্বক প্রার্থনা ...	৮১৭
শিবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পূজা ...	৮১৭
(৩৮৪) প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র ...	৮১৮
অষ্টমূর্ত্তি পূজা ...	৮১৮
(৩৮৫) অষ্টমূর্ত্তি পূজা ...	৮১৯
শিবের নিকট প্রার্থনা ...	৮২০
পরদিন কৃত্য ...	৮২০
(৩৮৬) পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান বিষয়ে উপদেশ ...	৮২১
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ স্থানান্তর করণ	

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নিষেধ ...	৮২২
অকস্মাৎ পূজা বাধ হইলে বা অন্যদোষ ঘটিলে কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে প্রশ্ন ...	৮২২
পূজা বাধ হইলে তাহার ব্যবস্থা	৮২৩
অন্য কোন দোষে দেবতা দূষিত হইলে ত্যাজ্য বা পূজ্য তাহার ব্যবস্থা ...	৮২৩
মহাপীঠ ও অনাদি লিঙ্গে নীচ স্পর্শাদি দোষাভাব কথন ...	৮২৪
কর্ম্মের অপরিহরনীয়তা ও কর্ম্মই বন্ধন ...	৮২৪
কর্ম্মক্ষয় ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের অসম্ভাবনা ...	৮২৫
তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তির উপায় ...	৮২৬
অত্মার নির্লিপ্ততা ও স্বরূপ ...	৮২৯
তত্ত্বজ্ঞানের ফল ...	৮৩১
(৩৯১) জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিতয় বিষয়ে উপদেশ ...	৮৩২
চতুর্ব্বিধ অবধূত বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন ...	৮৩২
ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূতের লক্ষণ	৮৩৩
(৩৯২) যতির শ্রেষ্ঠতা ...	৮৩৩
(৩৯৩) কৌলমাহাত্ম্য ...	৮৩৩
উক্ত অবধূত দ্বয়ের ভেদ কথন	৮৩৫
অপূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত ও অপূর্ণ শৈবাবধূতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ...	৮৩৪
ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রের মাহাত্ম্য ...	৮৩৫
(৩৯৪) ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রের ব্যাখ্যা	৮৩৬
পূর্ণ শৈবাবধূতের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে অনধিকার ...	৮৩৬
(৩৯৬) চতুর্ব্বিধ অবধূত বিষয়ে উপদেশ ...	৮৩৭
পূর্ণব্রাহ্মাবধূতের সর্ব কার্য্যেই অনধিকার কথন ...	৮৩৭
চতুর্ব্বিধ অবধূতের মাহাত্ম্য ...	৮৪০
(৩৯৭) কৌল, কুলতত্ত্ব ও কুল দ্রব্যাদির লক্ষণ ...	৮৪০
কুলাচারে সকলেরই অধিকার কীর্ত্তন ...	৮৪১
কুলাচার প্রদানে বঞ্চনার দোষ	৮৪২
কৌলের পরস্পর কর্ত্তব্য ...	৮৪৩
কুলধর্ম্ম মাহাত্ম্য ...	৮৪৩
সর্ব্বতন্ত্র অপেক্ষা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন ...	৮৪৪
মহানির্ব্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞানের ফল	৮৪৪
মহানির্বাণতন্ত্র গৃহে রাখিবার ফল	৮৪৫
শুদ্ধিপত্র ...	৮৪৬
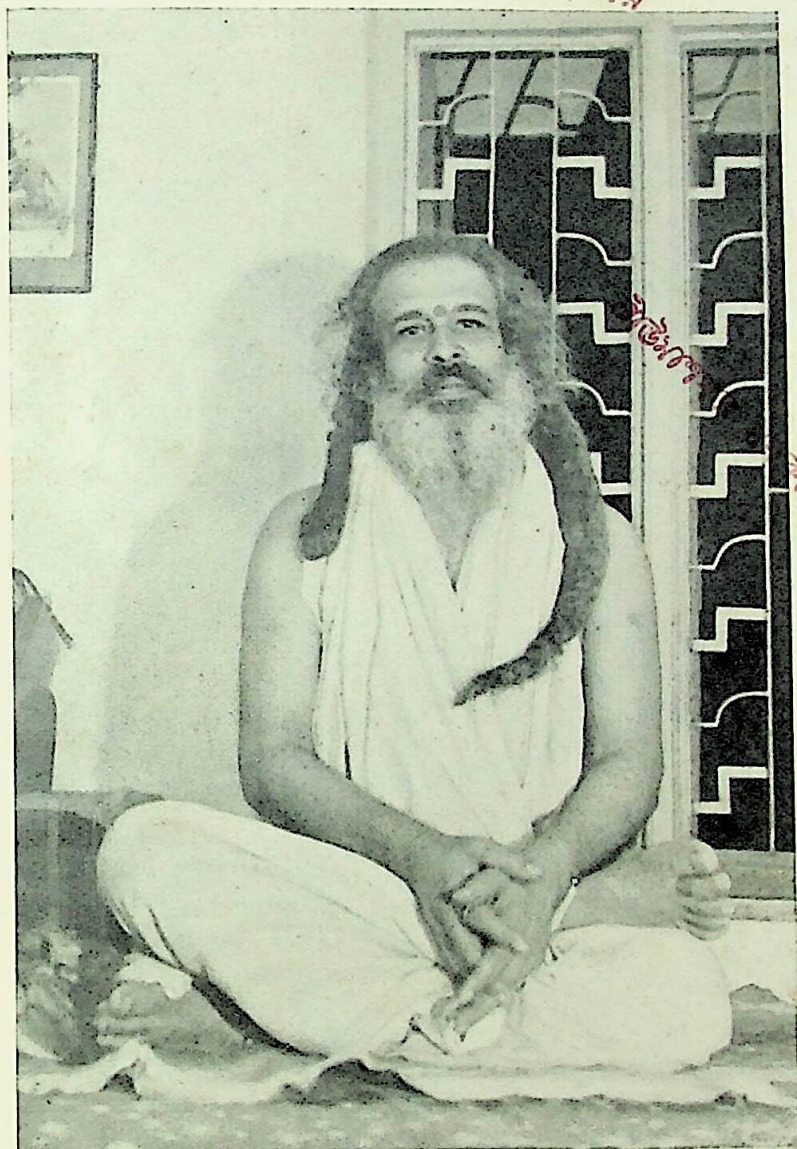
শ্রীপরমানন্দ তীর্থনাথঃ।
মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য
নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তম্ উক্ত্বা ত্বাজুষ্টমীরয়ন্।
গৃহ্নামি নির্ব্বপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাদ্বদন্ * ॥ ৭৬ ॥
গৃহীত্বা নির্ব্বপেৎ স্থাল্যাং প্রোক্ষয়েজ্জলবিন্দুনা।
প্রত্যেকঞ্চতুরো মুষ্টীন্ দেবমুদ্দিশ্য তণ্ডুলান্ ॥ ৭৭ ॥

প্রোক্ষামীতি চ বদন্ সন্ প্রত্যেকং দেবমুদ্দিশ্য চতুরো মুষ্টীন্ চতুর্মুষ্টিপরিমিতাং-স্তণ্ডুলান্ গৃহীত্বা স্থাল্যাং নির্বপেৎ জলবিন্দুনা প্রোক্ষয়েচ্চ। অমুকদেবায় ত্বাজুষ্টং গৃহ্ণামীতি মন্ত্রেণ তণ্ডুলানাদায়ামুকদেবায় ত্বাজুষ্টং নির্বপামীতি মন্ত্রেণ স্থাল্যাং নিঃক্ষিপেৎ। অমুকদেবায় ত্বাজুষ্টং প্রোক্ষামীতি মন্ত্রেণ জলবিন্দুনা তানভি-ষিঞ্চেচ্চেত্যর্থঃ। তু আজুষ্টমিতিচ্ছেদঃ। আজুষ্টং প্রীতিঃ। আজুষ্টমিতি ক্রিয়া-বিশেষণম্ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

প্রভৃতি যে কর্ম্মে যে দেবতার পূজা করিবার বিধি আছে, ৭৫ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত তত্তন্নাম উল্লেখ করিয়া 'ত্বা জুষ্টম্' (সেবা বা ভোগের নিমিত্ত তোমাকে) এই বাক্য সহকারে ক্রমশঃ গৃহ্নামি (গ্রহণ করিতেছি), নির্বপামি (স্থালীতে রাখিতেছি) প্রোক্ষয়ামি (জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিতেছি) বলিয়া ৭৬ প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল (যথাক্রমে মন্ত্রপাঠপূর্বক) গ্রহণ করিবে, স্থালীতে রাখিবে এবং জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিবে (২৩৮)। ৭৭

---

* প্রেক্ষয়ামীত্যত্র প্রোক্ষামি ইতি, ক্রমাদ্বদন্ ইত্যত্র ক্রমাদ্বদেৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

(২৩৮)—মন্ত্র যথা। অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি, এই মন্ত্র দ্বারা তণ্ডুল গ্রহণ করিবে; অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা স্থালীতে স্থাপন করিবে; এবং পরে অমুকদেবায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ তণ্ডুলে জল প্রদান করিবে। এই মন্ত্রের অর্থ হইতেছে যে, অমুকদেবতার উদ্দেশে তাঁহার সেবা বা ভোগের নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। এবং সেই নিমিত্ত তোমাকে স্থালীতে রক্ষা করিতেছি, এবং প্রোক্ষিত করিতেছি। টীকাকার ত্বা এবং জুষ্টং ইহা পৃথক্ না করিয়া এক পদ করিয়াছেন এবং সন্ধি বিচ্ছেদ দ্বারা তু

ততো দুগ্ধং সিতাঞ্চৈব দত্ত্বা পাকবিধানতঃ।
সুপচেৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ সাবধানেন সুব্রতে ॥ ৭৮ ॥
সুপক্বং কোমলং জ্ঞাত্বা দদ্যাৎ তত্র ঘৃতস্রুবম্ ॥ ৭৯ ॥
অগ্নেরুত্তরতঃ পাত্রং বিনিধায় কুশোপরি।
পুনস্ত্রিধা ঘৃতং দত্ত্বা স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ কুশৈঃ ॥ ৮০ ॥
ততঃ স্রুবে চরুস্থাল্যা ঘৃতাধারণপূর্ব্বকম্।
কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় জানুহোমং সমাচরেৎ ॥ ৮১ ॥

তত ইত্যাদি। হে সুব্রতে ততঃ পরং ক্রমেণ দুগ্ধং সিতাঞ্চ স্থাল্যাং দত্ত্বা সাবধানেন মনসা সংস্কৃতে বহ্নৌ পাকবিধানতশ্চরুং সুপচেৎ ॥ ৭৮ ॥

সুপক্বমিত্যাদি। ততঃ সুপক্বং কোমলং চরুং জ্ঞাত্বা তত্র ঘৃতস্রুবং ঘৃত-পূর্ণস্রুবং দদ্যাৎ ॥ ৭৯ ॥

অগ্নেরিত্যাদি। ততশ্চরুপাত্রমগ্নেরুত্তার্য্যাগ্নেরুত্তরতো দেশে কুশোপরি বিনিধায় সংস্থাপ্য চ পুনস্ত্রিধা ত্রিবারং তত্র ঘৃতং দত্ত্বা কুশৈঃ স্থালীমাচ্ছা-দয়েৎ ॥ ৮০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং ঘৃতাধারণপূর্ব্বকং ঘৃতসেচনপূর্ব্বকং চরুস্থাল্যাঃ সকাশাৎ কিঞ্চিচ্চরুং স্রুবে সমাদায় গৃহীত্বা জানুহোমং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা যো হোমো বিধীয়তে স এব জানুহোমো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৮১ ॥

সুব্রতে! অনন্তর তাহাতে দুগ্ধ ও শর্করা প্রদান করিয়া সমাহিত হৃদয়ে উহা সুসংস্কৃত বহ্নিতে পাকবিধি অনুসারে উত্তমরূপে পাক করিবে। ৭৮ পরে যখন জানিতে পারিবে যে, ঐ অন্ন সুপক্ক ও কোমল হইয়াছে, তখন তাহাতে স্রুবপূর্ণ ঘৃত নিক্ষেপ করিবে। ৭৯ অনন্তর সেই চরুস্থালী নামাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে পুনশ্চ তিনবার ঘৃত প্রদান করিয়া কুশ দ্বারা ঐ স্থালী আচ্ছাদিত করিবে। ৮০

অনন্তর ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক সেই চরুস্থালী হইতে স্রুবনামক যজ্ঞপাত্রে

আজুষ্টং এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থ হয়, যে, আমি প্রীতি পূর্ব্বকই অমুক দেবতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতেছি স্থালীতে রাখিতেছি, এবং প্রোক্ষণ করিতেছি। আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থই সুসঙ্গত।

ধারাহোমং ততঃ কৃত্বা প্রধানীভূতকর্ম্মণি।
যত্র যে বিহিতা দেবাঃ তন্মন্ত্রৈরাহুতিং * হুনেৎ ॥ ৮২ ॥
সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্বিষ্টিকৃদ্ধোমপূর্ব্বকম্।
প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ ॥ ৮৩ ॥
সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাসু বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিধেয়ঃ শুভকর্ম্মাদৌ কর্মসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৪ ॥
অথোচ্যতে মহামায়ে গর্ভাধানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ † ॥
তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥ ৮৫ ॥

ধারেত্যাদি। ততো ধারাহোমং কৃত্বা যত্র যস্মিন্ প্রধানীভূতকর্মণি যে দেবাঃ পূজ্যা বিহিতাস্তন্মন্ত্রৈস্তেষাং দেবানাং মন্ত্রৈরাহুতীর্হুনেদ্দদ্যাৎ ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে জানুহোম করিবে (২৩৯)। ৮১ পরে ধারা-হোম (২৪০) করিয়া যে যে প্রধানীভূত কর্ম্মে যে যে দেবতা পূজ্য, সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই দেবতার মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। ৮২ এইরূপে প্রকৃত হোম সমাপন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ-হোম (যজ্ঞের অঙ্গবৈগুণ্য নাশ পূর্বক পূর্ণতা সম্পাদক হোম) সমাধান পূর্বক প্রায়শ্চিত্তাত্মক (ব্যাহৃতি) হোম করিয়া কর্ম সমাপন করিবে। ৮৩

দশবিধ সংস্কার সময়ে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে এইরূপ বিধি নির্দিষ্ট আছে। ফলতঃ সমুদায় শুভকর্ম্মেই প্রথমতঃ অভিলষিত ফল সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বিধানানুসারে কুশণ্ডিকানুষ্ঠান করিতে হইবে। ৮৪

---

* তন্মন্ত্রৈরাহুতীর্হুনেৎ ইতি পাঠান্তরম্। আহুতির্হুনেৎ ইতি প্রামাদিক-পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

† গর্ভাধানোদিতাঃ ক্রিয়াঃ ইত্যপি পাঠঃ।

(২৩৯)—ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া যে সমুদায় হোম করিবার বিধি আছে, তাহার নাম জানুহোম।

(২৪০)—মন্ত্রপাঠ পূর্বক শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন একদিক্ হইতে অপর কোন দিক্ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা প্রদানে যে হোম করা যায়, তাহারই নাম ধারাহোম।

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিক্‌পতয়স্তথা ॥ ৮৬ ॥
স্থণ্ডিলস্যৈন্দ্রদিগ্‌ভাগে ঘটেষ্বেতান্ প্রপূজয়েৎ।
ততস্তু মাতৃকাঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ ॥ ৮৭ ॥
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিঃ ক্ষমা।
আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥ ৮৮ ॥
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বাঃ ত্রিদশানন্দকারিকাঃ।
বিবাহব্রতযজ্ঞানাং সর্বাভীষ্টং প্রকল্প্যতাম্ ॥ ৮৯ ॥

সমাপ্যেত্যাদি। এবং প্রকৃতং হোমং সামাপ্য স্বিষ্টকৃদ্ধোমপূর্বকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা হোমং কৃত্বা কর্ম্মসমাপনং হোমকর্মণঃ সমাপ্তিং কুর্য্যাৎ ॥৮৩॥৮৪॥৮৫॥

ঋতুসংস্কারবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ। নন্থ কান্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ব্রহ্মেত্যাদি ॥ ৮৬ ॥

স্থণ্ডিলস্যেত্যাদি। স্থণ্ডিলস্য চত্বরস্যৈন্দ্রদিগ্‌ভাগে পূর্বভাগে সংস্থাপিতেষু পঞ্চসু ঘটেষ্বেতান্ ব্রহ্মাদীন্ দেবান্ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ মাতৃকা এব দর্শয়তি, গৌরীত্যাদিনা সার্দ্ধেন ॥ ৮৮ ॥

অথ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাবাহনার্থং মন্ত্রদ্বয়মাহ, আয়ান্তু মাতরঃ সর্বা ইত্যাদি ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

মহামায়ে! অতঃপর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ কীর্ত্তন করিতেছি। তন্মধ্যে ক্রম অনুসারে সর্ব্বাগ্রে ঋতুসংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ নিত্যকর্ম সমাধান পূর্বক শুচি হইয়া ব্রহ্মা দুর্গা গণেশ গ্রহগণ ও দিক্‌পতিগণ, এই পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। ৮৬ স্থণ্ডিলের পূর্ব দিকে স্থাপিত ঘটের উপরি এই সমুদায় দেবতার পূজা করিয়া তৎপরে ক্রমশঃ সেই স্থলেই গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিতে হইবে। ৮৭ উক্ত ষোড়শ মাতৃকার নাম যথা—) গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। ৮৮ 'আয়ান্তু মাতরঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ, দেবতাগণের আনন্দদায়িনী মাতৃকাগণ আগমন করুন।

যানশক্তিসমারূঢ়াঃ সৌম্যমূর্ত্তিধরাঃ সদা।
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বা যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধয়ে॥ ৯০॥
ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ।
দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশপরিমাণতঃ।
সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ দদ্যাৎ সিন্দূরচন্দনৈঃ॥ ৯১॥
প্রত্যেকবিন্দুং মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্।
ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্ত্বা তত্র বসুং যজেৎ॥ ৯২॥

ইতীত্যাদি। ইত্যাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং মাতৃগণানাবাহ্য স্বশক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পরিপূজ্য চ নাভিমাত্রায়াং নাভিপরিমিতায়াং দেহল্যাং প্রাদেশপরিমাণক-পরিমিতে দেশে সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ সিন্দূরচন্দনৈর্দ্দদ্যাৎ॥ ৯১॥

প্রত্যেকেত্যাদি। মতিমান্ কর্ম্মসাধকঃ কামং ক্লীমিতি মায়াং হ্রীমিতি রমাং শ্রীমতি চ বীজং স্মরন্ সন্ প্রত্যেকবিন্দুমবিচ্ছিন্নাং ঘৃতধারাং দত্ত্বা তত্রৈব বসুং দেবং গন্ধপুষ্পাদিভির্যজেৎ॥ ৯২॥

বসুধারামিত্যাদি। ময়োক্তেনৈব বর্ত্মনৈবমনেন প্রকারেণ বসুধারাং প্রকল্প্য সম্পাদ্য ধীরো বিচক্ষণঃ কর্ম্মসাধকঃ স্থণ্ডিলং চত্বরং বিরচ্য তত্র বহ্নিস্থাপন-

---

তাঁহারা বিবাহবিষয়ে ব্রতবিষয়ে ও যজ্ঞবিষয়ে সমুদায় অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন। ৮৯ স্ব স্ব যান ও শক্তি সমারূঢ় সর্ব্বদা সৌম্যমূর্ত্তিধারিণী মাতৃকাগণ এই যজ্ঞোৎসব-সমৃদ্ধির নিমিত্ত আগমন করুন। ৯০

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক মাতৃকাগণকে আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। পরে দেহলীতে (দেয়ালে) নাভিপরিমিত উচ্চ স্থানে প্রাদেশ-পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত সিন্দুর ও চন্দন দ্বারা সাতটি বা পাঁচটি বিন্দু অঙ্কিত করিবে। ৯১ অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি 'ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই বীজত্রয় স্মরণ করিতে করিতে প্রত্যেক বিন্দুর উপরিভাগে অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা চেদিরাজ বসুর পূজা করিবে। ৯২

ধীর ব্যক্তি মদুক্ত পদ্ধতি অনুসারে এইরূপে বসুধারা সম্পাতন করিয়া স্থণ্ডিল রচনা পূর্বক তাহাতে বহ্নিস্থাপন করিবে। পরে হোমদ্রব্য সমুদায় সংস্কার

বসুধারাং প্রকল্প্যৈবং ময়োক্তেনৈব বর্ত্মনা।
বিরচ্য স্থণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপনপূর্বকম্।
হোমদ্রব্যানি সংস্কৃত্য পচেচ্চরুমনুত্তমম্॥ ৯৩॥
প্রাজাপত্যশ্চরুশ্চাত্র বায়ুনামা হুতাশনঃ।
সমাপ্য ধারাহোমান্তং কৃত্যমার্ত্তবমারভেৎ॥ ৯৪॥
হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা চরুণৈবাহুতিত্রয়ম্।
প্রদায়ৈকাহুতিং দদ্যাৎ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্॥ ৯৫॥
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ৯৬॥

পূর্ব্বকং হোমদ্রব্যাণি সংস্কৃত্য চানুত্তমং ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাদেবম্ভূতং চরুং পচেৎ॥ ৯৩॥

প্রাজাপত্য ইত্যাদি। অত্র ঋতুসংস্কারকর্ম্মণি যচ্চরুঃ পচ্যতে স প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতিদেবতাকো ভবতি। হুতাশনোঽগ্নিশ্চ বায়ুনামা ভবতি। ততঃ পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা ধারাহোমান্তং কর্ম্ম সমাপ্য কৃত্যং কর্ত্তব্যং আর্ত্তবমৃতুসংস্কার কর্ম্মারভেৎ॥ ৯৪॥

হ্রীমিত্যাদি। হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রজাপতিমুদ্দিশ্য চরুণৈবাহুতিত্রয়ং প্রদায়েমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়ন্ বদন্ সন্ একাহুতিং দদ্যাৎ॥৯৫॥

একাহুতিদানার্থং মন্ত্রমেবাহ, বিষ্ণুর্যোনিমিত্যাদি। পিংশতু দীপয়তু॥ ৯৬॥

করিয়া উৎকৃষ্ট রূপে চরু পাক করিবে। ৯৩ এই ঋতুসংস্কারকার্য্যে যে চরু প্রস্তুত হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু, এবং ইহাতে যে বহ্নি স্থাপিত হয়েন, তাঁহার 'বায়ু' এই নামকরণ করিতে হইবে। পরে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমুদায় সমাধা করিয়া ঋতুকর্ম আরম্ভ করিবে। ৯৪

(ঋতুকর্ম্মবিধান যথা—) হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক চরু দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে আহুতিত্রয় প্রদান করিতে হইবে। পরে ('বিষ্ণুর্যোনিং' ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এক আহুতি প্রদান করিবে।৯৫ (উক্ত মন্ত্রার্থ যথা—) বিষ্ণু উৎপাদিকা শক্তি নিহিত করুন; ত্বষ্টা রূপবিধান করুন;

আজ্যেন চরুণা বাপি সাজ্যেন চরুণাপি বা।
সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমুৎসৃজেৎ॥ ৯৭॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালী * গর্ভং ধেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥ ৯৮॥
ধ্যাত্বা দেবীং সিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা।
স্বাহান্তমনুনানেন দদ্যাদাহুতিমুত্তমাম্॥ ৯৯॥

আজ্যেনেত্যাদি। বিষ্ণুর্যোনিমিত্যাদিনা মন্ত্রেণাজ্যেন ঘৃতেন বা চরুণৈব বা সাজ্যেন সঘৃতেন চরুণা বা সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুঞ্চ ধ্যায়ন্ সংস্তানেবোদ্দিশ্যৈকামাহুতিমুৎসৃজেদ্দদ্যাৎ॥ ৯৭॥ ৯৮॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। অনেন গর্ভং ধেহি সিনীবালীত্যাদিনা স্বাহান্তেন মনুনা সিনীবালীং দেবীং তথা সরস্বত্যশ্বিনৌ সরস্বতীসহিতাবশ্বিনৌ দেবৌ চ ধ্যাত্বা উত্তমামাহুতিং দদ্যাৎ॥ ৯৯॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কামং ক্লীমিতি বধূং স্ত্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি রমাং শ্রীমিতি কূর্চ্চং হূমিতি চ বীজং সমুচ্চরন্ সদ্বিঠং স্বাহাসহিতমমুষ্যৈ পুত্র-

---

প্রজাপতি জীব-নিষেক করুন; এবং ধাতা তোমার গর্ত্ত সম্পাদন করুন।৯৬ এই আহুতি প্রদান সময়ে সূর্য্য প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে ঘৃত দ্বারা বা চরু দ্বারা অথবা সঘৃত চরু দ্বারা (উক্ত দেবগণের উদ্দেশে) হোম করিতে হইবে। ৯৭ পরে এইরূপে ঘৃত, চরু বা সঘৃত চরু দ্বারা 'গর্ভং ধেহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে অন্তে স্বাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) তুমি দেবী সিনীবালীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর। তুমি সরস্বতীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর। কমলমালাধারী অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন। ৯৮ দেবী সিনীবালী, সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিতে করিতে উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া উত্তম আহুতি প্রদান করিবে। ৯৯ অনন্তর 'ক্লীং স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহা,' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান

---

* সর্ব্বত্র সিনীবালী ইত্যত্র শিনীবালী ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

ততঃ কামং বধূং * মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি সদ্বিঠম্।
উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ১০০ ॥
যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যুত্তানা গর্ভমাদধে।
তথা ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতয়ে।
স্বাহান্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমাচরেৎ ‡ ॥ ১০১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরম্।
বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সম্।
সুতমাধেহি ঠদ্বন্দ্বম্ উক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ ॥ ১০২ ॥

কামায়ৈ গর্ভমাধেহীত্যুক্ত্বা ক্লীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূমমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য রবিং বিষ্ণুঞ্চ ধ্যাত্বা সংস্কৃতেঽনলে জুহুয়াৎ ॥ ১০০ ॥

যথেয়মিত্যাদি। সূতয়ে প্রসবায়। স্বাহান্তেনামুনা যথেয়ং পৃথিবীত্যাদিনা মন্ত্রেণ বিষ্ণুং ধ্যায়ংস্তমেবোদ্দিশ্যাহুতিমাহরেদ্বহ্নৌ দদ্যাৎ ॥ ১০১ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনরাজ্যং ঘৃতং সমাদায় গৃহীত্বা পরাদপি পরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুং ধ্যাত্বা তমেবোদ্দিশ্য বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সং সুতমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুক্ত্বা বহ্নৌ হবির্ঘৃতং ত্যজেদিত্যন্বয়ঃ। জ্যেষ্ঠেন শ্রেষ্ঠেন রূপেণ বিশিষ্টং বরীয়সমতিবরমতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ঠদ্বয়ং স্বাহা ॥ ১০২ ॥

করিবে। ১০০ পরে বিষ্ণুকে ধ্যান পূর্ব্বক 'যথেয়ং পৃথিবী' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) এই উত্তানা ধরণী দেবী যেমন গর্ভ ধারণ করে, দশম মাসে প্রসব করিবার নিমিত্ত তুমিও সেইরূপ গর্ভ ধারণ কর। ১০১

পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান পূর্ব্বক, 'বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন' ইত্যাদি মন্ত্রে স্বাহা পদ যোগ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) বিষ্ণো! তুমি এই নারীতে শ্রেষ্ঠ রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট

---

† ততঃ কামবধূম্ ইতি পাঠান্তরম্।

‡ ধ্যায়ন্নাহুতিমারভেৎ ইতি, ধ্যায়ন্নাহুতিমাহরেৎ ইতি চ পাঠঃ।

কামেন পুটিতাং মায়াং মায়য়া পুটিতাং বধূম্।
পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পঠিত্বাস্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৩ ॥
পতিপুত্রবতীভিশ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ ক্রোড়াঞ্চলে পতিঃ ॥ ১০৪ ॥
বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাত্বা দদ্যাৎ ফলত্রয়ম্।
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ * ॥ ১০৫ ॥
যদ্বা প্রদোষসময়ে গৌরীশঙ্করপূজনাৎ।
ভাস্করার্ঘ্যপ্রদানাচ্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ ॥ ১০৬ ॥

কামেনেত্যাদি। ততঃ কামেন ক্লীমিতি বীজেন পুটিতামাদাবন্তে চ সংযুক্তাং মায়াং হ্রীঁ বীজং তথৈব মায়য়া হ্রীঁ বীজেন পুটিতাং বধূং স্ত্রীঁ বীজং পুনঃ কামং ক্লীঁ বীজং চ মায়াং হ্রীঁ বীজং চ পঠিত্বা ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীমিতি মন্ত্রং পঠিত্বাস্যা ভার্য্যায়াঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৩ ॥

পতীত্যাদি। পতিপুত্রবতীভির্নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ পতির্হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ শিরশ্চালভ্য স্পৃষ্ট্বা তস্যা এব- ক্রোড়াঞ্চলে হস্তাভ্যাং বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং প্রজাপতিং সূর্য্যঞ্চ ধ্যাত্বা ফলত্রয়ং দদ্যাৎ। সমাপয়েৎ আর্ত্তবং কর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

সন্তান উৎপাদন কর। ১০২ অনন্তর কামপুটিত মায়া ও মায়াপুটিত বধূ এবং পুনর্ব্বার কাম ও মায়া (ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ) পাঠ করিয়া সেই কামিনীর মস্তক স্পর্শ করিবে। ১০৩

পরে স্বামী কতকগুলি পতিপুত্রবতী রমণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, উভয় হস্ত দ্বারা বধূর মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বিষ্ণু দুর্গা বিধি ও সূর্য্যের ধ্যান করিয়া তাহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদান করিবেন। অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ-হোম করিয়া (ব্যাহৃতিহোম দ্বারা) প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধা পূর্বক ঋতু-সংস্কার সমাপন করিবে। ১০৪।১০৫

অথবা (সংক্ষেপে) সায়ংকালে গৌরীশঙ্কর পূজা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান

---

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

আর্ত্তবং কথিতং কর্ম্ম গর্ব্ভাধানমথো শৃণু॥ ১০৭॥
তদ্রাত্রাবন্যরাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া।
সদনাভ্যন্তরং গত্বা ধ্যাত্বা দেবং প্রজাপতিম্॥ ১০৮॥
স্পৃশন্ পত্নীং পঠেদ্ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরম্।
আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভব॥ ১০৯॥
আরুহ্য ভার্য্যয়া শয্যাং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
উপবিশ্য স্ত্রিয়ম্ পশ্যন্ হস্তমাধায় মস্তকে *।
বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ॥ ১১০।

অথান্যদৃতুসংস্কারস্য বিধানমাহ, যদ্বেত্যাদ্যেকেন। প্রদোষসময়ে রাত্র্যারম্ভসময়ে॥ ১০৬॥ ১০৭॥

অথ গর্ভাধানক্রিয়াবিধিমেবাহ, তদ্রাত্রাবিত্যাদিভিঃ। তদ্রাত্রাবৃতুসংস্কার-রাত্রাবন্যারাত্রৌ বা যুগ্মায়ামেব নিশি ভার্য্যয়া সহ সদনাভ্যন্তরং গত্বা প্রজাপতিং দেবং ধ্যাত্বা চ পত্নীং স্পৃশন্ ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরং মায়াবীজং হ্রীমিতি পুরঃসরমগ্রেসরং যত্রৈবম্ভূতম্ আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভবেতি মন্ত্রং পঠেৎ॥ ১০৮॥ ১০৯॥

আরুহ্যেত্যাদি। ততো ভার্য্যয়া সহ শয্যামারুহ্য প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা ভূত্বা তত্রোপবিশ্য চ স্ত্রিয়ং পশ্যন্ ভর্ত্তা তস্যা মস্তকে দক্ষিণং হস্তমাধায় বামেন পাণিনা তামালিঙ্গ্য চ স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ॥ ১১০॥

করিলেই দম্পতীর শোধন হইতে পারে। ১০৬ এই আমি তোমার নিকট ঋতু শোধনকর্ম কহিলাম, এক্ষণে গর্ভাধান সংস্কার বলিতেছি শ্রবণ কর। ১০৭

উক্ত ঋতুসংস্কার রাত্রিতে, অথবা অন্য কোন যুগ্ম রাত্রিতে ভার্য্যার সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব প্রজাপতির ধ্যান করিয়া ১০৮ ভর্ত্তা পত্নীকে স্পর্শপূর্ব্বক মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া 'আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। অর্থাৎ,—শয্যে! আমাদের উত্তম সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত তুমি শুভকরী হও। ১০৯

অনন্তর ভার্য্যার সহিত পতি শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্বমুখ বা উত্তর

---

* হস্তমাদায় মস্তকে ইতি বা পাঠঃ।

শীর্ষে কামং শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্ভবং শতম্।
কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতং শতম্॥ ১১১॥
হৃদয়ে দশধা মায়াং নাভৌ তাং পঞ্চবিংশতিম্।
জপ্ত্বা যোনৌ করং দত্ত্বা কামেন সহ বাগ্ভবম্॥ ১১২॥
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেঽপ্যেবং সমাচরন্।
বিকাশ্য মায়য়া যোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সুতাপ্তয়ে॥ ১১৩॥

ননু কস্মিন্ কস্মিন্ স্থানে কং কং মন্ত্রং জপেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শীর্ষে কামমিত্যাদি। শীর্ষে মস্তকে কামং ক্লীমিতি মন্ত্রং শতবারং জপ্ত্বা চিবুকে ওষ্ঠাধরাধোভাগে চ বাগ্ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং শতবারং জপ্ত্বা কণ্ঠে চ রমাং শ্রীমিতি মন্ত্রং বিংশতিধা বিংশতিবারং জপ্ত্বা স্তনদ্বন্দ্বে চ শ্রীমিতি মন্ত্রং শতং জপেৎ॥ ১১১॥

হৃদয়ে ইত্যাদি। ততো ভার্য্যায়াঃ হৃদয়ে মায়াং হ্রীমিতি মন্ত্রং দশধা জপ্ত্বা নাভৌ চ তাং মায়াং হ্রীমিতি মন্ত্রং পঞ্চবিংশতিবারং জপ্ত্বা যোনৌ চ করং দত্ত্বা কামেন ক্লীমিতি বীজেন সহ বাগ্ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রমষ্টোত্তরং শতং জপ্ত্বা লিঙ্গেঽপ্যেবং ক্লীম্ ঐমিতি মন্ত্রস্য জপং সমাচরন্ পতির্মায়য়া হ্রীমিতি মন্ত্রেণ যোনিং বিকাশ্য ব্যাদায় সুতাপ্তয়ে পুত্রপ্রাপ্তয়ে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ॥ ১১২॥ ১১৩

মুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া তাহার মস্তকে (দক্ষিণ) হস্ত অর্পণ করিবেন। পরে বাম হস্ত দ্বারা ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া স্থানে স্থানে মন্ত্র জপ করিবে। ১১০ (যথা—) মস্তকে একশতবার কামবীজ (ক্লীঁ) জপ করিয়া চিবুকে একশতবার বাগ্ভববীজ (ঐঁ) জপ করিবে। পরে কণ্ঠে রমাবীজ (শ্রীং) বিংশতিবার জপ করিয়া স্তনদ্বয়েও শ্রীঁ বীজ এক-এক-শতবার জপ করিতে হইবে। ১১১ পরে হৃদয়ে দশবার মায়াবীজ (হ্রীঁ) জপ করিয়া নাভিতেও হ্রীঁ বীজ পঞ্চবিংশতিবার জপ করিবে। পরে যোনিতে হস্ত প্রদান করিয়া 'ক্লীঁ ঐঁ' এই মন্ত্র ১১২ একশত আটবার জপ করিয়া লিঙ্গেও ঐরূপ 'ক্লীঁ ঐঁ' এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। পরে হ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যোনি বিকাশিত করিয়া সন্তান কামনায় পত্নী-গমন করিবে। ১১৩

রেতঃসম্পাতসময়ে ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিঃ †।
নাভেরধস্তাৎ চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং প্রপাতয়েৎ ‡ ॥ ১১৪ ॥
শুক্রসেকান্তরে বিদ্বান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূঃ দ্যৌর্যথা বজ্রধারিণা।
বায়ুনা দিগ্ গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥ ১১৬ ॥
জাতে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্ অন্যস্মিন্ বা মহেশ্বরি।
তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥ ১১৭ ॥
কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসোর্ধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

রেতঃসম্পাতেত্যাদি। রেতঃসম্পাতসময়ে বীজসম্পাতকালে পতির্ব্বিশ্বকৃতং প্রজাপতিং ধ্যাত্বা নাভেরধস্তাচ্চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং নাড্যাং বীজং প্রপাতয়েৎ ॥ ১১৪ ॥

বীজসেকান্তরে যং মন্ত্রং ভর্ত্তা পঠেত্তমেব মন্ত্রমাহ, যথাগ্নিনেত্যাদি। ভূঃ পৃথ্বী। দ্যৌঃ স্বর্গঃ। বজ্রধারিণা ইন্দ্রেণ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

অনন্তর রেতঃপাত সময়ে স্বামী প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া নাভির নিম্নে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা-নাড়িতে বীজ নিক্ষেপ করিবেন। ১১৪ পরন্তু শুক্রত্যাগ সময়ে স্বামী এই (যথাগ্নিনা ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবে। ১১৫ (মন্ত্রার্থ যথা—) যেমন পৃথিবী অগ্নি ধারণ পূর্ব্বক গর্ত্তবতী হইয়াছেন, অমরাবতী যেমন ইন্দ্রকে ধারণ করিয়া গর্ত্তবতী হইয়াছেন, দিক্ যেমন বায়ু ধারণ দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ (রেতোধারণ পূর্ব্বক উক্তরূপে বিশ্ববিশ্রুত সন্তান উৎপাদনের জন্য) গর্ত্তবতী হও।

মহেশ্বরি। অনন্তর, সেই ঋতুতে অথবা অন্য ঋতুতে গর্ভসঞ্চার হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন নামক সংস্কার করিবে। ১১৭

---

† ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিম্ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

‡ রক্তিমায়াং প্রপাতয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা পূর্ব্বোক্ত বিধিনা সুধীঃ।
ধারাহোমান্তমাপাদ্য কুর্য্যাৎ পুংসবনক্রিয়াম্॥ ১১৯॥
প্রাজাপত্যশ্চরুস্তত্র চন্দ্রনামা হুতাশনঃ॥ ১২০॥
গব্যে দধ্নি যবঞ্চৈকং দ্বৌ মাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ।
পতিঃ পৃচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং ভদ্রে কিং ত্বং পিবসি ত্রিঃকৃতম্॥ ১২১॥

পুংসবনক্রিয়াবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ। কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্তান্ ব্রহ্মাদীন্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ॥ ১১৮॥ ১১৯॥

প্রাজাপত্য ইত্যাদি। তত্র পুংসবনক্রিয়ায়াম্॥ ১২০॥

গব্যে ইত্যাদি। গব্যে গোসম্বন্ধিনি দধ্নি একং যবং দ্বৌ মাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ। ততো হে ভদ্রে পত্নি ত্বং কিং পিবসীতি পতিস্ত্রিঃকৃতং ত্রিবারং স্ত্রিয়ং পৃচ্ছেৎ॥ ১২১॥

(পুংসবনের সময়েও) ভর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন; এবং পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। ১১৮ অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (২৪১) করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত সমাধান পূর্ব্বক পুংসবন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।১১৯ পুংসবন সংস্কারে যে চরু হইবে, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু এবং হুতাশনের নাম চন্দ্র। ১২০

অনন্তর স্বামী গব্য দধিতে একটি যব এবং দুইটি মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে পান করিতে দিবেন। পত্নীও যব মাষ সংযুক্ত সেই দধি তিন গণ্ডূষ পান করিবে। এই সময়ে পতি (ঐ তিন গণ্ডূষের প্রত্যেক গণ্ডূষ পান কালে) পত্নীকে তিনবারই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ভদ্রে! তুমি কি পান করিতেছ?১২১

---

(২৪১)—প্রায় সমস্ত সংস্কারেই অভ্যুদয় নিমিত্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির উদ্দেশে যথারীতি অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে ভোজ্য ও পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহার নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ ও এই সমস্ত সংস্কারের প্রয়োগ পদ্ধতি "দশবিধসংস্কার পদ্ধতি" নামে অস্মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ততঃ সীমন্তিনী ব্রূয়াৎ মায়াপুংসবনং ত্রিধা *।
প্রসৃতীংস্ত্রীন্ পিবেন্নারী যবমাষযুতং দধি ॥ ১২২ ॥
জীবৎসুতাভির্ব্বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ।
সংস্থাপ্য বামভাগে তাং চরুহোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৩ ॥
পূর্ব্ববচ্চরুমাদায় মায়াং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
যে গর্ভবিঘ্নকর্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ ॥ ১২৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং মায়াপুংসবনং হ্রীঁ পুংসবনমিতি সীমন্তিনী স্ত্রী ত্রিধা ত্রিবারং ব্রূয়াৎ। ততো নারী যাগ স্থানাদন্যত্র গত্বা ত্রীন্ প্রসৃতীন্ যবমাষ যুতং দধি পিবয়েৎ ॥ ১২২ ॥

জীবদিত্যাদি। ততো জীবন্তঃ সুতাঃ পুত্রা যাসাংস্তা জীবৎসুতাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ বনিতাং স্ত্রিয়ং যাগস্থানং সমানয়েৎ। তাং বনিতাং বামভাগে সংস্থাপ্য চরু-হোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৩ ॥

পূর্ব্ববদিত্যাদি। পূর্ব্ববৎ স্রুবে চরুমাদায় গৃহীত্বা মায়াং হ্রীমিতি কূর্চ্চং হূমিতি চ বীজং সমুচ্চরন্ যে গর্ভেত্যাদি তান্ সর্ব্বানিত্যন্তং বাক্যমুচ্চরেৎ। ততো নাশয়দ্বন্দ্বমুচ্চরেৎ। ততো গর্ভরক্ষাং কুর্ব্বিতি বদেৎ। ততো দ্বিঠঃ

তখন পত্নীও তিনবারই বলিবে যে, 'হ্রীঁ পুংসবনং (পীয়তে)' অর্থাৎ আমি পুত্র প্রসবের কারণীভূত বস্তু পান করিতেছি। ১২২

অনন্তর পতিপুত্রবতী কুলকামিনীদিগের দ্বারা ঐ নারীকে যাগস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক ভর্ত্তা আপনার বামভাগে উপবেশন করাইয়া চরুহোম আরম্ভ করিবেন। ১২৩

প্রথমতঃ পূর্ব্বের ন্যায় চরু লইয়া 'হ্রীঁ হূঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক 'যে গর্ত্তবিঘ্নকর্ত্তারো' ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) যাহারা গর্ত্তের বিঘ্নকর্ত্তা, যাহারা গর্ত্ত নাশক এবং যে সকল ভূত প্রেত পিশাচ ও বেতাল বালঘাতক তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর, বিনষ্ট কর; গর্ভরক্ষা কর। পরে স্বাহা এই পদ

---

* ময়া পুংসবনং ত্রিধা ইতি পাঠান্তরম্।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয় দ্বন্দ্বং গর্ভ্তরক্ষাং কুরু দ্বিঠঃ॥ ১২৫॥
মন্ত্রেণানেন রক্ষোঘ্নং চিন্তয়িত্বা হুতাশনম্।
রুদ্রং প্রজাপতিং ধ্যায়ন্ প্রদদ্যাৎ দ্বাদশাহুতীঃ॥ ১২৬॥
ততো মায়াচন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতিপঞ্চকম্।
দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ॥ ১২৭॥
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ *।
ততস্তু পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং স্ত্রিয়ৈ॥ ১২৮॥

স্বাহেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ হূঁ যে গর্ভ্তবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ॥ তান্ সর্বান্নাশয় নাশয় গর্ভ্তরক্ষাং কুরু স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ রক্ষোঘ্নং রক্ষোঘ্ননামানং হুতাশনমগ্নিং চিন্তয়িত্বা রুদ্রং প্রজাপতিঞ্চ ধ্যায়ন্ দ্বাদশাহুতীঃ দদ্যাৎ॥ ১২৪॥ ১২৫॥ ১২৬॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহেতি মন্ত্রেণাহুতিপঞ্চকং দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রং শতবারং জপেৎ॥ ১২৭॥

ততঃ স্বিষ্টীত্যাদি। সমাপয়েৎ পুংসবনং কর্মেতি শেষঃ॥ ১২৮॥

উচ্চারণ (২৪২) ১২৪।১২৫ পূর্ব্বক রক্ষোঘ্ন নামক হুতাশনকে চিন্তা করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যান করিতে করিতে দ্বাদশবার দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে। ১২৬ পরে 'হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহা', এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পঞ্চ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভার্য্যার হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্র একশতবার জপ করিবে। ১২৭ অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ-হোম এবং (পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাহৃতিহোম দ্বারা) প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পুংসবন কর্ম সমাপন করিবে।

অনন্তর গর্ভের পঞ্চম মাসে ভার্য্যাকে পঞ্চামৃত প্রদান করিতে হইবে। ১২৮

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

---

(২৪২)—(মন্ত্রোদ্ধার যথা—) হ্রীঁ হূঁ যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ। তান্ সর্বান্ নাশয় নাশয় গর্ভরক্ষাং কুরু স্বাহা॥

শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকম্।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহশুদ্ধৌ বিধীয়তে ॥ ১২৯ ॥
বাগ্‌ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কূর্চ্চং পুরন্দরম্।
পঞ্চদ্রব্যোপরি শিবে প্রজপ্য পঞ্চপঞ্চধা।
একীকৃত্যামৃতান্যত্র প্রাশয়েদ্দয়িতাং পতিঃ * ॥ ১৩০ ॥
সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যাৎ মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি বা।
যাবন্ন জায়তেঽপত্যং তাবৎ সীমন্তনক্রিয়া ॥ ১৩১ ॥
পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম কৃত্বা স্ত্রিয়া সহ।
উপবিশ্যাসনে প্রাজ্ঞঃ প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্।
বিষ্ণবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়াং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩২ ॥

নন্থ কিন্নাম পঞ্চামৃতমত আহ, শর্করেত্যাদি। সমাংশকং তুল্যভাগম্ ॥১২৯॥
বাগ্‌ভবমিত্যাদি। বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মদনং ক্লীমিতি লক্ষ্মীং শ্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি কূর্চ্চং হূমিতি পুরন্দরং লমিতি চ বীজং শর্করাদিপঞ্চদ্রব্যোপরি পঞ্চপঞ্চধা পঞ্চপঞ্চবারান্ প্রজপ্য শর্করাদীন্যমৃতান্যেকীকৃত্য পতির্দ্দয়িতাং ভার্য্যামত্র পঞ্চমে মাসি প্রাশয়েৎ ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥

সীমন্তোন্নয়নক্রিয়াবিধিমেবাহ, পূর্ব্বোক্তেত্যাদিভিঃ। প্রাজ্ঞো বিদ্বান্ পুরুষঃ

চিনি মধু দুগ্ধ ঘৃত ও দধি, এই পঞ্চ দ্রব্য সমানাংশ মিশ্রিত করিলে তাহাকে পঞ্চামৃত বলা যায়। দেহশুদ্ধির নিমিত্ত এই পঞ্চামৃত প্রদান করা বিধেয়।১২৯
শিবে! স্বামী পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের উপরি পাঁচবার করিয়া, 'ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ লঁ' এই বীজ কয়েকটি জপ পূর্ব্বক পঞ্চামৃত একত্র করিয়া পত্নীকে পান করাইবে। ১৩০

গর্ব্ভের ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। পরন্তু যে পর্য্যন্ত সন্তান প্রসূত না হয়, তাহার মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের বিধি আছে। ১৩১
(সীমন্তোন্নয়ন বিধি যথা—) জ্ঞানবান্ ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত ধারাহোম পর্য্যন্ত

---

* প্রাশয়েদপি তাং পতিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ততশ্চন্দ্রমসং ধ্যাত্বা শিবনাম্নি হুতাশনে।

সপ্তধা হবনং কুর্য্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥ ১৩৩ ॥

অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং প্রজাপতিম্।

ধ্যাত্বা প্রত্যেকতো দদ্যাৎ আহুতীঃ পঞ্চধা শিবে ॥ ১৩৪ ॥

স্বর্ণকঙ্কতিকাং ভর্ত্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।

সীমন্তাদ্‌বদ্ধকেশান্তঃ-কেশপাশে নিবেশয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥

শিবং বিষ্ণুং বিধিং ধ্যায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩৬ ॥

স্ত্রিয়া সহাসনে উপবিশ্য পূর্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা পূর্বং বিষ্ণবে ইতি ভাস্বতে ইতি ধাত্রে ইতি সমুচ্চরন্ ততো বহ্নিজায়াং স্বাহা সমুচ্চরন্ বিষ্ণবে স্বাহা সূর্য্যায় স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহেতি চ মন্ত্রং প্রকীর্ত্তয়ন্ সন্ বিষ্ণুং সূর্য্যং প্রজাপতিং চোদ্দিশ্যাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ ॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥

স্বর্ণেত্যাদি। ততো ভর্ত্তা দক্ষিণে করে স্বর্ণকঙ্কতিকাং সুবর্ণময়ীং প্রসাধনীং গৃহীত্বা পূর্ব্বং মায়াবীজং হ্রীমিতি বীজং সমুচ্চরন্ ততো ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে। সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ। আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুর্ব্বিতি মন্ত্রং সমুচ্চরন্ শিবং বিষ্ণুং বিধিং প্রজা-

---

কর্ম্ম সমাধা করিয়া ভার্য্যার সহিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, 'বিষ্ণবে স্বাহা' সূর্য্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা,' এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারন্ সহকারে তিনটি আহুতি প্রদান করিবেন। ১৩২ অনন্তর চন্দ্রমার ধ্যান করিয়া চন্দ্রের উদ্দেশে শিব নামক হুতাশনে সাতবার আহুতি প্রদান করিবে। ১৩৩ শিবে! পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্র বিষ্ণু শিব দুর্গা ও প্রজাপতি, ইহাদিগের ধ্যান করিয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। ১৩৪ অনন্তর ভর্ত্তা দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণকঙ্কতিকা (সোণার চিরুণী) গ্রহণ করিয়া সীমন্ত অর্থাৎ ঝাপ্‌টা, পশ্চাতে বদ্ধকেশ (খোপা) পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া সেই বদ্ধকেশে কঙ্কতিকা সমেত নিবদ্ধ করিয়া দিবে। ১৩৫ এই সীমন্তোন্নয়নের সময়, শিব বিষ্ণু ও বিধিকে ধ্যান করিয়া হ্রীঁ এই বীজ সমুচ্চারণ পূর্বক 'ভার্য্যে কল্যাণি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ১৩৬ (এই মন্ত্রের অর্থ যথা—)

(২)

ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে।
সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ১৩৭ ॥
আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুরু।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধবনাদিভিঃ ॥ ১৩৮ ॥
জাতমাত্রং সুতং দৃষ্ট্বা দত্বা স্বর্ণং গৃহান্তরে।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥

পতিঞ্চ ধ্যায়ন্ সন্ সীমন্তাৎ সকাশাৎ বদ্ধকেশান্তঃকেশপাশে বদ্ধকেশাভ্যন্তর-কেশসমূহে নিবেশয়েৎ। আয়ুষ্মতীত্যস্য ভবেত্যনেনান্বয়ো বিধেয়ঃ। তে ইত্যস্য কঙ্কতিকেত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

অথ জাতকর্ম্মবিধিমাহ, জাতমাত্রমিত্যাদিভিঃ। দত্বা সুতায়েতি শেষঃ। গৃহান্তরে সূতিকাগৃহাদন্যস্মিন্ গৃহে ॥ ১৩৯ ॥

হে ভার্য্যে! হে কল্যাণি, সুভগে ও সুব্রতে! তুমি বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে দশম মাসে সুসন্তান সুখে প্রসব করিয়া প্রীতহৃদয়া ও আয়ুষ্মতী হও। এই কঙ্কতিকা তোমার তেজোবিধায়িনীও হউক। তুমি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সীমন্তোন্নয়ন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোমাদি দ্বারা কর্ম সমাপন করিবে (২৪৩)। ১৩৭। ১৩৮। ১৪৯

(এক্ষণে জাতকর্ম নামক সংস্কার কথিত হইতেছে) সন্তান উৎপন্ন হইবামাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্ণ প্রদান পূর্বক পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সূতিকাগার ভিন্ন

---

(২৪৩)—পূর্বে বালিকাকাল হইতে যতদিন না গর্ভসঞ্চার হয়, ততদিন সীমন্ত বা ঝাপ্‌টা রাখিবার বিধি ছিল। সম্মুখের কেশকলাপ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে দুই গুচ্ছ গ্রন্থি বন্ধন পূর্বক গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত যে লম্বিত রাখা হইত, তাহা-কেই সীমন্ত (ঝাপ্‌টা) বলে। সম্মুখের অবশিষ্ট কেশ পশ্চাদ্ভাগে অন্যান্য কেশের সহিত নিবদ্ধ হইত। ইহাই বদ্ধকেশ (খোপা)। এই সংস্কার কালে কঙ্কতিকা দ্বারা উক্ত দোলায়মান সীমন্ত পশ্চাতের বদ্ধকেশের সহিত নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এই জন্যই ইহার নাম সীমন্তোন্নয়ন। সেই যুবতী আর কখনও সীমন্ত রাখিতে পারিবে না। সীমন্ত দেখিলেই পূর্বে বুঝা যাইত যে এই বালিকা এখনও গর্ভবতী হয় নাই।

ততঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ অগ্নিমিন্দ্রং প্রজাপতিম্।
বিশ্বান্ দেবাংশ্চ ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য তদনন্তরম্॥ ১৪০॥
মধুসর্পিঃ কাংস্যপাত্রে সমানীয় সমাংশকম্।
বাগ্‌ভবং শতধা জপ্ত্বা প্রাশয়েত্তনয়ং পিতা॥ ১৪১॥
দক্ষহস্তানামিকয়া মন্ত্রমেনং সমুচ্চরন্।
আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো॥ ১৪২॥
ইত্যায়ুর্জননং কৃত্বা গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ।
কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহ্বয়েৎ॥ ১৪৩॥
প্রায়শ্চিত্তাদিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ।
নালচ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাদুৎসাহপূর্বকম্॥ ১৪৪॥

তত ইত্যাদিস্ত স্পষ্টার্থঃ॥ ১৪০॥

মধ্বিত্যাদি। তদনন্তরং পঞ্চাহুতিদানানন্তরং কাংস্যপাত্রে সমাংশকং মধু-সর্পিশ্চ সমানীয় তদুপরি বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং শতধা জপ্ত্বা আয়ুর্ব্বর্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশোঃ। ইত্যেনং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ পিতা দক্ষহস্তানামিক-য়াঙ্গুল্যা মধুসর্পিস্তনয়ং প্রাশয়েৎ॥ ১৪১॥ ১৪২॥

অন্য গৃহে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবেন। পরে অগ্নি ইন্দ্র প্রজাপতি বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মা, ইহাঁদের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর ১৪০ পিতা কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত সমান অংশ লইয়া, তদুপরি ঐঁ এই বীজ একশতবার জপ করিয়া পুত্রকে উহা পান করাইবেন, ১৪১ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা 'আয়ুর্বর্চো বলং মেধা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে উহা পান করাইতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) শিশো ! তোমার আয়ু তেজ বল ও মেধা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। ১৪২ এইরূপ আয়ুষ্কর কার্য্য করিয়া বালকের একটি গুপ্ত নাম রাখিতে হইবে। পরে যখন ঐ পুত্রের উপনয়ন হইবে, তখন তাহাকে ঐ গুপ্ত নাম দ্বারা আহ্বান করিবে। ১৫৩ অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি সমাধান করিয়া জাতকর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে ধাত্রী উৎসাহপূর্বক নাড়ীচ্ছেদ করিবে। ১৪৪ যে পর্য্যন্ত নাড়ীচ্ছেদ না হয়,

যাবন্ন চ্ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং ন বাধতে ।
প্রাগেব নাড়িকাচ্ছেদাদ্দৈবীং পৈত্রীং ক্রিয়াঞ্চরেৎ ॥ ১৪৫ ॥
কুমার্য্যাশ্চাপি কর্ত্তব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্‌ ।
ষষ্ঠে বা চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাৎ প্রকাশতঃ ॥ ১৪৬ ॥
স্নাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে ।
ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাঙ্‌মুখং স্থাপয়েৎ সুতম্‌ ॥ ১৪৭ ॥
অভিষিঞ্চেৎ শিশোর্মূর্দ্ধ্নি সহিরণ্যকুশোদকৈঃ ।
জাহ্নবী যমুনা রেবা সুপবিত্রা সরস্বতী ॥ ১৪৮ ॥
নর্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাশ্চ সরাংসি চ ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৯ ॥

ইত্যায়ুর্জ্জননমিত্যাদয়স্তু স্পষ্টার্থাঃ ॥ ১৪৩ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

কুমার্য্যা ইত্যাদি। কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকং মন্ত্রহীনমেব জাতকর্ম্মৈবমেবং কর্ত্তব্যম্‌ ॥ ১৪৬ ॥

অথ নামকরণস্যৈব বিধিমাহ, স্নাপয়িত্বেত্যাদিভিঃ। মাতা শিশুং স্নাপয়িত্বা শুভে অম্বরে বস্ত্রে পরিধাপ্য ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য সুতং প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

অভিষিঞ্চেদিত্যাদি। ততঃ পিতা জাহ্নবীত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ সহিরণ্যকুশোদকৈঃ শিশোঃ মূর্দ্ধ্নি, অভিষিঞ্চেৎ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

সে পর্য্যন্ত অশৌচ হয় না, সুতরাং নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে দৈব ও পৈত্র্যকর্ম করিতে পারা যায়। ১৪৫

কুমারী উৎপন্ন হইলে এই সমুদায় কর্ম্ম মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে সম্পাদন করিবে। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে প্রকাশ্যভাবে নামকরণ করিতে হইবে। ১৪৬ নামকরণের সময় জননী শিশুকে স্নান করাইয়া এবং উত্তম বস্ত্রযুগল পরাইয়া ভর্ত্তার নিকটে আনয়নপূর্ব্বক পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে। ১৪৭ অনন্তর পিতা সুবর্ণসহিত কুশোদক দ্বারা 'জাহ্নবী যমুনা রেবা 'ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে শিশুর মস্তকে অভিষিঞ্চন করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) জাহ্নবী, যমুনা, রেবা, সরস্বতী, ১৪৮ নর্ম্মদা, বরদা ও কুন্তী, সুপবিত্রা এই সমুদায় নদী এবং

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন
মহে রণায় চক্ষুষে ॥ ১৫০ ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ১৫১ ॥
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৫২ ॥
অভিষিচ্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ববদ্বহ্নিসংস্ক্রিয়াম্ ।
কৃত্বা সম্পাদ্য ধারান্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ ॥ ১৫৩ ॥

আপ ইত্যাদি। হে আপো হি যস্মাৎ যূয়ং ময়ো ভুবঃ স্থা ময়ঃ সুখং তস্য ভাবয়িত্র্যঃ প্রাপয়িত্র্যো ভবত। তা তস্মাৎ নোঽস্মান্ উর্জ্জেঽন্নায় দধাতন স্থাপয়ত। কিঞ্চ মহে মহতে রণায় রমণীয়ায় চক্ষুষে দর্শনীয়ায় দধাতন। অয়মর্থঃ হে আপো যস্মাদ্‌যূয়ং সুখং প্রাপয়থ তস্মাদস্মানৈহিকেনান্নাদিনামুষ্মিকেন চ মহারমণীয়দর্শনীয়েন ব্রহ্মণা সংযোজয়তেতি। ষ্ঠা ইতি অস্তের্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনম্। দধাতনেত্যপি দধাতোর্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনং ছন্দসি বহুলমিত্যনেন সিদ্ধম্। মহ ইতি মহতে ইতি পদস্য ছান্দসত্বাদকারতকারয়োর্লোপে সতি মহে ইতি ভবতি। রণায়েতি রমণীয়শব্দস্য ছন্দসি রণাদেশঃ। চক্ষুষে ইতি উস্ প্রত্যয়ান্তাচ্চতুর্থী ॥ ১৫০ ॥

যো ব ইত্যাদি। হে আপো বো যুষ্মাকং শিবতমোঽত্যন্তকল্যাণরূপো যো

সাগরগণ, সরোবরগণ, ইহারা সকলে ধর্ম্ম কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৪৯ হে জল! তুমি সুখদাতা, অতএব আমাদিগকে ইহকালের অন্ন সংস্থান কর ও পরকালে আমাদিগকে পরম ব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও। ১৫০ হে সলিল! তোমরা মাতার ন্যায় স্নেহযুক্ত, সেই হেতু আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলময় রসপ্রদান কর। ১৫১ সলিল! তোমরা যে রস দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস আমাদিগকে সম্ভোগ করাও। আমরা তাহাতে পর্য্যাপ্তরূপে পরিতৃপ্ত হইব। ১৫২

জ্ঞানবান্ পিতা, এই (প্রথমোক্ত তান্ত্রিকমন্ত্র ও পশ্চাদুক্ত বৈদিক) মন্ত্র দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বহ্নিসংস্কার করিবেন এবং ধারা-

অগ্নয়ে প্রথমাং দত্ত্বা বাসবায় ততঃ পরম্।
ততঃ প্রজানাম্পতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ।
ব্রহ্মণে চাহুতিং দত্যাদ্বহ্নৌ পার্থিবসংজ্ঞকে ॥ ১৫৪ ॥
ততোঽঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েৎ দক্ষিণশ্রুতৌ।
স্বল্পাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৫ ॥

রসো নির্যাসো মধুরস্তস্য রসস্তেহ নোঽস্মান্ ভাজয়ত ভাগিনঃ কুরুত তেন রসেন সম্বদ্ধানস্মান্ কুরুতেত্যর্থঃ। কিম্ভূতা যূয়ম্ উশতীরিচ্ছাবত্যঃ স্নেহেন মাতর ইব। অয়মর্থঃ যথা স্নেহেন মাতরঃ পুত্রান্ তুল্যরসভাগিনঃ কুর্ব্বন্তি তথা যূয়মপ্যস্মান্ কল্যাণকারিরসসম্বদ্ধান্ কুরুতেতি। উশতীরিতি বশ কান্তৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ তদন্তাদীপ্ প্রত্যয়ঃ ততো জসি কৃতে নিপাতনাৎ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। হে আপো বো যুষ্মাকং তস্মৈ তস্মিন্ রসেঽরমলং পর্য্যাপ্তং গমাম গচ্ছামেত্যর্থঃ। কিঞ্চ বস্তত্র রসে নোঽস্মাকং ভোগং যূয়ং জনয়থ। যস্য রসস্য ক্ষয়ায় ক্ষয়ে স্থানে জিন্বথ প্রীণয়থ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগদিতি শেষঃ। অয়মর্থঃ হে আপো যুষ্মাকং যস্য রসস্য স্থানে জগদ্যূয়ং প্রীণয়থ তস্য বিষয়ে বয়ং তৃপ্তিং গচ্ছাম যূয়ঞ্চ নস্তত্র সম্ভোগং জনয়থেতি। তস্মৈ ক্ষয়ায়েত্যভয়ত্রাপি সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। গমাম ইতি লোটুত্তমপুরুষবহুবচনং গচ্ছাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। জনয়থা ইতি ছন্দসি দীর্ঘঃ। জিন্বথ ইতি ছন্দসি সিদ্ধম্ ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥

অভিষিচ্যেত্যাদি এতৈস্ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ শিশোর্মূর্দ্ধ্নি অভিষিচ্য পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংস্ক্রিয়াং কৃত্বা ধারান্তং ধারাহোমান্তং কর্ম্ম চ সম্পাদ্য সুধীঃ পিতা পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ ॥ ১৫৩ ॥

নন্থ কান্ দেবানুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ, অগ্নয়ে ইত্যাদি ॥ ১৫৪ ॥

হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া (পশ্চাদুক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে (পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। পার্থিবনামক অগ্নিতে উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার সময় প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে, তৎপরে ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে (২৪৪)। ১৫৪ অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বল্পাক্ষর ও সুখোচ্চার্য্য তদীয়

---

(২৪৪)—উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার মন্ত্র যথা—হ্রীঁ অগ্নয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বাসবায় স্বাহা। হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বিশ্বদেবেভ্যঃ স্বাহা। হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ইতি।

শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম কৃত্বা স্বিষ্টিকৃদাদিকম্ ১৫৬॥
কন্যায়া নিষ্ক্রমো নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে।
নামান্নপ্রাশনং চূড়াং কুর্য্যাদ্ধীমানমন্ত্রকম্॥ ১৫৭॥
চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বা কুর্য্যান্নিষ্ক্রমণং শিশোঃ॥ ১৫৮॥
কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনায়কম্।
স্নাপয়িত্বা তু তনয়ং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্।
সংস্থাপ্য পুরতো বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ১৫৯॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা।
ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নির্বৃহস্পতিঃ।
শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্বদা॥ ১৬০॥

তত ইত্যাদি। ততোঽঙ্কে ক্রোড়ে পুত্রমাদায় গৃহীত্বা বিচক্ষণঃ পিতা পুত্রস্য দক্ষিণশ্রুতৌ দক্ষিণে কর্ণে স্বল্পাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং মঙ্গলবাচকং নাম শ্রাবয়েৎ॥ ১৫৫॥ ১৫৬॥ ১৫৭॥ ১৫৮॥

অথ শিশুনিক্রমণক্রিয়াবিধিমাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ॥ ১৫৯॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমেব মন্ত্রমাহ, ব্রহ্মা বিষ্ণুরিত্যাদি॥ ১৬০॥

শুভ নাম শ্রবণ করাইবেন। ১৫৫ এইরূপে তিনবার নাম শ্রবণ করাইয়া তাহা ব্রাহ্মণগণকে জানাইয়া হোম প্রভৃতি সমাধান পূর্বক কর্ম্ম সমাপন করিবেন। ১৫৬

কন্যা সন্তানের নিষ্ক্রমণ নাই, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও নাই। ধীমান্ ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ না করিয়া তাহাদিগের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ সম্পাদন করিবেন।১৫৭

অনন্তর চতুর্থ মাসে বা অষ্টম মাসে শিশুর নিষ্ক্রমণ সংস্কার সম্পাদন করিবেন। ১৫৮ এই নিষ্ক্রমণ সংস্কারের সময় বিদ্বান্ পিতা স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গণেশের পূজা করিবেন। পরে শিশুকেও স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া সম্মুখে স্থাপনপূর্বক ('ব্রহ্মা বিষ্ণু' ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবেন। ১৫৯ (মন্ত্রের অর্থ এই যে,—) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা গণেশ, দিবাকর, ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বৃহস্পতি, ইহাঁরা সকলে শিশুর

ইত্যুক্ত্বাঙ্কে সমাদায় গীতবাদ্যপুরঃসরম্।
বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বালং সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ ॥ ১৬১ ॥
গত্বাধ্বনি কিয়দ্দূরং শিশুং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৬২ ॥
ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ১৬৩ ॥
ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা সমাগত্য নিজালয়ম্।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় স্বজনান্ ভোজয়েৎ পিতা ॥ ১৬৪ ॥
যষ্ঠে মাসি কুমারস্য মাসি বাপ্যষ্টমে শিবে।
পিতৃভ্রাতা পিতা বাপি কুর্য্যাদন্নাশনক্রিয়াম্। ১৬৫।

ইতীত্যাদি। ইতীমং মন্ত্রমুক্ত্বাঙ্কে ক্রোড়ে বালং সমাদায় গৃহীত্বা সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ গীতবাদ্যপুরঃসরং বালং বহির্নিষ্ক্রাময়েৎ ॥ ১৬১ ॥

গত্বেত্যাদি। অধ্বনি মার্গে কিয়দ্দূরং গত্বা পিতা শিশুং বালং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েদ্দর্শয়েৎ ॥ ১৬২ ॥

যেন মন্ত্রেণ শিশুং সূর্য্যং দর্শয়েত্তং মন্ত্রমাহ, ওঁ তচ্চক্ষুরিত্যাদি। পুরস্তাদগ্রতঃ শুক্রমুচ্চরৎ শুক্রমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছৎ তৎ সূর্য্যরূপং দেবহিতং চক্ষুর্বর্ত্ততে যদ্বয়ং শতং শরদো বর্ষাণি পশ্যেম যচ্চ পশ্যন্তো বয়ং শতং শরদো জীবেম ॥১৬৩॥১৬৪॥১৬৫॥

মঙ্গল করুন এবং পথে ইহাকে সর্বদা রক্ষা করুন। ১৬০ পিতা এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, আনন্দপূর্ণ স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া গীত বাদ্য পুরঃসর বালককে বাহিরে লইয়া যাইবেন এবং ১৬১ পথের কিয়দ্দূর গমন করিয়া ('ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' ইত্যাদি মন্ত্রে) বালককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। ১৬২ (মন্ত্রার্থ—) শুক্রকে অতিক্রম করিয়া যে দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ চক্ষু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং তাহা দর্শন করিয়া আমরা একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকি। ১৬৩

পিতা এইরূপ কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে ভোজন করাইবেন। ১৬৪

পূর্ববদ্দেবপূজাদি বহ্নিসংস্করণং তথা । *
এবং ধারান্তকর্ম্মাণি সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা ॥ ১৬৬ ॥
দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তত্র শুচিনাম্নি হুতাশনে ।
অগ্নিমুদ্দিশ্য প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং স্মরন্ ॥ ১৬৭ ॥
ততঃ প্রজাপতিং দেবং বিশ্বান্ দেবান্ ততঃ পরম্ ।
ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদ্দিশ্য পঞ্চমীমাহুতীং ত্যজেৎ ॥ ১৬৮ ॥

অন্নপ্রাশনক্রিয়াবিধিমাহ, পূর্ববদিত্যাদিভিঃ ॥ ১৬৬ ॥

দদ্যাদিত্যাদি। তত্র অন্নপ্রাশনক্রিয়ায়াম্। ননু কান্ দেবানুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ, অগ্নিমিত্যাদি ॥ ১৬৭ ॥ ১৬৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরমন্নদাং দেবীং ধ্যাত্বা তামুদ্দিশ্যাগ্নৌ দত্তা পঞ্চাহুতিঃ যেন স দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা তত্রাথবান্যস্মিন্ গৃহে বস্ত্রালঙ্কারশোভিতং

শিবে! কুমারের জন্মকাল হইতে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে, পিতা বা পিতৃভ্রাতা তাহার অন্নপ্রাশন সংস্কার সম্পাদন করিবেন (২৪৫)। ১৬৫ পিতা বা পিতৃভ্রাতা, পূর্বের ন্যায় দেবপূজা প্রভৃতি ও বহ্নিসংস্কার সম্পাদন করিয়া যথাবিধানে ধারাহোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাধা করিবেন। ১৬৫ পরে শুচিনামক হুতাশনে পঞ্চ আহুতি দিবেন। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম আহুতি, বাসবের উদ্দেশে দ্বিতীয় আহুতি, ১৫৭ দেব প্রজাপতির উদ্দেশে তৃতীয় আহুতি,

---

* বহ্নিসংস্করণক্রিয়া ইতি পাঠান্তরং।

(২৪৫)—'অন্নস্য প্রাশনং কার্য্যং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বুধৈঃ। স্ত্রীণান্তু পঞ্চমে মাসি সপ্তমে প্রজগৌ মুনিঃ ॥' ইতি কৃত্যচিন্তামনিঃ। অর্থাৎ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চ বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন সংস্কার করা কর্ত্তব্য ॥ এস্থলে পুত্রপক্ষে ষষ্ঠ মাস ও কন্যা পক্ষে পঞ্চম মাসই মুখ্য কাল। কোন কারণ বশতঃ মুখ্যকালে সংস্কার না হইলে পরবর্ত্তী গৌণকালে অর্থাৎ পুত্রের অষ্টম মাসে এবং কন্যার সপ্তম মাসে উক্ত কার্য্য করা বিধেয়। তাহাতেও ব্যাঘাত হইলে, তদনন্তর কর্ত্তব্য সংস্কারের সময়ে, তৎপূর্বে, উক্ত পতিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। মাস বা দিন গণনা করিতে হইলে, ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া ১২০ দিনের পর ১৫০ দিন মধ্যে পঞ্চম মাস, ১৫০ দিনের পর ১৮০ দিনের মধ্যে ষষ্ঠ মাস, ১৮০ দিনের পর ২১০ দিনের মধ্যে সপ্তম মাস, ২১০ দিনের পর ২৪০ দিন মধ্যে অষ্টম মাস গণনা হইয়া থাকে।

তেতোঽগ্নাবন্নদাং ধ্যাত্বা দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা।
তত্রাথবা গৃহেঽন্যস্মিন্ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্।
ক্রোড়ে নিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতম্॥ ১৬৯॥
পঞ্চপ্রাণাহুতের্ম্মন্ত্রের্ভোজয়িত্বা তু পঞ্চধা।
ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং দত্ত্বা কিঞ্চিৎ শিশোর্ম্মুখে॥ ১৭০॥
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ *।
ইত্যন্নপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু॥ ১৭১॥

তনয়ং ক্রোড়ে নিধায় সংস্থাপ্য পায়সামৃতং পরমান্নরূপমমৃতং প্রাশয়েৎ ভোজয়েৎ॥ ১৬৯॥

পঞ্চেত্যাদি। প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহেত্যাত্মকৈঃ পঞ্চপ্রাণাহুতের্মন্ত্রৈঃ পুত্রং পায়সং পঞ্চধা ভোজয়িত্বা ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং কিঞ্চিৎ শিশোর্মুখেদত্ত্বা শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা চান্নপ্রাশনক্রিয়াং সমাপয়েৎ॥ ১৭০॥ ১৭১॥ ১৭২॥

অথ চূড়াকর্ম্মবিধিমাহ, দেবপূজাদীত্যাদিভিঃ। বুধো বিচক্ষণঃ সাধকঃ

বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে চতুর্থ আহুতি, এবং ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে হইবে (২৪৬)। ১৬৮

অনন্তর পিতা অগ্নিতে অন্নদা দেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই গৃহে বা অন্য গৃহে বস্ত্রালঙ্কারভূষিত কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পায়সামৃত পান করাইবেন। ১৬৯ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিশুর মুখে পাঁচবার পায়সামৃত প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া ঐ শিশুর মুখে প্রদান করিবে। ১৭০ পরে শঙ্খ তূর্য্য প্রভৃতির ধ্বনি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধানপূর্ব্বক ক্রিয়া

---

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৪৬)—উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার মন্ত্র ৪৫৪ পৃষ্ঠায় ২৪৪ টিপ্পনী দেখুন।

তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ।
চূড়াকর্ম শিশোঃ কুর্য্যাদ্বালসংস্কারসিদ্ধয়ে॥ ১৭২॥
দেবপূজাদিধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধকঃ।
সত্যাগ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতম্॥ ১৭৩॥
তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
কবোষ্ণং সলিলঞ্চাপি ক্ষুরমেকং সুশাণিতম্॥ ১৭৪॥
আসাদ্য তনয়ং তত্র জনকঃ স্বীয়বামতঃ।
সংস্থাপ্য জননীক্রোড়ে কবোষ্ণসলিলৈশ্চ তৈঃ॥ ১৭৫॥
বারুণং দশধা জপ্ত্বা * সম্মার্জ্য শিশুমূর্দ্ধজান্।
মায়য়া কুশপত্রাভ্যাং জুষ্টিমেকাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৭৬॥

কর্ম্মনিষ্পাদকঃ পিতা পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদি ধারান্তং কর্মনিষ্পাদ্য সত্যাগ্নেঃ সত্য-নাম্নো বহ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতং তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং কবোষ্ণমীষদুষ্ণং সলিলং জলং সুশাণিতমেকং ক্ষুরঞ্চাপি স্থাপয়েৎ॥ ১৭৩॥ ১৭৪॥

আসাদ্যেত্যাদি। ততো জনকঃ পিতা তনয়ং পুত্রং সত্যনাম্নো বহ্নেঃ সমীপে আসাদ্যানীয় স্বীয়বামতঃ আত্মনো বামে দেশে জননীক্রোড়ে সংস্থাপ্য তৈর্বহ্নে-রুত্তরে দেশে স্থাপিতৈঃ কবোষ্ণসলিলৈর্বারুণং বরুণসম্বন্ধি বমিতি বীজং দশধা

সমাপন করিবেন। এই তোমার নিকট আমি অন্নপ্রাশন সংস্করণ বিধি কহিলাম, অতঃপর চূড়াকরণ বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭১

জন্মকাল হইতে তৃতীয় বর্ষে বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কারসিদ্ধির নিমিত্ত কুলা-চারানুসারে বালকের চূড়াকর্ম করিবে। ১৭২ বিচক্ষণ সাধক দেবপূজা অবধি ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, সত্য নামক স্থাপিত অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময়পূরিত ১৭৩ তিল ও গোধূম সংযুক্ত একটী নব শরাব, কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল এবং একখানি সুশাণিত ক্ষুর স্থাপন করিবেন। ১৭৪ অনন্তর পিতা, সেই স্থানে স্বীয় বামদিকে জননীর ক্রোড়ে বালককে রাখিয়া সেই ঈষদতুষ্ণ সলিলে ১৭৫ বং এই বরুণ বীজ দশবার জপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বালকের

---

* বারুণ্যাং দশধা জপ্ত্বা ইতি পাঠান্তরম্।

মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহজং ক্ষুরম্।
ছিত্বা তু জুষ্টিকামূলং মাতৃহস্তে * নিবেশয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥
কুমারমাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়ান্বিতে।
শরাবে স্থাপয়েৎ জুষ্টিং নাপিতায় পিতা বদেৎ ॥ ১৭৮ ॥
ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় ঠদ্বয়ম্।
পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ সত্যনামনি পাবকে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্ ॥ ১৭৯ ॥

জপ্ত্বা শিশুমূর্দ্ধজান্ বালককেশান্ সম্মার্জ্য মায়য়া হ্রীঁ বীজেন কুশপত্রাভ্যামেকাং জুষ্টিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৭৫ ॥ ১৭৬ ॥

মায়ামিত্যাদি। ততো মায়াং হ্রীঁ বীজং লক্ষ্মীং শ্রীঁ বীজঞ্চ ত্রিধা জপ্ত্বা লৌহজং ক্ষুরং গৃহীত্বা জুষ্টিকামূলং ছিত্বা মাতৃহস্তে জুষ্টিকাং নিবেশয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

কুমারেত্যাদি। কুমারমাতা হস্তাভ্যাং জুষ্টিকামাদায় গৃহীত্বা গোময়ান্বিতে শরাবে স্থাপয়েৎ। ততো নাপিতায় পিতা শিশুজনকো বদেৎ ॥ ১৭৯ ॥

শিশোঃ পিতা নাপিতায় কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ক্ষুরমুণ্ডিন্নিত্যাদি হে ক্ষুরমুণ্ডিন্নাপিত শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং যথা স্যাত্তথা ত্বং সাধয়। ঠদ্বয়ং স্বাহা। ক্ষুরমুণ্ডিন্নিত্যাদ্যং সাধয় স্বাহেত্যন্তং মন্ত্রং পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ শিশুজনকঃ প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য সত্যনামনি পাবকেঽগ্নাবাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ ॥ ১৭৯ ॥

মস্তক মার্জিত করিয়া হ্রীঁ এই মন্ত্রপাঠপূর্বক দুইটি কুশপত্র দ্বারা তদীয় মস্তকে একটি জুষ্টিকা বন্ধন করিবেন। ১৭৬ পরে হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ, করিয়া লৌহময় ক্ষুর গ্রহণ পূর্ব্বক জুষ্টিকামূল ছেদন করিয়া প্রসূতির হস্তে প্রদান করিবেন। ১৭৭ কুমারের মাতা হস্তদ্বয় দ্বারা সেই জুষ্টিকা গ্রহণ করিয়া গোময়যুক্ত নব শরাবে স্থাপন করিবে। পরে পিতা নাপিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবেন যে ১৭৮ 'ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় স্বাহা'। অর্থাৎ,

---

* ছিত্বা তু জুষ্টিকাং সূনুর্মাতৃহস্তে, অথবা ছিত্বা তু জুষ্টিকাং সূনুমাতৃহস্তে ইতি পাঠান্তরম্।

নাপিতেন কৃতক্ষৌরং স্নাপয়িত্বা শিশুং ততঃ।
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ ॥ ১৮০ ॥
স্ববামভাগে সংস্থাপ্য স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা ॥ ১৮১ ॥
মায়া শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ।
পঠিত্বৈনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
রাজত্যা লৌহময্যা বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮২ ॥
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য সুতং ততঃ।
শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা চূড়াকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

নাপিতেনেত্যাদি। ততো নাপিতেন কৃতং ক্ষৌরং যস্য তথাভূতং শিশুং স্নাপয়িত্বা ততো বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ স্ববামভাগে সংস্থাপ্য চ স্বিষ্টিকৃতং হোমমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥

মায়েত্যাদি। মায়াং হ্রীঁ বীজম্। এনং হ্রীঁ শিশো ইত্যাদ্যং বিশ্বকৃদ্‌বিভুরিত্যন্তং মন্ত্রং শিশোঃ কর্ণে পঠিত্বা স্বর্ণময্যা স্বুবর্ণবিকারভূতয়া রাজত্যা রজতোদ্‌ভূতয়া লৌহময্যা বা শলাকয়া শিশোঃ কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥১৮২॥১৮৩॥ ১৮৪॥১৮৫॥

ক্ষুরমুণ্ডিন্! (নাপিত) তুমি সুখে এই শিশুর ক্ষৌরকর্ম কর। এই কথা বলিয়া স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে সত্যনামক হুতাশনে তিনবার আহুতি প্রদান করিবেন। ১৭৯

অনন্তর নাপিত বালকের ক্ষৌরকর্ম সমাধা করিলে পিতা সেই বালককে স্নান করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া অগ্নি সমক্ষে ১৮০ আপনার বাম ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। ১৮১

'হ্রীঁ শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ' অর্থাৎ, শিশো! বিভু বিশ্বস্রষ্টা তোমার মঙ্গল করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণময়ী শলাকা দ্বারা বা রজতময়ী শলাকা দ্বারা অথবা লৌহময়ী শলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণবেধ করিবে। ১৮২

গর্ভাধানাদিচূড়ান্তং সমানং সর্ব্বজাতিষু।
শূদ্রসামান্যজাতীনাং সর্বমেতদমন্ত্রকম্॥ ১৮৪ ॥
জাতকর্মাদিচূড়ান্তং কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্।
কর্ত্তব্যং পঞ্চভির্বর্ণৈরেকং নিষ্ক্রমণং বিনা॥ ১৮৫ ॥
অথোচ্যতে দ্বিজাতীনাম্ উপবীতক্রিয়াবিধিঃ।
যস্মিন্ কৃতে দ্বিজন্মানো দৈবপৈত্রাধিকারিণঃ॥ ১৮৬ ॥
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে কুর্য্যাদুপনয়ং শিশোঃ।
ষোড়শাব্দাধিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োঽপি সঃ॥ ১৮৭॥

অথেত্যাদি। দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্॥ ১৮৬॥

গর্ভেত্যাদি। গর্ভাদষ্টমে জননাদ্বাষ্টমেঽব্দে বর্ষে শিশোর্বালস্যোপনয়মুপনয়নং কুর্য্যাৎ। ষোড়শাব্দাধিকো লঙ্ঘিতষোড়শবর্ষো বালো নোপনেতব্যঃ। স বালো নিষ্ক্রিয়োঽপি দৈবপিত্র্যক্রিয়াবিহীনোঽপি ভবতি॥ ১৮৭॥

পরে 'আপো হিষ্ঠা ময়োভুব' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শান্তিকর্ম সমাধান পূর্বক দক্ষিণা প্রদান করিয়া চূড়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।১৮৩ গর্ত্তাধান অবধি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার, সকল জাতির পক্ষেই সমান। পরন্তু শূদ্র জাতির ও সামান্য জাতির এই সমুদায় সংস্কারের সময়, কেবল মন্ত্র পাঠ করিবে না। ১৮৪ কন্যা-সন্তান উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণ ই মন্ত্র পাঠ না করিয়া এই সমুদায় সংস্কার করিবেন। পরন্তু কুমারীর পক্ষে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার নাই। ১৮৫

এক্ষণে দ্বিজগণের উপনয়নবিধি বলিতেছি। ইহা দ্বারা দ্বিজগণ দৈব ও পৈত্রকর্মে অধিকারী হইয়া থাকেন। ১৮৬ গর্ত্তাষ্টমে অথবা অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বালকের উপনয়ন সংস্কার হইবে। যাহার ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না। সেই অনুপনীত বালক দৈব ও পৈত্র কর্মে অধিকারী নহে (২৪৭)। ১৮৭

---

(২৪৭)—উপনয়ন বিষয়ে অষ্টম বৎসরই মুখ্যকাল, তৎপরে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণ কাল, এই ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হইলে, তাহাকে ব্রাত্য বলা যায়। এই ব্রাত্য দ্বিজ যথারীতি স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায়

কৃতনিত্যক্রিয়ো বিদ্বান পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ * ॥ ১৮৮ ॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্য্যাৎ দেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে।
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা ধারাহোমান্তমাচরেৎ ॥ ১৮৯ ॥

অথোপবীতক্রিয়াবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ। পঞ্চদেবান্ ব্রহ্মাদীন্ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

বিদ্বান্ পিতা নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। পরে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবেন।১৮৮ অনন্তর দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসারে ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ১৮৯

---

* প্রকল্পয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।

উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন ও দ্বিজ হইতে পারেন। পরন্তু ব্রাত্যের পুত্র ব্রাত্য দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হইবেন না। মনুসংহিতায় দশম অধ্যায়ে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি বর্ণনা কালে ব্রাত্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছে যে—'দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্। তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥' অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্র যদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উপনীত না হয়, তাহা হইলেই সেই পুত্রকে ব্রাত্য বলা যায়। এক্ষণে এই ব্রাত্য দ্বিজ অনুপনীত অবস্থাতেই যদি সন্তান উৎপাদন করেন, সেই ব্রাত্যের সন্তানকে কি পুনরায় ব্রাত্য দ্বিজ বলা যায়? মনুর মতে তাহা বলা যায় না। কারণ 'সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে' উপনয়ন সংস্কার হইলেই দ্বিজ হয়; অতএব উক্ত লক্ষণ অনুসারে ব্রাত্যের পুত্র দ্বিজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ দ্বিজ কন্যার গর্ভেও জন্মগ্রহণ করে নাই। কারণ ব্রাত্য (অদ্বিজ) দ্বিজ কন্যাকে বিবাহ করিলে প্রতিলোম বিবাহদোষে ব্রাত্যের পুত্র আরও নীচ জাতিতে পরিণত হইবে। এক্ষণে ব্রাত্যের পুত্র কোন্ জাতি হইবে, ইহা তৎপরেই মনু নির্ণয় করিয়াছেন যথা, ব্রাত্য বিপ্রের পুত্র দেশভেদে পাপস্বভাব ভূর্জ্জকণ্টক প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইবে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান ঝল্ল মল্ল, করণ প্রভৃতি জাতি হইবে। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে কারূষ, বিজন্ম প্রভৃতি জাতির উৎপন্ন হয়। তৎপরেই মনু বলিয়াছেন যে,— নিয়মের নানারূপ ব্যভিচারে ও স্বজাতি-বিহিত সংস্কারাদির পরিত্যাগে এইরূপ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥'

প্রাতঃ কৃতাশনং বালং সুস্নাতং সমলঙ্কৃতম্।
শিখাং বিনা কৃতক্ষৌরং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতম্॥ ১৯০॥
ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ।
সমীপে চাত্মনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে॥ ১৯১॥
শিষ্যং বদেদ্ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস ততঃ শিশুঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ॥ ১৯২॥

প্রাতরিত্যাদি। ততঃ প্রাতঃ কৃতাশনং কৃতমশনং ভোজনং যেন তথাভূতং শিখাং বিনা কৃতং ক্ষৌরং যস্য তথাভূতং সুস্নাতং সুষ্ঠু কৃতস্নানং ভূষণাদিভিঃ সমলঙ্কৃতং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতং দুকুলবস্ত্রাভ্যামলঙ্কৃতং বালং ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ সমুদ্ভবনাম্নো বহ্নেঃ সমীপে আত্মনো বামে দেশে বিমলাসনে সংস্থাপ্য চ ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎসেতি গুরুঃ শিষ্যং বদেৎ। ততঃ পরং শিশুঃ ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ॥ ১৯০॥ ১৯১॥ ১৯২॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং প্রসন্নাত্মা প্রসন্নমনা গুরুঃ শান্তচেতসে শিশবে

প্রাতঃকালে বালককে (শাস্ত্রবিহিত) কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া (২৪৮) কেবল মাত্র শিখা রাখিয়া তাহার সমুদয় মস্তক মুণ্ডন করাইবে। অনন্তর তাহাকে স্নান করাইয়া উত্তম পট্টবস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে। ১৯০ অনন্তর ঐ বালককে ছায়ামণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক সমুদ্ভব-নামক বহ্নির সমীপে আপনার বামদিকে সুবিমল আসনে উপবেশন করা-ইবে। ১৯১ পরে গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন যে, বৎস। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। শিশু গুরুর নিকট নিবেদন করিবে যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছি। ১৯২

অনন্তর গুরু প্রসন্নহৃদয় হইয়া প্রশান্তহৃদয় শিশুকে দীর্ঘায়ুঃ ও তেজোবৃদ্ধির

---

(২৪৮)—উপনয়নের পূর্ব্বে বালককে ভোজন করাইবার যে কথা লিখিত হই-য়াছে, তাহা নিশ্চয়ই উপবাসে অসমর্থ বালকপক্ষে জ্ঞাতব্য! কারণ ভোজন করা-ইয়া উপনয়ন কার্য্য প্রচলিত নাই। এস্থলে উদর পূরণ পূর্ব্বক যথাভিলষিত আহার করিতে দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। অসমর্থ পক্ষে দুগ্ধ ফলাদি ভোজনে কোনরূপ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না। যথা গোভিলঃ—"ইক্ষুরাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষধং। ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকা ক্রিয়া"॥ স্মৃতিতে এরূপ আরও বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশবে শান্তচেতসে।
কাষায়বাসসী দদ্যাৎ দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বর্চসে ॥ ১৯৩ ॥
মৌঞ্জীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাম্।
তূষ্ণীং চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়াম্বরধারিণে ॥ ১৯৪ ॥
মায়ামু র্য্য সুভগা মেখলা স্যাৎ শুভপ্রদা।
ইত্যুক্ত্বা মেখলাং বদ্ধা মৌনী তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ ॥১৯৫॥

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
বৃহস্পতির্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ১৯৬ ॥

দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় দীর্ঘায়ুর্যস্য দীর্ঘমায়ুস্তস্য স ভাবো দীর্ঘায়ুষ্ট্বং তস্মৈ বর্চ্চসে তেজসে চ কাষায়বাসসী কষায়েণ রক্তে বস্ত্রে দদ্যাৎ ॥ ১৯৩ ॥

মৌঞ্জীমিত্যাদি। মৌঞ্জীং মুঞ্জময়ীং কুশময়ীং বা ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাং মেখলামপি কাষায়াম্বরধারিণে শিশবে তূষ্ণীমেব দদ্যাৎ ॥ ১৯৪ ॥

মায়ামিত্যাদি। পূর্ব্বং মায়াং হ্রীমিতি বীজমুচ্চার্য্য ততঃ সুভগা মেখলা স্যাচ্ছুভপ্রদেতি মন্ত্রমুক্ত্বা কট্যাং মেখলাং বদ্ধ্বা মৌনী সন্ গুরোঃ পুরস্তিষ্ঠেৎ ॥ ১৯৫ ॥ ১৯৬ ॥

নিমিত্ত কাষায় বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন। ১৯৩ ঐ বালক যখন কাষায়বসন পরিধান করিবে, তখন তাহাকে গুরু মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক মুঞ্জময়ী বা কুশময়ী গ্রন্থিযুক্ত ত্রিবৃতা অর্থাৎ তিন হালি মেখলাও দিবেন। ১৯৪

বালক প্রথমতঃ 'হ্রীঁ সুভগা মেখলা স্যাৎ শুভপ্রদা' অর্থাৎ এই সুভগা মেখলা আমার কল্যাণদায়িনী হউক এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কটীতে মেখলা বন্ধন করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুর সম্মুখে অবস্থান করিবে। ১৯৫

অনন্তর গুরু 'যজ্ঞোপবীতং' ইত্যাদি মন্ত্র অর্থাৎ, এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র। পূর্ব্বে বৃহস্পতি এই সহজ যজ্ঞোপবীত (ধারণ করিয়া ছিলেন)। আয়ুস্কর শ্রেষ্ঠ শুভ্র এই যজ্ঞোপবীত তুমি ধারণ কর। তোমার বল ও

মন্ত্রেণানেন শিশবে দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনান্বিতম্।
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বৈণবং খাদিরঞ্চ বা।
পালাশমথবা দদ্যাৎ ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্॥ ১৯৭॥
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ মায়য়া পুটিতেন চ।
ত্রিরাবৃত্ত্যা কুশাম্ভোভির্ধৃতদণ্ডোপবীতিনম্।
অভিষিচ্য ততস্তোয়ৈঃ পূরয়েদ্বালকাঞ্জলিম্॥ ১৯৮॥
তদঞ্জলিং দিনেশায় দাতারং ব্রহ্মচারিণম্ *।
তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ দর্শয়েদ্ভাস্করং গুরুঃ॥ ১৯৯॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। অনেন যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিনা বলমস্তু তেজ ইত্যন্তেন মন্ত্রেণ কৃষ্ণাজিনান্বিতং কৃষ্ণবর্ণমৃগচর্ম্মসংযুক্তং যজ্ঞোপবীতং শিশবে দদ্যাৎ। বৈণবং বেণুসমুদ্ভবং খাদিরং খদিরসমুদ্ভবং পালাশং পলাশসমুদ্ভবং ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবং বা দণ্ডমপি শিশবে দদ্যাৎ॥ ১৯৭॥

আপো হি ষ্ঠেত্যাদি। ততো মায়য়া হ্রীঁ বীজেনাদাবন্তে চ পুটিতেন সংযুক্তেনাপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ কুশাম্ভোভিঃ ধৃতদণ্ডোপবীতিনং ধৃতদণ্ডমুপবীতবন্তং শিশুং ত্রিরাবৃত্ত্যাভিষিচ্য ততঃ পরং তোয়ৈর্জলৈর্বালকাঞ্জলিং পূরয়েৎ॥ ১৯৮॥

তদঞ্জলিমিত্যাদি। দিনেশায় সূর্য্যায় তদঞ্জলিং দাতারং ব্রহ্মচারিণং বালকং

তেজোবৃদ্ধি হউক। ১৯৬ গুরু এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে কৃষ্ণাজিনযুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বেণু নির্ম্মিত, খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত, পলাশ নির্ম্মিত অথবা অন্যান্য ক্ষীরবৃক্ষ নির্ম্মিত দণ্ড প্রদান করিবেন (২৪৯)। ১৯৭ অনন্তর বালক দণ্ড ও উপবীত ধারণ করিলে গুরু, মায়াপুটিত অর্থাৎ হ্রীঁ এই বীজদ্বারা পুটিত 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশ দ্বারা জল লইয়া বালককে অভিষিক্ত করিবেন। পরে তৎপাত্রস্থিত জল লইয়া উপনীত বালকের অঞ্জলি পরিপূরিত করিবেন। ১৯৮ অনন্তর ব্রহ্মচারী সেই জলাঞ্জলি দিবাকরকে

---

* দাতব্যং ব্রহ্মচারিণম্ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৪৯)—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পলাশ, ও পাকুড় এই পাঁচটিকে ক্ষীরবৃক্ষ বা ক্ষীরিবৃক্ষ বলে।

দৃষ্ট্বা ভাস্করমাচার্য্যো বদেন্মাণবকং ততঃ।
মম ব্রতে মনো ধেহি মম চিত্তং দদামি তে।
জুষস্বৈকমনা বৎস মম বাচোঽস্তু তে শিবম্॥ ২০০॥
হৃদি স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বৈনং কিন্নামাসীতি তং বদেৎ।
শিষ্যস্ত্বমুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে॥ ২০১॥
কস্য ত্বং ব্রহ্মচারীতি গুরৌ পৃচ্ছতি পার্বতি *।
শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রূয়াদ্ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহম্॥ ২০২॥

তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ ভাস্করং গুরুর্দ্দর্শয়েৎ। দাতারমিত্যত্র শীলে তৃণ্ প্রত্যয়ঃ। অতএব তদঞ্জলিমিত্যত্র কর্ত্তৃকর্মণোঃ কৃতীত্যনেন কর্ম্মণি প্রাপ্তায়াঃ ষষ্ঠ্যা ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা খলর্থতৃণমিত্যনেন প্রতিষেধো জাতঃ॥ ১৯৯॥

দৃষ্টভাস্করমিত্যাদি। ততঃ পরমাচার্য্যো গুরুঃ দৃষ্টভাস্করং দৃষ্টো ভাস্করো যেন তথাভূতং মাণবকং শিশুং বদেৎ। আচার্য্যো বালকং কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, মম ব্রতে ইত্যাদি। জুষস্ব মম ব্রতং সেবস্ব। শিবং কল্যাণম্॥২০০॥

হৃদীত্যাদি। গুরুরেনং মমেত্যাদিকং শিবমিত্যন্তং মন্ত্রং পঠিত্বা শিশোর্হৃদি স্পৃষ্ট্বা বৎস ত্বং কিং নামাসীতি তং শিষ্যং বদেৎ। গুরুণৈবমুক্তঃ শিষ্যঃ অমুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে ইতি ব্রূয়াৎ॥ ২০১॥

কস্যেত্যাদি। হে বৎস ত্বং কস্য ব্রহ্মচার্য্যসীতি গুরৌ পৃচ্ছতি সতি শিষ্যঃ সাবহিতঃ সাবধানং সন্ ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহমিতি ব্রূয়াৎ॥ ২০২॥

প্রদান করিলে গুরু, 'তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহাকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। ১৯৯ বালক সূর্য্য দর্শন করিলে আচার্য্য 'মম ব্রতে মনো ধেহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) আমি তোমাকে আমার চিত্ত প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ব্রতানুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর। বৎস! তুমি একমনা হইয়া আমার ব্রত আচরণ কর; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হউক। ২০০

গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের হৃদয়স্পর্শপূর্ব্বক বলিবেন যে, বৎস! তোমার নাম কি? শিষ্য কহিবে যে, আমি আপনার শিষ্য, আমার নাম অমুক শর্ম্মা; আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ২০১ পার্বতি! পরে গুরু

---

* গুরুঃ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি ইত্যপি পাঠঃ।

ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারী ত্বমাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ।
ইত্যুক্ত্বা সদ্গুরুঃ পশ্চাদ্দেবেভ্যস্তং সমর্পয়েৎ ॥ ২০৩ ॥
ত্বাং প্রজাপতয়ে বৎস সবিত্রে বরুণায় চ।
পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ।
সমর্পয়ামি তে সর্ব্বে রক্ষন্তু ত্বাং নিরন্তরম্ ॥ ২০৪ ॥
ততো মাণবকো বহ্নিং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাসনে পুনরাবিশেৎ ॥ ২০৫ ॥

ইন্দ্রস্যেত্যাদি। বৎস ত্বমিন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যসি তে তব হুতাশনোঽগ্নি-রাচার্য্যো গুরুর্ভবতি ইতি শিষ্যমুক্ত্বা সদ্গুরুঃ পশ্চাত্তং শিষ্যং দেবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥ ২০৩ ॥

নন্ত কেভ্যো দেবেভ্যো গুরুঃ শিষ্যং সমর্পয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ত্বাং প্রজাপতয়ে বৎসেত্যাদি ॥ ২০৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং মাণবকো বালকো দক্ষিণাবর্ত্তযোগতো বহ্নিং গুরুঞ্চ প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনঃ স্বাসনে আবিশেৎ ॥ ২০৫ ॥

জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি কাহার ব্রহ্মচারী? শিষ্য অবহিতচিত্তে কহিবে যে, আমি আপনার ব্রহ্মচারী। ২০২ তখন সদ্গুরু শিষ্যকে বলিবেন যে, 'ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারী ত্বমাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ।' অর্থাৎ, বৎস! তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী এবং হুতাশন তোমার আচার্য্য। গুরু এই বাক্য বলিয়া পশ্চাৎ সেই শিষ্যকে দেবতাদের নিকট সমর্পণ করিবেন। ২০৩ (সমর্পণকালে 'ত্বাং প্রজাপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্রার্থ যথা—) বৎস! তোমাকে প্রজাপতির নিকট, সবিতার নিকট, বরুণের নিকট, পৃথিবীর নিকট, বিশ্বদেবগণের নিকট এবং সমুদায় দেবতার নিকট সমর্পণ করিতেছি। তাঁহারা সকলে নিরন্তর তোমাকে রক্ষা করুন। ২০৪

অনন্তর বালক দক্ষিণাবর্ত্তে-বহ্নিকে এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার নিজ আসনে উপবেশন করিবে। ২০৫ প্রিয়ে! পরে গুরু, শিষ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া সমুদ্ভবনামক হুতাশনে পঞ্চদেবের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান

গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সমুদ্ভবহুতাশনে।
পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ প্রিয়ে॥ ২০৬॥
প্রজাপতিস্তথা শক্রো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা শিবস্তথা॥ ২০৭॥
মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈর্জুহুয়াৎ স্বস্বনামভিঃ।
অনুক্তমন্ত্রে সর্বত্র বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২০৮॥
ততো দুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সুন্দরী ভুবনেশ্বরী।
ইন্দ্রাদিদশদিক্পালা ভাস্করাদিনবগ্রহাঃ॥ ২০৯॥

গুরুরিত্যাদি। গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সন্ সমুদ্ভবহুতাশনে সমুদ্ভবসংজ্ঞকে অগ্নৌ পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ॥ ২০৬॥

নন্থ কান্ পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়াং তান্ পঞ্চ দেবান্ দর্শয়তি, প্রজাপতিরিত্যাদ্যর্দ্ধেন॥ ২০৭॥

নন্থ কৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পঞ্চ দেবানুদ্দিশ্যাহুতীর্দ্দদ্যাত্তত্রাহ, মায়াদীত্যাদি। মায়াদি-বহ্নিজায়ান্তৈঃ হ্রীঁবীজাদিভিঃ স্বাহান্তৈঃ স্বস্বনামভিঃ প্রজাপত্যাদীন্ পঞ্চ দেবা-

---

করিবেন। ২০৭ (উক্ত পঞ্চদেবতার উদ্দেশে আহুতির নিয়ম যথা—) প্রজাপতি শক্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব, ২০৭ এই সমুদায় দেবতার নাম উল্লেখপূর্বক আদিতে হ্রীঁ ও অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে (২৫০)। যে স্থলে কোন মন্ত্র উক্ত হয় নাই, সে স্থলেও উক্ত প্রকার বিধান করিতে হইবে: অর্থাৎ, নামের পূর্ব্বে হ্রীঁ উচ্চারণ করিয়া শেষে স্বাহা বলিতে হইবে। ২০৮

অনন্তর দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্র প্রভৃতি দশদিক্পাল, ভাস্কর প্রভৃতি নবগ্রহ, ২০৯ ইহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে (২৫১)। পরে প্রাজ্ঞ গুরু ব্রহ্মচর্য্যাভিমানী বালককে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে বৎস! এক্ষণে তোমার কোন্

---

(২৫০)—আহুতির মন্ত্র যথা—হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, হ্রীঁ পুরন্দরায় স্বাহা, হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা, হ্রীঁ শিবায় স্বাহা।

(২৫১)—মন্ত্র যথা—হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা। হ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। হ্রীঁ সুন্দর্য্যৈ স্বাহা। হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ স্বাহা। হ্রীঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্পালেভ্যঃ স্বাহা। হ্রীঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা।

প্রত্যেকনাম্না হুত্বৈতান্ বাসসাচ্ছাদ্য বালকম্।
পৃচ্ছেন্মাণবকং প্রাজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যাভিমানিনম্।
কো বাশ্রমস্তে তনয়* ব্রূহি কিন্তে মনোগতম্॥ ২১০॥
ততঃ শিষ্যঃ সাবহিতো ধৃত্বা গুরুপদদ্বয়ম্।
করোতু মামাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ॥ ২১১॥
এবং প্রার্থয়মানস্য দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা।
শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা তারং সর্বমন্ত্রময়ং শিবে।
ব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্গুরুঃ॥ ২১২॥

নুদ্দিশ্য জুহুয়াৎ। ননু প্রজাপত্যাদিপঞ্চদেবোদ্দেশ্যকহোমো মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈঃ স্বস্বনামভির্বিধাতব্যস্তদন্যদেবোদ্দেশ্যকোঽপি বা তত্রাহ, অনুক্তমন্ত্রে ইত্যাদি। ততো হ্রীঁ বীজাদ্যেন স্বাহান্তেন প্রত্যেকনাম্না এতান্ দুর্গালক্ষ্ম্যাদীনুদ্দিশ্য হুত্বা বাসসা বস্ত্রেণ বালকমাচ্ছাদ্য হে তনয় তে তবাশ্রমঃ কস্তে মনোগতং বা কিং বর্ত্ততে ত্বং ব্রূহি ইতি প্রাজ্ঞো ধীমান্ গুরুর্ব্রহ্মচর্য্যাভিমানিনং মানবকং বালকং পৃচ্ছেৎ॥ ২০৮॥ ২০৯॥ ২১০॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং শিষ্যঃ সাবহিতঃ সাবধানঃ সন্ গুরুপদদ্বয়ং ধৃত্বা হে গুরো ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ সাবিত্র্যা উপদেশেন মামাশ্রমিণং ভবান্ করোত্বিতি প্রার্থয়েৎ॥ ২১১॥

এবমিত্যাদি। তদা তস্মিন্ কালে এবং প্রার্থয়মানস্য শিশোর্দ্দক্ষকর্ণে সর্ব্বমন্ত্রময়ং সকলমন্ত্রস্বরূপং সকলমন্ত্রপ্রধানং বা তারং প্রণবং ত্রিধা ত্রিবারং শ্রাবয়িত্বা ততো ভূরাদিব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য গুরুঃ সাবিত্রীং গায়ত্রীং শ্রাবয়েৎ॥ ২১২॥

আশ্রম অভিপ্রেত? এবং তোমার মনোগত ভাব কি? তাহা বল। ২১০

অনন্তর শিষ্য অবহিতচিত্ত হইয়া গুরুর চরণকমলদ্বয় ধারণপূর্ব্বক (প্রার্থনা করিবে, গুরো! আপনি) ব্রহ্মোপদেশ প্রদান দ্বারা আমাকে গৃহস্থাশ্রমী করুন। ২১১

শিবে! শিশু এইরূপ প্রার্থনা করিলে গুরু তাহার দক্ষিণ কর্ণে সর্ব্ব-মন্ত্রময় প্রণব তিনবার শ্রবণ করাইয়া, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণপূর্ব্বক

---

* কো বাশ্রয়স্তে তনয় ইতি পাঠান্তরম্।

ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তঃ ছন্দস্ত্রিষ্টুবুদাহৃতম্।
অধিষ্ঠাত্রী তু সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিযোগিতা॥ ২১৩॥
আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ।
ভর্গঃ পদান্তে দেবস্য ধীমহীতি পদং বদেৎ॥ ২১৪॥
ততস্তু পরমেশানি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।
পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্ব্বদেৎ॥ ২১৫॥

অথ গায়ত্র্যা ঋষ্যাদিকমাহ, ঋষিরিত্যাদিনা। অস্যা গায়ত্র্যাঃ সদাশিব-ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সাবিত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ মুখে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ হৃদয়ে সাবিত্র্যৈ অধিষ্ঠাত্র্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইতি ঋষিন্যাসং বিধায় সাবিত্র্যা জপো বিধেয়ঃ॥ ২১৩॥

সাবিত্রীমেবাহ, আদাবিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাৎ বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ। ততো ভর্গ ইতি পদং বদেৎ। তৎপদান্তে দেবেস্যেতি পদং বদেৎ। তদন্তে ধীমহীতি পদং বদেৎ। ততস্তু ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াদিতি বদেৎ।

গায়ত্রী উপদেশ করিবেন। ২১২ এই সাবিত্রীর ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী, মোক্ষার্থে বিনিয়োগ হইয়া থাকে (২৫২)। ২১৩

প্রথমতঃ তৎ সবিতুঃ এই পদ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বরেণ্যং এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে ভর্গঃ এই পদের পর দেবস্য ধীমহি, এই পদ পাঠ করিতে হইবে। ২১৪ পরমেশ্বরি! তৎপরে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (২৫৩) এই পদ উচ্চারণ করিয়া, প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ

---

(২৫২)—গায়ত্রীর ঋষ্যাদি যথা—অস্যা গায়ত্র্যাঃ সদাশিবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সাবিত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি সাবিত্র্যধিষ্ঠাত্র্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিন্যাস করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

(২৫৩)—সমুদায় পদ যোজনা করিয়া এইরূপ হয়—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ জপকালে ব্যাহৃতিসমেত এই গায়ত্রী পজ করিতে হইবে এবং আদ্যন্তে প্রণব সংযুক্ত করিতে হইবে।

ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে।
পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২১৬ ॥
অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ২১৭ ॥

সকলপদযোজনয়া তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইত্যাকারিকা সাবিত্রী জাতা। সাবিত্র্যন্তে পুনঃ প্রণবমোঙ্কার-মুচ্চার্য্য গুরুঃ সাবিত্র্যর্থং বদেৎ। সাবিত্র্যর্থমিতি প্রণবার্থস্য ব্যাহৃত্যর্থস্য চাপ্যুপলক্ষনম্ ॥ ২১৪ ॥ ২১৫ ॥

প্রথমতঃ প্রণবার্থং ব্যাহৃত্যর্থং চাভিদধাতি দ্বাভ্যাং, ত্র্যক্ষরাত্মকেত্যাদি। পাতা জগতঃ পালকো হর্ত্তা তস্য সংহারকঃ সংস্রষ্টা তস্যৈবোৎপাদকশ্চ প্রকৃতেঃ পরো দূর উত্তমো বা যঃ পরেশঃ পরমাত্মা দেবো দীপ্ত্যাদিক্রিয়াশ্রয়োঽস্তি অসৌ পরশো দেবঃ ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণাকারাদিত্রিবর্ণাত্মকেন প্রণবেন প্রতি-পাদ্যতে বোধ্যতে। প্রণবপ্রতিপাদ্যো যো দেবাঽসৌ দেবো যতস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকস্বরূপো ভবতি ত্রিগুণং সত্ত্বাদিকং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি চ অতো হেতো-র্বিশ্বময়ং বিশ্বস্বরূপং ব্রহ্ম লোকময়াভিধায়িভির্ভূরাদিভিস্ত্রিভির্ব্ব্যাহৃতিভির্বাচ্যং ভবতি ॥ ২১৬ ॥ ২১৭ ॥

বুঝাইয়া দিবেন। ২১৫ (গায়ত্রীর অর্থ যথা—) ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব দ্বারা, যে দেব প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা, সেই পরমেশ্বর অভিহিত হইতেছেন (২৫৪)। ২১৬

সেই দেব ত্রিলোকের আত্মা। তিনি গুণত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে-ছেন। অতএব ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা বিশ্বময় ব্রহ্ম অভিহিত

---

(২৫৪)—গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। অর্থাৎ যিনি পাঠকারীকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে গায়ত্রী বলে। ইহাকে সাবিত্রীও বলা যায়। বহ্নিপুরাণে আছে—

সর্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে। যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ ॥ বেদপ্রসবনচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ' ॥ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হেতু সূর্য্য (তেজ) সবিতা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; এবং সেই তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গায়ত্রী, এই নিমিত্ত সাবিত্রী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। বেদ প্রসব করিয়াছেন বলিয়াও ইহাকে 'সাবিত্রী' বলা যায়।

তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ।
জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টু র্দীব্যতো বিভোঃ ॥ ২১৮ ॥
অন্তর্গতঃ মহদ্বর্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্ ॥ ২১৯ ॥

এবং প্রণবার্থং ব্যাহৃত্যর্থং চ দ্বাভ্যামভিধায়েদানীং তার ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সাবিত্র্যর্থমভিধত্তে, তারেত্যাদি। তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ পরমাত্মা স এব সাবিত্র্যা অপি বাচ্যো জ্ঞেয়ঃ। পরমাত্মন এব যথা সাবিত্রীবাচ্যত্বং ভবেত্তথৈব ব্যাখ্যাতি, জগদ্রূপস্যেত্যাদি। সবিতুরিত্যস্য বিবরণং জগদ্রূপস্য সংস্রষ্টু রিতি। দেবস্যেত্যস্য বিবরণং দীব্যতো বিভোরিতি। ভর্গপদার্থমাহ অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চ ইতি। বরেণ্য-মিত্যস্যার্থমাহ যতাত্মভির্বরণীয়মিতি। ধীমহীত্যস্য বিবরণং ধ্যায়েমেতি। তৎপদা-র্থমাহ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনমিতি। য ইত্যস্য বিবরণং সর্বসাক্ষীশ ইতি। ধিয় ইত্যস্য বিবরণং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণীতি প্রচোদয়াদিত্যস্য বিবরণং ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেষু প্রেরয়েদিতি। প্রেরয়েদিত্যস্য ব বিবরণং বিনিযোজয়েদিতি। তদেবং বাক্যার্থঃ। সবিতুর্জ্জগদ্রূপস্য বস্তুনঃ সংস্রষ্টুর্দেবস্য দিব্যতো বিভোর্বরেণ্যং যতা ত্মভিঃ সংযতান্তঃকরণৈর্বরণীয়মুপাসনীয়ং তৎ পরমুত্তমং সত্যং যথার্থভূতং সর্ব-ব্যাপি সকলপদার্থব্যাপনশীলং সনাতনমাদ্যন্তশূন্যমন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চস্তেজো বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম। ধিয়ো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রচোদয়াৎ ধর্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েৎ বিনিযোজয়েদিতি।অত্র যদ্যপি সবিতুর্ভর্গ ইতি সবিতৃভর্গয়োর্ভেদঃ প্রতীয়তে তথাপি পরমার্থচিন্তায়ামভেদ এবেতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ২১৮ ॥ ২১৯ ॥ ২২০ ॥

ইত্থমিত্যাদি। হে দেবি ইত্থমনেন প্রকারেণার্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রী-

---

হইতেছেন। ২১৭ যিনি প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য, যিনি ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য, সাবিত্রী দ্বারা তিনিই জ্ঞেয় হইতেছেন। যিনি জগতের সবিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াশ্রয় বিভু অর্থাৎ যিনি সর্বদা সমভাবে জ্যোতির্বিকিরণ করেন অথবা যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপে সর্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, কিম্বা যিনি অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ লীলা করিতেছেন, ২১৮ আমরা তাঁহার অন্তর্গত যোগিদিগের বরণীয় মহাজ্যোতিঃ সেই পরম সত্য সর্বব্যাপী ও সনাতনকে ধ্যান করি। ২১৯ যিনি সেই

যো ভর্গঃ সর্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥ ২২০॥
ইত্থমর্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সদ্‌গুরুঃ।
শিষ্যং নিযোজয়েদ্দেবি গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু॥ ২২১॥

মাদিশ্যাভিজ্ঞার্থমিতস্ততো গময়িত্বা সদ্‌গুরুঃ শিষ্যং গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু নিযোজয়েৎ প্রবর্ত্তয়েৎ॥ ২২১॥

মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর, তিনি আমাদিগের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমুদায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেতে বিনিয়োজিত করেন (২৫৪)। ২২০

দেবি! সদ্‌গুরু এইরূপে অর্থসহিত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, ২২১ এবং কহিবেন যে, বৎস! এক্ষণে

---

(২৫৪)—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অস্যার্থঃ। তৎ তস্য সবিতুস্তং ভর্গং তেজঃ ধীমহি চিন্তয়ামঃ। অত্র যদ্যপি তমিতি পদং ভর্গবিশেষণং নাস্তি তথাপি য ইতি যচ্ছব্দপ্রয়োগাদেব তমিতি তচ্ছব্দো লভ্যতে। তথা গায়ত্রী ব্যাকরণ এব যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—'তচ্ছব্দেন তু যচ্ছব্দো বোদ্ধব্যঃ সততং বুধৈঃ। উদাহৃতে তু যচ্ছব্দে তচ্ছব্দঃ স্যাদুদাহৃতঃ॥'

ব্যাখ্যা। আমরা সেই প্রসিদ্ধ দীপ্তিশালী জগৎ-প্রসবকর্ত্তা দেব সূর্য্যের জগৎপ্রকাশক বরণীয় (সেই) ভর্গ (তেজকে) ধ্যান করি; যে ভর্গ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে বিনিযুক্ত (প্রেরণ) করিয়া থাকেন। এস্থলে যদিও ভর্গের বিশেষণ স্বরূপ 'সেই' এই তৎপদের প্রয়োগ নাই, তথাপি 'যে' এই যৎ-শব্দের প্রয়োগ থাকাতেই তৎ-শব্দের তৎ-পদ উহ্য করিয়া লইতে হইবে। গায়ত্রী-ব্যাকরণে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, যেখানে তৎশব্দের প্রয়োগ থাকিবে, সেই খানেই যৎ শব্দ উহ্য ধরিয়া লইতে হইবে, এবং এইরূপ যেখানে যৎ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইবে, সেইখানেই তৎশব্দ অধ্যাহার্য্য হইবে।

কিম্ভূতস্য তস্য সবিতুঃ সর্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রসূয়তে। সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥'

সবিতার অর্থ সর্বভূতের প্রসবকর্ত্তা অর্থাৎ উৎপাদক। যথা,—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,— সূর্য্য চেতন অচেতন সর্বভূতের সর্বভাবের প্রসবকর্ত্তা অর্থাৎ, তাঁহা

হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। সবন অর্থাৎ উৎপাদন পাবন অর্থাৎ সমুদায় পবিত্র করেন বলিয়া তিনি সবিতা শব্দে অভিহিত হয়েন।

পুনঃ কিম্ভূতস্য সবিতুঃ দেবস্য দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে দ্যোততে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥

পুনশ্চ সেই সবিতা কিরূপ ? 'দেবস্য' দেবশব্দের অর্থ দীপ্তিশালী ও ক্রীড়াশীল। এস্থলে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—তিনি সর্ব্বদা দীপ্তিশীল, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-সাধনরূপ ক্রীড়াশীল এবং আকাশমণ্ডলে দ্যোতমান হইতেছেন এবং রুচিদ্বারা সকলকে তর্পিত করেন। এই জন্য তিনি দেবশব্দে কথিত হইয়া থাকেন।

কিম্ভূতং ভর্গং যো ভর্গো নোঽস্মাকং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেষু অস্মাকং বুদ্ধীর্যো ভর্গো নিয়োজয়তীত্যর্থঃ। তথা যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥'

সেই ভর্গ কি প্রকার তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে,—ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি বিষয়ে বিনিযুক্ত করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—আমরা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সেই ভর্গের ধ্যান করি; যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন।

তদিহ ভর্গশব্দেন বহুবিধমাহাত্ম্যযুক্তঃ সবিতৃমণ্ডলমধ্যগতাদিত্যদেবতাস্বরূপ পুরুষ উচ্যতে। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'ভৃজিঃ পাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ। ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি ॥

কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে ॥ তথা—

ভেতি ভাজয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ। গ ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভ-র-গো ভর্গ উচ্যতে ॥'

এস্থলে ভর্গ শব্দে বহুবিধ মাহাত্ম্যযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী আদিত্যদেবতাস্বরূপ পুরুষ লক্ষিত হইয়া থাকেন। (আমাদের শরীরের সহিত আত্মার যেরূপ প্রভেদ সূর্য্যমণ্ডলের সহিত ভর্গ অর্থাৎ আদিত্যদেবতাস্বরূপ পুরুষেরও সেইরূপ প্রভেদ

বুঝিতে হইবে।) এবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—ভর্গ এই শব্দটি ভৃজ ধাতু হইতে নিস্পন্ন হইয়াছে। ভৃজ ধাতুর অর্থ পাক ও সংহার এবং প্রকাশ ও দীপ্তি। সূর্য্য হইতে সমস্ত বস্তুর পাক অর্থাৎ রূপান্তরে পরিণত হয়; তিনি স্বয়ং প্রভাকরস্বরূপ হইয়া সর্বদা দীপ্তিশীল ও সমুদায় প্রকাশ করিতেছেন; এবং তিনি প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপ ধারণ পূর্ব্বক, সপ্তরশ্মি দ্বারা জগৎ সংহার করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম ভর্গ। অথবা 'ভ' শব্দের অর্থ পদার্থসমুদায় যথাযথ বিভাগ করা, অর্থাৎ সকলের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া ঘটাদি হইতে পটাদির কিম্বা নীল ঘটপটাদি হইতে শ্বেত ঘটপটাদির বিভিন্নতা করিয়া দেওয়া; 'র' শব্দের অর্থ রঞ্জন অর্থাৎ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের বর্ণ (রূপ) উৎপাদন করা; এবং 'গ' শব্দের অর্থ অজস্র গমনাগমন করা। অর্থাৎ, তিনি পদার্থসমুদায় বিভাগ করেন, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপাদন করেন এবং নিরন্তর গমনাগমন করেন বলিয়া (ভ-র-গ=) ভর্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অয়মেব ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থোঽপি সকলপ্রাণিনাং মধ্যে জীবভূতঃ প্রতিবসতি। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ, 'আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥ তথা, হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্য্যঃ স চান্তরে। অগ্নৌ বাঽধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চিত্রক্ষরং যতঃ॥ হৃদাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে। স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥'

এই ভর্গই বাহ্যাকাশে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়াও প্রাণীগণের অন্তরে জীবাত্মরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এবিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি সমস্ত জ্যোতির্ময় পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদিত্যের অন্তর্গত, তিনিই সর্বজীবের হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই ভর্গই বাহ্যাকাশে সূর্য্যস্বরূপে এবং প্রাণীগণের অন্তরে থাকিয়া হৃদয়াকাশে জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া থাকেন। ইনিই নির্ধূম বহ্নিমধ্যে বিচিত্র জ্যোতিঃ স্বরূপ। সাধকেরা হৃদাকাশে যে জীবাত্মার বর্ণনা করিয়া থাকেন, তিনিই বহিরাকাশে আদিত্যরূপে বিরাজিত।

অত্র যদ্যপি প্রাণিনাং হৃদি জীবরূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি স এবাকাশে আদিত্য মধ্যে পুরুষরূপতয়া বিদ্যতে। অতোঽনয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব। তথাপি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি প্রাণিবুদ্ধিপ্রেরকো হৃদয়বর্ত্তী ভর্গঃ স এব চিন্তনীয়ঃ। অয়ন্তু বিশেষঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিভর্গেণ সহাদ্বৈতেন একীভূতশ্চিন্তনীয়ঃ।

এস্থলে, যদিও যে ভর্গ প্রাণীগণের হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই ভর্গই বাহ্যাকাশে আদিত্যমণ্ডলমধ্যে পুরুষরূপে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং

এতদুভয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না, তথাপি যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে বিনিযোজিত করিতেছেন, এই বাক্য বলাতে হৃদয়মধ্যবর্ত্তী ভর্গেরই চিন্তা করিতে হইবে ; পরন্তু আকাশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভর্গের সহিত অভেদ জ্ঞানে হৃন্মধ্যবর্ত্তী ভর্গকে ধ্যান করিতে হইবে।

পুনঃ কিম্ভূতং ভর্গং বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুদুঃখাদিনাশায় ধ্যানেনোপাসনীয়মিত্যর্থঃ। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—'বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ॥ জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যস্তু দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে॥'

পুনশ্চ ভর্গ কিরূপ তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে, ভর্গ বরেণ্য বরণীয় অর্থাৎ, জন্ম-মৃত্যুদুঃখাদি নাশের নিমিত্ত ধ্যানদ্বারা উপাসনীয়। এবিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে,—জন্মসংসারভীরু মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ জন্ম ও মৃত্যু এবং ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) দুঃখ বিনাশার্থ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বরেণ্য (বরণীয়) ভর্গনামক পুরুষকে ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবেন।

পুনঃ কিম্ভূতোঽসৌ ভর্গঃ ভূর্ভুবঃস্বরিতি ভূর্লোকান্তরীক্ষলোকস্বর্গলোকস্বরূপোঽপি স এবাদিত্যাত্মকো ভর্গ ইত্যর্থঃ। তথা ভবিষ্যপুরাণম্,—

বাসুদেব উবাচ,—প্রত্যক্ষদেবতা সূর্য্যো জগচ্চক্ষুর্দিবাকরঃ। তস্মাদপ্যধিকা কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী॥ তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্রচ। ত্রুট্যাদি লক্ষণঃ কালঃ স্মৃতঃ সাক্ষাদ্দিবাকরঃ॥ গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ। আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ বায়বোঽনলঃ। শক্রঃ প্রজাপতিঃ শর্ব্বো ভূর্ভুবঃস্বর্দ্দিশস্তথা॥'

এই ভর্গ ভূর্ভুবঃস্বঃ অর্থাৎ ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিলোক-স্বরূপ ; ইনিই আদিত্যাত্মক। যথা ভবিষ্য পুরাণে বাসুদেব কহিয়াছেন—সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা, ইনি জগতের চক্ষুঃ স্বরূপ ও দিবাকর। ইহা অপেক্ষা শাশ্বতী (নিত্যাবস্থায়ী) দেবতা আর কেহই নাই।

এই সমস্ত জগৎ সূর্য্যের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই সমস্ত জগৎ সূর্য্যের শরীরেই পুনরায় লয় প্রাপ্ত হইবে। ত্রুটি, দণ্ড, পল প্রভৃতি সমুদায় কাল, সাক্ষাৎ দিবাকর স্বরূপ ; গ্রহগণ, নক্ষত্রগণ, যোগগণ, রাশিগণ, করণগণ, আদিত্য গণ, বসুগণ, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনিকুমারযুগল, বায়ুসকল, অনল ইন্দ্র, প্রজাপতি, শম্ভু, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্গলোক এবং দশদিক্ এই সমুদায়ই দিবাকরের এক এক অংশমাত্র।

'ত্রৈলোক্যমিদমাদিত্যদেবতায়া এব বিবর্ত্তত ইতি প্রতিপাদনে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য'—

"হৈরণ্যং মণ্ডলং দীপ্তং তপোজ্ঞানসমুদ্ভবং। একং দ্বাদশধা ভিন্নমদিতিস্তমজীজনৎ॥ যস্যোল্বাদুত্থিতো মেরুরুধিরাৎ সপ্তসিন্ধবঃ। পর্বতাশ্চ জরায়ুভ্যো নদ্যো ধমনিসন্ততাঃ॥ দ্যৌশ্চাপি পৃথিবী চৈব কপালে দ্বে ব্যবস্থিতে। মধ্যোঽন্তরীক্ষমভবৎ ত্রৈলোক্যস্যৈব সম্ভবঃ॥ এতে হ্যণ্ডকপালে দ্বে অপাং মধ্যে ব্যবস্থিতে। একং ধাত্রী সমভবৎ দ্বিতীয়ং নন্দনংবনং॥ তন্মধ্যাদ্ যঃ শিশুর্জাতঃ মার্ত্তণ্ডঃ সবিতা তু সঃ॥'

এই ত্রিলোকস্থিত সমুদায় পদার্থই সূর্য্যদেবের পরিণামমাত্র। এতৎপ্রতিপাদনে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে,—তপস্যা ও জ্ঞানের আকর প্রদীপ্ত তেজোমণ্ডল এক হইয়াও অদিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। এই তেজোমণ্ডলের উল্ব (গর্ভাশয়) হইতে সুমেরু পর্ব্বত, শোণিত হইতে সপ্ত সমুদ্র, জরায়ু হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত সমূহ, ধমনী হইতে নদীসকল উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহার কপালদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবী আখ্যাত হইয়া থাকে, এবং কপালমধ্যস্থ শূন্যাংশ আকাশ নামে খ্যাত হয়, এইরূপে সেই বিরাটপুরুষ হইতে এই ত্রিলোক উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ জলমধ্যে ব্যবস্থিত এই অণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে একটি ধাত্রী অর্থাৎ মনুষ্যাদি স্থূল শরীর জীবগণের আবাস, এবং দ্বিতীয়টি ভোগস্থান নন্দন কাননের আধার স্বর্গ। এই উভয়ের মধ্যস্থলে যে (তেজোময়) শিশু উৎপন্ন হন, তিনিই মার্ত্তণ্ড ও সবিতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ইত্থং চরাচরাত্মকত্রৈলোক্যমেব ভর্গস্বরূপম্। ততো ভর্গাৎ পৃথগ্ভূতং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতীতি। ভর্গমাহাত্ম্যমেব ব্যাহৃতিত্রয়সমেত গায়ত্র্যা প্রতিপাদিতম্। ইতি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্।

অতএব ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,-এই সমুদায় চরাচর জগৎই ভর্গস্বরূপ; ভর্গ হইতে পৃথক্ আর কোন বস্তুই নাই। অতএব ব্যাহৃতিত্রয়সমেত গায়ত্রীদ্বারা কেবল ভর্গমাহাত্ম্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতি হলায়ুধকৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

এই গায়ত্রীর আদিতে ও অন্তে প্রণব যোগ করিবার বিধি আছে, তদ্বারা সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট, চতুষ্পাদবিশিষ্ট, ত্রিস্থানবিশিষ্ট, পঞ্চদেবতাস্বরূপ, প্রণব (পরমাত্মা) ও ভর্গের অভেদ ধারণার উপদেশ হইল। প্রণব তিনপ্রকার, অপর প্রণব, পর-প্রণব, ও মহাপ্রণব। আদ্যন্তের দুইটি প্রণব ও মধ্যে প্রণবস্বরূপ গায়ত্রী দ্বারা ঐ ত্রিবিধ প্রণবেরই উল্লেখ হইল। তন্ত্রে গায়ত্রীর মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণকে তৃতীয় প্রণবও যোগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মস্বরূপ আদ্যন্তে প্রণবদ্বয় যোগ করাই এতদ্দেশে প্রচলিত। এই প্রণবের ব্যাখ্যা ৫৪ পৃঃ (২৩) টিপ্পনীতে দেখিতে পাইবেন।

ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং বৎসেদানীং পরিত্যজ।
শাম্ভবোদিতমার্গেণ দেবান্ পিতৄন্ সমর্চয়॥ ২২২॥
ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্।
প্রাপ্তা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয়॥ ২২৩॥
উপবীতদ্বয়ং দিব্যবস্ত্রালঙ্করণানি চ।
গৃহাণ পাদুকাচ্ছত্রং গন্ধমাল্যানুলেপনম্॥ ২২৪॥

গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মস্থ শিষ্যস্য প্রবর্ত্তনমেবাহ, ব্রহ্মচর্য্যেত্যাদিভিঃ। হে বৎস ত্বমিদানীং ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং পরিত্যজ শাম্ভবোদিতমার্গেণ শম্ভুপ্রোক্তেন বর্ত্মনা দেবান্ পিতৄংশ্চ সমর্চ্চয় সম্যক্ পূজয়॥ ২২২॥

ব্রহ্মেত্যাদি। হে বৎস ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন তে তব কলেবরং শরীরং পবিত্রমাসীৎ। ইদানীং প্রাপ্তা যা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম কল্পয় কুরু॥২২৩॥

উপবীতেত্যাদি। হে বৎস ত্বমিদানীমুপবীতদ্বয়ং দ্বে উপবীতে দিব্যানি বস্ত্রালঙ্করণানি চ পাদুকাচ্ছত্রমুপানহং ছত্রং চ গন্ধমাল্যানুলেপনমপি গৃহাণ॥২২৪॥

ব্রহ্মচর্য্যোচিত বেশ পরিত্যাগ কর। শম্ভুপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া দেবগণের ও পিতৃগণের পূজা কর। ২২২ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দ্বারা এক্ষণে তোমার শরীর পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব তুমি গৃহস্থাশ্রমবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ২২৩

বৎস! তুমি এক্ষণে উপবীতদ্বয় (২৫৫) রমণীয় বস্ত্র, অলঙ্কার, পাদুকা, ছত্র, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন গ্রহণ কর। ২২৪ অনন্তর কষায়রঞ্জিত বসন, কৃষ্ণাজিন

---

(২৫৫)—মূলে যে উপবীতদ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক উপবীত সম্প্রদায় বা বেদের অধিকারী অনুসারে যথাযথ পরিমাণে, ত্রিগুণিত (তিন ফের) সূত্রে গায়ত্র্যাদি পাঠপূর্বক গ্রন্থি দিয়া নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে একটি যজ্ঞের নিমিত্ত ধারণ করা হয় এবং অপরটি কায়দণ্ড, বাগ্দণ্ড ও মনোদণ্ড অর্থাৎ কায় বাক্য ও মনোদ্বারা সংযমের চিহ্নস্বরূপ ধারণ করা হয়। ঐ ত্রিবিধ দণ্ডের স্মারক ঐ ত্রিগুণিত সূত্র। প্রত্যেক সূত্রও আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পুনরায় ত্রিগুণিত সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত উত্তরীয়স্বরূপে তৃতীয় উপবীতও ধারণ করা হইয়া থাকে।

ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতম্।
যজ্ঞসূত্রং মেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডকম্॥ ২২৫॥
আচারাদর্জ্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে শিবে।
শুদ্ধোপবীতযুগলং পরিধায়াম্বরে শুভে॥ ২২৬॥
গন্ধমাল্যধরস্তূষ্ণীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
ততো গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যমেতদ্বদেদ্‌গুরুঃ॥ ২২৭॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব।
স্বাধ্যায়াশ্রমকর্ম্মাণি যথাধর্ম্মেণ সাধয়॥ ২২৮॥
ইত্যাদিশ্য দ্বিজং পশ্চাৎ সমুদ্ভবহুতাশনে।
মায়াদিপ্রণবান্তেন ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্রয়েণ চ॥ ২২৯॥

তত ইত্যাদি। গুরুণৈবমাজ্ঞাপিতঃ শিষ্যঃ ততঃ পরং কাষায়বসনং কষায়েণ রক্তং বস্ত্রং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতং যজ্ঞসূত্রং মেখলাং দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডকং ভিক্ষাপাত্রমাচারাদর্জ্জিতাং ভিক্ষাঞ্চ গুরবে সমর্প্য দত্ত্বা শুদ্ধোপবীতযুগলং শুভে অম্বরে বস্ত্রে চ পরিধায় গন্ধমাল্যধরঃ সন্ তুষ্ণীমাচার্য্যসন্নিধৌ গুরুসমীপে তিষ্ঠেৎ। ততো গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যং গুরুরেতদ্বদেৎ॥ ২২৫॥ ২২৬॥ ২২৭॥

ননু গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যং গুরুঃ কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি॥ ২২৮॥

ইতীত্যাদি। দ্বিজং দ্বিজত্বশালিনং শিষ্যমিত্যাদিশ্যাজ্ঞাপ্য পশ্চাৎ সমুদ্ভবহুতাশনে সমুদ্ভবাখ্যে বহ্নৌ মায়াদিপ্রণবান্তেন হ্রীঁ বীজাদিনা ওঁকারান্তেন

সমন্বিত যজ্ঞসূত্র, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ২২৫ এবং আচার অনুসারে উপার্জ্জিত ভিক্ষা, শিষ্য এই সমুদায় গুরুকে সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত-যুগল ও উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া ২২৬ গন্ধ ও মাল্য ধারণপূর্ব্বক আচার্য্য সমীপে নীরব হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। আচার্য্য গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে কহিবেন, ২২৭ তুমি জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হও। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বেদ অধ্যয়ন ও গৃহস্থাশ্রমের কর্ম সমুদায় সম্পাদন কর। ২২৮

গুরু দ্বিজ শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিয়া, প্রথমতঃ মায়া (হ্রীঁ) ও সর্বশেষে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণপূর্ব্বক ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা সমুদ্ভবনামক

হাবয়িত্বা ত্রিধাচার্য্যঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরন্।
দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং ভদ্রে ব্রতকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২৩০ ॥
জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতান্তাঃ পিতৃতো নব।
উদ্বাহঃ পিতৃতো বাপি স্বতোঽপি সিধ্যতি প্রিয়ে ॥ ২৩১ ॥
বিবাহাহ্নি কৃতস্নানঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতী।
পঞ্চদেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য গৌর্য্যাদিমাতৃকাস্তথা।
বসোর্ধারাং কল্পয়িত্বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ২৩২ ॥
রাত্রৌ প্রতিশ্রুতং পাত্রং গীতবাদ্যপুরঃসরম্।
ছায়ামণ্ডপমানীয় উপবেশ্য বরাসনে ॥ ২৩৩ ॥

ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রয়েণ মন্ত্রেণ ত্রিধা ত্রিবারং শিষ্যেণ হাবয়িত্বা চ স্বিষ্টিকৃতং হোমমাচরন্নাচার্য্যঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা ব্রতকর্ম যজ্ঞোপবীতক্রিয়াং সমাপয়েৎ ॥২২৯॥২৩০॥২৩১॥

অথোদ্বাহক্রিয়াবিধিমাহ, বিবাহাহ্নীত্যাদিভিঃ ॥ ২৩২ ॥

রাত্রাবিত্যাদি। ততঃ প্রতিশ্রুতমঙ্গীকৃতং পাত্রং বরং গীতবাদ্যপুরঃসরং যথা স্যাত্তথা রাত্রৌ ছায়ামণ্ডপমানীয় বরাসনে শ্রেষ্ঠে পীঠে বাসবাভিমুখং পূর্ব্বাভিমুখমুপবেশ্য চ কন্যায়া দাতা পশ্চিমাভিমুখো ভূত্বা বিশেৎ। পশ্চিমাভিমুখ উপবিষ্টো দাতা আচম্যাচমনং কৃত্বা কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোঽধি

হুতাশনে ২২৯ শিষ্যকে তিনবার আহুতি প্রদান করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিবেন। ভদ্রে! অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্বক উপনয়ন ক্রিয়া সমাপন করিবেন। ২৩০

প্রিয়ে! জীবসেক অবধি উপনয়ন পর্য্যন্ত নয়টি সংস্কার পিতা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরন্তু পরিণয় সংস্কার (অর্থাৎ তৎপূর্বকৃত্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি) পিতা কর্তৃক অথবা স্বয়ং নিষ্পাদিত হইতে পারে। ২৩১

(তদ্যথা—) কার্য্যকুশল ব্যক্তি বিবাহের দিবস স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবেন। পরে বসুধারা দিয়া বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ২৩২ পূর্ব্বে যে পাত্রে কন্যা দান করিবার জন্য কন্যাকর্তা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন সেই পাত্রকে

(৪)

বাসবাভিমুখং দাতা পশ্চিমাভিমুখো বিশেৎ।
আচম্য স্বস্তিমৃদ্ধিঞ্চ কথয়েদ্‌ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ২৩৪ ॥
সাধুপ্রশ্নং বরং পৃচ্ছেদর্চনাপ্রশ্নমেব চ।
বরাৎ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা পাদ্যাদ্যৈর্ব্বরমর্চয়েৎ ॥ ২৩৫ ॥

ব্রুবন্ত্বিত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণৈঃ সহ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি স্বস্তিং কথয়েৎ। ততঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্ত্বিত্যুক্ত্বা তৈরেব সহ ঋধ্যতান্ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্ ইত্যৃদ্ধিঞ্চ কথয়েৎ ॥ ২৩৩ ॥ ২৩৪ ॥

সাধ্বিত্যাদি। ততো দাতা সাধু ভবানাস্তামিতি সাধুপ্রশ্নং ভবন্তমর্চ্চয়িষ্যাম ইত্যর্চ্চনাপ্রশ্নঞ্চ বরং পৃচ্ছেৎ। ততো বরাৎ সাধ্বহমাসে ইতি ওমর্চ্চয়েতি চ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা সমাদায় পাদ্যাদ্যৈর্ব্বরমর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ পাদ্যাদীনি বরায় সমর্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৩৫ ॥

গীতবাদ্যসহকারে রাত্রিকালে ছায়ামণ্ডপে আনয়ন করিয়া বরের আসনে উপবেশন করাইবেন। ২৩৩ পাত্র পূর্বাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবে, দাতা পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন কন্যাদাতা প্রথমতঃ আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন ও ঋদ্ধিবাচন (প্রভৃতি) করিবেন (২৫৬)। ২৩৪ অনন্তর কন্যাদাতা বরের নিকট সাধু প্রশ্ন ও অর্চ্চনা প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর লইয়া (২৫৭) পাদ্যাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করির্বেন। ২৩৫ পাদ্যাদি প্রদানের সময় 'সমর্পয়ামি' অর্থাৎ

---

(২৫৬)—স্বস্তিবাচনাদি—হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকগোত্রস্যামুকস্য শুভ বিবাহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, এই বাক্য বলার পর, হ্রীঁ পুণ্যাহং, হ্রীঁ পুণ্যাহং হ্রীং পুণ্যাহং, এই বাক্য ব্রাহ্মণগণের সহিত তিনবার বলিবার সময় সকলে তিনবার নারাচমুদ্রায় তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন। এইরূপ হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইত্যাদি বলিয়া ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ইহার পর হ্রীঁ ঋদ্ধ্যতাং, হ্রীঁ ঋদ্ধ্যতাং, হ্রীঁ ঋদ্ধ্যতাং, এই এই মন্ত্রে সকলে পূর্ব্ববৎ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইত্যাদির পর স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ তণ্ডুল বিকিরণের পর, হ্রীঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দেবতা দধাতু। এই সূক্ত পাঠের পর, হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, বলিয়া পূর্ববৎ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিতে হইবে।

সমর্পয়ামি ব্যাক্যেন দেয়দ্রব্যং সমর্পয়েৎ।
পাদয়োরর্পয়েৎ পাদ্যং শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥
আচম্যং বদনে দদ্যাৎ গন্ধং মাল্যং সুবাসসী।
দিব্যাভরণরত্নানি যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৭ ॥
ততস্তু ভাজনে কাংস্যে কৃত্বা দধি ঘৃতং মধু।
সমর্পয়ামি বাক্যেন মধুপর্কং করেঽর্পয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥
বরোঽপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ নিধায় চ।
দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাণাহুত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ* ॥ ২৩৯ ॥

নন্থ কেন বাক্যেন কুত্র কুত্র বা অঙ্গে পাদ্যাদিকং সমর্পয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, সমর্পয়ামীত্যাদি। তুভ্যমিদং সমর্পয়ামীতি বাক্যেন পাদ্যাদি দেয়দ্রব্যং বরায় সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥ ২৩৭ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু কাংস্যে ভাজনে দধি ঘৃতং মধু চ কৃত্বা তুভ্যং সমর্পয়ামীতি বাক্যেন মধুপর্কং বরস্য করে দক্ষিণে হস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥

বরোঽপীত্যাদি। বরোঽপি মধুপর্কপাত্রমাদায় গৃহীত্বা বামে পাণৌ নিধায় সংস্থাপ্য চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং প্রাণায় স্বাহেত্যাদিকৈঃ প্রাণাহুত্যুক্ত

তোমাকে ইহা সমর্পণ করিতেছি, এই ত্যাগাত্মক বাক্য পাঠ পূর্ব্বক তৎসমুদায় সমর্পণ করিবেন (২৫৮)। চরণদ্বয়ে পাদ্য এবং মস্তকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। ২৩৬ পরে বদনে আচমনীয় প্রদান করিয়া, বসনযুগল গন্ধ মাল্য যজ্ঞসূত্র উত্তম আভরণ রত্ন প্রভৃতি প্রদান করিবে। ২৩৭

অনন্তর কাংস্য পাত্রে দধি ঘৃত ও মধু রাখিয়া 'হ্রীঁ মধুপর্কং সমর্পয়ামি' অর্থাৎ মধুপর্ক সমর্পণ করিতেছি, এই বাক্য পাঠপূর্ব্বক হস্তে মধুপর্ক অর্পণ করিবে। ২৩৮ বরও সেই মধুপর্ক পাত্র গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণাহুতি মন্ত্র পাঠ করিয়া (২৫৯) দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ২৩৯

---

(২৫৭)—কন্যাদাতার প্রশ্ন—ওঁ সাধুভবানাস্তাম্? বরের উত্তর—ওঁ সাধ্বহমাসে। প্রশ্ন—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্? উত্তর—ওঁ অর্চয়।

(২৫৮)—হ্রীঁ পাদ্যং সমর্পয়ামি, হ্রীঁ অর্ঘ্যং সমর্পয়ামি, এইরূপ বাক্যে দেয়দ্রব্য সমুদায় সমর্পণ করিতে হইবে।

* প্রাণায়েত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চধাঘ্রায় তৎ পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ।
মধুপর্কং সমর্প্যৈবং পুনরাচাময়েদ্বরম্॥ ২৪০॥
দূর্বাক্ষতাভ্যাং জামাতুর্ব্বিধৃত্য জানু দক্ষিণম্।
স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসদিতি মাসপক্ষতিথীস্ততঃ॥ ২৪১॥

মন্ত্রৈঃ পঞ্চধা পঞ্চবারং মধুপর্কমাঘ্রায় তৎ পাত্রং মধুপর্কপাত্রমুদীচ্যামুত্তরস্যাং দিশি ধারয়েৎ। এবং বরায় মধুপর্কং সমর্প্য পুনর্বরমাচাময়েৎ॥ ২৩৯॥ ২৪০॥

দূর্ব্বেত্যাদি। ততো জামাতুর্বরস্য দক্ষিণং জানু বিধৃত্য প্রথমতো বিষ্ণুং স্মৃত্বা ততস্তৎসদিতি সমুল্লিখ্যোচ্চার্য্য ততো মাসপ্রভৃতীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য-ততো বরস্য প্রপিতামহাৎ প্রপিতামহমারভ্য জনকাবধের্জনকপর্য্যন্তস্য ত্রিপুরুষস্য প্রত্যেকং ষষ্ঠ্যন্তানি গোত্রপ্রবরনামানি সমুচ্চার্য্য ততো গোত্রপ্রবরনামভি-র্বিশিষ্টং দ্বিতীয়ান্তং বরং ব্রূয়াৎ। ততস্তথৈব কন্যায়াঃ প্রপিতামহাদের্জনকপর্য্য-ন্তস্য ত্রিপুরুষস্য ষষ্ঠ্যন্তানি গোত্রপ্রবরনামান্যুল্লিখ্য ততো গোত্রপ্রবরনামভির্বিশিষ্টাং দ্বিতীয়ান্তাং কন্যামুল্লিখ্য ততো ব্রাহ্মোদ্বাহেন দাতুং ভবন্তমিত্যুক্ত্বা পণ্ডিতঃ সম্প্র-দাতা বৃণেঽহমিতি কীর্ত্তয়েৎ। যোজনয়া বিষ্ণুরোং তৎ সৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুক-পক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করেঽমুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্মামুকগোত্র-স্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমতো অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীম-দমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্মণঃ পুত্রমমুক-গোত্রমমুকপ্রবরং শ্রীমন্তমমুকদেবশর্ম্মাণং বরমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুক-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীমমুক-

---

পাঁচবার আঘ্রাণ লইয়া সেই পাত্র উত্তর দিকে স্থাপন করিবে। এইরূপে মধুপর্ক সমর্পণ করিয়া বরকে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। ২৪০

অনন্তর দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ জানু ধরিয়া বিষ্ণু স্মরণ পূর্বক তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মাস পক্ষ তিথি ২৪১

---

(২৫৯)—প্রাণাহুতির মন্ত্র যথা—প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা।

সমুল্লিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াদ্বরমুত্তমম্ ।
গোত্রপ্রবরনামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ ॥ ২৪২ ॥

গোত্রস্যামুকপ্রবরস্য	শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ	পুত্রীমমুকগোত্রামমুকপ্রবরামমুকীং

ও নিমিত্ত অর্থাৎ অক্ষয়স্বর্গাদি কামনাসূচক বাক্য উল্লেখ পূর্ব্বক বরের প্রপিতামহ অবধি পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র প্রবরাদি সহিত (২৬০)

(২৬০)—গোত্রং—গবতে শব্দয়তি পূর্বপুরুষান্ যৎ, অর্থাৎ যে নামদ্বারা পূর্ব-পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকেই গোত্র বলে। গোত্রশব্দে সন্তান, বংশ, বা কুল বুঝায়। যে গোত্রকৃৎ ঋষির বংশপরম্পরায় যে ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ঋষির নামেই সেই ব্রাহ্মণের গোত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ সেই ঋষি তাঁহার আদিপুরুষ। সেই ঋষিবংশের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ, সেই সকল ঋষির নামেই প্রবর কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রবর শব্দের অর্থও সন্ততি। পরন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের পূর্ব্বপুরুষের ঐরূপ যাঁহারা গুরু বা পুরোহিত ছিলেন, তাঁহাদের নামেই গোত্র ও প্রবরের পরিচয় হইয়া থাকে। কিন্তু শূদ্রের প্রবরের উল্লেখ হয় না।

মনু বলিয়াছেন,—যমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ। বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ। এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে॥ অর্থাৎ যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য এই সকল মুনিগণ গোত্রপ্রবর্ত্তক।

ধর্মপ্রদীপে ৪২টি গোত্রের উল্লেখ আছে। যথা,—যমদগ্নিগোত্র, ভরদ্বাজগোত্র, বিশ্বামিত্র, অগ্নি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, সৌকালিন, মৌদ্গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, আগ্নেয়, কাণ্ব, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, আঙ্গিরস, অনাবৃকাখ্য, অব্য, জৈমিনী, বৃদ্ধি, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, আলম্ব্যায়ন (আলম্যান), বৈয়াঘ্রপত্য, ঘৃতকৌশিক, শক্ত্রী, কাণ্বায়ন, বাসুকী, গৌতম, শুনক, সৌপায়ন, সাবর্ণ, কল্কিষ, অগ্নিবেশ্য, কুশিক।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গোত্রমধ্যে যাঁহারা বিশেষ কার্য্যদ্বারা বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহারাই সেই সেই গোত্রের প্রবর হইয়া থাকেন। প্রবর শব্দের অর্থ যাঁহারা উত্তম কার্য্যের দ্বারা বরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এই

ষষ্ঠ্যন্তানি সমুচ্চার্য্য বরস্য জনকাবধি।
দ্বিতীয়ান্তং বরং ব্রূয়াৎ গোত্রপ্রবরনামভিঃ ॥ ২৪৩ ॥
তথৈব কন্যামুল্লিখ্য ব্রাহ্মোদ্বাহেন পণ্ডিতঃ।
দাতুং ভবন্তমিত্যুক্ত্বা বৃণেঽহমিতিকীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৪৪ ॥
বৃতোঽস্মীতি বরো ব্রূয়াৎ ততো দাতা বদেদ্বরম্।
যথাবিহিতমিত্যুক্ত্বা বিবাহকর্ম্ম কুর্ব্বিতি।
বরো ব্রূয়াৎ যথাজ্ঞানং করবাণি তদুত্তরম্ ॥ ২৪৫ ॥

দেবীং কন্যাং ব্রাহ্মোদ্বাহেন দাতুং ভবন্তমহং বৃণে ইতি বাক্যং জাতম্। অনেন বাক্যেন দূর্বাক্ষতাভ্যামুত্তমং বরং বৃণুয়াৎ ॥ ২৪১ ॥ ২৪২ ॥ ২৪৩ ॥ ২৪৪ ॥

বৃত ইত্যাদি। ততো বৃতোঽস্মীতি বরো ব্রূয়াৎ। ততো দাতা যথাবিহিত-

---

ষষ্ঠন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া ঐরূপ গোত্র প্রবরাদি সহিত দ্বিতীয়ান্ত বরের নাম উল্লেখ পূর্বক উত্তম বরকে বরণ করিবে। ২৪২। ২৪৩ পরে ঐরূপ কন্যার প্রপিতামহ অবধি পিতা পর্য্যন্ত তিন পুরুষের ষষ্ঠ্যন্ত নাম গোত্র ও প্রবরের সহিত উচ্চারণ করিয়া ঐরূপ গোত্র প্রবর সহিত দ্বিতীয়ান্ত কন্যার নাম উল্লেখপূর্ব্বক পণ্ডিত কন্যাদাতা বলিবেন যে, ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা কন্যা দান করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমি (বরত্বে) বরণ করিতেছি (২৬১)। ২৪৪

অনন্তর বর বলিবে যে, বৃতোঽস্মি অর্থাৎ বৃত হইলাম। পরে কন্যাদাতা

নিমিত্ত এক এক গোত্রে এক, তিন বা পাঁচ পর্য্যন্ত প্রবরের নাম পাওয়া যায়। যথা,—বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রের সাঙ্কৃতি এই একটি প্রবর। কাশ্যপগোত্রের কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব এই তিনটি প্রবর। কাণ্বায়ন গোত্রের কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ ও আজমীঢ় এই পাঁচ প্রবর। বাহুল্যভয়ে সমুদায় গোত্রের প্রবর উল্লিখিত হইল না।

(২৬১)—বরণবাক্য যথা—শ্রীবিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পুত্রং অমুক গোত্রং অমুকপ্রবরং অমুকং বরং, অমুকগোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য

ততঃ কন্যাং সমানীয় বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্।
বস্ত্রান্তরেণ সংচ্ছাদ্য স্থাপয়েদ্বরসম্মুখম্॥ ২৪৬॥
পুনর্ব্বরং সমভ্যর্চ্চ্য বাসোঽলঙ্করণাদিভিঃ।
বরস্য দক্ষিণে পাণৌ কন্যাপাণিং নিয়োজয়েৎ॥ ২৪৭॥
তন্মধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বূলমেব বা।
দত্ত্বার্চয়িত্বা তনয়াং বরায় বিদুষেঽর্পয়েৎ॥ ২৪৮॥

মিত্যুক্ত্বা বিবাহকর্ম্ম কুরু ইতি বরং বদেৎ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুর্ব্বিতি জামাতরং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। ততো যথাজ্ঞানং বিবাহকর্ম্ম করবাণীতি তদুত্তরং বরো ব্রূয়াৎ॥ ২৪৫॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং কন্যাং বস্ত্রান্তরেণ সংচ্ছাদ্য গৃহাৎ সমানীয় বরসম্মুখং স্থাপয়েৎ॥ ২৪৬॥

পুনরিত্যাদি। ততো দাতা বাসোঽলঙ্করণাদিভির্বরং পুনঃ সমভ্যর্চ্য বরস্য দক্ষিণে পাণৌ কন্যাপাণিং কন্যায়া দক্ষিণং হস্তং নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ॥ ২৪৭॥

তন্মধ্যে ইত্যাদি। ততস্তন্মধ্যে পাণিমধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বূলমেব বা দত্ত্বা তনয়াং পুত্রীমর্চয়িত্বা বিদুষে ধীমতে বরায়ার্পয়েৎ দদ্যাৎ॥ ২৪৮॥

বরকে বলিবেন যে যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু অর্থাৎ, যথাবিধানে বিবাহ কার্য্য কর। বর উত্তর দিবে যে যথাজ্ঞানং করবাণি অর্থাৎ, আমার যেরূপ জ্ঞান আছে, তদনুরূপ করিতেছি। ২৪৫

অনন্তর বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিতা কন্যাকে আনয়ন করিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বরের সম্মুখে সংস্থাপন করিবে। ২৪৬ পরে কন্যাদাতা পুনর্বার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বরের অর্চনা করিয়া বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার (দক্ষিণ) হস্ত সংস্থাপন করিবে। ২৪৭ এবং সেই হস্তমধ্যে ফল তাম্বূল ও পঞ্চরত্ন প্রদান করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক, সেই বিদ্বান বরের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবে। ১৪৮ ঐ কন্যা সমর্পণ করিবার সময় প্রথমতঃ আপনার কামনা উল্লেখ

অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পুত্রীং অমুক-গোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীং কন্যাং (শুভ) ব্রাহ্মোদ্বাহেন দাতুং (বরত্বেন) ভবন্তমহং বৃণে।

প্রাগ্বত্রিপুরুষাখ্যানং * নিমিত্তাখ্যানমেব চ।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ ॥ ২৪৯ ॥
কন্যাভিধাং দ্বিতীয়ান্তামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাম্।
সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ন্ ॥ ২৫০ ॥

নন্থ কেন বাক্যেন বরায় কন্যা সমর্পয়িতব্যেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রাগ্বদিত্যাদি। প্রাগ্বৎ পূর্ব্ববৎ ত্রিপুরুষাখ্যানং নিমিত্তাখ্যানঞ্চ কৃত্বাত্মনঃ কামমপ্যুদ্দিশ্য তত শ্চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ। ততো দ্বিতীয়ান্তামর্চ্চিতাং সমলঙ্কতাং সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকাং কন্যাভিধামুদীরয়ংস্তুভ্যমহমিতি প্রোচ্য ততঃ সম্প্রদদে ইতি বদংস্তনয়াং দদ্যাৎ। যোজনয়া বিষ্ণুরোং তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকপক্ষে

করিয়া তিন পুরুষের নাম উল্লেখপূর্ব্বক নিমিত্ত কীর্ত্তন করিয়া চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। ২৪৯ পরে (ঐরূপ তিন পুরুষের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক) কন্যার দ্বিতীয়ান্ত নাম উচ্চারণ সময়ে, অর্চ্চিতা অলঙ্কৃতা সাচ্ছাদনা প্রজাপতিদেবতাকা এই কয়টি বিশেষণ পদও (দ্বিতীয়ান্ত) উচ্চারণ করিতে হইবে। ২৫০ পরে তুভ্যমহং সম্প্রদদে অর্থাৎ তোমাকে আমি সম্প্রদান করিতেছি, এই বাক্য পাঠ করিয়া কন্যা দান করিবে (২৬২)। বর স্বস্তি

---

* প্রাগুক্তপুরুষাখ্যানম্ ইতি বা পাঠঃ।

(২৬২)—প্রথমতঃ কন্যাদাতা বাম হস্ত দ্বারা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র গ্রহণ পূর্বক জল স্পর্শ করিয়া সেই ত্রিপত্র দ্বারা জলসিঞ্চন সহকারে অর্চ্চনা করিবেন যথা—'এতস্যৈ সাচ্ছাদনালঙ্কতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ, এইরূপ তিনবার অর্চ্চনা করিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে এতধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় বরায় নমঃ; এইরূপে অর্চনা করিয়া পূর্বের ন্যায় উদক পাত্রে তিল তুলসী ফল পুষ্পাদি সহিত কুশ গ্রহণ পূর্বক সম্প্রদান বাক্য বলিবে, যথা শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেব শর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকায় বরায় অর্চ্চিতায়, অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পুত্রীং অমুকগোত্রাম্ অমুপ্রবরাম্ অমুকীম্ অর্চ্চিতাং সাচ্ছাদনালঙ্কতাং

তুভ্যমহমিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সম্প্রদদে বদন্।
বরং স্বস্তীতি স্বীকুর্য্যাৎ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ ॥ ২৫১ ॥
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যয়া সহ।
বর্ত্তিতব্যম্ বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ ॥ ২৫২ ॥

ঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করেঽমুকাভীষ্টার্থসিদ্ধিকামোঽমুকগোত্রঃ শ্রীমদমুক-দেবশর্ম্মামুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্র-স্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়ামুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুক-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়ামুকগোত্রায়মুকপ্রবরায় শ্রীমতেঽমুকদেবশর্ম্মণে বরায়ামুক-গোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীম-দমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীমমুক-গোত্রামমুকপ্রবরামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাং সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকামমুকীং দেবীমেনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন বিদুষে বরায় তনয়াং সমর্পয়েদিত্যর্থঃ। বরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা ভার্য্যাং স্বীকুর্য্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ ॥ ২৪৯ ॥ ২৫০ ॥ ২৫১ ॥

সম্প্রদাতা বরং প্রতি কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ধর্ম্মে চেত্যাদি। হে জামাতর্ধর্ম্মে চার্থে চ কামে ভার্য্যয়া সহ ভবতা বর্ত্তিতব্যম্। ততো বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ। বাঢ়মঙ্গীকরণম্ ভৃশপ্রতিজ্ঞয়োর্বাঢ়মিত্য-মরঃ ॥ ২৫২ ॥

এই কথা বলিয়া (কন্যাকে ভার্য্যা ভাবে গ্রহণ করিতে) স্বীকার করিবে। সম্প্রদাতা বরকে বলিবেবেন যে, ২৫১ 'ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যয়া সহ বর্ত্তিতব্যম্' অর্থাৎ, তুমি ধর্ম বিষয়ে, অর্থ বিষয়ে ও কাম বিষয়ে ভার্য্যার সহিত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে। বর 'বাঢ়ম্' (২৬৩) অর্থাৎ তাহাই

প্রজাপতিদেবতাকাম্ এনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক সম্প্রদান করিতে হইবে।

প্রথম অমুকগোত্রস্য হইতে আরম্ভ করিয়া অমুকীং পর্য্যন্ত তিনবার পাঠের প্রচলন আছে।

(২৬৩)—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যাহা স্বীকার করা হয় সেই স্থলেই 'বাঢ়ম্' এই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

দাতা কামো গৃহীতাপি কামায়াদাচ্চ কামিনীম্।
কামেন ত্বাং প্রগৃহ্ণামি কামঃ পূর্ণোঽস্তু চাবয়োঃ॥ ২৫৩
ততো বদেৎ সম্প্রদাতা কন্যাং জামাতরং প্রতি।
প্রজাপতিপ্রসাদেন যুবয়োরভিবাঞ্ছিতম্।
পূর্ণমস্তু শিবঞ্চাস্তু ধর্ম্মং পালয়তং যুবাম্॥ ২৫৪॥
তত আচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ সম্প্রদাতা সুমঙ্গলৈঃ।
পরস্পরশুভালোকং কারয়েদ্বরকন্যয়োঃ ২৫৫॥
ততো হিরণ্যরত্নানি যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
জামাত্রে দক্ষিণাং দত্ত্বাদচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ॥ ২৫৬॥

কামস্তুতিমেবাহ, দাতা কাম ইত্যাদি। কামো দাতা ভবতি কাম এব গ্রহীতা ভবতি কামঃ কামায় কামিনীমদাৎ। হে ভার্য্যে কামেন ত্বামহং প্রগৃহ্ণামি আবয়োঃ কামঃ পূর্ণোঽস্তু॥ ২৫৩॥

তত ইত্যাদি। ততঃ কামস্তুতিপাঠাদনন্তরং সম্প্রদাতা কন্যাং জামাতরং বরঞ্চ প্রতি বদেৎ। কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, প্রজাপতিপ্রসাদেনেত্যাদি॥ ২৫৪॥

তত ইত্যাদি। ততঃ সম্প্রদাতা বস্ত্রেণ বরকন্যে আচ্ছাদ্য সুমঙ্গলৈর্গীত-বাদ্যাদিভির্বরকন্যয়োঃ পরস্পরশুভালোকং কারয়েৎ॥ ২৫৫॥

তত ইত্যাদি। ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতস্যাস্য শুভবিবাহকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং হিরণ্যাদিদক্ষিণামমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি

করিব, এই কথা বলিয়া, দাতা কামো ইত্যাদি কাম স্তুতি পাঠ করিবে। ২৫২ (মন্ত্রার্থ যথা—) কাম সম্প্রদান করিতেছেন, কামই প্রতিগ্রহ করিতেছেন, কামই কামকে কামিনী প্রদান করিলেন। ভার্য্যে! আমি কামহেতু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, আমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক। ২৫৩

অনন্তর কন্যাসম্প্রদাতা জামাতাকে এবং কন্যাকে বলিবেন যে, প্রজাপতির প্রসাদে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ২৫৪ অনন্তর সম্প্রদাতা মঙ্গল গীত, বাদ্য শঙ্খ প্রভৃতি মাঙ্গল্যধ্বনি সহকারে কন্যা ও বরকে একখানি বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া পরস্পরের শুভ দৃষ্টি করাইবেন। ২৫৫ পরে যথা-শক্তি জামাতাকে স্বর্ণ ও রত্ন দক্ষিণা প্রদান করিয়া (২৬৪) (কৃতমিদং

বরস্তু ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তত্রাত্রৌ দিবসেঽপি বা।
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৫৭ ॥
যোজকাখ্যঃ পাবকোঽত্র প্রাজাপত্যশ্চরুঃ স্মৃতঃ।
ধারান্তং কর্ম সম্পাদ্য দত্যাৎ পঞ্চাহুতীর্ব্বরঃ ॥ ২৫৮ ॥
শিবং দুর্গাং তথা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্।
ধ্যাত্বৈকৈকং সমুদ্দিশ্য জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ২৫৯ ॥

বাক্যেন সম্প্রদাতা জামাত্রে যথাশক্ত্যনুসারতো হিরণ্যরত্নানি দক্ষিণাং দত্যাৎ। ততঃ কৃতমিদং শুভবিবাহকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু ইত্যবধারয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

বরস্ত্বিত্যাদি। তদনন্তরমিতি শেষঃ। দিবসেঽপি বা তস্যাম্ এব রাত্রৌ পরস্মিন্ দিনে বা ॥ ২৫৭ ॥

যোজকাখ্য ইত্যাদি। অত্র বিবাহকর্ম্মণি ॥ ২৫৮ ॥

নন্থ কান্ দেবানুদ্দিশ্য সভার্য্যো বরঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দত্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শিবমিত্যাদি। ॥ ২৫৯ ॥

শুভ কন্যাসম্প্রদান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু, এই কথা বলিয়া) অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। ২৫৬

অনন্তর সেই রাত্রিতে বা তৎপর দিবস বর ভার্য্যার সহিত একত্র হইয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে বহ্নি স্থাপন করিবে। ২৫৭ এই কুশণ্ডিকা স্থলে যোজক নামক বহ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চরু নির্দ্দিষ্ট আছে। বর ধারাহোম পর্য্যন্ত, সমুদায় কর্ম সম্পাদন করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। ২৫৮ এই পঞ্চ আহুতি প্রদানের সময় শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে এক এক আহুতি সংস্কৃত হুতাশনে প্রদান করিবে (২৬৫)। ২৫৯

---

(২৬৪)—দক্ষিণা বাক্য যথা—শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতকন্যা-সম্প্রদানকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং স্বর্ণং অগ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকায় বরায় অহং সম্প্রদদে।

(২৬৫)—আহুতি মন্ত্র যথা—হ্রীঁ শিবায় স্বাহা। হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা। হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা। হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। হ্রীঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।

ভার্য্যায়াঃ পাণিযুগলং গৃহ্ণীয়াদিত্যুদীরয়ন্।
পাণিং গৃহ্ণামি সুভগে গুরুদেবরতা ভব।
গার্হস্থ্যং কর্ম্ম ধর্ম্মেণ যথাবদনুশীলয় ॥ ২৬০ ॥
ঘৃতেন স্বামিদত্তেন লাজৈর্ভ্রাত্রাহৃতৈঃ শিবে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ বেদাহুতীর্বধূঃ* ॥ ২৬১ ॥
প্রদক্ষিণীকৃত্য বহ্নিমুত্থায় ভার্য্যয়া সহ।
দুর্গাং শিবং রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ।
যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্দিশ্য ত্রিস্ত্রিধা হবনং চরেৎ ॥ ২৬২ ॥
অশ্মমণ্ডলিকাসপ্তারোহৌ কুর্য্যাদমন্ত্রকম্।
নিশায়াং চেৎ তদা স্ত্রীভিঃ পশ্যেদ্ধ্রুবমরুন্ধতীম্ ॥ ২৬৩ ॥

ভার্য্যায়া ইত্যাদি। ততো বর ইতি বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ ভার্য্যায়াঃ পাণিযুগলং গৃহ্ণীয়াৎ। তমেব মন্ত্রমাহ, পাণিং গৃহ্ণামি সুভগে ইতি ॥ ২৬০ ॥

ঘৃতেনেত্যাদি। হে শিবে ততো বধূর্ভার্য্যা স্বামিদত্তেন ঘৃতেন ভ্রাত্রাহৃতৈর্দত্তৈর্লাজৈশ্চ প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য বেদাহুতীশ্চতস্র আহুতীর্দদ্যাৎ ॥ ২৬১ ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্যেত্যাদি। ততো বরো ভার্য্যয়া সহোত্থায় বহ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য দুর্গাং শিবঞ্চ রমাং বিষ্ণুঞ্চ ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্দিশ্য ত্রিস্ত্রিধা ত্রিবারং ত্রিবারং হবনং চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৬২ ॥

অশ্মমণ্ডলিকেত্যাদি। ততঃ সভার্য্যো বরোঽমন্ত্রকং মন্ত্রবর্জিতমেবাশ্মমণ্ড-

---

অনন্তর বর 'পাণিং গৃহ্ণামি সুভগে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভার্য্যার পাণিযুগল গ্রহণ করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) সুভগে! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, তুমি গুরু ও দেবতাতে ভক্তিপরায়ণা হইয়া ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে গৃহস্থকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ২৬০ শিবে! অনন্তর বধূ, স্বামিদত্ত ঘৃত দ্বারা এবং ভ্রাতৃদত্ত লাজ দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে। ২৬১

পরে বর ভার্য্যার সহিত উত্থানপূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, দুর্গা ও শিব, রমা ও বিষ্ণু, ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মা, ইঁহাদের যুগ্ম যুগ্ম উদ্দেশ করিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক দম্পতীর উদ্দেশে তিনবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। ২৬২

---

* দদ্যাদ্বেদাহুতীর্বুধঃ ইতি পাঠান্তরম্।

প্রত্যাবৃত্যাসনে সম্যগুপবিশ্য বরস্তদা।
স্বিষ্টিকৃদ্ধোমতঃ পূর্ণাহুত্যন্তেন সমাপয়েৎ ॥ ২৬৪ ॥
ব্রাহ্মো বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সবর্ণয়াঃ।
কুলধর্মানুসারেণ গোত্রভিন্নাসপিণ্ডয়া ॥ ২৬৫ ॥

লিকাসপ্তারোহৌ পাষাণারোহণং সপ্তমণ্ডলিকারোহণঞ্চ কুর্য্যাৎ। চেৎ যদি নিশায়াং তদারোহৌ কুর্য্যাত্তদা স্ত্রীভিঃ পরিবৃতঃ সভার্য্যো বরো ধ্রুবমরুন্ধতীঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ২৬৩ ॥

প্রত্যাবৃত্যেত্যাদি। সমাপয়েৎ বিবাহকর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ২৬৪ ॥ ২৬৫ ॥ ২৬৬ ॥

অনন্তর মন্ত্র পাঠ না করিয়া শিলারোহণ ও সপ্তপদী গমন করিবে (২৬৬)। যদি বিবাহ রাত্রেই কুশণ্ডিকা হয়, তাহা হইলে বর ও বধূ পুরন্ত্রীগণের সহিত একত্র হইয়া অরুন্ধতী দর্শন করিবে। ২৬৩ পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসনে যথারীতি উপবেশন পূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম অবধি পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম সমাপন করিবে। ২৬৪

এই ব্রাহ্ম বিবাহে কুলধর্মানুসারে (পিতা মাতার) অসপিণ্ডা ও (পিতা-মাতার) অসগোত্রা সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিধেয় ও দোষস্পর্শ-পরি-শূন্য। ২৬৫ যে ভার্য্যা ব্রাহ্মবিবাহ (২৬৭) দ্বারা পরিগৃহীতা হয়, সেই ভার্য্যাই পত্নী ও গৃহেশ্বরী হইয়া থাকে। এই পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন

---

(২৬৬)—অশ্মারোহণ ও সপ্তমণ্ডলিকারোহণের বিধি এই যে, বধূর আসনের সম্মুখে একটি শীলা (সপুত্রক শীল অর্থাৎ নোড়া সমেত শীল) তাহার পর ক্রমশঃ সম্মুখভাগে জলসিক্ত তণ্ডুলচূর্ণ (পিটুলিগোলা) দ্বারা সাতটি গোলাকার মণ্ডল পরে পরে অঙ্কিত করিতে হইবে। বর বধূর সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে শীলাতে আরোহণ করাইবেন। সপ্তপদীগমনের সময়, মণ্ডলে দক্ষিণ পাদদ্বারা অগ্রসর করাইয়া ঐ মণ্ডলে উভয়পদে দণ্ডায়মানা করিয়া, পরবর্ত্তী মণ্ডলেও ঐরূপ প্রথমতঃ দক্ষিণপদ পরে বামপদ স্থাপন করিবে। ঐরূপ ক্রমে সাতটি মণ্ডলেই গমন করিতে হইবে। বরও বিপরীত পাদদ্বারা বধূপদ আক্রমণ করিবে। বৈদিকমতে অশ্মারোহণ পূর্বক লাজহোম, তদন্তে সপ্তপদী গমনে কয়েকটি মন্ত্র উল্লিখিত আছে। তন্ত্রোক্ত কার্য্যে তৎসমুদয় নিষ্প্রয়োজন।

(২৬৭)—গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া যদি অলঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করা যায়, তাহা হইলে তাহার নাম ব্রাহ্মবিবাহ।

ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী।
তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ পুনঃ ॥ ২৬৬ ॥
তস্যা অপত্যে তদ্বংশে বিদ্যমানে কুলেশ্বরি।
শৈবোদ্ভবান্যপত্যানি দায়ার্হাণি ভবন্তি ন ॥ ২৬৭ ॥
শৈবা তদন্বয়াশ্চৈব লভেরন্ ধনভাজিনঃ।
যথাবিভবমাচ্ছাদং গ্রাসঞ্চ পরমেশ্বরি ॥ ২৬৮ ॥
শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে।
চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি ॥ ২৬৯ ॥
চক্রানুষ্ঠানসময়ে স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ।
পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহং কুর্য্যাদ্বীরঃ সমাহিতঃ ॥ ২৭০ ॥

তস্যা ইত্যাদি। তস্যা ব্রাহ্মোদ্বাহেন গৃহীতায়াঃ পত্ন্যাঃ অপত্যে আত্মজে আত্মজায়াং বা ॥ ২৬৭ ॥

শৈবেত্যাদি। ধনভাজিনো জনস্য ॥ ২৬৮ ॥ ২৬৯ ॥

অথ শাম্ভবোদ্বাহবিধিমাহ, চক্রানুষ্ঠানেত্যাদিভিঃ। স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ সহ চক্রানুষ্ঠানসময়ে পরস্পরেচ্ছয়া পরস্পরস্য ভৈরব্যা বীরস্য চাকাঙ্ক্ষয়া সমাহিতঃ সাবধানঃ সন্ বীর উদ্বাহং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭০ ॥ ২৭১ ॥

ব্যক্তি পুনর্বার ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিবে না। ২৬৫ কুলেশ্বরি! ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা বিবাহিত সন্তান বা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান থাকিতে শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে পারে না। ২৬৬ পরমেশ্বরি! শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তান বা তদ্বংশীয় সন্তানগণ, ধনাধিকারী ব্যক্তির নিকট বিভবানুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬৭

শৈববিবাহ দুই প্রকার। কুলচক্রেতেই এরূপ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক প্রকার বিবাহ, চক্রের নিয়মানুসারে (চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী), দ্বিতীয় প্রকার বিবাহবন্ধন যাবজ্জীবন স্থায়ী হয়। ২৬৮

চক্রানুষ্ঠান সময়ে বীর, সমাহিতচিত্তে আত্মীয় শক্তিসাধকবর্গে পরিবৃত হইয়া শক্তি ও নিজের ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিবেন। ২৬৯ প্রথমতঃ তিনি ভৈরবী, ও

ভৈরবীবীরবৃন্দেষু স্বাভিপ্রায়ং নিবেদয়েৎ।

আবয়োঃ শাম্ভবোদ্বাহে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্ ॥ ২৭১ ॥

তেষামনুজ্ঞামাদায় জপ্ত্বা সপ্তাক্ষরং মনুম্।

অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা প্রণমেৎ কালিকাং পরাম্ ॥ ২৭২ ॥

ততো বদেৎ তাং রমণীং কৌলানাং সন্নিধৌ শিবে।

অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু ॥ ২৭৩ ॥

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্বৃত্বা সা কৌলা দয়িতং ততঃ *।

সুশ্রদ্দধানা দেবেশি করৌ দদ্যাৎ করোপরি ॥ ২৭৪ ॥

তেষামিত্যাদি। তেষাং ভৈরবীবীরবৃন্দানামনুজ্ঞামনুমতিমাদায় গৃহীত্বা সপ্তাক্ষরং পরমেশ্বরি স্বাহেতি মনুমষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপ্ত্বা বীরঃ পরামুত্তমাং কালিকাং প্রণমেৎ ॥ ২৭২ ॥

তত ইত্যাদি। হে শিবে পার্ব্বতি ততো বীরঃ কৌলানাং সন্নিধৌ সমীপে হে রমণি ত্বমকৈতবেন ব্যাজশূন্যেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণ্বিতি তাং রমণীং বদেৎ ॥ ২৭৩ ॥

গন্ধেত্যাদি। হে দেবেশি ততঃ সা কৌলা সুশ্রদ্দধানা সতী গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দয়িতং প্রিয়ং বৃত্বা তস্য করোপরি স্বকীয়ৌ করৌ দদ্যাৎ ॥ ২৭৪ ॥

বীরগণের নিকট নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিবেন এবং বলিবেন যে, আমাদের উভয়ের শৈববিবাহ বিষয়ে আপনারা অনুমতি করুন। ২৭১

অনন্তর বীর, বীরগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, পরমেশ্বরি স্বাহা, এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র একশত আট বার জপ করিয়া পরমদেবী কালিকাকে প্রণাম করিবেন। ২৭২ শিবে! অনন্তর বীর, কৌলবর্গের সমক্ষে সেই রমণীকে বলিবেন যে, আমাকে অকপট হৃদয়ে পতিভাবে বরণ কর। ২৭৩

দেবেশি! পরে সেই কৌলা কামিনী, গন্ধপুষ্প ও অক্ষত দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে প্রিয়তম পতিকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক বরণ করিয়া তাঁহার হস্তের উপর হস্তদ্বয় প্রদান করিবে। ২৭৪ তখন চক্রেশ্বর, 'রাজরাজেশ্বরী কালী' ইত্যাদি

---

* কৌলাদপি তং ততঃ ইতি পাঠান্তরং।

ততোঽভিষিঞ্চেৎ চক্রেশো মন্ত্রেণানেন দম্পতী।
তদা চক্রস্থিতাঃ কৌলা ব্রূয়ুঃ স্বস্তীতি সাদরম্॥ ২৭৫॥
রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী।
বগলা কমলা নিত্যা যুবাং রক্ষন্তু ভৈরবী॥ ২৭৬॥
অভিষিঞ্চেৎ দ্বাদশধা মধুনা বার্ঘ্যপাথসা।
ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্ শ্রাবয়েদ্বাগ্ভবং রমাম্॥ ২৭৭॥
যদ্যদঙ্গীকৃতং তত্র তাভ্যাং পাল্যং প্রযত্নতঃ।
শাম্ভবোক্তবিধানেন কুলীনাভ্যাং কুলেশ্বরি॥ ২৭৮॥

তত ইত্যাদি। ততঃপরং চক্রেশোঽনেনে বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ তৌ দম্পতী জায়াপতী অভিষিঞ্চেৎ। তদা অস্মিন্ কালে চক্রস্থিতাঃ কৌলাঃ সাদরং যথা স্যাত্তথা স্বস্তীতি ব্রূয়ুর্বদেয়ুঃ॥ ২৭৫॥

নন্থ কেন মন্ত্রেণ চক্রেশো দম্পতী অভিষিঞ্চেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, রাজরাজেশ্বরীত্যাদি॥ ২৭৬॥

অভিষিঞ্চেদিত্যাদি। চক্রেশোঽনেনৈব মন্ত্রেণ মধুনা মদ্যেন বার্ঘ্যপাথসার্ঘ্যজলেন বা দ্বাদশধা দ্বাদশবারং দম্পতী অভিষিঞ্চেৎ। ততঃ প্রণতৌ দম্পতী প্রতি বিদ্বাংশ্চক্রেশো বাগ্ভবং ঐমিতি রমাং শ্রীমিতি চ বীজং শ্রাবয়েৎ॥ ২৭৭॥

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই দম্পতিকে অভিষিক্ত করিবেন, এবং চক্রস্থিত সমুদায় বীরগণ সমাদর পূর্বক 'স্বস্তি স্বস্তি' এই মাঙ্গল্য বাক্য বলিবেন। ২৭৫ (মন্ত্রার্থ যথা—) রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভূবনেশ্বরী, বগলা, কমলা, নিত্যা ও ভৈরবী, ইহাঁরা তোমাদের উভয়কে রক্ষা করুন। ২৭৬ চক্রেশ্বর উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সুরা দ্বারা অথবা অর্ঘ্যোদক দ্বারা দ্বাদশবার উভয়ের অভিষেক করিবেন। পরে সেই দম্পতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, চক্রেশ্বর তাঁহাদিগকে 'ঐঁ শ্রীঁ' এই বীজ শ্রবণ করাইবেন। ২৭৭

কুলেশ্বরি! সেই কুলীন-দম্পতি, সেই শৈববিবাহ স্থলে যাহা যাহা অঙ্গীকার করিবেন, তৎসমুদায় শিবোক্ত বিধানানুসারে অবশ্যই তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে। ২৭৮ এই শৈববিবাহ স্থলে, কত বয়স, কোন্ বর্ণ বা কোন্ জাতি, তাহার

বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনাম্ উদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ ॥ ২৭৯ ॥
পরিণীতা শৈবধর্ম্মে চক্রনির্দ্ধারণেন যা।
অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্ট্বা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ ॥২৮০॥
শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যম্ অনুলোমেন মাতৃবৎ।
সমাচরেদ্বিলোমেন তত্তু সামান্যজাতিবৎ ॥ ২৮১ ॥

যদ্যদিত্যাদি। তত্র শাম্ভবোদ্বাহকর্ম্মণি তাভ্যাং জায়াপতিভ্যাম্ ॥২৭৮॥২৭৯॥

পরিণীতেত্যাদি। চক্রনির্দ্ধারণেন চক্রনিয়মেন শৈবধর্ম্মে যা স্ত্রী পরিণীতা ঊঢ়া আসীৎ তাং স্ত্রিয়ং চক্রাতীতে সত্যপত্যার্থী বীরঃ স্ত্রিয়মৃতুং দৃষ্ট্বা ত্যজেৎ ॥ ২৮০ ॥

শৈবভার্য্যেত্যাদি। অনুলোমেন বর্ণেন শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যং মাতৃবৎ কর্ম্ম

বিচারের আবশ্যকতা নাই। শম্ভুর এরূপ আজ্ঞা আছে যে, ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই বিবাহ করিতে পারিবে (২৬৮)। ২৭৯ সন্তান কামনায় ঋতুকাল দেখিয়া চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারণ করিয়া যে রমণীকে বিবাহ করা হইবে, চক্র-শেষ হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ চক্রনিবৃত্তির পর তাহাতে আর ভার্য্যাভাব থাকিবে না।

---

(২৬৮)—বিষ্ণুক্রান্তাতে (অস্মদ্দেশে) অনুলোম-বিবাহই শিবের অনুমত; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সকল জাতীয় কন্যাকে; ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল জাতীয় কন্যাকে; বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতীয় কন্যাকে; শূদ্র স্বজাতীয় ও সামান্যজাতীয় কন্যাকে এবং সামান্যজাতীয় ব্যক্তি কেবল সামান্যজাতীয় কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে। এরূপ বিবাহের নাম অনুলোম-বিবাহ। নীচ জাতীয় পুরুষ উচ্চ জাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে বিলোম-বিবাহ হয়। উহা অস্মদ্দেশে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই অস্মদ্দেশে চক্রে শক্তি গ্রহণ অর্থাৎ শৈব-বিবাহ করিতে পারেন না। অস্মদ্দেশে বয়োজ্যেষ্ঠা শক্তি গ্রহণেরও বিধি নাই। মনু প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে যে,—বিলোম-বিবাহে উৎপন্ন-সন্তান অতীব নীচ জাতিতে পরিণত হইবে। ইহাই বিলোম বিবাহ নিষেধের কারণ। এই তন্ত্রেও ইহার পর উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিলোম বিবাহ-জাত সন্তান সামান্য জাতিতে পরিণত হইবে। ফলতঃ উভয় শাস্ত্রেরই এ বিষয়ে একমত; এবং প্রকারান্তরে বিলোম বিবাহের দোষ দেখান হইল।

এষাং সঙ্করজাতীনাং সর্ব্বত্র পিতৃকর্ম্মসু।
ভোজ্যপ্রদানং কৌলানাং ভোজনং বিহিতং ভবেৎ ॥২৮২॥
নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্ ॥ ২৮৩ ॥
অতএব মহেশানি শৈবধর্ম্মনিষেবণাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভুর্ভবতি নান্যথা ॥ ২৮৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে কুশণ্ডিকাদশবিধসংস্কার-বিধির্নাম নবমোল্লাসঃ।

সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। যথা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং শৈব্যাং ভার্য্যায়াং জাতমপত্যং ক্ষত্রিয়াবৎ কর্ম্ম সমাচরেদিত্যেবম্ বিলোমেন বর্ণেন যৎ শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যং তত্তু সামান্যজাতিবৎ পঞ্চমবর্ণবৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ২৮১ ॥ ২৮২ ॥ ২৮৩ ॥ ২৮৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং নবমোল্লাসঃ।

অনুলোম-বিবাহে বিবাহিত শৈবভার্য্যার গর্ব্ভোৎপন্ন সন্তান মাতৃতুল্য আচার ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ মাতার যে জাতি সন্তানও সেই জাতি প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কর্ম করিবে। পরন্তু যদি বিলোমবিবাহ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি কন্যা উচ্চজাতীয়া এবং পাত্র নীচ জাতীয় হয়, তাহা হইলে তদ্গর্ভসমুৎপন্ন সন্তান সামান্যজাতির ন্যায় অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ হইয়া তদনুরূপ আচার ব্যবহার করিবে। ২৮১ এই সমুদায় সঙ্করজাতির পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কেবল কৌল ব্যক্তিদিগকেই ভোজ্য প্রদান ও ভোজন করান বিহিত। ২৮২

দেবী! ভোজন ও মৈথুন, এই দুইটি মানবগণের স্বভাবতই প্রিয়। এই জন্য তদুভয়ের সংক্ষেপের (পরিমিত ব্যবহারের) নিমিত্ত এবং তদ্দ্বারা হিতসাধনের নিমিত্ত শৈবধর্ম্মে তাহার সীমা নিরূপিত করা হইয়াছে। ২৮২ অতএব মহেশ্বরি! শিবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানব, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়, সন্দেহ নাই। ২৮৪

দশবিধসংস্কার কথন নামক নবম উল্লাস
সমাপ্ত।

দশমোল্লাসঃ

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুশণ্ডিকাবিধির্নাথ সংস্কারাশ্চ দশ শ্রুতাঃ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয়॥ ১॥
কস্মিন্ কস্মিংশ্চ সংস্কারে প্রতিষ্ঠাসু চ কাস্বপি।
কুশণ্ডিকাবিধানঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ শঙ্কর॥ ২॥
কর্ত্তব্যং বা ন কর্ত্তব্যং তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।
মৎপ্রীতয়ে মহেশান জীবানাং মঙ্গলায় চ॥ ৩॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

জীবসেকাদ্বিবাহান্তদশসংস্কারকর্ম্মসু।
যত্র যদ্বিহিতং ভদ্রে সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪॥

কুশণ্ডিকায়া জীবসেকাদিবিবাহান্তানাং দশবিধসংস্কারাণাঞ্চ বিধিং শ্রুত্বে-দানীং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং কুশণ্ডিকায়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্য চ কস্মিন্ কস্মিন্ কর্ম্মণি কার্য্যত্ব-মকার্য্যত্বং বা বর্ত্ততে তদপি শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, কুশণ্ডিকাবিধি-রিত্যাদি॥ ১॥ ২॥

কর্ত্তব্যমিত্যাদি। আচক্ষ্ব ব্রূহি॥ ৩॥

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনার নিকট কুশণ্ডিকাবিধি ও দশবিধ সংস্কার শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বিধান কীর্ত্তন করুন। ১ শঙ্কর! (মঙ্গলবিধাত!) কোন্ কোন্ সংস্কার সময়ে অথবা কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠা সময়ে কুশণ্ডিকা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ২ কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, তাহা আমার প্রীতির নিমিত্ত ও জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকৃত প্রস্তাবে আমার নিকট বলুন। ৩

শ্রীসদাশিব কহিলেন। ভদ্রে! গর্ব্ভাধান অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ

তদেব কার্য্যং মনুজৈস্তত্ত্বজ্ঞৈর্হিতমিচ্ছুভিঃ।
অন্যত্র যদ্বিধাতব্যং তৎ শৃণুষ্ব বরাননে॥ ৫॥
বাপীকূপতড়াগানাং দেবপ্রতিকৃতেস্তথা॥ ৬॥
গৃহারামব্রতাদীনাং প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসু প্রিয়ে।
সর্ব্বত্র পঞ্চদেবানাং মাতৃণামপি পূজনম্।
বসোর্ধারা চ কর্ত্তব্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকুশণ্ডিকে॥ ৭॥
স্ত্রীণাং বিধেয়কৃত্যেষু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে।
দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যমেকং সমুৎসৃজেৎ॥ ৮॥
দেবমাত্রার্চ্চনং তত্র বসুধারা কুশণ্ডিকা।
ভক্ত্যা স্ত্রিয়া বিধাতব্যা ঋত্বিজা কমলাননে॥ ৯॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, জীবসেকাদিত্যাদি। জীব সেকাজ্জীবসেকমারভ্য॥ ৪॥ ৫॥

বাপীত্যাদি। দেবপ্রতিকৃতেঃ দেবতাপ্রতিমায়াঃ॥ ৬॥

সর্ব্বত্রেত্যাদি। পঞ্চদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং। মাতৃণাং গৌর্য্যাদীনাম্॥ ৭॥

স্ত্রীণামিত্যাদি। স্ত্রীণামিতি কৃত্যানাং কর্ত্তরি ষষ্ঠী। সমুৎসৃজেৎ স্ত্রীতি শেষঃ॥ ৮॥

দেবেত্যাদি। অত্র স্ত্রীভির্বিধেয়েষু কর্ম্মসু ঋত্বিজা আত্মপ্রতিনিধিনা পুরোহিতেন॥ ৯॥

সংস্কারের মধ্যে যে স্থলে যে কার্য্য বিধিবিহিত হইতেছে, তাহা আমি সবিশেষ বলিয়াছি। ৪ বরাননে! আমি উক্ত প্রকারে যে স্থলে যাদৃশ বিধান করিয়াছি, হিতাকাঙ্ক্ষী তত্ত্বজ্ঞ মানবগণ, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে যেরূপ বিধান হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

প্রিয়ে! বাপী কূপ তড়াগ দেব প্রতিমা গৃহ উদ্যান ব্রত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা সময়ে ৬ পঞ্চদেবতার পূজা, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকা করিতে হইবে। ৭ স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যকর্ম্মে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বিধান নাই; পরন্তু দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। ৮ কমলাননে! তাদৃশ স্থলে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য এই যে,

পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো জ্ঞাতয়ো ভগিনীসুতঃ।
জামাতর্ত্বিগ্ দৈবপিত্রে শস্তাঃ প্রতিনিধৌ শিবে॥ ১০॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে॥ ১১॥
কৃত্বা নিত্যোদিতং কর্ম মানবঃ সুসমাহিতঃ।
গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্ত্বীশং ভূপতিং॥যজেৎ॥ ১২॥
ততো দর্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্পয়েৎ প্রণবং স্মরন্।
পঞ্চভির্নবভির্ব্বাপি সপ্তভিস্ত্রিভিরেব বা॥ ১৩॥
নির্গর্ভৈশ্চ কুশৈঃ সাগ্রৈর্দ্দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন উর্দ্ধাগ্রৈরচয়েদ্দ্বিজান্॥ ১৪॥

ননু পুরোহিত এব প্রতিনিধিঃ প্রশস্তো ভবতি তদন্যোঽপি বা কশ্চিৎ তত্রাহ, পুত্র ইত্যাদি॥ ১০॥ ১১॥

অথ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিমাহ, কৃত্বেত্যাদিভিঃ। নিত্যোদিতং কর্ম কৃত্বা পূর্ব্বাভিমুখো মানবঃ সুসমাহিতোঽতিসাবধানঃ সন্ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্ত্বীশং ভূপতিং ভূমিস্বামিনং পুরুষঞ্চ ক্রমতো যজেৎ পূজয়েৎ॥ ১২॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং প্রণবমোঙ্কারং স্মরন্ সন্ মানবো দর্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্পয়েৎ রচয়েৎ। দর্ভময়ব্রাহ্মণনির্ব্বাহমাহ, পঞ্চভিরিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নির্গর্ভৈর্গর্ভশূন্যৈঃ সাগ্রৈরগ্রভাগসহিতৈরূর্দ্ধাগ্রৈর্নবভিঃ সপ্তভিঃ পঞ্চভিস্ত্রিভিরেব বা কুশৈর্দ্দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন দ্বিজান্ বিপ্রান্ রচয়েৎ॥ ১৩॥ ১৪॥

পুরোহিত (বা অন্যান্য যথোক্ত প্রতিনিধি) দ্বারা ভক্তিসহকারে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, বসুধারা দিবে এবং কুশণ্ডিকা করিবে। ৯ শিবে! স্ত্রীলোকের প্রতিনিধি স্থলে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, জ্ঞাতি, ভাগিনেয়, জামাতা ও পুরোহিত, ইহারাই দৈব ও পৈত্র্য কর্মে প্রশস্ত। ১০ কালিকে! অতঃপর যথারূপে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রয়োগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১

মানব, সুসমাহিত হৃদয়ে নিত্যকর্ম সমাধান করিয়া গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাস্তুদেব ও ভূস্বামীর অর্চ্চনা করিবে। ১২ অনন্তর প্রণব স্মরণ করিতে করিতে দর্ভময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিবে। নবসংখ্য সপ্তসংখ্য পঞ্চসংখ্য অথবা ত্রিসংখ্য ১৩

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণাদৌ ষড়্ বিপ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
একোদ্দিষ্টে তু কথিত এক এব দ্বিজঃ শিবে॥ ১৫॥
ততো বিপ্রান্ কুশময়ান্ একস্মিন্নেব ভাজনে।
কৌবেরাভিমুখান্ কৃত্বা স্নাপয়েদমুনা সুধীঃ॥ ১৬॥
হ্রীঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ১৭॥
ততস্তু গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ কুশভূসুরান্॥ ১৮॥

ননু কতি দর্ভময়া ব্রাহ্মণাঃ কল্পয়িতব্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ইত্যাদি॥ ১৫॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং সুধীর্বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ত্তা একস্মিন্নেব ভাজনে কুশময়ান্ বিপ্রান্ কৌবেরমুখানুত্তরমুখান্ কৃত্বামুনা বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ, স্নাপয়েৎ॥ ১৬॥

কুশময়ব্রাহ্মণস্নাপনার্থং মন্ত্রমেবাহ, হ্রীঁ শন্ন ইত্যাদ্যম্॥ ১৭॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং কুশভূসুরান্ কুশময়ব্রাহ্মণান্ পূজয়েৎ॥ ১৮॥

গর্ত্তশূন্য অগ্রভাগ সহিত উর্দ্ধাগ্র কুশ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্ত যোগে সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টন করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইবে। ১৪ শিবে! বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এবং পার্বণাদি শ্রাদ্ধে ছয়টি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হইবে, পরন্তু একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ কল্পনা বিধেয়। ১৫

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি, কুশময় ব্রাহ্মণগণকে এক পাত্রে উত্তরাস্য করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক 'হ্রীঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করাইবে। ১৬ (মন্ত্রার্থ যথা—) জলদেবতা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলবিধান করুন। জলদেবতা আমাদের পানের নিমিত্ত মঙ্গলবিধান করুন। জলদেবতা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ বর্ষণে অভিমুখী হউন। ১৭ অনন্তর ঐ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ১৮ পরে জ্ঞানী ব্যক্তি পশ্চিমদিকে ও দক্ষিণদিকে তিল, তুলসীপত্র ও দর্ভের সহিত দুইটি দুইটি একত্র করিয়া ছয়টি

পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ সুধীঃ।
ষট্‌পাত্রাণি সদর্ভাণি স্থাপয়েত্তুলসীতিলৈঃ॥ ১৯॥
পাত্রদ্বয়ে পশ্চিমায়াং যাম্যে পাত্রচতুষ্টয়ে।*
পূর্ব্বাস্যাবুত্তরমুখান্ ষড়্‌বিপ্রানুপবেশয়েৎ॥ ২০॥
দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামযাম্যয়োঃ।
পিতুর্মাতামহস্যাপি পক্ষৌ দ্বৌ বিদ্ধি পার্ব্বতি॥ ২১॥
নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখ্যশ্চ মাতরঃ।
মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ।
শ্রাদ্ধে নাম্নাভ্যুদয়িকে † সমুল্লেখ্যা বরাননে॥ ২২॥

পশ্চিমে ইত্যাদি। ততঃ সুধীঃ কর্ম্ম সাধকঃ পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্মযুগ্ম-ক্রমাৎ সদর্ভাণি কুশসহিতানি তুলসীতিলৈশ্চ যুক্তানি ষট্‌পাত্রাণি স্থাপয়েৎ॥ ১৯॥

পাত্রদ্বয়ে ইত্যাদি। ততঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্থাপিতে পাত্রদ্বয়ে যাম্যে দক্ষিণে স্থাপিতে পাত্রচতুষ্টয়ে চ ক্রমতঃ পূর্বাস্যৌ পূর্বমুখৌ উত্তরমুখাংশ্চ কুশময়ান্ ষড়্‌বিপ্রানুপবেশয়েৎ॥ ২০॥

দৈবপক্ষমিত্যাদি। হে পার্বতি পশ্চিমায়াং দিশি দৈবং পক্ষং ত্বং বিদ্ধি জানীহি। দক্ষিণে তু বামযাম্যয়োর্বামভাগে দক্ষিণভাগে চ ক্রমতঃ পিতুর্মাতা-মহস্যাপি দ্বৌ পক্ষৌ বিদ্ধি॥ ২১॥

নান্দীমুখাশ্চেত্যাদি। হে বরাননে দেবি আভ্যুদয়িকে নান্দীশ্রাদ্ধে পিতরঃ পিত্রাদয়ো নান্দীমুখা মাতরো মাত্রাদয়শ্চ নান্দীমুখ্যঃ সমুল্লেখ্যাঃ সমুচ্চার্য্যাঃ।

পাত্র স্থাপন করিবেন। ১৯ পূর্বোক্ত ছয়টি দর্ভময় ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে পশ্চিম-দিকে স্থাপিত পাত্রদ্বয়ে দুইটী ব্রাহ্মণকে পূর্বমুখ করিয়া এবং দক্ষিণদিকে স্থাপিত পাত্র চতুষ্টয়ে অবশিষ্ট চারটি ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখ করিয়া উপবেশন করাইবেন। ২০ পার্ব্বতি! পশ্চিমদিকে দেবপক্ষ, দক্ষিণদিকের বামভাগে পিতৃপক্ষ দক্ষিণদিকের দক্ষিণভাগে মাতামহপক্ষ কল্পনা করিবে। ২১

---

* পাত্রচতুষ্টয়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† নাম্নাভ্যুদয়িকে ইতি চ পাঠঃ।

দক্ষাবর্ত্তেনোত্তরাস্যো দৈবং কর্ম সমাচরেৎ।*
বামাবর্ত্তেন দক্ষাস্যঃ পিতৃকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ২৩॥
সর্ব্বং কর্ম প্রকুর্ব্বীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবে।
লঙ্ঘনাৎ মাতৃমাতৄণাং শ্রাদ্ধং তদ্‌বিফলং ভবেৎ॥ ২৪॥

এবং মাতামহাদয়োঽপি নান্দীমুখাঃ মাতামহ্যাদয়োঽপি নান্দীমুখ্যঃ সমুল্লেখ্যাঃ॥ ২২॥

দক্ষাবর্ত্তেনেত্যাদি। দক্ষিণাবর্ত্তেনোত্তরাস্য উত্তরমুখঃ সন্ দৈবং কর্ম সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। বামাবর্ত্তেন দক্ষাস্যো দক্ষিণমুখঃ সন্ পিতৃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ২৩॥

সর্বমিত্যাদি। হে শিবে দৈবাদিক্রমত এব সর্বং কর্ম প্রকুর্ব্বীত। ননু পিতৃকর্মসাধনায় দক্ষিণাবর্ত্তেনৈব দক্ষিণামুখভবনে কো দোষস্তত্রাহ, লঙ্ঘনাদিত্যাদি মাতৃমাতৄণাং মাতুর্মাত্রাদীনাং লঙ্ঘনাৎ তচ্ছ্রাদ্ধং বিফলং ভবেৎ। মাতৃমাতৄণামিতি মাতুঃ পিত্রাদিনামপ্যুপলক্ষণম্॥ ২৪॥

বরাননে! আভ্যুদয়িক নামক শ্রাদ্ধে নান্দীমুখ পিতৃগণ এবং নান্দীমুখী মাতৃগণ এইরূপ বিশেষণযুক্ত করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। এইরূপ নান্দীমুখ মাতামহ প্রভৃতি ও নান্দীমুখী মাতামহী প্রভৃতির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য (২৬৯)। ২২
দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা উত্তরমুখ হইয়া দৈবকর্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং বামাবর্ত্তদ্বারা ফিরিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃকর্ম্ম সাধন করিবে। ২৩

শিবে! এই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সমুদায় কর্মই দৈবাদিক্রমে সম্পাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ অগ্রে দেবপক্ষের কর্ম করিয়া পশ্চাৎ পিতৃ পক্ষ ও মাতামহ পক্ষের ক্রিয়া করিতে হইবে। পরন্তু (বামাবর্ত্তে পিতৃপক্ষে না যাইয়া দক্ষিণাবর্ত্তেই গমন পূর্ব্বক) মাতামহপক্ষ ও পিতৃপক্ষ লঙ্ঘন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল

---

* দৈবকর্ম্ম সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরাম্।

(২৬৯)—যথা। অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ ইত্যাদিক্রমে নান্দীমুখ শব্দটি পিতৃপিতামহাদির এবং মাতামহাদির বিশেষণ স্বরূপে প্রত্যেকের অগ্রে ব্যবহৃত হইবে। আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধভোজী পিতৃপিতামহ প্রভৃতিকে নান্দীমুখ (মাঙ্গলিক কার্য্যের মুখস্বরূপ) বলা যায়; এই নিমিত্ত এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নান্দীমুখশ্রাদ্ধ শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে।

কৌবেরাভিমুখোঽনুজ্ঞা-বাক্যং দৈবে প্রকল্পয়েৎ।
যাম্যাস্থঃ কল্পয়েদ্‌বাক্যং পিত্রে মাতামহেঽপি চ।
তত্রাদৌ দৈবপক্ষে তু বাক্যং শৃণু শুচিস্মিতে॥ ২৫॥
কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্।
তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্ উক্ত্বা সাধকসত্তমঃ॥ ২৬॥
পিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং তু মাত্রাদীনাং তথৈব চ।
মাতামহানাং চ মাতামহ্যাদীনামপি প্রিয়ে॥ ২৭॥

কৌবেরেত্যাদি। কৌবেরাভিমুখ উত্তরাভিমুখো ভূত্বা দৈবে পক্ষেঽনুজ্ঞা-বাক্যং কল্পয়েৎ॥ ২৫॥

দৈবপক্ষে প্রকল্পনীয়ং যদনুজ্ঞাবাক্যং তদেবাহ, কালাদীনীত্যাদিভিঃ। প্রথমতঃ কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরং তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমুক্ত্বা সাধকসত্তমো গোত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং পিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং মাত্রাদীনামপি তিসৃণাং তথৈব মাতামহাদীনাং ত্রয়াণাং মাতামহ্যাদীনামপি তিসৃণাং ষষ্ঠ্যন্তং নাম কীর্ত্তয়েৎ। ততো বিশ্বেষাং দেবানাং চেতি পদমুদীরয়েদুচ্চারয়েৎ। ততঃ শ্রাদ্ধ-পদমুদীরয়েৎ। পশ্চাৎ কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্বিপ্রয়োরহমিত্যপ্যুদীরয়েৎ। ততঃ করিষ্যে ইত্যুদীরয়েৎ। সকলপদযোজনয়া বিষ্ণুরোন্তৎসৎ অদ্যামুকমাস্যমুক-পক্ষেঽমুকতিথাবমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমুকগোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহ-প্রপিতামহানামমুকামুকামুকদেবশর্ম্মণামমুকগোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতৃপিতা-

---

হইবে। (এইরূপ মাতামহপক্ষের কার্য্য করিয়া পিতৃপক্ষ লঙ্ঘন না করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে দৈবপক্ষে আসিতে হইবে)। ২৪ দেব পক্ষের কর্ম সময়ে উত্তরাভিমুখ হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য পাঠ করিবে এবং পিতা প্রভৃতির ও মাতামহাদির কর্ম্মকালে দক্ষিণাস্থ হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে। শুচিস্মিতে! প্রথমতঃ দৈবপক্ষের বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৫

সাধকশ্রেষ্ঠ, প্রথমতঃ মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি কালের ও নিমিত্তের অর্থাৎ বিধেয় সংস্কারের নাম উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' এই কথা বলিয়া ২৬ পিতা প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের, মাতা প্রভৃতি মাতৃত্রয়ের, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষের এবং মাতামহী প্রভৃতি তিনজন স্ত্রীলোকের গোত্র উচ্চারণ পূর্বক ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত

ষষ্ঠ্যন্তং কীর্ত্তয়েন্নাম গোত্রোচ্চারণপূর্বকম্।
বিশ্বেষাঞ্চৈব দেবানাং শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥ ২৮ ॥
কুশনির্ম্মিতয়োঃ পশ্চাৎ বিপ্রয়োরহমিত্যপি।
করিষ্যে পরমেশানী-ত্যনুজ্ঞাবাক্যমীরিতম্ ॥ ২৯ ॥

মহীপ্রপিতামহীনামমুক্যমুক্যমুকীনাং দেবীনাং চামুকগোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহানামমুকামুকামুকদেবশর্ম্মণাং চামুকগোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহীনামমুক্যমুক্যমুকীনাং দেবীনাং চ বিশ্বেষাং দেবানামাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়োর্বিপ্রয়োরহং করিষ্যে ইতি বাক্যং জাতম্। হে পরমেশানি দৈবপক্ষে ইত্যেতদেবানুজ্ঞাবাক্যমীরিতং কথিতম্ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

পিতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে চ যদনুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পনীয়ং তদাহ, বিশ্বানিত্যাদিনা। হে পার্ব্বতি পিতৃপক্ষে তথা মাতামহস্যাপি পক্ষে বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্যাহনুজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতানুজ্ঞাবাক্যং কথিতম্। পিতৃপক্ষেঽনুজ্ঞাবাক্যং যথা। ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহপ্রপিতামহানামমুকামুকামুকদেবশর্ম্মণাম্ অমুকগোত্রাণাং নান্দী

নাম কীর্ত্তন করিবে। ২৭ ইহার পর 'বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ২৮ পরমেশ্বরি! পরে, 'কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে,' এই বাক্য পাঠ করিবে। ইহার নাম অনুজ্ঞাবাক্য (২৭০)। ২৯

---

(২৭০)—অনুজ্ঞাবাক্য যথা। বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রমাতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যা অমুকীদেব্যা বিশ্বেষাং দেবানাম্ আভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।

বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য পিতৃপক্ষে তু পার্বতি।
তথা মাতামহস্যাপি পক্ষেঽনুজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩০॥
ততো জপেদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবে * ॥ ৩১॥
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥ ৩২॥

মুখীনাং মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহীনামমুক্যমুক্যমুকীনাং দেবীনাং চাপ্যাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্মিতয়োর্বিপ্রয়োরহং করিষ্যে ইতি। মাতামহপক্ষেঽপ্যেবমেবানুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পনীয়ম্॥ ৩০॥

তত ইত্যাদি। ততঃ অনুজ্ঞাবাক্যকল্পনাদনন্তরম্॥ ৩১॥ ৩২॥

পার্বতি! পিতৃপক্ষের এবং মাতামহপক্ষের অনুজ্ঞাবাক্য, 'বিশ্বেষাং দেবানাং' এই পদ মাত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যৎ সমুদায় অবিকল দেবপক্ষেরই অনুরূপ হইবে (২৭১)। ৩০

শিবে! অনন্তর দশবার ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী জপ করিবে। ৩১ পরে 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেবতাগণকে পিতৃগণকে মহাযোগিগণকে পুষ্টিকে এবং স্বাহাকে নমস্কার। আমাদের এইরূপ আভ্যুদয়িক কার্য্য নিত্য নিত্যই হউক। অনন্তর সাধু ব্যক্তি এই

---

* গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ইতি বা পাঠঃ।

(২৭১)—যথা। ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক অমুকগোত্রস্য অমুকস্য শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা আভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।

মাতামহপক্ষেঽপি এবম্ ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকস্য এবং প্রমাতামহস্য এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য, এবং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ মাতামহ্যাঃ অমুক্যাঃ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যাঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে। সর্বত্রৈব কুরুষ ইতি প্রতিবচনং। যদি পিতৃপক্ষে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষের

পঠিত্বৈনং ত্রিধা হস্তে জলমাদায় সত্তমঃ *।
বঁ হূঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ শ্রাদ্ধদ্রব্যাণি শোধয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
আগ্নেয্যাং পাত্রমেকন্তু সংস্থাপ্য কুলনায়িকে।
রক্ষোঘ্নমমৃতং প্রোচ্য যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ্ব মে।
ইত্যুক্ত্বা ভাজনে তস্মিন্ তুলসীযবসংযুতম্ † ॥ ৩৪ ॥

পঠিত্বৈনমিত্যাদি। এনং দেবতাভ্য ইত্যাদ্যং ভবন্ত্বিতীত্যন্তং মন্ত্রং ত্রিধা ত্রিবারং পঠিত্বা ততঃ সত্তমঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা হস্তে জলমাদায় বঁ হূঁফড়িতি মন্ত্রেণ শ্রাদ্ধদ্রব্যাণি শোধয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

আগ্নেয্যামিত্যাদি। তত আগ্নেয্যাং দিশ্যেকং পাত্রং সংস্থাপ্য প্রথমতো রক্ষোঘ্নমমৃতং প্রোচ্য ততো মে যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ্বেতি বদেৎ। যোজনয়া রক্ষোঘ্নমমৃতমসি মম যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ্বেতি মন্ত্রো জাতঃ। ইতীমং মন্ত্রমুক্ত্বা তস্মিন্নাগ্নেয্যাং দিশি সংস্থাপিতে ভাজনে তুলসীযবসংযুতং সলিলং জলং নিধায় সংস্থাপ্য ততঃ সুধীঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা দেবাদিক্রমতঃ কুশময়েভ্যো বিপ্রেভ্যো জলগণ্ডূষং দত্ত্বা বিশ্বে দেবা ইদমাসনং বো নম ইতি বাক্যেন বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঽমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নিদমাসনং বঃ স্বধেতি বাক্যেন পিত্রাদিভ্যো-

---

মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া হস্তে জল গ্রহণ পূর্ব্বক 'বঁ হূঁ ফট্' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধ দ্রব্য সমুদায় প্রোক্ষিত ও শোধিত করিবেন। ৩২ ॥ ৩৩ ॥

কুলনায়িকে! পরে অগ্নিকোণে একটি পাত্র স্থাপন করিয়া 'রক্ষোঘ্নমমৃতম্ (অসি) মম যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ্ব' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই পাত্রে তুলসী ও যবের

---

* সত্বরঃ ইতি, সত্বরম্ ইতি চ পাঠঃ।

† তুলসীদলসংযুতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

মধ্যে কেহ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধতন আর এক পুরুষ ধরিয়া তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা। মাতা প্রভৃতি বা মাতামহী প্রভৃতির মধ্যেও যদি কেহ জীবিতা থাকেন, তাঁহারও নাম উল্লেখ হইবে না। যদি পিতা প্রভৃতি অথবা মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষই জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হইবে না; পরন্তু ঐ জীবিত তন পুরুষকে ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে হইবে।

নিধায় সলিলং দেবি দেবাদিক্রমতঃ সুধীঃ।
বিপ্রেভ্যো জলগণ্ডূষং দত্ত্বা দদ্যাৎ কুশাসনম্॥ ৩৫॥

হমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি ইদমাসনং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাত্রাদিভ্যোঽমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহামুকদেবশর্মন্নমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহামুকদেবশর্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহামুক-দেবশর্ম্মন্নিদমাসনং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতামহাদিভ্যোঽমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহ্যমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহ্যমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যমুকি দেবি ইদমাসনং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতামহাদি-ভ্যোঽপি কুশাসনং দদ্যাৎ॥ ৩৪॥ ৩৫॥

তত ইত্যাদি। তত বিদ্বান্ শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিশ্বে দেবা ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্নীতেতি বাক্যেন বিশ্বান্ দেবান্ অমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্মাণঃ ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মমপূজাং গৃহ্নীতেতি বাক্যেন পিতৄন্ পিত্রাদীন্ তথা অমুকগোত্রা নান্দী-

সহিত ৩৪ জল রাখিবে। দেবি! পরে সেই জ্ঞানবান্ শ্রাদ্ধকর্ত্তা, দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে জলগণ্ডুষ দিয়া তৎপরে ঐরূপ দেবাদি ক্রমে কুশাসনও প্রদান করিবেন (২৭২)। ৩৫

(২৭২)—ব্রাহ্মণগণকে অমন্ত্রক জলগণ্ডুষ দিতে হইবে। কুশাসন দানের মন্ত্র যথা। হ্রীঁ বিশ্বে দেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দৈবব্রাহ্মণ দক্ষিণপার্শ্বে কুশাসন দিবে। পরে, পিতৃপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেব-শর্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্মন্অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতা-মহ অমুকদেবশর্মন্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক পিতৃব্রাহ্মণবামপার্শ্বে আসন প্রদান করিবে। পরে, মাতামহপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্মন্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি অমুগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাতামহব্রাহ্মণবামপার্শ্বে আসন প্রদান করিবে।

ততঃ আবাহয়েদ্‌বিদ্বান্ বিশ্বান্ দেবান্ পিতৄংস্তথা।
মাতৄর্ম্মাতামহাংশ্চাপি তথা মাতামহীঃ শিবে॥ ৩৬॥
আবাহ্য পূজয়েদাদৌ বিশ্বান্ দেবাংস্ততো যজেৎ।
পিতৃত্রয়ং তথা মাতৃ ত্রয়ং মাতামহত্রয়ম্॥ ৩৭॥

মুখ্যো মাতৃপিতামহী প্রপিতামহোঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্য ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্ণীতেতি বাক্যেন মাতৄর্মাত্রাদীরপি অমুকাগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহা অমুকামুকদেবশর্ম্মাণ ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠ-তেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্ণীতেতি বাক্যেন মাতামহান্ মাতামহাদীনপি অমুক-গোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহোঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্য ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্ণীতেতি বাক্যেন মাতামহীর্মাতা-মহাদীশ্চাপি কুশাসনে আবাহয়েৎ॥ ৩৬॥

আবাহেত্যাদি। এবং বিশ্বদেবাদীনাবাহ্য বিশ্বে দেবা এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচ-মনাদীনি বো নম ইতি বাক্যেন পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভির্ধূপৈর্দীপৈর্বাসোভিশ্চা-প্যাদৌ বিশ্বান্ দেবান্ পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ অদ্যামুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃ-

---

শিবে! অনন্তর বিদ্বান্ ব্যক্তি, বিশ্বদেবগণকে পিতৃগণকে মাতৃগণকে মাতামহগণকে এবং মাতামহীগণকে আবাহন করিবেন (২৭৩)। ৩৬

এইরূপে বিশ্বদেবগণ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের আবাহন পূর্ব্বক প্রথমতঃ (প্যাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা) বিশ্বদেবগণের পূজা করিয়া পরে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ,

---

(২৭৩)—প্রত্যেক পক্ষেই আবাহনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে প্রশ্নপূর্বক উত্তর গ্রহণের বিধি আছে। যথা দৈবে প্রশ্ন—ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে? উত্তর—ওঁ আবাহয়। আবাহনের মন্ত্র যথা। বিশ্বে দেবা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সম্মুখী ভবত ইহ সম্মুখী ভবত মম পূজাং গৃহ্ণীত, এই বাক্য দ্বারা বিশ্ব-দেবগণকে কুশাসনে আবাহন করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব মম পূজাং গৃহাণ, এই বাক্য দ্বারা পিতাকে কুশাসনে আবাহন করিবে। পরে এইরূপ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া পিতামহকে, পরে 'অমুক-

মাতামহীত্রয়ং চাপি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে।
পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং * কুর্য্যাদ্দৈবক্রমাৎ শিবে॥ ৩৮॥

পিতামহপ্রপিতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণ এতানি পাদ্যাদীনি বঃ স্বধেতি বাক্যেন পিতৃত্রয়ং তথৈবামুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যো-ঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্য এতানি পাদ্যাদীনি বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতৃত্রয়ং তথৈব প্রকল্পিতেন বাক্যেন মাতামহত্রয়ং তথৈব কল্পিতবাক্যেন মাতামহীত্রয়ং চাপি ক্রমতঃ পাদ্যাদিভির্যজেৎ পূজয়েৎ। হে বরাননে শিবে এবং বিশ্ব-দেবাদীন্ পূজয়িত্বা ততো দৈবক্রমাৎ দেবপক্ষাদিক্রমতঃ পাত্রাণি পাতয়িষ্যে ইতি পাত্রাণাং পাতন প্রশ্নং ব্রহ্মাণং প্রতি কুর্য্যাৎ॥ ৩৭॥ ৩৮॥

এই পিতৃত্রয়কে, মাতা পিতামহী প্রপিতামহী, এই মাতৃত্রয়কে, মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহ, এই মাতামহত্রয়কে ৩৭ এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, এই মাতামহীত্রয়কে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় ধূপ দীপ বস্ত্র

---

* পাত্রানাং পাতনং প্রশ্নম্ ইতি পাঠান্তরম্।

গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে প্রপিতামহকে পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি পাঠ করিয়া মাতাকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পিতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রপিতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহকে, পরে অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ'। ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রমাতা-মহকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকী-দেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মাতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রমাতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে কুশাসনে আবাহন করিবে। স্ত্রীলোকদিগের আবাহনে সন্নিহিতো ও সন্নিরুদ্ধো এই দুইস্থানে ক্রমশঃ সন্নিহিতা ও সন্নিরুদ্ধা হইবে।

মণ্ডলং রচয়েদেকং মায়য়া চতুরস্রকম্।
দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে কুর্য্যাৎ তদ্বৎ পক্ষদ্বয়োরপি * ॥ ৩৯ ॥

মণ্ডলমিত্যাদি। ততঃ ওঁ পাতয়েতি ব্রাহ্মণাত্তদুত্তরং প্রাপ্য দৈবপক্ষে মায়য়া হ্রীঁবীজেন চতুরস্রকং চতুষ্কোণমেকং মণ্ডলং রচয়েৎ। পক্ষদ্বয়োরপি তদ্বৎ হ্রীঁবীজেন চতুষ্কোণে দ্বে দ্বে মণ্ডলে কুর্য্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে (২৭৪)। বরাননে! অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পাত্রপাতন প্রশ্ন করিবে (২৭৫)। শিবে! ৩৮ অনন্তর

---

* তত্তৎ পক্ষদ্বয়োরপি ইতি বা পাঠঃ।

(২৭৪)—পূজার্থে কল্পিত বাক্য যথা। (দৈবক্রমে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্র সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক এইরূপ বাক্যে পূজা করিবে।) যথা দৈবে—হ্রীঁ বিশ্বেদেবাঃ এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ, এই বাক্য দ্বারা প্রথমতঃ বিশ্বদেবগণের পূজা করিবে। পরন্তু পূজাদ্রব্যসমুদায় একত্র নিবেদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ অর্পণ করিতে হইবে। তাহার মন্ত্র যথা। এতদ্বঃ পাদ্যম্।এষ বোঽর্ঘ্যঃ।এতদ্ব আচমনীয়ম্। এষ বো গন্ধঃ। এতদ্বঃ পুষ্পম্। এষ বো ধূপঃ। এষ বো দীপঃ।এতদ্ব আচ্ছাদনম্। অনন্তর পিতৃপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক, এবং প্রপিতামহ, এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি এবং পিতামহি এবং প্রপিতামহি অমুকি এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধ-পুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই বাক্য দ্বারা পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমর্পণ করিবে। পরে মাতামহপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক, এবং প্রমাতামহ, এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকি এবং প্রমাতামহি এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহি, এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া সমর্পণ করিবে যথা। এতদ্বঃ পাদ্যম্। এষ বোঽর্ঘ্যঃ। ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অথবা অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে পাদ্যার্ঘ্যা-চমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা (নমঃ)। এতৎ তে পাদ্যম্। এষ তে অর্ঘ্যঃ। এতৎ তে আচমনীয়ম্। এষ তে গন্ধঃ। এতৎ তে পুষ্পম্। এষ তে ধূপঃ। এষ তে দীপঃ। এতৎ তে আচ্ছাদনম্। এই মন্ত্রে পিতার পূজা করিয়া ঐরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী প্রভৃতি প্রত্যেকেরও পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে পারা যায়।

(২৭৫)—ব্রাহ্মণের প্রতি প্রশ্ন করিবে যে, পাত্রপাতনমহং করিষ্যে। ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন, কুরুষ্ব। পাত্রপাতন শব্দের অর্থ পাত-পাতানি করা বা পাত-পাতা।

বারুণপ্রোক্ষিতেষ্বেষু পাত্রাণ্যাসাদ্য সাধকঃ।
তেন ক্ষালিতপাত্রেষু সর্ব্বোপকরণৈঃ সহ।
পানার্থপাথসান্নানি ক্রমেণ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥
ততো মধুযবান্ দত্ত্বা হ্রাঁ হ্রূঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ *।
সংপ্রোক্ষ্যান্নানি সর্ব্বাণি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৄন্ ॥ ৪১ ॥

বারুণেত্যাদি। ততঃ সাধকো জনো বারুণপ্রোক্ষিতেষু বমিতি বীজেনাভিষিক্তেষ্বেষু মণ্ডলেষু ক্রমতঃ পাত্রাণ্যাসাদ্য সংস্থাপ্য তেন বমিতি বীজেন ক্ষালিতেষু পাত্রেষু সর্ব্বৈরুপকরণৈঃ পানার্থপাথসা পানার্থেন জলেন চ সহান্নানি ক্রমেণ দৈবাদিক্রমতঃ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরমন্নেষু মধুযবান্ দত্ত্বা হ্রীঁ হ্রূঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি সংপ্রোক্ষ্যাভিষিচ্য তত্ত্ববিৎ জনো বিশ্বান্ দেবান্ তথা পিতৄন্ পিত্রাদীন্ তথা মাতৄর্মাত্রাদীংস্তথা মাতামহান্মাতামহাদীন্ তথা মাতামহীর্মাতামহ্যাদিরপু্যল্লিখ্যোচ্চার্য্য বিশ্বদেবাদিভ্যঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি নিবেদ্য বিশ্বে দেবাঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণসহিতমেতদন্নং বো নম ইতি বাক্যেন বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঽমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহ অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ

মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া দেবপক্ষে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিবে। পরে মাতামহপক্ষে ও পিতৃপক্ষেও ঐরূপ হ্রীঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক দুই দুইটি করিয়া মণ্ডল রচনা করিতে হইবে। ৩৯

অনন্তর সাধক বঁ এই বরুণবীজ দ্বারা ঐ মণ্ডল সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে ক্রমশঃ পাত্রসমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপ বঁ এই বীজদ্বারা প্রক্ষালিত সেই সমুদায় পাত্রে দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ উপকরণ ও পানার্থ জলের সহিত ক্রমশঃ অন্ন পরিবেশন করিবে। ৪০

পরে অন্ন সমুদায়ে মধু এবং যব প্রদান করিয়া 'হ্রাঁ হ্রূঁ ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সমুদায় অন্ন প্রোক্ষিত অর্থাৎ জলবিন্দু দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিবে। অনন্তর বিশ্বদেবগণকে পিতৃগণকে ৪১ মাতৃগণকে মাতামহগণকে ও মাতামহীগণকে

---

* হ্রীঁ হ্রূঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মাতৃর্ম্মাতামহান্ মাতা-মহীরুল্লিখ্য তত্ত্ববিৎ।
নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিধা পঠেৎ॥ ৪২॥

পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন পিত্রাদিভ্যো-ঽমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহোঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাত্রাদিভ্যো-ঽমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহা অমুকামুকামুকদেব-শর্ম্মাণ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতা-মহাদিভ্যোঽমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহোঽমু-

---

উল্লেখ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, সমুদায় অন্ন ক্রমশঃ নিবেদন করিবেন (২৭৬)। পরে

---

(২৭৬)—নিবেদন মন্ত্র যথা। বিশ্বে দেবাঃ পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণসহিত-মেতদন্নং বো নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ অমুকামুকামুকদেবশর্মাণঃ পানার্থো-দকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া পিতৃগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যঃ মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহো-ঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য দ্বারা মাতৃগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতা-মহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ অমুকামুকামুকদেবশর্মাণঃ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্বো-পকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্র দ্বারা মাতামহগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যঃ অমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। অথবা, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্মন্ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্রে পিতৃগণের প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া অন্ন নিবেদন করিবে। এইরূপে মাতা পিতামহী ও প্রপিতামহীকে অন্ন নিবেদন করিবার সময় প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অন্ন নিবেদনের সময় এবং মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীর একত্র অন্ন নিবে-দনের সময়ও উক্ত রীতি ক্রমে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। অথবা, পিতা প্রভৃতি দ্বাদশ ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ অন্ন নিবেদন করিবে। ঈদৃশ-স্থলে এরূপ বাক্য হইবে যে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণান্বিতমন্নং স্বধা। পিতামহ প্রভৃতির অন্ন নিবেদনের সময়ও এইরূপ বাক্য হইবে।

শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ কুর্য্যাদাদ্যে ততঃ পরম্॥ ৪৩॥
দত্তশেষৈরক্ষতাদ্যৈঃ মালূরফলসন্নিভান্।
দ্বিজাৎ প্রাপ্তোত্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্দ্বাদশ প্রিয়ে॥ ৪৪॥
অন্যং তু কল্পয়েদেকং পিণ্ডং তৎসমমম্বিকে।
আস্তরেন্নৈঋর্তে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুতান্॥ ৪৫॥

ক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতামহ্যাদিভ্যোঽপি সোপকরণান্যন্নানি ক্রমেন দত্ত্বা গায়ত্রীং দেবীং দশধা পঠেৎ। ততো দেবতাভ্য ইত্যাদ্যং ভবন্ত্বিতীত্যন্তং মন্ত্রং ত্রিধা পঠেৎ। হে আদ্যে ততঃ পরং শেষান্নমস্তি ক্ব দেয়মিতি পিণ্ডদানং করিষ্যে ইতি চ শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ বিপ্রং প্রতি কুর্য্যাৎ॥ ৪১॥ ৪২॥ ৪৩॥

দত্তশেষৈরিত্যাদি। ততঃ পরং দ্বিজাৎ ইষ্টেভ্যো দীয়তামিতি ওঁ কুরুষ্বেতি প্রাপ্তোত্তরঃ সন্ দত্তশেষৈর্দ্দত্তেভ্যোঽবশিষ্টৈরক্ষতাদ্যৈর্মালূরফলসন্নিভান্ বিল্বফলতুল্যান্ দ্বাদশ পিণ্ডান্ রচয়েৎ॥ ৪৪॥

অন্যত্বিত্যাদি। ততস্তেভ্যোঽন্যমপি তৎসমং বিল্বফলতুল্যমেকং পিণ্ডং

দশবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া তিনবার দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র (২৭৭) পাঠ করিবে। ৪২ আদ্যে! তৎপরে শেষান্নপ্রশ্ন ও পিণ্ডপ্রশ্ন (২৭৮) করিবে। ৪৩

প্রিয়ে! অনন্তর ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দত্তাবশিষ্ট অক্ষতাদি দ্বারা বিল্বফল সদৃশ দ্বাদশটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। ৪৪ অম্বিকে! পরে ঐরূপ বিল্বফল সদৃশ অপর একটি পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। তৎপরে নৈঋর্ত কোণে মণ্ডলোপরি যবসংযুক্ত দর্ভ বিস্তারিত করিবে ৪৫ এবং 'যে মে কুলে লুপ্ত-

---

(২৭৭)—মন্ত্র যথা—
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

(২৭৮)—ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপে শেষান্নপ্রশ্ন করিতে হইবে যে, 'ওঁ শেষান্নমপ্যস্তি ক্ব দেয়ম্।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্।' পরে ঐরূপ পিণ্ডপ্রশ্ন করিবে যে, 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'ওঁ কুরুষ্ব॥'

যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেঽপি ব্যালব্যাঘ্রহতাশ্চ যে ॥ ৪৬ ॥
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
মদ্দত্তপিণ্ডতোয়াভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষয়াম্ ॥ ৪৭ ॥
দত্ত্বা পিণ্ডমপিণ্ডেভ্যো মন্ত্রাভ্যাং সুরবন্দিতে।
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচান্তঃ সাবিত্রীং প্রজপংস্ততঃ।
দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

কল্পয়েৎ। ততো নৈঋর্তে কোণে কল্পিতে চতুষ্কোণমণ্ডলে যবসংযুতান্ দর্ভান্ কুশানাস্তরেদাচ্ছাদয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

দত্ত্বেত্যাদি। হে সুরবন্দিতে যে মে কুলে ইত্যাদিভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষয়ামিত্যন্তাভ্যাং দ্বাভ্যাং মন্ত্রাভ্যামপিণ্ডেভ্যঃ পিণ্ডবিহীনেভ্যো নৈঋর্তকোণে কল্পিতে চতুষ্কোণে মণ্ডলে আচ্ছাদিতেষু দর্ভেষু পূর্ব্বরচিতদ্বাদশপিণ্ডাতিরিক্তং পশ্চাদ্রচিতং ত্রয়োদশং পিণ্ডং দত্ত্বা হস্তৌ প্রক্ষাল্য তত আচান্তঃ কৃতাচমনঃ সন্ সাবিত্রীং গায়ত্রীং দশধা প্রজপন্ দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রং ত্রিধা জপ্ত্বা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

নন্থ কেন বিধিনা কুত্র স্থানে কিয়ন্তি বা মণ্ডলানি প্রকল্পয়িতব্যানীত্যা-

---

পিণ্ডা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্বক তদুপরি পিণ্ডদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) আমার বংশে যাঁহারা স্ত্রীপুত্র-রহিত, যাঁহাদের পিণ্ড লোপ হইয়াছে, যাঁহারা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, অথবা যাঁহারা ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক কিংবা অন্য কোন হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক নিহত, ৪৬ যাঁহারা আমার বান্ধব হইয়াও অবান্ধব অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি-পিণ্ডদাতৃ-রহিত, অথবা যাঁহারা পূর্বজন্মে আমার বান্ধব ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাকর্ত্তৃক দত্ত এই পিণ্ড ও সলিল দ্বারা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করুন। ৪৭ সুরবন্দিতে! উক্ত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা লুপ্তপিণ্ডদিগকে পিণ্ড দান করিয়া হস্ত প্রক্ষালন ও আচমনানন্তর গায়ত্রী জপ পূর্বক 'দেবতাভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। পরে মণ্ডল রচনা করিতে হইবে। ৪৮ দেবি! প্রাজ্ঞ শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পিতৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রের সম্মুখে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে

উচ্ছিষ্টপাত্রপুরতঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ।
দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৯ ॥
পূর্ব্বমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য কুশাংস্তেষ্বাস্তরেৎ কৃতী *।
অভ্যুক্ষ্য বায়ুনা দর্ভান্ পিতৃদর্ভক্রমাৎ শিবে।
ঊর্দ্ধে মূলে চ মধ্যে চ ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নিবেদয়েৎ ॥ ৫০ ॥

কাঙ্ক্ষায়ামাহ, উচ্ছিষ্টেত্যাদি। হে দেবি বুধঃ প্রাজ্ঞঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্বোক্তেন বিধিনা পিতৃতঃ ক্রমাদুচ্ছিষ্টপাত্রাণাং পুরতো দ্বে দ্বে চতুষ্কোণে মণ্ডলে রচয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বমন্ত্রেণেত্যাদি। হে শিবে ততো বমিতি বীজরূপেণ পূর্ব্বমন্ত্রেণ মণ্ডলানি সম্প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য কৃতী বিচক্ষণঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা তেষু মণ্ডলেষু কুশানাস্তরেৎ। ততো বায়ুনা যমিতি বীজেন দর্ভানভ্যুক্ষ্যাভিষিচ্য পিতৃদর্ভক্রমাৎ' দর্ভাণাং মূলে মধ্যে চোর্দ্ধে চ পিত্রাদিভ্যো মাত্রাদিভ্যো মাতামহাদিভ্যো মাতামহ্যাদিভ্যশ্চ ক্রমেণৈবং ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্নিবেদয়েৎ দদ্যাৎ ॥ ৫০ ॥

দুইটি দুইটি করিয়া মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন (২৭৯)। ৪৯ শিবে! বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ বরুণবীজ দ্বারা ঐ মণ্ডলচতুষ্টয় প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃপক্ষ হইতে যথাক্রমে তাহাতে (দক্ষিণাগ্র) দর্ভ আস্তীর্ণ করিবেন। পরে যঁ এই বায়ুবীজ দ্বারা যথাক্রমে দর্ভ সমুদায় অভ্যুক্ষণ পূর্বক পিতৃদর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভের মূলে মধ্যে এবং ঊর্দ্ধে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহকে, মাতা পিতামহী ও

---

* কুশাংস্তেষ্বাতরেৎ কৃতী ইতি চ পাঠঃ।

(২৭৯)—পিতৃপক্ষে অঙ্কিত প্রথম মণ্ডল, পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডদানের নিমিত্ত ; পিতৃপক্ষে অঙ্কিত দ্বিতীয় মণ্ডল, মাতা পিতামহী ও প্রপিতামহীর পিণ্ডদানের নিমিত্ত ; মাতামহপক্ষে অঙ্কিত তৃতীয় মণ্ডল, মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নিমিত্ত ; মাতামহপক্ষে অঙ্কিত চতুর্থ মণ্ডল, মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীর পিণ্ডদানের নিমিত্ত কল্পিত হইবে। প্রথম মণ্ডলের নাম পিতৃমণ্ডল, দ্বিতীয় মণ্ডলের নাম মাতৃমণ্ডল। তৃতীয় মণ্ডলের নাম মাতামহমণ্ডল। চতুর্থ মণ্ডলের নাম মাতামহীমণ্ডল। পিতৃপক্ষে পিতৃমণ্ডল ও মাতৃমণ্ডল এবং মাতামহপক্ষে মাতামহমণ্ডল ও মাতামহীমণ্ডল কল্পিত হইয়া থাকে।

আমন্ত্রণেন প্রত্যেকং নামোচ্চার্য্য মহেশ্বরি।
স্বধয়া বিতরেৎ পিণ্ডং যবমাধ্বীকসংযুতম্॥ ৫১॥

নম্ন কেন কেন বাক্যেন পিত্রাদিভ্যঃ পিণ্ডা নিবেদয়িতব্যা ইত্যপেক্ষায়ামাহ, আমন্ত্রণেনেত্যাদি। হে মহেশ্বরি আমন্ত্রণেন সম্বোধনবিভক্ত্যা বিশিষ্টং পিত্রাদীনাং প্রত্যেকং নামোচ্চার্য্য স্বধয়া যবমাধ্বীকসংযুতং মধুযবাভ্যাং সংযুক্তং পিণ্ডং বিতরেৎ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভমূলে পিত্রেঽমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভমধ্যে পিতামহায়ামুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভোর্দ্ধে ভাগে প্রপিতামহায়ামুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি দর্ভমূলে মাত্রে অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি দর্ভমধ্যে পিতামহ্যৈ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভাগ্রে প্রপিতামহ্যৈ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহামুকদেবশর্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভমূলে মাতামহায়ামুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুত পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভমধ্যে প্রমাতামহায়ামুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহামুকদেবশর্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভাগ্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহায়ামুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভমূলে মাতামহ্যৈ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহ্যামুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে

প্রপিতামহীকে, মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে এবং মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে ক্রমশঃ এক একটি করিয়া এক এক মণ্ডলে তিন তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে; (এইরূপে মণ্ডলচতুষ্টয়ে সমুদায়ে দ্বাদশটি পিণ্ড প্রদান করা হইবে)। ৫০ পরন্ত মহেশ্বরি! আমন্ত্রণযুক্ত প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করিয়া স্বধা পাঠ পূর্ব্বক ঐ প্রত্যেককে যব মধু সংযুক্ত পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে (৩৭৫)। ৫১

---

(২৮০)—পিণ্ডদানের বাক্য যথা। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক পিতৃমণ্ডলের দর্ভমূলে পিতার উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক পিতৃমণ্ডলের দর্ভমধ্যে পিতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ

পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষঞ্চ বিকীর্য্য লেপভাজিনঃ।
প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকোদ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ৫২॥

স্বধেত্যনেন দর্ভমধ্যে প্রমাতামহে অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভাগ্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহে চ পিণ্ডং দদ্যাদিত্যর্থঃ॥ ৫১॥

পিণ্ডান্তে ইত্যাদি। পিণ্ডান্তে পিণ্ডপ্রদানান্তে পিণ্ডানভিতঃ পিণ্ডশেষং বিকীর্য্য বিক্ষিপ্য ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রিয়ন্তামিতি বাক্যেন করলেপেন হস্তলগ্নেনান্নেন লেপভাজিনশ্চতুর্থাদ্যান্ পিতৄন্ প্রীণয়েৎ। একোদ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধির্লেপভাজিপিতৃপ্রীণনবিধির্নাস্তি॥ ৫২॥

এইরূপে পিণ্ড প্রদান করিয়া পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া দিবে; এবং ('লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক কুশ সহযোগে অপনীত) করলেপ অর্থাৎ হস্তসংলগ্ন অন্ন দ্বারা লেপভোজী চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি

অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া পিতৃমণ্ডলীয় দর্ভের উর্দ্ধভাগে প্রপিতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ড স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতৃমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতার উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক মাতৃমণ্ডলের দর্ভমধ্যে পিতামহীর পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ড স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতৃমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে প্রপিতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহমণ্ডলের দর্ভমূলে পিণ্ড দান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক মাতামহমণ্ডলের দর্ভের মধ্যভাগে প্রমাতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতামহীর পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীমণ্ডলের

দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং দশধা জপেৎ।
দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা পিণ্ডান্ সংপূজয়েত্ততঃ ॥ ৫৩ ॥
প্রজ্বাল্য ধূপং দীপং চ নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
দিব্যদেহধরান্ পিতৄন্ অশ্নতঃ কব্যমধ্বরে।
বিভাব্য প্রণমেদ্ধীমান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ * ॥ ৫৪ ॥

দেবেতেত্যাদি। ততোদেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং গায়ত্রীং দশধা জপেৎ। ততো দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রং ত্রিধা জপ্ত্বা ততো গন্ধপুষ্পাভ্যাং পিণ্ডান্ সম্পূজয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রজ্বাল্যেত্যাদি। ততো ধূপং দীপং চ প্রজ্বাল্য নয়নদ্বয়ং নিমীল্য দিব্যদেহধারনধ্বরে যজ্ঞে কব্যং পিত্র্যমন্নম্ অশ্নতঃ খাদতঃ পিতৄন্ বিভাব্য বিচিন্ত্যেমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ ধীমান্ জনস্তান্ প্রণমেৎ ॥ ৫৪ ॥

পুরুষগণকে প্রীত করিবে (২৮১)। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এই বিধি অর্থাৎ লেপভোজিপিতৃগণ প্রীণন-বিধি নাই। ৫২

অনন্তর দেবতাদিগের ও পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া তিনবার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। পরে (গন্ধপুষ্পদ্বারা) পিণ্ডের পূজা করিতে হইবে। ৫৩ তৎপরে ধূপ দীপ প্রজ্বালন পূর্ব্বক

---

* ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ইতি চ পাঠঃ।

দর্ভমধ্যদেশে প্রমাতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে।

এস্থলে বক্তব্য যে, যাঁহারা সামবেদী, তাঁহাদের শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ড শব্দ পুংলিঙ্গে এবং পূজার সময় অর্ঘ্য শব্দ ক্লীবলীঙ্গে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজুর্বেদীয়দিগের পক্ষে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ পিণ্ড শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ও অর্ঘ্য শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।—প্রমাণ শ্রাদ্ধতত্ত্বে দেখুন।

(২৮১)—পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনপুরুষ পিণ্ডভোজী। তাহার উর্দ্ধতন তিনপুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, ইঁহারা লেপভোজী অর্থাৎ ইঁহারা করসংলগ্ন পিণ্ডলেপ ভোগ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ইঁহারাও সপিণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা

পিতা মে পরমো ধর্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ।
স্বর্গঃ পিতা মে তত্তৃপ্তৌ তৃপ্তমস্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৫৫ ॥
ততো নির্মাল্যমাদায় প্রার্থয়েদাশিষঃ পিতৄন্ ॥ ৫৬ ॥
আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ।
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবা মম ॥ ৫৭ ॥
দাতারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহূন্যন্নানি সন্তু মে।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ যাচামি কঞ্চন ॥ ৫৮ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, পিতা ইত্যাদ্যাম্ ॥ ৫৫ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং নির্ম্মাল্যং পুষ্পাদ্যাদায় গৃহীত্বা আশিষো মে প্রদীয়ন্তামিত্যাদ্যং মা চ যাচামি কঞ্চনেত্যন্তং মন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন কর্মসাধকঃ পিতৄনাশিষঃ কামান্ প্রার্থয়েৎ যাচেৎ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া ভাবনা করিবে যে, পিতৃগণ দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে কব্য অর্থাৎ স্ব স্ব অন্নভোজন করিতেছেন। এই প্রকার ধ্যান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি 'পিতা মে পরমো ধর্মঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক পিতৃগণকে প্রণাম করিবেন। ৫৪ (মন্ত্রার্থ যথা—) পিতাই আমার পরমধর্ম, পিতাই আমার পরম তপস্যা, পিতাই আমার স্বর্গ; পিতৃগণ তৃপ্ত হইলেই নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। ৫৫ পরে নির্মাল্য গ্রহণপূর্বক 'আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে পিতৃগণের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। ৫৬ (মন্ত্রার্থ যথা—)

করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্বাদ প্রদান করুন; আমার বেদ (জ্ঞান) সন্তানগণ ও বান্ধবগণ নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক; ৫৭ যাঁহারা আমাকে দান করেন, তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন; আমার ভূরিপরিমাণে অন্নসংস্থান হউক; আমার নিকট সর্বদা অনেকে যাচ্ঞা করুক; কিন্তু আমি যেন কাহারো নিকট যাচ্ঞা না করি। ৫৮

নিবৃত্তিহয় মাতামহপক্ষে এবং মাতামহী পক্ষেও এইরূপ।

দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিণ্ডান্ বিসৃজেত্তদনন্তরম্।
তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ পক্ষেষু ত্রিষু তত্ত্ববিৎ ॥ ৫৯ ॥
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্যোঽপি পঞ্চধা।
দৃষ্ট্বা বহ্নিং রবিং বিপ্রম্ ইদং পৃচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬০ ॥

দৈবাদিত ইত্যাদি। তদনন্তরং দৈবাদিতো দেবপক্ষাদিক্রমতো ব্রহ্মন্ ক্ষমস্বেতি পিণ্ড গয়াং গচ্ছেতি চ বাক্যমুচ্চরন্ তত্ত্ববিৎ সাধকো দর্ভময়ান্ দ্বিজান্ পিণ্ডাংশ্চ বিসৃজেৎ। তথৈব দৈবাদিক্রমেণৈব ত্রিষ্বপি পক্ষেষু ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থং হিরণ্যাদিকমমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দাতুমহমুৎসৃজে ইতি বাক্যেন যথাশক্তি হিরণ্যাদিকং দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৯ ॥

গায়ত্রীমিত্যাদি। ততো গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রমপি পঞ্চধা জপ্ত্বা বহ্নিং রবিং চ দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বিপ্রমিদং পৃচ্ছেৎ ॥ ৬০ ॥

অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে এবং পিণ্ড সমুদয় বিসর্জন করিবে (২৮২)। তৎপরে জ্ঞানী ব্যক্তি দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষ যথাক্রমে এই তিনপক্ষেরই দক্ষিণা প্রদান করিবেন (২৮৩)। ৫৯ পরে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পাঁচবার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর অগ্নি ও সূর্য্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে যে, ৬০ 'ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতম্', অর্থাৎ

---

(২৮২)—'ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব' এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। পরে 'পিণ্ড গয়াং গচ্ছ,' এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক ঐরূপ পিত্রাদি ক্রমে পিণ্ড বিসর্জ্জন করিবে।

(২৮৩)—ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশে অমুকগ্রামে) অমুকগোত্রঃ (অমুকপ্রবরঃ অমুকশাখাধ্যায়ী) শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং কৃতৈতদ্ দেবপক্ষ-পিতৃপক্ষ মাতামহপক্ষ পরিতৃপ্ত্যুদ্দেশ্যকাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাঞ্চনমূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে (অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদীয়ামুকশাখাধ্যায়িনে জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতখণ্ডস্থামুকগ্রামবাসিনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে) ব্রাহ্মণায় দাতুমহমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া যথাশক্তিকাঞ্চনাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে। তিন পক্ষের

ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমুদীরয়েৎ।
দ্বিজো বদেৎ সম্যগেব সাঙ্গং জাতং বিধানতঃ ॥ ৬১ ॥
অঙ্গবৈগুণ্যশান্ত্যর্থং * প্রণবং দশধা জপন্।
অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কুর্য্যাৎ কর্মসমাপনম্ ‡।
পাত্রীয়ান্নানি পিণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬২ ॥

বিপ্রং প্রতি কিং পৃচ্ছেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ইদমিত্যাদি। ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমিত্যুদীরয়েৎ। যোজনয়া ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতমিত্যেব বিপ্রং পৃচ্ছেৎ। ততো বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতমিতি দ্বিজো বদেৎ ॥ ৬১ ॥

এই শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতম্' অর্থাৎ যথাবিধানে সমীচীনরূপে সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ৬১

পরে অঙ্গবৈগুণ্য শান্তির নিমিত্ত দশবার প্রণব জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ

---

* অঙ্গবৈগুণ্যসিদ্ধ্যর্থং ইতি পাঠান্তরম্।

‡ কুর্য্যাৎ সর্ব্বসমাপনং ইতি চ পাঠান্তরং।

পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণান্ত করিতে হইলে, (দেবপক্ষে) ওঁ তৎসৎ আদ্যেত্যাদি-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতরমুকস্য এবং পিতামহস্য অমুকস্য, এবং প্রপিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকী দেব্যা এবং পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা এবং প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা, এবং মাতামহাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহীপর্য্যন্তানাং যথাক্রমং ষষ্ঠ্যন্তং নাম উল্লিখ্য আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (কাঞ্চনং বা) যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে।

(পিতৃপক্ষে যথা) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্মণঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ হইবে।

(মাতামহপক্ষে যথা) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকস্য এইরূপ বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্য্যন্ত যথাক্রমে ষষ্ঠ্যন্ত নাম উল্লেখ করিয়া কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্মণঃ ইত্যাদি অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ হইবে।

এই বাক্য মধ্যে বেষ্টনীর ( ) অন্তর্গত পদগুলি বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয় না; যুপশ্চিমাঞ্চলে উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বিপ্রাভাবে গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিঃক্ষিপেৎ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমিদং প্রোক্তং নিত্যসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৬৩ ॥
শ্রাদ্ধে পর্ব্বণি কর্ত্তব্যে পার্ব্বণত্বেন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৪ ॥
দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবেশয়োঃ।
পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥
নৈতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্ নান্দীমুখান্ বদেৎ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যায়িত্যত্র স্বধায়ৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬ ॥

অঙ্গেত্যাদি। অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কৃতমেতচ্ছ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত্বিতি কথনেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

এবমাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধবিধিমুক্ত্বেদানীং সবিশেষেণ তেনৈব বিধিনা পার্ব্বণাদিকমপি শ্রাদ্ধং বিধাতব্যমিত্যাহ, শ্রাদ্ধে ইত্যাদিভিঃ। পর্বণ্যমাবাস্যাদৌ কর্ত্তব্যে শ্রাদ্ধে কল্পনীয়েষ্বনুজ্ঞাবাক্যেষু পার্বণত্বেন শ্রাদ্ধং কীর্ত্তয়েদুচ্চারয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

দেবতাদীত্যাদি। দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবেশয়োশ্চ কর্ত্তব্যে শ্রাদ্ধে কল্পনীয়েষ্বনুজ্ঞাবাক্যেষু পার্ব্বণেন বিধানেনৈতচ্ছ্রাদ্ধমিত্যুদীরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

নৈতেষ্বিত্যাদি। এতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্ নান্দীমুখান্ ন বদেৎ কিং চ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চেতি মন্ত্রে নমোঽন্তে অস্তু পুষ্ট্যৈ ইত্যত্র স্বধায়ৈ ইতি পদমুচ্চরেৎ। অন্যৎ সর্বং পূর্ব্ববদেব বিধেয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

দ্বারা (২৮৪) কর্ম্ম সমাপন করিবে, এবং পাত্রীয় অন্ন ও পিণ্ড ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। ৬২ শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অভাবে ঐ সমুদায় দ্রব্য গাভী কিম্বা ছাগলকে প্রদান করিবে, অথবা উহা জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য দশবিধ সংস্কারের সময় যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা তোমার নিকট কহিলাম।৬৩ যদি অমাবস্যা প্রভৃতি কোন পর্ব উপলক্ষে উক্ত বিধানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নাম পার্ব্বণশ্রাদ্ধ।৬৪ দেবতাদি প্রতিষ্ঠার সময়, তীর্থযাত্রার সময় ও তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহ প্রবেশের সময় পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। ৭৫ এই সমুদায় শ্রাদ্ধের সময়

---

(২৮৫)—কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু; কৃতাঞ্জলিপুটে এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে 'দেবগুরুপ্রসাদাৎ অচ্ছিদ্রমস্তু' ব্রাহ্মণগণ এই উত্তর দিবেন।

পিত্রাদিত্রয়মধ্যে তু যো জীবতি বরাননে।
তস্যোর্দ্ধতনমুল্লিখ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ৬৭॥
জনকাদিষু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবর্জয়েৎ।
তেষু প্রীতেষু দেবেশি শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ৬৮॥
জীবৎপিতরি কল্যাণি নান্যশ্রাদ্ধাধিকারিতা।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পত্ন্যাঃ তথা নান্দীমুখং বিনা॥ ৬৯॥
একোদ্দিষ্টে তু কৌলেশি বিশ্বদেবান্ন পূজয়েৎ।
একমেব সমুদ্দিশ্যানুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পয়েৎ॥ ৭০॥
দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাৎ অন্নং পিণ্ডং চ মানবঃ।
যবস্থানে তিলা দেয়াঃ সর্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৭১॥

পিত্রাদীত্যাদি। ঊর্দ্ধতনম্ ঊর্দ্ধভবম্॥ ৬৭॥ ৬৮॥

জীবদিত্যাদি। হে কল্যাণি পিতরি জীবতি সতি পুত্রস্য মাতুঃ পত্ন্যাশ্চ শ্রাদ্ধং বিনা তথা নান্দীমুখমাভ্যুদয়িকমপি শ্রাদ্ধং বিনা অন্যশ্রাদ্ধাধিকারিত নাস্তীত্যন্বয়ঃ॥ ৬৯॥

একোদ্দিষ্ট ইত্যাদি। একোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধে॥ ৭০॥ ৭১॥

'নান্দীমুখান্ পিতৄন্' এই পদ বলিবে না এবং 'নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ,' এই পদের পরিবর্ত্তে 'নমঃ স্বধায়ৈ,' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ৬৬ (আর আর সমুদয় অবিকল আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের ন্যায় হইবে।)

বরাননে! পিতা প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার উর্দ্ধতন আর এক পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন। ৬৭ পরন্তু যদি পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষই জীবিত থাকেন, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। দেবেশি! এই তিন পুরুষ প্রীত হইলেই শ্রাদ্ধের ও যজ্ঞের সমুদয় ফল লাভ হইবে। ৬৮

কল্যাণি পিতা জীবিত থাকিতে মাতার শ্রাদ্ধ, পত্নীর শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন শ্রাদ্ধ করিবার কাহারো অধিকার নাই। ৬৯

প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষোঽয়ং গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জয়েৎ।
মৃতং সমুল্লিখেৎ প্রেতং বাক্যে দানেঽন্নপিণ্ডয়োঃ ॥ ৭২ ॥
একমুদ্দিশ্য যৎ শ্রাদ্ধম্ একোদ্দিষ্টং তদুচ্যতে।
প্রেতস্যান্নে চ পিণ্ডে চ মৎস্যং মাংসং নিযোজয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি শ্রাদ্ধং যৎ কুরুতে নরঃ।
প্রেতশ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুলনায়িকে ॥ ৭৪ ॥

প্রেতশ্রাদ্ধে ইত্যাদি। প্রেতশ্রাদ্ধে গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ ন কুর্য্যাৎ। অনুজ্ঞাবাক্যেঽন্নপিণ্ডয়োর্দানে চ মৃতং জনং প্রেতং সমুল্লিখেদুচ্চারয়েৎ। প্রেতশ্রাদ্ধে অয়ং বিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭২ ॥

নন্থ কিন্নাম একোদ্দিষ্টং তত্রাহ, একমুদ্দিশ্যেত্যাদি। নিযোজয়েৎ সমর্পয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

নন্থ প্রেতশ্রাদ্ধং কিং নাম তত্রাহ, অশৌচান্তাদিত্যাদি। অশৌচান্তাৎ অশৌচস্যান্তো যত্রাস্তি তদশৌচান্তং তস্মাৎ ॥ ৭৪ ॥

কুলেশ্বরি! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার সময় বিশ্বদেবগণের পূজা করিতে হইবে না। সে স্থলে কেবল একব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা বাক্য কল্পনা করিতে হইবে। ৭০ এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অন্ন ও পিণ্ড দান করিবে। ইহাতে সমুদায়ই পূর্ব্বের ন্যায়, পরন্তু কেবল যব স্থানে তিল প্রদান করিতে হইবে। ৭১ প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলে বিশেষ এই যে, ইহাতে গঙ্গাদির পূজা করিবে না; এবং বাক্য রচনার সময়, অন্নদানের সময় ও পিণ্ডপ্রদানের সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। ৭২ এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রেতশ্রাদ্ধে প্রেতের অন্নে ও পিণ্ডে মৎস্য ও মাংস প্রদান করিবে। ৭৩ কুলনায়িকে! মানবগণ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবে। ৭৪

দেবি! (এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে অশৌচবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।) যে স্থলে গর্ত্তস্রাব হয়, অথবা বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হয়, তদতিরিক্ত স্থলে সন্তান জন্মিলে বা মরিলে মানবগণ কুলাচারানুসারে সম্পূর্ণ অশৌচ গ্রহণ

গর্ভস্রাবাজ্জাতমৃতাৎ অন্যত্র মৃতজাতয়োঃ।
কুলাচারানুসারেণ মানবোঽশৌচমাচরেৎ॥ ৭৫॥
দ্বিজাতীনাং দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ।
শূদ্রসামান্যয়োর্দেবি মাসেনাশৌচকল্পনা॥ ৭৬॥
অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে।
শৃন্বতোঽপি গতাশৌচে সপিণ্ডস্য মৃতিং শিবে॥ ৭৭॥
অশুচির্নাধিকারী স্যাৎ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি।
ঋতে কুলার্চ্চনাদাদ্যে তথা প্রারব্ধকর্ম্মণঃ॥ ৭৮॥

অথ প্রসঙ্গাদশৌচাদিব্যবস্থামাহ, গর্ভস্রাবাদিত্যাদিভিঃ। গর্ভস্রাবাদ্গর্ভপাতাৎ জাতমৃতাৎ জাতঃ সন্নেব মৃতো জাতমৃতস্তস্মাচ্চান্যত্রান্যয়োর্মৃতজাতয়োঃ সতোর্মানবঃ স্বস্বকুলাচারানুসারেণাশৌচমশুচিক্রিয়ামাচরেৎ কুর্য্যাৎ॥ ৭৫॥

দ্বিজাতীনামিত্যাদি। উপনীতসপিণ্ডমরণে শিশুজননে চ দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং ক্রমতো দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ পক্ষেণাশৌচকল্পনা বিজ্ঞেয়া। শূদ্রসামান্যয়োস্তু মাসেনাশৌচকল্পনা জ্ঞেয়া। শূদ্রসামান্যবর্ণয়োরুপনয়নস্থানে বিবাহো জ্ঞেয়ঃ॥ ৭৫॥

অসপিণ্ডেত্যাদি। অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ সপিণ্ডভিন্নে গোত্রজে মৃতে সতি ত্রিরাত্রমশৌচমিষ্যতে। গতাশৌচেঽশৌচে গতে সপিণ্ডস্য মৃতিং মরণং শৃন্বতোঽপি জনস্য ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে॥ ৭৭॥

অশুচিরিত্যাদি। হে আদ্যে কুলার্চ্চনাত্তথা প্রারব্ধকর্ম্মণশ্চ ঋতে কুলার্চনপ্রারব্ধকর্ম্মভ্যামন্যস্মিন্ দৈবেপিত্রে চ কর্ম্মণি অশুচির্জ্জনোঽধিকারী ন স্যাৎ॥৭৮॥

করিবে (২৮৫); ৭৫ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগের পঞ্চদশ দিন, এবং শূদ্র ও সামান্য জাতির এক মাস অশৌচ হইয়া থাকে। ৭৬ শিবে! অসপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। কোন সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে যদি অশৌচ কালের পর তাহা শ্রবণ করে, তাহা হইলেও ঐরূপ তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। ৭৭ যাহার অশৌচ হইয়াছে,

---

(২৮৫)—ফলতঃ, নবম মাসে বা দশম মাসে মৃতসন্তান জন্মিলে সপিণ্ডদিগের সম্পূর্ণ জননাশৌচ হইবে। গর্ভস্রাব হইলে অথবা বালক জন্মিয়া সেই দিনেই মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ এবং জননীর সম্পূর্ণাশৌচ হইবে।

পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে।
ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ ॥ ৭৯ ॥
তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা।
মোহাদ্ভর্ত্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী ॥ ৮০ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকাংস্তু তেষামাজ্ঞানুসারতঃ।
প্রবাহয়েদ্বা নিখনেৎ দাহয়েদ্বাপি কালিকে ॥ ৮১ ॥
পুণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ পার্শ্বে বিশেষতঃ।
কুলীনানাং সমীপে বা মরণং শস্তমম্বিকে ॥ ৮২ ॥

পঞ্চেত্যাদি। পিতৃকাননে শ্মশানে ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

সে ব্যক্তি কুলপূজা ও প্রারব্ধ বা সঙ্কল্পিত কর্ম ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্মে অধিকারী হইতে পারিবে না। ৭৯

কুলেশ্বরি! পঞ্চবর্ষাধিকবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে শ্মশানে দগ্ধ করিবে (২৮৬)। কুলকামিনীকে ভর্ত্তার সহিত কদাপি দগ্ধ করিবে না। ৭৯ রমণীমাত্রেই তোমার স্বরূপ; তুমি এই জগতীতলে রমণীরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমানা রহিয়াছ; স্থতরাং যে নারী মোহাভিভূতা হইয়া ভর্ত্তার চিতারোহণ করে, সে নিরয়গামিনী হইয়া থাকে (২৮৭)। ৮০

কালিকে! যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের মৃত শরীর জলে ভাসাইয়া দিবে, বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে, অথবা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ৮১ অম্বিকে! পুণ্যক্ষেত্রে, তীর্থে, বিশেষতঃ ভগবতীর সমীপে, অথবা কৌলিকদিগের সমীপে মরণই প্রশস্ত। ৮২

---

(২৮৬)—এতদ্দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইল যে, যে বালকের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয় নাই, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে ভূগর্ভে নিখাত করিতে হইবে। পরন্তু স্মৃতিতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, দুইবৎসর বয়সের ন্যূন হইলে তাহাকে দাহ করিবে না। দুইবৎসর বা দুইবৎসরের অধিক হইলে তাহাকে দাহ করিবে।

(২৮৭)—পূর্ব পূর্ব যুগে সহমরণ অক্ষয়-স্বর্গ-জনক হইলেও কলিযুগে তাহা

বিভাবয়ন্ সত্যমেকং বিস্মরন্ জগতাং ত্রয়ম্।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৩ ॥
প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা স্নাপয়িত্বা ঘৃতোক্ষিতম্।
উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়য়েৎ তং চিতোপরি ॥ ৮৪ ॥
সম্বোধনান্তং তদ্গোত্রং প্রেতাখ্যানং সমুচ্চরন্।
দত্ত্বা পিণ্ডং প্রেতমুখে দহেদ্বহ্নিমনুং স্মরন্ ॥ ৮৫ ॥
পিণ্ডন্তু রচয়েত্তত্র সিদ্ধান্নৈস্তণ্ডুলৈশ্চ বা।
যবগোধূমচূর্ণৈর্ব্বা ধাত্রীফলসমং প্রিয়ে ॥ ৮৬ ॥

বিভাবয়ন্নিত্যাদি। বিভাবয়ন্ বিচিন্তয়ন্। স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ ৮৩ ॥

প্রেতভূমাবিত্যাদি। প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা ঘৃতোক্ষিতং ঘৃতাভ্যক্তং তং স্নাপয়িত্বোত্তরাভিমুখং কৃত্বা চিতোপরি তং শায়য়েৎ ॥ ৮৪ ॥

সম্বোধনান্তমিত্যাদি। সম্বোধনান্তং সম্বোধনবিভক্ত্যন্তং প্রেতাখ্যানং প্রেতনাম তদ্গোত্রঞ্চ সমুচ্চরন্ ওঁ অদ্যামুকগোত্র প্রেত পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যমুদীরয়ন্ প্রেতমুখে পিণ্ডং দত্ত্বা বহ্নিমনুং রমিতি মন্ত্রং স্মরন্ সন্ শবং দহেৎ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি মরণকালে জগত্রয় বিস্মৃত হইয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ৮৩

(দেবি। এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর।) প্রথমতঃ শব বহন পূর্ব্বক প্রেতভূমিতে লইয়া যাইবে। পরে ঐ মৃত দেহে ঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইয়া উহা চিতার উপরি উত্তরাভিমুখে শয়ন করাইবে। ৮৪

প্রত্যবায় জনক মহানির্বাণতন্ত্রে ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহানির্বাণতন্ত্রের ব্যবস্থার সমীচীনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই তন্ত্রের প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতেই অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন করেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে গৃহস্থধর্ম্মের যে বিধিব্যবস্থা আছে, উক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্ম-পুস্তকে প্রায় তাহাই অবিকল সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং এই স্থান পাঠ করিয়াই তিনি সহমরণপ্রথা উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। বলা বাহুল্য যে, তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

(৭)

স্থিতেষু প্রেতপুত্রেষু জ্যেষ্ঠে শ্রাদ্ধাধিকারিতা।
তদভাবেঽন্যপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠানুক্রমতো ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥
অশৌচান্তান্তদিবসে কৃতস্নানো নরঃ শুচিঃ।
মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থম্ উৎসৃজেত্তিলকাঞ্চনম্ ॥ ৮৮ ॥
গাং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতুবিনির্ম্মিতম্।
ভোজ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রেতস্বর্গায় তৎসুতঃ * ॥ ৮৯ ॥

স্থিতেম্বিত্যাদি। জ্যেষ্ঠে পুত্রে ॥ ৮৭ ॥

অশৌচান্তেত্যাদি। অশৌচান্তান্তদিবসে অশৌচান্তাদ্বাসরাৎ পরস্মিন্ বাসরে কৃতস্নানঃ শুচিশ্চ সন্নরঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্ত্যর্থমমুকগোত্রায়মুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতাংস্তিলানহমুৎসৃজে ইতি বাক্যেন মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থং তিলকাঞ্চনমুৎসৃজেৎ ॥ ৮৮ ॥

গামিত্যাদি। ওঁ অদ্যামুকগোত্রস্য প্রেতস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গার্থমমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গামিমামহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন সংসৃষ্টঃ

পরে সম্বোধনান্ত গোত্র সহিত প্রেত নাম উল্লেখ করিয়া (২৮৮) প্রেতমুখে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক রঁ এই বহ্নিবীজ স্মরণ করিতে করিতে তাহাকে দাহ করিবে। ৮৫ প্রিয়ে! ঐ স্থলে সিদ্ধান্ন দ্বারা, তণ্ডুল দ্বারা, যবচূর্ণ দ্বারা অথবা গোধূমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল সদৃশ পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। ৮৬

প্রেত ব্যক্তির অন্যান্য পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রাদ্ধে অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে (বা দূরদেশস্থিতি প্রভৃতি কারণে) জ্যেষ্ঠানুক্রমে অন্যান্য পুত্রাদিও শ্রাদ্ধাধিকারী হইতে পারিবে। ৮৭ মানব অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে কৃতস্নান ও শুচি হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব বিমুক্তির উদ্দেশে তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে (২৮৯)। ৮৮ পরে মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভের নিমিত্ত তদীয় পুত্র, গাভী ভূমি

---

* প্রেতস্বর্গায় সংস্থতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৮৮)—ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া প্রেতমুখে পিণ্ড প্রদান করিবে।

(২৮৯)—ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক-

গন্ধং মাল্যং ফলং তোয়ং * শয্যাং প্রিয়করীং তথা।
যদ্‌যৎ প্রেতপ্রিয়ং দ্রব্যং তৎ স্বর্গায় সমুৎস্মৃজেৎ॥ ৯০॥
ততস্তু বৃষভঞ্চৈকং ত্রিশূলাঙ্কেন লাঞ্ছিতম্।
স্বর্ণেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বরবাপ্তয়ে॥ ৯১॥
প্রেতশ্রাদ্ধোক্তবিধিনা শ্রাদ্ধং কৃত্বাতিভক্তিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রাহ্মণান্ কৌলান্ ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ॥৯২

প্রেতস্বর্গায় গাং দদ্যাৎ। ইত্থমেব কল্পিতেন তত্তদ্বাক্যেন ভূম্যাদিকমপি প্রেত-স্বর্গায় দদ্যাৎ॥ ৮৯॥ ৯০॥

ততস্ত্বিত্যাদি। তৎস্বরবাপ্তয়ে প্রেতস্বর্গাবাপ্তয়ে॥ ৯১॥ ৯২॥

বসন যান ধাতুপাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য উৎসর্গ করিবে (২৯০)। ৮৯ এইরূপে গন্ধ মাল্য ফল সলিল মনঃপ্রীতিকর শয্যা এবং অপর যে যে বস্তু প্রেত ব্যক্তির প্রিয়কর, তৎ সমুদায়ও সেই প্রেতের স্বর্গের নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে। ৯০ অনন্তর প্রেতের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত একটি বৃষভ ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত ও স্বর্ণ অলঙ্কারে অলকৃত করিয়া (উৎসর্গ পূর্ব্বক) ছাড়িয়া দিবে। ৯১

(শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে গো ভূমি বস্ত্র ভোজ্য প্রভৃতি দানের পর বৃষোৎসর্গ করিয়া পশ্চাৎ) সাতিশয় ভক্তিসহকারে প্রেতশ্রাদ্ধোক্ত বিধানুসারে শ্রাদ্ধ সম্পাদন

---

* গন্ধমাল্যং তথা তোয়ম্ ইতি চ পাঠঃ।

গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্তিপূর্ব্বক অক্ষয়স্বর্গকামঃ কাঞ্চনসহিতানেতান্ তিলান্ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। এই সঙ্কল্পবাক্য পাঠ পূর্বক মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ববিমুক্তির নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিতে হইবে।

(২৯০)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গামহং সম্প্রদদানি। এই বাক্য পাঠ করিয়া প্রেত ব্যক্তির স্বর্গলাভের উদ্দেশে গোদান করিবে। ভূমি বসন যান প্রভৃতি উৎসর্গের সময়েও এইরূপ বাক্য রচনা করিতে হইবে।

দানেষ্বশক্তৌ মনুজঃ কুর্ব্বন্ শ্রাদ্ধং স্বশক্তিতঃ।
বুভুক্ষিতান্ ভোজয়িত্বা প্রেতত্বং মোচয়েৎ পিতুঃ ॥৯৩॥
আদ্যৈকোদ্দিষ্টমেতত্তু প্রেতত্বান্মুক্তিকারণম্।
বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাদন্নং গতাসবে ॥ ৯৪ ॥
বহুভির্ব্বিধিভিঃ কিং বা কর্ম্মভির্ব্বহুভিশ্চ কিম্।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চনাৎ ॥ ৯৫ ॥
বিনা হোমাজ্জপাৎ শ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কর্ম্মসু।
সম্পূর্ণকার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ একয়া কৌলিকার্চয়া ॥ ৯৬ ॥

দানেম্বিত্যাদি। বুভুক্ষিতান্ ক্ষুধিতান্ ॥ ৯৩ ॥

আদ্যেত্যাদি। এতদাদ্যমেকোদ্দিষ্টং তু মৃতস্য প্রেতত্বান্মুক্তেঃ কারণং ভবতি। অতঃপরং বর্ষে বর্ষে মরণতিথৌ করিষ্যমাণে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে মৃতং প্রেতং নোচ্চারয়েদিত্যবগন্তব্যম্। গতাসবে বিগতপ্রাণায় ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কৌল অন্যান্য ক্ষুধিত জনগণকে ভোজন করাইবেন। ৯২ যে ব্যক্তি ভূমি শয্যা প্রভৃতি দানে অসমর্থ, সে ব্যক্তি স্বশক্তি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া বুভুক্ষিত জনগণকে ভোজন করাইলেই তাহার পিতার প্রেতত্ব মোচন হইবে। ৯৩ এই প্রেতশ্রাদ্ধই আদ্য একোদ্দিষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ হয়। অতঃপর প্রতি বৎসর মৃত তিথিতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিতে হইবে। ৯৪

অথবা প্রিয়ে! বহুবিধানের আবশ্যক নাই, বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানেও আবশ্যক নাই; মানবগণ যথাবিধানে একমাত্র কৌলের অর্চ্চনা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৯৫ পূর্ব্বোক্ত দশবিধ সংস্কারে অথবা কোন পৌষ্টিক কর্ম্মে কিংবা পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে যদ্যপি হোম জপ (ও যথা বিহিত পূজা প্রভৃতির) অনুষ্ঠান না করা যায়, এবং (যদ্যপি শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে) শ্রাদ্ধাদিও না করা হয়, তথাপি তত্তৎকালে একমাত্র কৌলের অর্চ্চনা করিলেই তত্তৎকার্য্য সমুদায়ের সম্পূর্ণ ফল ও সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। ৯৬

শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
অসিতাং পঞ্চমীং যাবৎ বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ৯৭॥
অন্যত্রাপি বিরুদ্ধেঽহ্নি গুর্ব্বৃত্বিক্‌কৌলিকাজ্ঞয়া।
কর্ম্মাণ্যপরিহার্য্যাণি কর্ম্মার্থী কর্ত্তুমর্হতি॥ ৯৮॥
গৃহারম্ভঃ প্রবেশশ্চ যাত্রারত্নাদিধারণম্।
সংপূজ্যাদ্যাং পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুর্য্যাদেতানি কৌলিকঃ॥ ৯৯॥
সংক্ষেপযাত্রামথবা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীং জপন্মন্ত্রং নত্বা গচ্ছেদ্‌যথামতি॥ ১০০॥
সর্ব্বাসু দেবতার্চাসু শারদীয়োৎসবাদিষু।
তত্তৎকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজাং সমাচরেৎ॥ ১০১॥

শুক্লামিত্যাদি। অসিতাং কৃষ্ণাম্। যাবদিত্যবধৌ॥ ৯৭॥

অন্যত্রাণীত্যাদি॥ ৯৮॥ ৯৯॥ ১০০॥ ১০১॥ ১০২॥

শিবোক্ত বিধান আছে যে, শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই কয়েক দিবসের মধ্যে শুভকর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিবে। ৯৭ পরন্তু কর্ম্মার্থী ব্যক্তি, গুরু ঋত্বিক্ ও কৌলিক ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে অন্য অবৈধ দিবসেও অপরিহার্য্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ৯৮

কৌলিক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ যাত্রা শঙ্খরত্ন প্রভৃতি ধারণ এই সমুদায় কর্ম্ম করিবার সময় অগ্রে পঞ্চ তত্ত্ব দ্বারা আদ্যাদেবীর পূজা করেন। ৯৯ অথবা সাধক সংক্ষেপ-যাত্রা করিতে পারেন। (সংক্ষেপ যাত্রার প্রকরণ এই যে,) সাধক দেবী ভগবতীর ধ্যান ও মন্ত্র জপ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন। ১০০

শারদীয় মহোৎসব প্রভৃতি সমুদায় দেবতা পূজা স্থলে, তত্তৎকল্পোক্ত বিধানানুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে; ১০১ পরন্তু আদ্যাকালিকার পূজা প্রকরণে যেরূপ বিধান আছে, তদনুসারে বলিদান ও হোম করিতে হইবে, এবং পরিশেষে

আদ্যাপূজোক্তবিধিনা বলিহোমং প্রযোজয়েৎ।
কৌলার্চনং দক্ষিণাঞ্চ কৃত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১০২॥
গঙ্গাং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ।
উদ্দেশ্যমর্চ্চয়েদ্দেবং সামান্যো বিধিরীরিতঃ॥ ১০৩॥
কৌলিকঃ পরমো ধর্ম্মঃ কৌলিকঃ পরদেবতা।
কৌলিকঃ পরমং তীর্থং তস্মাৎ কৌলং সদার্চ্চয়েৎ॥১০৪॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্বদেবতাঃ।
বসন্তি কৌলিকে দেহে কিন্ন স্যাৎ কৌলিকার্চ্চনাৎ॥১০৫॥
পূর্ণাভিষিক্তঃ সৎকৌলো যস্মিন্ দেশে বিরাজতে।
ধন্যো মান্যঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে সুরৈঃ॥ ১০৬॥
কৃতপূর্ণাভিষেকস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ।
পুণ্যপাপবিহীনস্য প্রভাবং বেত্তি কো ভুবি॥ ১০৭॥

গঙ্গামিত্যাদি॥ ১০৩॥ ১০৪॥ ১০৫॥ ১০৬॥ ১০৭॥ ১০৮॥

কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা পূর্ব্বক দক্ষিণান্ত করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১০২

অধিকন্তু সামান্য বিধি এই আছে যে, সর্ববিধ পূজাস্থলেই গঙ্গা বিষ্ণু শিব সূর্য্য ও ব্রহ্মা, এই পঞ্চ দেবের অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিতে হইবে। ১০৩

কৌলিক ব্যক্তিই পরম ধর্ম্ম, কৌলিক ব্যক্তিই পরম দেবতা, কৌলিক ব্যক্তিই পরম তীর্থ; অতএব সর্বদা সর্বতোভাবে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা করিবে। ১০৪ সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবতা, কৌলিক শরীরে অধিষ্ঠান করেন; অতএব সর্বতীর্থময় সর্ব্বদেবময় কৌলের পূজা করিলে কোন্ কার্য্য করা না হয়, কোন্ ফলই বা লাভ করিতে না পারা যায়। ১০৫ পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত সৎকৌল যে দেশে বাস করেন, সেই দেশই ধন্য, সেই দেশই মান্য, সেই দেশই পুণ্যতম। এমন কি দেবগণও তাদৃশ দেশে অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ১০৬ যে সাধক পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি

কেবলং নররূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ।
শিক্ষয়ন্ লোকযাত্রাঞ্চ কৌলো বিহরতি ক্ষিতৌ ॥১০৮॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো।
বিধানমভিষেকস্য কৃপয়া শ্রাবয়স্ব মাম্ ॥ ১০৯ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্‌যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্বন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা ॥ ১১০ ॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্ ॥ ১১১ ॥

পূর্ণাভিষেকবিধিং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্যেত্যাদি ॥ ১০৯ ॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, বিধানমিত্যাদি ॥ ১১০ ॥

প্রবলে ইত্যাদি। নক্তং রাত্রৌ ॥ ১১১ ॥ ১১২ ॥

পাপপুণ্য-রহিত ও সাক্ষাৎ-শিবস্বরূপ। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মহাত্মার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ হয়েন! ১০৭ কৌল ব্যক্তি, কেবল নিখিল জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত এবং লোকযাত্রা বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মানবরূপে ভূতলে বিচরণ করেন। ১০৮

শ্রীভগবতী কহিলেন। প্রভো! আপনি পূর্ণাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে উক্ত অভিষেকের বিধান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপাপূর্ণ হৃদয়ে কীর্ত্তন করুন। ১০৯

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তৎকালে গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। ১১০ অতঃপর যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মহাত্মাগণ আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক রাত্রিকালে অথবা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবেন। ১১১ অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্য সেবন করিলেই

নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষেকাৎ * কৌলঃ স্যাৎ চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ॥১১২॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বেঽহ্নি সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজয়েদ্‌গুরুঃ॥ ১১৩॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ প্রিয়ে॥ ১১৪॥

অথ পূর্ণাভিষেকস্য বিধানমাহ, তত্রেত্যাদিভিঃ। বিঘ্নেশং গণপতিম্॥ ১১৩॥ গুরুরিত্যাদি। চেৎ যদ্যনভিষিক্তত্বাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে গুরুরধিকারী ন স্যাত্তদাভিষিক্তকৌলেন পূর্ণাভিষেচনং সংস্কারং নরঃ সাধয়েৎ॥ ১১৪॥

কৌল হয় না; যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনি কৌল, কুলার্চ্চক ও চক্রাধীশ্বর হইতে পারেন। ১১২ (অভিষেক-বিধি যথা—)

অভিষেকের পূর্ব্বদিন গুরু, সর্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন। ১১৩ প্রিয়ে! যদি গুরু, শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে কোন পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে (২৯১)। ১১৪

---

* পূর্ণাভিষিক্ত ইতি পাঠান্তরম্।

(২৯১)—মন্ত্রগ্রহণ কালে মন্ত্রদাতার শরীরে গুরুত্ব ভাব জন্মে। পরে অভিষেক কালে ঐ গুরুত্ব মন্ত্রদাতার শরীর হইতে অভিষেক্তার শরীরে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে আছে, "গুরুত্যাগাদ্‌ভবেন্মৃত্যুঃ মন্ত্রত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" গুরু ত্যাগ করিলে মৃত্যু ও মন্ত্র ত্যাগ করিলে দারিদ্র্য হয়। গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরব নামক নরকে বাস হইয়া থাকে। এই বচনের তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। যিনি শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, যোগদীক্ষা, মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা, প্রভৃতি যে কোন সংস্কারে অভিলাষী হয়েন, এবং তাঁহার গুরু যদি স্বয়ং সেই সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়া থাকেন; তাহা হইলে শিষ্য সেই সংস্কারে সংস্কৃত অন্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিতে পারিবেন। তাহাতে গুরুত্যাগ জন্য দোষ হইবে না। তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি জ্ঞানং হি পরমো মতঃ। অতো যো জ্ঞানদানে হি নক্ষমস্তং ত্যজেৎ গুরুম্॥...ইহার তাৎপর্য্য এই যে উচ্চ সংস্কারাদি বিষয়ে যিনি শিষ্যের অভিলাষ রণ করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে পূ

খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১১৫॥
গণকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো নীবৃৎ বিঘ্নস্তু দেবতা।
কর্ত্তব্যকর্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা॥ ১১৬॥

অথ গণপতিপূজায়া বিধানমেবাহ, খান্তার্ণমিত্যাদিভিঃ। বিন্দুসংযুক্তমনুস্বার-সহিতং খান্তার্ণং খস্যান্তিমং গকাররূপমক্ষরমস্য বিঘ্নেশস্য বীজং প্রকীর্ত্তিতম্॥১১৫॥

অথ ঋষিন্যাসং বিধাতুং গণপতিবীজমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, গণক ইত্যাদিনা। অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণক ঋষির্নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্মণে। বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নায় দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যৃষিন্যাসং বিদধ্যাৎ॥ ১১৬॥

খ এই বর্ণের অন্তিমবর্ণে অর্থাৎ গকারে, চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে (গঁ) গণপতির বীজ হইবে। ১১৫ এই গণপতিমন্ত্রের গণক ঋষি, নীবৃৎ ছন্দঃ, বিঘ্নরাজ দেবতা, কর্ত্তব্য (পূর্ণাভিষেক) কর্মের বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত ইহার বিনিযোগ

পরে ঐরূপ অনধিকারী গুরুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্তশ্চেৎ দিব্যো বা বীর এব বা। তয়োরপি ন কর্ত্তব্যা শিষ্যেণ গুরুভাবনা॥ অর্থাৎ বীরভাবাবলম্বী হউন্ বা দিব্যভাবাপন্নই হউন্ শিষ্য যদি জ্ঞান বা উচ্চ সংস্কারের নিমিত্ত যদি গুর্ব্বন্তর আশ্রয় করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বগুরুত্বে আর গুরুত্ব কল্পনা করিবেন না। শেষোক্ত গুরুতে গুরুত্ব সঞ্চারিত হওয়ায় কেবল তিনিই গুরুপদবাচ্য হইবেন। পরন্তু যদি গুরু, শিষ্যের প্রার্থিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শিষ্য নিজ গুরু ত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না। এ অবস্থায় নিজ গুরু ত্যাগে গুরুত্যাগজনিত দোষ হইবে। এইরূপ সংস্কার, প্রার্থনা ব্যতিরেকে অন্য কারণে কেহ অন্য গুরু করিতে পারিবে না। তন্ত্রসারে আছে,—"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ। অতএব মহেশানি লক্ষমেকং গুরুং ত্যজেৎ॥" মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেরূপ এক পুষ্পে মধু পান করিয়া মধু ফুরাইলে সমধিক মধুপানের প্রত্যাশায় পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও সেইরূপ জ্ঞান পিপাসু হইয়া নিজ গুরুর নিকট না পাইলে অন্য গুরুর শরণাপন্ন হইতে পারিবে। মহেশ্বরি! ঈদৃশ অবস্থায় এক লক্ষ গুরুও পরিত্যাগ করা যাইতে পারিবে। ইহাতে গুরুত্যাগ জন্য কোন দোষই হয় না। এস্থলে শিবের অভিপ্রায় এই যে, পূর্ণাভিষেকাভিলাষী শিষ্য শাক্তাভিষিক্ত গুরুকে, ক্রমদীক্ষাভিলাষী শিষ্য পূর্ণাভিষিক্ত গুরুকে, সাম্রাজ্যদীক্ষাভিলাষী শিষ্য ক্রমদীক্ষিত গুরুকে, পরিত্যাগ পূর্বক অভিলাষ পূরণে সমর্থ অন্য গুরুকে আশ্রয় করিতে পারিবে।

ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌গণপতিং শিবে ॥১১৭॥
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানম্।
শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্।
বালেন্দূদ্দীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডম্।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ১১৮ ॥

ষড়িত্যাদি। ততঃ ষড়্‌দীর্ঘযুক্তেন মূলেন গণপতিবীজেনাঙ্গুষ্ঠাদীনি হৃদয়াদীনি চ ষড়ঙ্গানি প্রতি ন্যাসং সমাচরেৎ। গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈমনামিকাভ্যাং হুঁ। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ইত্যঙ্গুষ্ঠাদিষড়ঙ্গন্যাসম্। গাং হৃদয়ায় নমঃ গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুঁ। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ গঃ অস্ত্রায় ফট্। ইতি হৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাসং চ বিদধ্যাদিত্যর্থঃ। ততো গমিতি মন্ত্রেণ প্রাণায়ামং কৃত্বা গণপতিং ধ্যায়েৎ ॥ ১১৭ ॥

গণপতিধ্যানমেবাহৈকেন, সিন্দূরাভমিত্যাদি। হে ভক্তা গণপতিং গণেশানং যূয়ং ভজতেত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং গণপতিম্। সিন্দূরাভং সিন্দূরেণ [সিন্দূরস্যেব]

হইয়া থাকে (২৯২)। ১১৬ মূলমন্ত্রে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগপূর্ব্বক তাহা দ্বারা (করন্যাস ও) ষড়ঙ্গন্যাস করিবে (২৯৩)। শিবে ! অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া (২৯৫) গণপতির ধ্যান করিতে হইবে। ১১৭ (ধ্যানমূর্ত্তি যথা—)

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি করকমলচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন

---

(২৯২)—ঋষ্যাদিন্যাস যথা। অস্যগণপতিমন্ত্রস্য গণক ঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নরাজো দেবতা শ্বঃকর্ত্তব্যশুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ হৃদয়ে বিঘ্নরাজায় দেবতায়ৈ নমঃ।

(২৯৩)—করন্যাস যথা। গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈং অনামিকাভ্যাং হূঁ। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস যথা। গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুঁ। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

(২৯৪)—গঁ এই বীজমন্ত্র জপ সহকারে প্রাণায়াম করিতে হইবে।

ধ্যাত্বৈবং মানসৈরিষ্ট্বা পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ।
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী ॥১১৯॥

আভা দীপ্তির্যস্য যস্মিন্ বা তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশ ত্রিনেত্রং ত্রিলোচনম্ পুনঃ কীদৃশং পৃথুতরজঠরম্ অতিবিশালকুক্ষিম্। পুনঃ কীদৃশং হস্তপদ্মৈঃ পাণিকমলৈঃ শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টানি পাশমঙ্কুশং বরং চ দধানং দধতম্। পুনঃ কীদৃশম্ উরুকর-বিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্ উরৌ বিশালে করে শুণ্ডায়াং বিলসন ভাসমানো বারুণ্যা মদিরয়া পূর্ণঃ কুম্ভো যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলিং বালেন্দু-নোদ্দীপ্তো মৌলিঃ কিরীটং যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং করিপতিবদনং করিপতের্গজরাজস্যেব বদনং মুখং যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং বীজপূরার্দ্র-গণ্ডং বীজপূরেণ মদপ্রবাহেণার্দ্রৌ গণ্ডৌ কপোলৌ যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভোগীন্দ্রেণ সর্পরাজেন বদ্ধা ভূষা যস্য যেন বা তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং রক্তবস্ত্রেণাঙ্গে রাগো রক্তত্বং যস্য তথাভূতম্। [রক্তৌ বস্ত্রাঙ্গরাগৌ যস্য তম্। অঙ্গরাগঃ রক্তচন্দনকুঙ্কুমসিন্দূরাদিঃ] ॥ ১১৮ ॥

ধ্যাত্বৈবমিত্যাদি। এবং গণপতিং ধ্যাত্বা মানসৈরুপচারৈরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ। যাঃ

যাঁহার বিশাল শুণ্ডে বারুণীপূর্ণ কুম্ভ শোভা পাইতেছে, তরুণ শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান রহিয়াছে, যিনি গজরাজ-বদনে বিরাজিত, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূ-ষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর। ১১৮

এইরূপ ধ্যান পূর্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া [১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীক্রমে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে আধারশক্তি প্রভৃতি (নিত্যপূজাপদ্ধতি দ্রঃ)

(১ম) বাম নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, দক্ষিণ নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

(২য়) দক্ষিণ নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, বাম নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

(৩য়) পুনর্বার বাম নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, দক্ষিণ নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

অবিরাম এই তিনটিতে একটি প্রাণায়াম। যিনি ইহাতে অসমর্থ হইবেন, তিনি ৪।১৬।৮ বার জপে অথবা ১।৪।২ বার উক্তরূপে প্রাণায়াম করিবেন।

উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী।
পূর্বাদিতোঽর্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনম্॥ ১২০॥
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ।
অভ্যর্চ্য তচ্চতুর্দিক্ষু গণেশং গণনায়কম্॥ ১২১॥

পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েত্তা আহ, তীব্রা চেত্যাদিনৈকেন: পূর্বাদিতঃ ক্রমেণৈতাস্তীব্রাদ্যা অর্চ্চয়িত্বা প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ কমলাসনং পূজয়েৎ॥ ১১৯॥ ১২০॥

পুনরিত্যাদি। কৌলিকসত্তমঃ পুনর্গণেশানং ধ্যাত্বা পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ পূর্বোক্তমন্ত্রশোধিতৈর্ম্মদ্যাদিভিঃ পঞ্চতত্ত্বৈরন্যৈশ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদিভিরুপ-

---

পীঠদেবতার পূজার পর প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া 'নমঃ' এই পদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা] পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, ১১৯ উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে (২৯৫)। পরে প্রণব পাঠ পূর্ব্বক নমঃপদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে (২৯৬) ১২০

কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্বার ধ্যান করিয়া শোধিত পঞ্চতত্ত্বাদি উপচার দ্বারা গণপতির পূজা করিবেন (২৯৭)। পরে কৌল গণপতির চতুর্দ্দিকে, গণেশ

---

(২৯৫)—পূর্ব্বদিকে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণে ওঁ, ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁতেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

(২৯৬)—মন্ত্র যথা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কমলাসনায় নমঃ।

(২৯৭)—সাধকসম্প্রদায় প্রচলিত ব্যবহার এই যে তাঁহারা প্রথমে ষোড়শোপচারে গণেশের পূজা করিয়া পঞ্চোপচারে সূর্য্য বিষ্ণু শিব ভগবতীর পূজা করিয়া পরে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পুনর্বার গণেশের পূজা করিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা। গণেশং পূজয়িত্বাথ সূর্য্যং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। পুনর্যজেচ্চোপচারৈঃ পঞ্চভির্দর্শয়েত্ততঃ। দর্পণং ব্যজনং ছত্রং চামরং মুখবাসসম্। দ্বিজস্ত্রীণাং ব্রাহ্মণানামাশীর্বাদং প্রগৃহ্য চ অধিবাসং প্রকুর্ব্বীত, ইত্যাদি।

গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিকসত্তমঃ।
একদন্তং রক্তুতুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ॥ ১২২॥
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্॥ ১২৩॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তী-র্দিক্পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্ *।
তেষামস্ত্রাণি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জয়েৎ॥ ১২৪॥

চারৈরভ্যর্চ্চ্য চ তচ্চতুর্দ্দিক্ষু নমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্গণেশাদীন্ ক্রমতো যজেৎ॥ ১২১॥ ১২২॥ ১২৩॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রাহ্মীমুখা ব্রাহ্মীপ্রভৃতীরষ্টশক্তীরিন্দ্রাদীন্ দিক্পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্ তেষাং দিক্পালানামস্ত্রাণি চ সংপূজ্য বিঘ্নরাজ ক্ষমস্বেতি বাক্যেন বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ॥ ১২৪॥

গণনায়ক, ১২১ গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্তুতুণ্ড (২৯৮), লম্বোদর, গজানন, ১২২ মহোদর, বিকট ধূম্রাভ ও বিঘ্ননাশন, এই সমুদায় আবরণ দেবতার পূজা করিবেন (২৯৯)। ১২৩

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশ দিক্পালের পূজা করিয়া দিক্পালদিগের অস্ত্রসমুদায়ের পূজা পূর্ব্বক (৩০০) (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব, এই বাক্য দ্বারা) বিঘ্নরাজের বিসর্জ্জন করিবে (৩০১)। ১২৪

---

* প্রপূজয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৯৮)—অন্যান্য তন্ত্রে, সাধক-সম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে এবং একপঞ্চাশৎ গণেশের নাম মধ্যে রক্তুতুণ্ড শব্দের পরিবর্ত্তে বক্রতুণ্ড শব্দ আছে। এস্থলে আমাদের বোধহয়, লেখক প্রমাদে বক্রতুণ্ড শব্দ এক্ষণে রক্তুতুণ্ড হইয়া পড়িয়াছে।

(২৯৯)—মন্ত্র যথা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণনায়কায় নমঃ। ইত্যাদি

(৩০০)—ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা এবং অস্ত্রাদিসমেত দশদিক্পালের পূজা নিত্য পূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

(৩০১)—সাধকসম্প্রদায়ের রীতি এই যে তাঁহারা গণেশের পূজার পর ঐ ঘটেই ক্রমশঃ সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও ভগবতীর পূজা করিয়া থাকেন। ইহার বিধানও

এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশম্ অধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈঃ ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্॥ ১২৫॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্।
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যঞ্চৈকমপি প্রিয়ে॥১২৬॥

এবমিত্যাদি। এবং বিঘ্নেশং সংপূজ্য বক্ষ্যমাণেন বিধিনা অধিবাসনমাচরেৎ কুর্য্যাৎ॥ ১২৫॥

তত ইত্যাদি। ততো দিনাৎ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিত ক্রিয়শ্চ সন্ ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষদুষ্কৃতক্ষয়কামোঽমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতাংস্তিলানহমুৎসৃজে ইতি বাক্যে-

---

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগের ভোজন করাইবে। ১২৫

প্রিয়ে! অনন্তর পরদিনে (সর্বৌষধি জলে বা আমলক জলে, ওঁ প্রলেহতো ঽখিলসিদ্ধিদায়িন্যৈ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে) স্নান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া আজন্মকৃত সমুদায় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত (সঙ্কল্প পূর্বক যথাসাধ্য গায়ত্রী জপ ও) তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে (৩০৩); এবং কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটি ভোজ্যও উৎসর্গ করিতে হইবে (৩০২)। ১২৬ তদনন্তর সূর্য্যকে

আছে। যথা— গণেশং পূজয়িত্বা তু অর্কং বিষ্ণুং শিবং শিবাং (পূজয়েদিতি), এবং অভিষেকের পূর্বদিন গণেশাদি পূজা করিয়া পরদিন অভিষেকের পর বিসর্জ্জন করেন।

(৩০২)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা আজন্মকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষদুষ্কৃতপুঞ্জক্ষয়কামঃ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে এই বাক্য পাঠ করিয়া তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে এইরূপ বাক্য রচনা করিয়া তিলকাঞ্চনের দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। গায়ত্রীজপের সংকল্পও ঐরূপ যথা। ওঁ অদ্যেত্যাদি আজন্মকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষদুরিতক্ষয়কাম ইয়ৎসঙ্খ্যকগায়ত্রী জপমহং করিষ্যে।

(৩০৩)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা, কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ পরমব্রহ্মগোত্রায়

অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবগ্রহান্।
অর্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১২৭॥
কর্মণোঽভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
ততো গত্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্॥ ১২৮॥
ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে॥ ১২৯॥
আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
নির্ব্বিঘ্নং কর্মণঃ সিদ্ধিম্ উপৈমি ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ১৩০॥
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্।
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ॥ ১৩১॥

নাজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনমুৎসৃজেৎ। তথৈব কল্পিতেন বাক্যেন কৌলতৃপ্ত্যর্থমেকং ভোজ্যমপ্যুৎসৃজেৎ॥ ১২৬॥ ১২৭॥ ১২৮॥

যৎ প্রার্থয়েত্তদাহ, ত্রাহি নাথেত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্॥ ১২৯॥ ১৩০॥ ১৩১॥

অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। ১২৭ পরে কর্ম্মের অভ্যুদয় নিমিত্ত বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর শিষ্য (সায়ংকালে) গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, ১২৮ নাথ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের প্রভাকর স্বরূপ। কৃপানিধে! এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার মস্তকে ভবদীয় চরণকমলের ছায়া প্রদান করুন। ১২৯ মহাভাগ! আমার শুভ পূর্ণাভি-ষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি যেন আপনকার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিতে পারি। ১৩০

বৎস! তুমি শিবশক্তির (মায়োপহিত চৈতন্যের) আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত হও। মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। ১৩১

শ্রীঅমুকানন্দনাথায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে; পরন্তু ইহাতেও যথারীতি দক্ষিণান্ত করিতে হইবে।

ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে।
আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যা-বাপ্ত্যৈ সংকল্পমাচরেৎ ॥ ১৩২ ॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থং গুরোরাজ্ঞাং প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে আয়ুর্লক্ষ্মীবলা-রোগ্যপ্রাপ্ত্যৈ ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবধ্বংসকাম আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভপূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৩২ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ু লক্ষ্মী বল ও আরোগ্যে লাভের নিমিত্ত সংকল্প করিবে (৩০৪)। ১৩২

---

(৩০৪)—ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মী-বলারোগ্যকামশ্চ শুভপূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

সাধকসম্প্রদায়-প্রচলিত সঙ্কল্পবাক্য যথা ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা (স্বপত্নী-সহিতঃ। অমুকী দেবী স্বপতিসহিতা) সর্বোপদ্রবশান্তি-সর্ব্বরোগনিবারণ-ধনকীর্ত্ত্যা-য়ুর্ব্বৃদ্ধি-সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রাপ্তি-অসৌভাগ্যপ্রশমন-সর্বপাতকাপনয়ন-সর্বাশাপূরণ-মন্ত্রদোষ-নিবারণ-সর্বার্থসাধন-সর্বতীর্থফলাবাপ্তি-শত্রুকৃতাভিচারপ্রশমন-সর্বগ্রহদোষনিবারণ-ভূত রোগাদিশমন-ডাকিন্যাদিভয়বিধ্বংসন-বিষাদিকৃতদোষখণ্ডন-স্ত্রীকৃতাদিদোষশান্তি-নিদা ন-(কুলদীক্ষাশ্রবণ)-পাদুকামন্ত্রগ্রহণ—দশার্ণমন্ত্রশ্রবণ--দণ্ডকমণ্ডলুধারণ--ব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণদ্বারা সর্বমন্ত্রোপদেশকত্বরূপসদ্গুরুত্ব-সর্বমন্ত্রজপাধিকারিত্ব-সর্ব্বাপচ্ছান্তি সর্ব্ববিজয়-পরমৈশ্ব-র্যপরদৈবতমন্ত্রসিদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-শিবত্ব-সিদ্ধ্যৈ গুপ্তাবধূতভাবেন কৌলধর্মা-শ্রয়ার্থং গুরুদ্বারা (কৌলদ্বারা) মৎকর্ত্তব্য-শুভপূর্ণাভিষেকাঙ্গীভূত অমুকদেবতায়া যথাসম্ভবোপচারার্চ্চনানন্তরমষ্টোত্তরশতসাজ্য-কুলদ্রব্যান্বিত-বিল্বপত্রকারক-হোমপূর্বকং 'গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ' ইত্যাদি মহানির্বাণতন্ত্রোক্তমন্ত্রদ্বারা (ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তিঃ ইত্যাদ্যুত্তরতন্ত্রাদ্যুক্তমন্ত্রদ্বারা অথবা ওঁ তারিণী কালিকা চণ্ডা মহাচণ্ডা 'মহোৎসুকা' ইত্যাদি নিগমলতাদ্যুক্তমন্ত্রদ্বারা) অমুকদেবতার্চ্চিত-ঘটস্থকুল-দ্রব্যেণ শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মাহং করিষ্যে।

ততস্তু কৃতসংকল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈঃ অভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্‌গুরুম্॥ ১৩৩॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু কৃতসঙ্কল্পঃ শিষ্যো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈর্মাংসাদিসহিতৈঃ কারণৈর্মদ্যৈশ্চ গুরুমভ্যর্চ্চ্য ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মামুকগোত্রং শ্রীমন্তমমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রাদিভিরহং বৃণে ইতি বাক্যেন গুরুং বস্ত্রাদিভির্বৃণুয়াৎ॥ ১৩৩॥

গুরুরিত্যাদি। ততো গুরুর্গেহে গৃহে সার্দ্ধহস্তমিতামুচ্চকৈরুচ্চত্বে চতুরঙ্গুলাং চতুরঙ্গুলিপরিমিতাং মৃণ্ময়ীং বেদীং রচয়েৎ কল্পয়েৎ ইতি চতুর্থশ্লোক-

---

অনন্তর সেই কৃতসংকল্প সাধক বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ, ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে (৩০৫)। ১৩৩

তদনন্তর গুরু, গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে (পূজার নিমিত্ত বেদী

এরূপ বাক্য রচনার কারণ নিরুত্তর তন্ত্রে লক্ষিত হইবে। যথা। অভিষেকস্তু দ্বিবিধং রাজ্ঞো বা জ্ঞানিনামপি। রাজ্যাভিষেকে দেবেশি বৈদিকীঞ্চ ক্রিয়াংচরেৎ। জ্ঞানিনামভিষেকস্তু সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্। সর্বশান্তি করং পুণ্যং সর্বরোগনিবারণম্ ধনদং কীর্ত্তিদঞ্চৈব আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরং নৃণাম্। সর্বসৌভাগ্যজননং মহাপাতকনাশনম্। সর্বাশাপূরকং সর্বমন্ত্রদোষ নিবারণম্। সর্বার্থ সাধকং দেবি সর্বতীর্থফলপ্রদম্। অভিচারহরং সর্বগ্রহদোষবিনাশকম্। ভূতাবেশাদিশমনং ডাকিনীনাং ভয়াপহম্। তেজোবৃদ্ধিকরং দেবি বলবৃদ্ধিকরং পরম্। তক্ষকেনাপি দষ্টস্য বিষপীড়াবিনাশকম্। তেজোহ্রাসে বলহ্রাসে বুদ্ধিহ্রাসে ধনক্ষয়ে। স্ত্রীকৃতেষ্বপি দোষেষু শরীরে মানসে তথা। বিকারে দেশিকঃ কুর্য্যাদভিষেকং বিচক্ষণঃ। অসৌভাগ্যে চ নারীণাম্ অভিষেকঃ প্রবর্ত্ততে। গুরুত্বঞ্চ লভেদ্দেবি কর্ম্মাভিষেকবর্ত্মনা। বৈষ্ণবো জ্ঞানসম্পন্নঃ শৈবশ্চৈব কুলেশ্বরি! অভিষেকং প্রকুর্ব্বীত শাক্তশ্চ কুলভূষণঃ। মন্ত্রতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বেষাং অভিষেকেণ সিদ্ধ্যতি। অভিষেকেণ সর্বেষাম্ অধিকারো ভবেদ্ধ্রুবম্। ব্রাহ্মণস্য সুরাপানে ব্রাহ্মণ্যং ত্যজতে ক্ষণাৎ। অভিষেককৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে। স্বস্ববর্ণং পরিত্যজ্য শিবত্বঞ্চ প্রজায়তে। কুলাচারং বিনা দেবি মন্ত্রতন্ত্রং ন সিদ্ধ্যতি। অভিষেকং বিনা দেবি সিদ্ধবিদ্যাং দদাতি যঃ। তাবৎকালং বসেদ্‌ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ব্রহ্মত্বঞ্চ হরিত্বঞ্চ শিবত্বঞ্চ কুলেশ্বরি। সর্বসিদ্ধীশ্বরত্বঞ্চ অভিষেকেণ জায়তে॥ ইত্যাদি।

গুরুর্ম্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে।
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপল্লবশোভিতে॥ ১৩৪॥
কিঙ্কিণীজালমালাভিঃ চন্দ্রাতপবিভূষিতে।
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিঃ তমোলেশবিবর্জ্জিতে॥ ১৩৫॥
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈঃ যক্ষধূপৈঃ সুবাসিতে।
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈঃ দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে॥ ১৩৬॥
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীম্ উচ্চকৈশ্চতুরঙ্গুলাম্।
রচয়েন্মৃন্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ॥ ১৩৭॥

গতৈঃ পদৈরন্বয়ঃ। মনোহরে ইত্যাদিনী সপ্তম্যন্তানি পদানি গেহস্য বিশেষণানি ভবন্তীতি জ্ঞেয়ম্। চিত্রধ্বজপতাকাভিশ্চ শোভিতে॥ ১৩৪॥

কিঙ্কিণীত্যাদি। কিঙ্কিণীজালমালাভিঃ ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহমালাভিশ্চ ভূষিতে॥১৩৫॥ কর্পূরেত্যাদি। যক্ষধূপৈঃ শালবৃক্ষরসৈঃ। বর্হৈঃ ময়ূরপক্ষৈঃ॥ ১৩৬॥

সার্দ্ধহস্তমিত্যাদি। ততঃ পরং শ্রীগুরুস্তত্র রচিতায়াং বেদ্যাং পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈরক্ষতসম্ভবৈশ্চূর্ণৈঃ সুমনোহরং সর্বতোভদ্রং মণ্ডলং বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। অসিতৈর্নীলবর্ণৈঃ। শ্যামলৈর্হরিদ্বর্ণৈঃ॥ ১৩৭॥ ১৩৮॥

নির্ম্মাণ করিবে)। ঐ গৃহ মনোরম ধ্বজপতাকা দ্বারা ও ফলপল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। ১৩৪ কিঙ্কিণী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জ্বালিয়া দিতে হইবে যে, সেখানে যেন অন্ধকারের লেশমাত্রও না থাকে।১৩৫ কর্পূর সহিত ধূপ দ্বারা ও যক্ষধূপ অর্থাৎ ধূনা দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। চামর, ব্যজন (পাখা), ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে। ১৩৬

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ এবং দীর্ঘে ও প্রস্থে সার্দ্ধহস্ত পরিমিত একটি মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত ও শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণে রঞ্জিত অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা

নিরুত্তর তন্ত্রের এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বতন সাধকগণ ইহা হইতে পদগুলি লইয়া কিরূপ সংকল্প করিতেন। মহানির্বাণ তন্ত্রে তাহার স্পষ্টরূপ বিধান নাই।

(৩০৫)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধয়ে অমুকতন্ত্রোক্ত অমুকমন্ত্র দ্বারা অমুকদেবতার্চ্চিত ঘটস্থ কুলদ্রব্যেণ শুভপূর্ণাভিষেকার্থং পরমব্রহ্মগোত্রং সশক্তিকং শ্রীঅমুকানন্দনাথং ভবন্তং গুরুত্বেন অহং বৃণে। এইরূপ সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরম্।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ॥ ১৩৮॥
স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চাবধিক্রিয়াম্ *।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ॥ ১৩৯॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পুরঃকল্পিতমণ্ডলে।
স্বার্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃন্ময়ং ঘটমেব বা॥ ১৪০॥
ক্ষালিতঞ্চাস্ত্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্।
স্থাপয়েদ্‌ব্রহ্মবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ শ্রিয়া॥ ১৪১॥

স্বস্বেত্যাদি। ততঃ স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চ্চাবধিক্রিয়াং মানসপূজা-পর্য্যন্তাং ক্রিয়াং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ মদ্যাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ॥ ১৩৯॥

সংশোধ্যেত্যাদি। মন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি সংশোধ্য পুরঃকল্পিতে সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলেঽস্ত্রবীজেন ফট্ মন্ত্রেণ ক্ষালিতং ধৌতং দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতং দধ্যক্ষতৈ-র্বিলিপ্তং স্বার্ণং সুবর্ণভবং রাজতং রজতোদ্ভবং তাম্রোদ্ভবং মৃণ্ময়মেব বা ঘটং ব্রহ্মবীজেন প্রণবেন স্থাপয়েৎ। শ্রিয়া শ্রীঁ বীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েচ্চ॥১৪০॥১৪১

ক্ষকারাদ্যৈরিত্যাদি। ততো বিন্দুবিভূষিতৈরনুস্বারালঙ্কৃতৈঃ ক্ষকারাদ্যৈ-

---

করিবেন। ১৩৭।১৩৮ পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত-বিধানানুসারে মানস পূজা পর্য্যন্ত সমু-দায় কার্য্য সমাধান করিয়া পূর্ব্বকথিত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন। ১৩৯

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর, সুবর্ণনির্ম্মিত রজতনির্ম্মিত তাম্রনির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট, ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত করিয়া, তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপন পূর্বক, প্রণব উচ্চারণ সহকারে তাহা পূর্ব্বরচিত ঐ সর্ব্বতো-ভদ্র মণ্ডলের মধ্যস্থলে স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ বীজ পাঠ পূর্ব্বক সিন্দুর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিতে হইবে। ১৪০।১৪১ অনন্তর চন্দ্রবিন্দু বিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত একপঞ্চাশৎ বিলোম-মাতৃকা পাঠ পূর্বক মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ দ্বারা তীর্থজল দ্বারা অথবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে।

---

* মানসার্চ্চাবিধিক্রিয়াম্ ইত্যপি পাঠঃ।

ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈঃ বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ।
মূলমন্ত্রত্রিজাপেন পূরয়েৎ কারণেন তম্॥ ১৪২॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপি বা।
নবরত্নং স্থবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ১৪৩॥
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থ-বকুলাম্রসমুদ্ভবম্ *।
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাৎ বাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ॥ ১৪৪॥
শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলাক্ষতসমন্বিতম্।
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি॥ ১৪৫॥

রকারান্তৈর্বর্ণৈঃ সহ মূলমন্ত্রস্য ত্রিজাপেন কারণেন মদ্যেনাথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পবিত্রেণাদ্যেন পাথসা জলেনাপি বা তং ঘটং পূরয়েৎ। ততো ঘটমধ্যে নবরত্নং স্থবর্ণং বা বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ১৪২॥ ১৪৩॥

পনসেত্যাদি। তন্মুখে ঘটমুখে। বাগ্‌ভবেন ঐমিতি মন্ত্রেণ॥ ১৪৪॥

শরাবমিত্যাদি। ততঃ ফলাক্ষতসমন্বিতং স্থবর্ণাদিভবং মার্ত্তিকং মৃত্তিকোদ্ভবং বাপি শরাবং রমাং শ্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি চ বীজং সমুচ্চার্য্য পল্লবোপরি স্থাপয়েৎ॥ ১৪৫॥

পরে নবরত্ন বা স্থবর্ণ (৩০৬) ঐ ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে।১৪২।১৪৩ অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐঁ এই বীজ উচ্চারণ পূর্বক কলস-মুখে কাঁঠাল উড়ুম্বর (৩০৭) অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবেন। ১৪৪ পরে 'শ্রীঁ হ্রীঁ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপতণ্ডুল ও ফল সমন্বিত স্থবর্ণময় রজতময় তাম্রময় বা মৃণ্ময়

---

* পালাশোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবম্ ইতি চ পাঠঃ।

(৩০৬)—এখানে স্থবর্ণ শব্দের অর্থ একটি মোহর বা এক'ভরি সোণা। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে কথিত হইয়াছে, 'কর্ষং স্থবর্ণস্য স্থবর্ণসংজ্ঞম্।' একতোলা স্বর্ণই স্থবর্ণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটে একভরি স্থবর্ণ দেওয়াই সাধকসম্প্রদায়ের ব্যবহার।

(৩০৭)—এতদ্দেশে সচরাচর বট, অশ্বত্থ, আম্র, উড়ুম্বর বা যজ্ঞডুমুর, ও পাকুড়, পঞ্চপল্লবরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্ত্রে এরূপ বিধিও আছে। উত্তরতন্ত্র কৌলিকার্চনদীপিকা প্রভৃতিতে পনস, বট, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব দিবার বিধি আছে।

বধ্নীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে।
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৪৬॥
স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে।
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ১৪৭ ॥
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাৎ গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্।
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ।
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৯ ॥

বধ্নীয়াদিত্যাদি। নন্থ কিংবর্ণেন বস্ত্রযুগ্মেন ঘটস্য গ্রীবাং বধ্নীয়াদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শক্তৌ রক্তমিত্যাদি ॥ ১৪৬ ॥
স্থাং স্থীমিত্যাদি। ততঃ স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভবেতি মন্ত্রং পঠিত্বা স্থিরীকৃতঘটান্তরে পঞ্চতত্ত্বানি নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্বোক্তবিধিনা নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥
নন্থ কিং দ্রব্যোদ্ভবানি নবপাত্রাণি বিন্যসেত্তত্রাহ, রাজতমিত্যাদি। মহাশঙ্খং নরকপালম্ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবেন। ১৪৫ বরাননে! পরে বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবা বন্ধন করিতে হইবে। শক্তিপূজা বিষয়ে রক্তবস্ত্র এবং বিষ্ণুপূজা বিষয়ে ও শিবপূজা বিষয়ে শ্বেত বস্ত্রই প্রশস্ত।১৪৬ অনন্তর 'স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সেই ঘট স্থিরীকৃত করিয়া তন্মধ্যে (অন্য ঘটে) পঞ্চতত্ত্ব প্রদানানন্তর সম্মুখে নবপাত্র স্থাপন করিবেন। ১৪৭

শক্তিপাত্র রজত-নির্মিত, গুরুপাত্র স্বর্ণ-নির্মিত, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খ-নির্মিত এবং যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, পাদ্যপাত্র প্রভৃতি অন্য ছয় পাত্র তাম্র নির্মিত করিতে হইবে। ১৪৮ পাষাণনির্মিত পাত্র কাষ্ঠনির্মিত পাত্র ও লৌহনির্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত পাত্রেও মহাদেবীর অর্চনা হইতে পারে। ১৪৯

এইরূপ পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ-

পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরূন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ।
ততস্ত্বমৃতসংপূর্ণঘটমভ্যর্চয়েৎ সুধীঃ॥ ১৫০॥
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ।
পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥ ১৫১॥

পাত্রাণামিত্যাদি। গুরূন্ দেবীমিতি আনন্দভৈরবাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। প্রতর্পয়েৎ পূর্ব্বোক্তেন তত্তন্মন্ত্রেণ॥ ১৫০॥

দর্শয়িত্বেত্যাদি। ততো ঘটং প্রতি ধূপদীপৌ দর্শয়িত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ দদ্যাৎ॥ ১৫১॥ ১৫২॥

ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে (৩০৮)। পরে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবেন। ১৫০ পরে ধূপ দীপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিতে

---

(৩০৮)—অন্যান্য তন্ত্রেও বিহিত হইয়াছে যে,—উক্ত পূজাঘট বা দেবতার পূজার যন্ত্র স্থাপন করিয়া বিশেষ পূজাকালে বামে সুধাঘট স্থাপন, পরে সম্মুখে অর্থাৎ দেবতা ও পূজকের মধ্যস্থলে শ্রীপাত্র স্থাপন করিয়া, পুনরায় সুধাঘটের নিকট হইতে শ্রীপাত্রের নিকট পর্য্যন্ত সুধাঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যে, গুরুপাত্রাদিক্রমে অবশিষ্ট অষ্টপাত্র স্থাপন করিবে। অস্মদ্দেশে অর্থাৎ বিষ্ণুক্রান্তায় সাধকসম্প্রদায়ে এইরূপই প্রচলিত। পরন্তু এই তন্ত্রে এস্থলে দেখিতেছি যে, টীকাকার স্বতন্ত্র সুধাঘট স্থাপন না করিয়া দেবতার ঘটই সুধাঘটরূপে ব্যবহৃত করিতেছেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য পাত্র স্থাপনে সুধা কোথা হইতে ব্যবহৃত হইবে বুঝিতে পারিলাম না। ঘটের মুখে ফল পল্লবাদি রহিয়াছে, তাহা হইতে সুধা গ্রহণ করিতে হইলে, ঐ সকল অপসারিত করিতে হয়। স্থিরীকরণের পর বারম্বার ঐ সকল অপসারণ বিহিতও নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয়। আমাদের বোধ হয় উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "ঘটান্তরে" শব্দের অর্থ অন্য ঘটে। পূর্ব্বে পূজা প্রকরণে সুধাঘট স্থাপনের বিধি দেওয়া হইয়াছে। এইস্থলে অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব নিক্ষেপের উল্লেখ করিয়া সেই সুধাঘট স্থাপনেরই বিধি দিলেন।

গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণমন্ত্র ২৬১ পৃষ্ঠা ১৩৩ সঙ্খ্য টিপ্পনীতে, দেবীর তর্পণমন্ত্র ২৬২ পৃষ্ঠা ১৩৪ সঙ্খ্য টিপ্পনীতে আছে। এতদ্ব্যতীত আবরণতর্পণ, পঞ্চদশ যোগিনী তর্পণ, অষ্টশক্তি-তর্পণ, সাবরণ দশদিকপাল-তর্পণ, দিব্যোঘ-সিদ্ধোঘ-মানবৌঘ-গুরুপংক্তি-তর্পণ, ষড়ঙ্গতর্পণ, অস্ত্রাদিতর্পণ ও ভৈরবতর্পণ ২৭৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মূলে ও টিপ্পনীতে বিবৃত আছে। এ সমুদায় তর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ॥ ১৫২॥
হোমান্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধকান্।
পুষ্পচন্দনবাসোভিঃ অর্চয়েৎ সদ্গুরুঃ শিবে॥ ১৫৩॥
অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতি কুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্॥ ১৫৪॥

হোমান্তেত্যাদি। হোমান্তকৃত্যং হোমপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধয়িত্বা॥ ১৫৩॥ ১৫৪॥

হইবে(৩০৯)। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে(৩১০)।১৫১ পরে প্রাণায়ামের পর (৩১১) মহেশ্বরীর ধ্যান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া (৩১২) স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে (৩১৩); পরন্তু কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না।১৫২ শিবে। অনন্তর সদ্গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম সম্পন্ন করিয়া (৩১৪) পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগের ও শক্তিসাধক-দিগের অর্চ্চনা করিবেন।১৫৩ (পরে গুরু 'অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে, কৌলদিগের অনুমতি লইবেন। মন্ত্রার্থ যথা—)কুলব্রত কৌল-গণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আমার শিষ্যের এই পূর্ণাভিষেক সংস্কার বিষয়ে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন। ১৫৪

---

(৩০৯)—সাধকগণ তন্ত্রান্তরের বিধানুসারে ক্রমশঃ বটুক, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল ও গণেশের বলি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের বলি প্রদান করিয়া থাকেন যিনি ইহাতে অসমর্থ হয়েন, তিনি কেবল সর্বভূতবলি প্রদান করেন। এই সমুদায় বলিমন্ত্র অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতি দেখিবেন।

(৩১০)—পীঠদেবতা ২১০ পৃষ্ঠা ৯৮ সংখ্যা টিপ্পনীতে এবং ষড়ঙ্গন্যাস ২০৬ পৃষ্ঠা ৯৬ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখুন।

(৩১১)—প্রাণায়ামকরিবার প্রণালী ৮০ পৃষ্ঠা ২৯ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে।

(৩১২)—ধ্যান ২১৩ পৃষ্ঠায় এবং আবাহন ২৬৮ পৃষ্ঠা ১৩৯ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখিবেন।

(৩১৩)—পূজার নিয়ম ২৭৩ পৃষ্ঠা ১৪৩ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে।

(৩১৪)—হোমবিধান ২৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তংব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।
শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ॥ ১৫৫॥
শিষ্যেণ চ গুরুর্দেবীম্ অর্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে।
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্বিমলং ঘটম্॥ ১৫৬॥
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মরতোঽস্তু মে॥১৫৭॥

এবমিত্যাদি। পরতত্ত্বপরায়ণঃ পরংব্রহ্মতৎপরঃ॥ ১৫৫॥

শিষ্যেণেত্যাদি। ততো গুরুঃ শিষ্যেণ দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে পূজিতে ঘটে কামং মায়াং রমাং ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রং জপ্ত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ বিমলং ঘটং চালয়েৎ॥ ১৫৬॥

ঘটচালনমন্ত্রমেবাহ, উত্তিষ্ঠেত্যাদ্যম্॥ ১৫৭॥

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদর পূর্ব্বক 'মহামায়াপ্রসাদেন' ইত্যাদি অনুমতিসূচক মন্ত্র বলিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) মহামায়ার প্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনাকার শিষ্য পূর্ণাভিষেক দ্বারা পরতত্ত্ব-পরায়ণ ও পূর্ণ হউন। ১৫৫

অনন্তর গুরু, সেই অর্চ্চিত ঘটে শিষ্য দ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা পূর্ব্বক সেই ঘটের উপরি 'ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্র জপ করিয়া 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে সেই নির্ম্মল ঘট চালিত করিবেন। ১৫৬ (মন্ত্রার্থ যথা—) ব্রহ্ম-কলস! তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা স্বরূপ। তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লব দ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হউক (৩১৫)। ১৫৭

গুরু এই মন্ত্রে কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃপাযুক্ত হৃদয়ে উত্তরাভিমুখ

---

(৩১৫)—ঘট পরিচালিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সাধকগণ দেবতা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। অন্যান্য তন্ত্রেও এই স্থলেই বিসর্জ্জনের বিধি আছে।

ইত্থং সঞ্চাল্য কলশম্ উত্তরাভিমুখং গুরুঃ।
মন্ত্রেরেতৈর্বক্ষ্যমাণৈঃ অভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ॥ ১৫৮॥
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতাদ্যা প্রণবং বীজমীরিতম্।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৯॥
গুরুবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দুর্গালক্ষ্মীভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥ ১৬০॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬১॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থং কলশজ্ঘটং সঞ্চাল্য কৃপান্বিতো গুরুরুত্তরাভিমুখং শিষ্যং বক্ষ্যমাণৈরেতৈর্মন্ত্রৈরভিষিঞ্চেৎ॥ ১৫৮॥

অথ পূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণামৃষ্যাদিকমাহ, শুভপূর্ণাভিষেকস্যেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা প্রণবো বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে প্রণবায় বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ ইত্যৃষিন্যাসো বিধাতব্যঃ॥ ১৫৯॥

শিষ্যকে পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে অভিষিক্ত করিবেন। ১৫৮ এই শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যাকালী, বীজ প্রণব, এবং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে ইহার বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (৩১৬)।১৫৯

(পূর্ণাভিষেক-মন্ত্রের অর্থ যথা—) গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা লক্ষ্মী ভবানী প্রভৃতি মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬০ ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী, ইহাঁরা সকলে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ১৬১

---

(৩১৬)—শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষ্যাদিকীর্ত্তন যথা। এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা প্রণবো বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। অন্যান্য ঋষ্যাদির ন্যায় এস্থলে 'শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ' ইত্যাদিরূপ ন্যাস করিতে হইবে না।

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা ॥ ১৬২ ॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ ॥ ১৬৩ ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা ॥ ১৬৪ ॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৫ ॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৬ ॥
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৭ ॥

অর্থ গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তিত্যাদীনভিষেকমন্ত্রানেবাহ, গুরব ইত্যাদি। ত্বা ত্বাম্ ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥

নারসিংহীত্যাদি। ত্বা ত্বাম্ ॥ ১৬৩ ॥

ভৈরবীত্যাদি। তে ইতি কর্ম্মণঃ শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ ষষ্ঠী ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥ ১৬৮ ॥ ১৬৯ ॥

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী সরস্বতী বগলা বরদা ও শিবা, ইহাঁরা সকলে তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬২ নারসিংহী বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী ইন্দ্রাণী বারুণী ও রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৩ ভৈরবী ভদ্রকালী তুষ্টি পুষ্টি উমা ক্ষমা শ্রদ্ধা কান্তি দয়া ও শান্তি, ইহাঁরা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৪ মহাকালী মহালক্ষ্মী মহানীলসরস্বতী উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা, ইহাঁরা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৫ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃপতি বামন রাম ও পরশুরাম, ইহাঁরা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। ১৬৬ অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর কপালী ও ভীষণ, ইহাঁরা সলিল

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ১৬৮॥
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥ ১৬৯॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ॥ ১৭০॥
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
ঋতুর্মাসো হায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ১৭১॥

রবিত্যাদি। জীবো বৃহস্পতিঃ। সিতঃ শুক্রঃ॥ ১৭০॥ ১৭১॥ ১৭২॥

দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন (৩১৭)।১৬৭ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা ও মহোগ্রা, ইহাঁরা সর্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৮ ইন্দ্র বহ্নি পিতৃপতি নৈঋর্ত বরুণ মরুৎ কুবের ও ঈশান, এই অষ্ট দিকৃপাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৬৯ রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু, এই গ্রহগণ ও সমুদায় নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৭০ অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, বব প্রভৃতি করণগণ, বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ, বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস ও (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে মিলিত) বৎসর, ইহাঁরা সর্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৭১ লবণসমুদ্র ইক্ষুসমুদ্র সুরাসমুদ্র ঘৃতসমুদ্র

---

(৩১৭)—উত্তরতন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য তন্ত্রে মূল এইরূপ আছে যে, "অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্তসংজ্ঞকঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা। অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড ভৈরব ক্রোধ ভৈরব, উন্মত্ত ভৈরব, কপালী ভৈরব, ভীষণ ও সংহার ভৈরব, এই অষ্ট ভৈরব মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। সুতরাং এস্থলে মূলের এরূপ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিলে তন্ত্রান্তরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, যথা; অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড ভৈরব, ক্রোধ ভৈরব, উন্মত্ত ভৈরব, কপালী ভৈরব; ভীষণ ভৈরব, ভয়ঙ্কর অর্থাৎ সংহার ভৈরব, ইহাঁরা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে অষ্ট ভৈরবের সংখ্যাও পূর্ণ হয় না

লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৭২॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৭৩॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং মহীধরাঃ॥ ১৭৪॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥ ১৭৫॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ পরমব্রহ্মতেজসা॥ ১৭৬॥

গঙ্গেত্যাদি। সূর্য্যসুতা সূর্য্যপুত্রী যমুনা॥ ১৭৩॥

অনন্তাদ্যা ইত্যাদি। অনন্তাদ্যাঃ শেষপ্রভৃতয়ঃ। সুপর্ণাদ্যাঃ গরুড়াদয়ঃ। পতত্রিণঃ পক্ষিণঃ॥ ১৭৪॥ ১৭৫॥

দৌর্ভাগ্যমিত্যাদি। শুচঃ শোকাঃ॥ ১৭৬॥ ১৭৭॥

দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও স্বাদূদকসমুদ্র, এই সমুদায় সমুদ্রগণ মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৭২ গঙ্গা যমুনা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী সরযূ গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, এই সমুদয় নদী মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৭৩ অনন্ত প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষীগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও মহীধরগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৭৪ পাতালচারী ভূতলচারী ও ব্যোমচারী মঙ্গলকারী জীবগণ, এই পূর্ণাভিষেককালে পরিতুষ্ট হইয়া সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।১৭৫ পূর্ণাভিষেক নিবন্ধন পরমব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য অযশ রোগ ও দৌর্মনস্য এবং শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।১৭৬

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ ও যোগিনীগণ, ইহারা অভিষেক দ্বারা ও

অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৭৭॥
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽরিষ্টকারকাঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৭৮॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্কায়জা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥ ১৭৯॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ ১৮০॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্গুরুঃ॥ ১৮১॥

ভূতা ইত্যাদি। অরিষ্টকারকাঃ অশুভোৎপাদকাঃ॥১৭৮॥১৭৯॥১৮০॥১৮১॥
পূর্ব্বোক্তেত্যাদি। ততঃ কৌলিকো গুরুঃ শক্তিসাধকান্ জ্ঞাপয়ন্ সন্

কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। ১৭৭ ভূতগণ প্রেতগণ পিশাচগণ গ্রহগণ এবং আর আর সমুদায় অনিষ্টকারীগণ ইহারা সকলে রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক, এবং বিনষ্ট হউক। ১৭৮ অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্র-সমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ ও কায়িক দোষ, এতৎসমুদায় অভিষেক দ্বারা বিধ্বস্ত হউক। ১৭৯ এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় বিপদ দূর হউক, তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক এবং তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক। ১৮০

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধককে অভিষিক্ত করিতে হইবে (৩১৮)। যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু পুনর্বার তাহাকে সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৮১

---

(৩১৮)—অস্মদ্দেশীয় তন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ সাধকগণ, শ্রীকুলে (গোপাল ও কৃষ্ণ মন্ত্রোপাসক প্রভৃতিকে) 'গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদি কুলার্ণবোক্ত মন্ত্রে এবং কালীকুলে (দুর্গা প্রভৃতি মন্ত্রোপাসকদিগকে) 'রাজরাজেশ্বরী শক্তিরীশ্বরী' ইত্যাদি উত্তরতন্ত্রা-দ্যুক্ত মন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত করেন। আর যাঁহারা কালী বা তারার উপাসক, তাঁহা-

পূর্বোক্তনাম্না সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্।
দত্ত্যাদানন্দনাথান্তম্ আখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ ॥ ১৮২ ॥
শ্রুতমন্ত্রো গুরুর্যন্ত্রে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ ॥ ১৮৩ ॥
গোভূহিরণ্যবাসাংসি পানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্ ॥ ১৮৪ ॥

পূর্ব্বোক্তনাম্না শিষ্যং সম্বোধ্য তস্যানন্দনাথান্তমাখ্যানং নাম দদ্যাৎ। যথা অমুক-দেবশর্ম্মন্ ত্বমেতদ্দিনমারভ্যামুকানন্দনাথাখ্যোঽসীতি ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥

গোভূহিরণ্যেত্যাদি। ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতচ্ছুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণঃ সাঙ্গ-তার্থং গোভূহিরণ্যাদিদক্ষিণামমুকগোত্রায়ামুকানন্দনাথায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন যথাশক্তি গোভূহিরণ্যাদীনি দক্ষিণাং গুরবে দত্ত্বা শিবাত্মকান্ শিবস্বরূপান্ কৌলান্ যজেৎ ॥ ১৮৪ ॥

এই সময় কৌলিক গুরু, শক্তিসাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্ব নামে শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন (৩১৯)। ১৮২

এইরূপে শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ পূর্বক পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যন্ত্রমধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া পশ্চাৎ গুরুর পূজা করিবে। ১৮৩

অনন্তর শিষ্য গুরুকে গাভী ভূমি সুবর্ণ বস্ত্র পেয়দ্রব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি (সামর্থ্যানুরূপ) দক্ষিণা প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগকে পূজা করিবে। ১৮৪ এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনা পূর্ব্বক শান্ত অতি-

---

দিগকে 'ওঁ তারিণী কালিকা চণ্ডা' ইত্যাদি নিগমলতাদিতন্ত্র-প্রোক্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। পরন্তু নিগমলতাদির মন্ত্র শাক্তাভিষেকে ব্যবহৃত হয় না মহানির্বাণতন্ত্রের সমুদায় ব্যাপারই শ্রীকুলের ন্যায়; কারণ এই আদ্যাকালী শ্রীকুলের অন্তর্গত। দক্ষিণাকালী প্রভৃতি কালীকুলের অন্তর্গত।

(৩১৯)—নামকরণের সময় গুরু কহিবেন যে, বৎস অমুক! অদ্যপ্রভৃতি ত্বম্ (অমুকগোত্রঃ) শ্রীঅমুকানন্দনাথ নামাসি।" অগ্রে স্বস্ব ইষ্টদেবতার কোন আবর-ণের নাম, তদন্তে 'আনন্দনাথ' শব্দ যোগ করিয়া নাম দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।

কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শান্তোঽতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্ ॥ ১৮৬ ॥
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্ ॥ ১৮৭ ॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সংশিষ্যং দেহ্যমুষ্মৈ কুলামৃতম্ ॥ ১৮৮ ॥
আজ্ঞামাদায় কৌলানাং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥
হৃত্যাকৃষ্য গুরুর্দেবীং স্রুবসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চে চ তিলকং ন্যসেৎ ॥১৯০॥

কৃতেত্যাদি। অর্থয়েৎ যাচেৎ ॥ ১৮৫ ॥
যৎ প্রার্থয়েত্তদাহ, শ্রীনাথেত্যাদ্যেকেন ॥১৮৬॥১৮৭॥১৮৮॥১৮৯॥১৯০॥

বিনীত হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুর চরণদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, ১৮৫ শ্রীনাথ! আপনি জগতের নাথ, আপনি আমারও নাথ। করুণানিধে! এক্ষণে পরামৃত প্রদান পূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। ১৮৬ (এই সময় গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! আপনারা আমার প্রতি আজ্ঞা প্রদান করুন; আমি এই বিনয়সম্পন্ন সৎশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। ১৮৭ (কৌলগণ কহিবেন,) চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর! আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্কর স্বরূপ। অপনি এই সৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন। ১৮৮

গুরু উক্ত বিধানে কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্যহস্তে সমর্পণ করিবেন। ১৮৯ ইহার পর গুরু, দেবী

ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্।
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্॥ ১৯১ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্॥ ১৯২ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্॥ ১৯৩ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চ কল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নবরাত্রে বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্॥ ১৯৪ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে।
ত্রিরাত্রে বৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে॥ ১৯৫ ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ॥ ১৯৬ ॥

তত ইত্যাদি। বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ ॥১৯১॥১৯২॥১৯৩॥১৯৪॥১৯৫॥১৯৬॥

ভগবতীকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া স্রুবসংলগ্ন ভস্ম দ্বারা আপনার, শিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক দিবেন। ১৯০

অনন্তর গুরু প্রসাদীয় তত্ত্ব সমুদায় কৌলদিগকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবেন (৩২০)। ১৯১ দেবি! এই আমি তোমাব নিকট শুভ পূর্ণাভিষেকবিধি কহিলাম। ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে ও শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। ১৯২

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা এক রাত্রিতে পূর্ণাভিষেক করিবে।১৯৩ কুলেশ্বরি! এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে উক্ত পাঁচটি কল্প আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্বতোভদ্র মণ্ডল, রচনা করিতে হইবে।১৯৪ পরন্তু, প্রিয়ে! সপ্তরাত্রি অভিষেকস্থলে নবনাভ মণ্ডল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক স্থলে পঞ্চাব্জ মণ্ডল এবং ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেকস্থলে অষ্টদল

---

(৩২০)—চক্রানুষ্ঠান বিধি ৩১১ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন।

নলিনেঽষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ॥ ১৯৭॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্‌ঘ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে॥ ১৯৮॥
শাক্তৈর্ব্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গাণপতৈরপি।
কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়োঽতিযত্নতঃ॥ ১৯৯॥
শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্ম্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ॥ ২০০॥

নলিনে ইত্যাদি। নলিনে পদ্মে॥ ১৯৭॥ ১৯৮॥ ১৯৯॥ ২০০॥

পদ্ম রচনা করিতে হইবে (৩২১)। ১৯৫ সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে ও নবনাভ-মণ্ডলে নয়টি ঘট এবং পঞ্চাব্জ মণ্ডলে পাঁচটি ঘট স্থাপন করিবে। ১৯৬ পরন্তু দেবি! অষ্টদল পদ্ম স্থলে একটি মাত্র ঘট স্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাদিগের পূজা করিবে। ১৯৭

যাঁহারা পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত নির্ম্মলহৃদয় কৌল, তাঁহাদের দর্শন স্পর্শন বা ঘ্রাণ মাত্রেই দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে। ১৯৮ মানব শাক্ত হউন, বৈষ্ণব হউন, শৈব হউন, সৌর হউন, বা গাণপত হউন, যে কোন উপাসকই হউন, তাঁহার অবশ্যই অতিযত্ন পূর্ব্বক কুলধর্ম্মাশ্রিত সাধুর পূজা করা কর্ত্তব্য। ১৯৯

শাক্তদিগের পক্ষে শাক্ত গুরু, শৈবদিগের পক্ষে শৈব গুরু, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে বৈষ্ণব গুরু, সৌরদিগের পক্ষে সৌর-গুরু, ২০০ এবং গাণপতদিগের পক্ষে গাণপত গুরুই প্রশস্ত। পরন্তু কৌল ব্যক্তি সকলের পক্ষেই সদ্‌গুরু। অতএব

---

(৩২১)—নবনাভমণ্ডল-প্রস্তুত-প্রণালী ও তাহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত তন্ত্রসারের ১২৮ পৃষ্ঠায় সর্বতোভদ্রমণ্ডল ১২৪ এবং ১২৭ পৃষ্ঠায়, পঞ্চাব্জমণ্ডল ১২৯ পৃষ্ঠায় ও অষ্টদলপদ্ম ১৬৮ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। এই অষ্টদলপদ্ম তন্ত্রসারে সামান্য পূজাযন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গাণপে গাণপশ্চৈব কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্‌দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ২০১॥
পঞ্চতত্ত্বেন যত্নেন ভক্ত্যা কৌলান্ যজন্তি যে।
উদ্ধৃত্য পুরুষান্ সর্বান্ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০২॥
পশোর্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ।
বীরাল্লব্ধমনুর্বীরঃ কৌলাদ্‌ভবতি ব্রহ্মবিৎ ॥ ২০৩॥
শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্যাৎ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ।
স্বেষ্টপূজাবিধাবেব ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ ॥ ২০৪॥

গাণপে ইত্যাদি। সর্বাত্মনা সর্বপ্রযত্নেন ॥ ২০১ ॥ ২০২ ॥ ২০৩ ॥ ২০৪ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি (শৈব শাক্ত প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত হউন,) সর্বতো-ভাবে কৌলের নিকটই দীক্ষিত হইবেন। ২০১

যাঁহারা ভক্তি পূর্বক যত্ন সহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কৌলদিগের অর্চনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব পূর্বপুরুষদিগের উদ্ধার পূর্বক আপনারাও পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ২০২

যিনি পশুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে পশুই, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। আর যিনি বীরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বীর, এবং যিনি কৌলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন, সন্দেহ নাই। ২০৩

যাঁহার শাক্তাভিষেক হইয়াছে, তিনি বীরের মধ্যে পরিগণিত। তিনি কেবল নিজ ইষ্টদেবতার পূজাকালেই পঞ্চতত্ত্ব শোধন (ও নিবেদন) করিতে পারিবেন (৩২২), পরন্তু কোনক্রমেই চক্রেশ্বর হইতে পারিবেন না; (সুতরাং সুধাঘট হইতে স্বহস্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পান করিতেও সমর্থ হইবেন না)। ২০৪

---

(৩২২)—এই প্রমাণ অনুসারে অনেক সাধক শাক্তাভিষিক্ত হইয়া সুরা গ্রহণ করেন। আমাদের বিবেচনায় শাক্তাভিষেকে পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প গ্রহণেরই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যদিও ইষ্টপূজার সময় পঞ্চতত্ত্ব শোধন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে

বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা।
স্তেয়ী মহাপাতকিনঃ তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ২০৫॥
কুলবর্ত্ম কুলদ্রব্যং কুলসাধকমেব চ।
যে নিন্দন্তি দুরাত্মানঃ তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০৬॥
নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিন্যো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ।
মাংসাস্থিচর্ব্বণানন্দাঃ সুরাকৌলদ্বিষাং নৃণাম্॥ ২০৭॥
দয়ালবঃ সত্যশীলাঃ সদা পরহিতৈষিণঃ।
তান্ গর্হয়ন্তো নরকাৎ নিষ্কৃতিং যান্তি ন ক্বচিৎ॥ ২০৮॥

অথ পঞ্চ মহাপাতকিন আহ, বীরঘাতীত্যাদ্যেকেন॥ ২০৫॥ ২০৬॥ ২০৭॥ দয়ালব ইত্যাদি। গর্হয়ন্তঃ নিন্দয়ন্তঃ॥ ২০৮॥ ২০৯॥

যিনি বীরহত্যা করেন, যিনি বৃথা পান করেন, যিনি বীরের পত্নীতে উপগত হয়েন, যিনি চৌর্য্যবৃত্তি করেন বা বীরদ্রব্য অপহরণ করেন, এবং যিনি এই চতুর্বিধ মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করেন, তাঁহারা সকলেই মহাপাতকী।২০৫

যে দুরাত্মা, কুলমার্গ, কুলদ্রব্য ও কুলসাধকের নিন্দা করে, তাহার অধোগতি হয়। ২০৬ রুদ্রডাকিনীগণ ও রুদ্রভৈরবগণ, সেই সুরাদ্বেষী ও কৌলবিদ্বেষী মনুষ্যগণের মাংস ও অস্থি চর্ব্বণ করিবার নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। ২০৭ যাঁহারা দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ও সর্ব্বদা পরহিতৈষী, তাঁহারাও যদি কৌলদিগের নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও কোন প্রকারে নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। ২০৮

নানাতন্ত্রে আমি বহুবিধ প্রয়োগ বলিয়াছি, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিধান

নিবেদন করিবার বিধি আছে, তথাপি, 'ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ' এই বাক্য দ্বারা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া (স্বয়ং ঢালিয়া) পানাদি করা নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ যিনি পরিবেশন করেন, তিনিই চক্রেশ্বর। আর পরিবেশন ব্যতিরেকে পানাদি করা অসম্ভব। পরন্তু যদি কোন কৌল কৃপা করিয়া শাক্তাভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রসাদ দেন, তৎকালে যদি সেই ব্যক্তি সেই প্রসাদ পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে, সে বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই।

উক্তা প্রয়োগা বহবঃ কর্ম্মাণি বিবিধানি চ।
ব্রহ্মৈকনিষ্ঠকৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্॥ ২০৯॥
একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদৰ্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্॥ ২১০॥
ফলাসক্তাঃ কামপরাঃ কর্ম্মজালরতাঃ প্রিয়ে।
পৃথক্‌ত্বেন যজন্তোঽপি তৎ প্রয়ান্তি বিশন্তি চ॥ ২১১॥
সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এক সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ২১২॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্বধর্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি মৃতক্রিয়া পূর্ণাভিষেককথনং নাম দশমোল্লাসঃ সমাপ্ত।

একমেবেত্যাদি। তদর্চা পরব্রহ্মার্চ্চনম্। তদন্বিতং পরব্রহ্মান্বিতম্॥ ২১০॥

ফলাসক্তা ইত্যাদি। অত ইতি শেষঃ। কর্ম্মজালরতাঃ কর্ম্মসমূহানুরক্তাঃ। তৎ পরংব্রহ্ম॥ ২১১॥

সর্ব্বমিত্যাদি॥ ২১২॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রটীকায়াং দশমোল্লাসঃ।

করিয়াছি; পরন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলের পক্ষে কর্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই সমান, (কারণ তাঁহারা সকল বিষয়েই রাগ-দ্বেষাদি-পরিশূন্য)। ২০৯

একমাত্র পরমব্রহ্ম জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন; অতএব জগন্মণ্ডলের অন্তর্গত যে কোন বস্তুর পূজা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়; কারণ জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ২১০ প্রিয়ে! যাহারা কর্ম্মকাণ্ডে নিরত, কামপরায়ণ ও কর্ম্মফলে আসক্ত, তাহারা পৃথক্‌ভাবে দেবতার পূজা করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ২১১

যিনি সমুদয় বস্তুতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মই সমুদয় বস্তুর আধার, এরূপ অবলোকন করেন, তিনিই সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত, সন্দেহ নাই। ২১২

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কথন নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত।

একাদশোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা শাম্ভবধর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ।
অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি॥ ১॥
শ্রীদেব্যুবাচ॥
বর্ণাশ্রমাচারধর্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে।
কথিতাঃ কৃপয়া মহ্যং সর্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো॥ ২॥

কলৌ লোকানাং প্রায়শো নাস্তিকত্বাৎ সংশয়াপন্নমানসত্বাৎ কামক্রোধাদ্যভিভূতত্বাৎ সর্ব্বদেন্দ্রিয়সুখাকাঙ্ক্ষিত্বাচ্চ সদাশিবপ্রোক্তসন্মার্গানুষ্ঠানাত্তন্নিষিদ্ধদুর্বর্ত্মনঃ সেবনাচ্চানেকবিধং পাপমুৎপদ্যেত। ততশ্চ তেষাং কথং বিমুক্তিরিত্যাশয়বতী পার্বতী শঙ্করং পৃচ্ছতি স্মেত্যাহ, শ্রুত্বেত্যাদিনা। বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়শ্চাশ্রমৌ গার্হস্থ্যভৈক্ষুকৌ চ তেষাং বিভেদতঃ শাম্ভবধর্মাণি শম্ভুপ্রোক্তধর্মাণি শ্রুত্বা অপর্ণা ব্রতত্যক্তপত্রা পার্বতী পরয়োত্তময়া প্রীত্যা শঙ্করং কল্যাণকর্ত্তারং মহাদেবং প্রতি পপ্রচ্ছ॥ ১॥

কিং পপ্রচ্ছেত্যাকাঙ্খায়াং প্রষ্টব্যমেবাভিধাতুমুপক্রমতে, বর্ণাশ্রমেত্যাদি বক্তুমর্হসীত্যন্তং শ্লোকত্রয়ম্। প্রভো হে স্বামিন্! যদ্যপি লোকসিদ্ধয়ে লোকনির্বাহনিষ্পত্তয়ে বর্ণানামাশ্রমাণাং চাচারা ধর্মাঃ সংস্কারাশ্চ সর্ব্বজ্ঞেন সর্বং জানতা ত্বয়া কৃপয়া মহ্যং মামুদ্দিশ্য কথিতা উক্তাঃ॥ ২॥

ভগবতী অপর্ণা (৩২৩), ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ ও গার্হস্থ্য ভৈক্ষুক প্রভৃতি আশ্রম বিভেদে শম্ভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতা হইয়া শঙ্করকে (পুনর্ব্বার) জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

শ্রীভগবতী কহিলেন। প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট লোকযাত্রা নির্বাহোপযোগী বর্ণ ও আশ্রমের আচার, ধর্ম ও সংস্কার সমুদায় কহিলেন।২ পরন্তু কলিকালের মনুষ্যগণ, কামক্রোধাদি দ্বারা

---

(৩২৩)—তপোনুষ্ঠান সময়ে ভগবতী, পর্ণ অর্থাৎ পত্র পর্য্যন্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন বলিয়া, তিনি 'অপর্ণা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কলৌ দুর্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ।
নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ ॥ ৩ ॥
ভবন্নিগদিতং বর্ত্ম * নানুষ্ঠাস্যন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ।
তেষাং কা গতিরীশান বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণি।
ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫ ॥

তথাপি কলৌ লোকা জনা ভবন্নিগদিতং ভবতা কথিতং বর্ত্ম মার্গং নানুষ্ঠাস্যন্তীতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। শিবোক্তবর্ত্মানিনুষ্ঠানে হেতুং দর্শয়ন্ লোকান্ বিশিনষ্টি, কলৌ দুর্বৃত্তয় ইত্যাদিনা। কথম্ভূতাঃ লোকাঃ দুর্বৃত্তয়ঃ দুষ্টে কর্ম্মণি বৃত্তির্দুষ্টা বা বৃত্তির্যেষাং তে। দুষ্টে কর্ম্মণি বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ কামক্রোধাভ্যামন্ধঞ্চেতো যেষাং তথাভূতাঃ। নাস্তিকাঃ পরলোকাদিকং নাস্তীতি বুদ্ধিশালিনঃ। সংশয়াত্মানঃ পরলোকাদিকমস্তি নাস্তি বেতি সন্দেহাপন্নমানসাঃ। সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ সর্ব্বদা রসনাদীন্দ্রিয়সুখাকাঙ্খিণঃ ॥ ৩ ॥

ভবদিত্যাদি। দুর্দ্ধিয়ঃ দুর্বুদ্ধয়। ঈশান হে ঐশ্বর্য্যশালিন্! তেষাং লোকানাং কা গতিঃ কো বিমুক্তেরুপায়ঃ স্যাদিতি বিশেষাদ্বক্তুং কথয়িতুমর্হসি ত্বং ভবসি। গতির্জ্ঞানে দশায়াং চ মার্গে যাত্রাভ্যুপায়য়োরিতি কোষঃ ॥ ৪ ॥

শম্ভুরিদানীমপর্ণাপ্রশ্নং স্তৌতি, সাধুপৃষ্টমিত্যাদিনা। দেবি হে দ্যুতিমতি! ত্বয়া সাধু মনোরমং পৃষ্টম্। সাধুপ্রশ্নে হেতুং বদন্নাহ, লোকানামিতি। কীদৃশি দেবি লোকানাং হিতকারিণি জনানামভীষ্টোৎপাদয়িত্রি। লোকানাং হিতকারিণীত্বে বীজং দর্শয়ন্নাহ, ত্বমিত্যাদি। ত্বং জগজ্জননী জগতাং জনয়িত্রী জগজ্জননীত্বাল্লোকানাং হিতকারিণী লোকানাং হিতকারিণীত্বাচ্চ সাধু পৃষ্টমিতি

অন্ধ, দুর্বৃত্ত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী হইবে।৩ ঈশান! এই সকল দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি আপনকার নিগদিত পথের অনুসরণ করিবে না। অতএব তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি হইবে, বিশেষ রূপে বলুন। ৪

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি লোকের হিতকারিণী, জগতের জননী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ও সংসারবন্ধন-মোচনী।৫

---

* ভবন্নিগদিতং ধর্ম্মম্ ইতি বা পাঠঃ।

ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা।
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্॥ ৬॥
ত্বমেব পৃথ্বীত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ।
ত্বং বিয়ত্ত্বমহঙ্কারঃ ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী॥ ৭॥
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিন্ ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ॥ ৮॥
ত্বমেব বেদাঃ প্রণবঃ স্মৃতয়স্ত্বং হি সংহিতাঃ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি সর্বশাস্ত্রময়ী শিবা॥ ৯॥

যোজ্যম্। জন্মসংসারমোচনী জন্মনঃ উৎপত্তে সংসারাৎ পুনঃপুনর্যাতায়াত-কর্ত্তুঃ কলত্রপুত্রাদেশ্চ মুক্তিকর্ত্রী। অতএব দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে যা সা দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া চ ত্বম্॥ ৫॥

ত্বমিত্যাদি। ত্বং জগতামাদ্যা আদিভূতাসি। জগতাং ধাত্রী পোষ্ট্রী চ ত্বম্। পালয়িত্রী জগতাং রক্ষিকা চ ত্বমেব। পরাৎ শ্রেষ্ঠাদপি পরা শ্রেষ্ঠা চ ত্বম্। হে দেবি কান্তিমতি! চরাচরং জঙ্গমস্থাবরমেতদ্বিশ্বং ত্বয়ৈব ধার্য্যতে॥ ৬॥

ত্বমেবেত্যাদি। ত্বং চাহঙ্কারঃ। মহত্তত্ত্বরূপিণী চ ত্বমেব॥ ৭॥

ত্বমেবেত্যাদি। অস্মিঁল্লোকে যো জীবস্তদ্রূপা চ ত্বমেব। বিদ্যা আত্মজ্ঞান-রূপা চ ত্বম্। পরদেবতা শ্রেষ্ঠদেবতা চ ত্বমেবাসি। ইন্দ্রিয়াণি নেত্রাদীনি মনো হৃদয়ং বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং তত্তদ্রূপা চ ত্বং ভাসি। বিশ্বেষাং যা গতিঃ স্থিতিশ্চ তদ্রূপা চ ত্বমেব॥ ৮॥

ত্বমেবেত্যাদি। বেদা যজুরাদয়ঃ তদ্রূপা চ ত্বমেবাসি। প্রণব ওঙ্কাররূপা চ ত্বম্। স্মৃতয়ো মন্বাদিকথিতধর্ম্মশাস্ত্রাণি তদ্রূপা চ ত্বম্। সংহিতা মহাভার-

---

দেবি! তুমি জগতের আদিভূতা, তুমি জগতের ধাত্রী ও পালয়িত্রী, এবং তুমি পরাৎপরা! এই চরাচর বিশ্ব তুমিই ধারণ করিতেছ। ৬

দেবি! তুমি পৃথিবী, তুমিই সলিল, তুমি বায়ু, তুমিই হুতাশন, তুমি আকাশ, তুমি অহঙ্কারতত্ত্ব, তুমি মহত্তত্ত্ব, ৭ এবং তুমিই ইহলোকস্থিত সমুদায় জীব। তুমিই বিদ্যা, তুমি পরমদেবতা, তুমি ইন্দ্রিয়সমুদায়, তুমি মনঃ, তুমি বুদ্ধি, এবং তুমিই জগতের গতি ও স্থিতি। ৮ তুমিই বেদ, তুমিই প্রণব, স্মৃতি-

মহাকালী মহালক্ষ্মীঃ মহানীলসরস্বতী।
মহোদরী মহামায়া মহারৌদ্রী মহেশ্বরী ॥ ১০ ॥

তাদয়স্তদ্রূপা চ ত্বমেবাসি। নিগমঃ শম্ভুপ্রশ্নঃ পার্ব্বতীমুখজাতঃ পন্থরূপো গ্রন্থবিশেষঃ। আগমশ্চ শিবমুখাগতগিরিজাননযাতবাসুদেবমতঃ পন্থরূপগ্রন্থবিশেষ এব! তন্ত্রং চাম্বিকামুদ্দিশ্য শিবোক্তো গণেশলিখিত গ্রন্থবিশেষ এব। তত্তদ্রূপা চ ত্বমেব। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বেদান্তাদিসকলশাস্ত্ররূপা চ ত্বম্। শিবা কল্যাণৈকনিলয়ভূতা চ ত্বমসি ॥ ৯ ॥

মহেত্যাদি। জগৎসংহর্ত্রীত্বান্মহাকালী ত্বম্। সম্পত্তিবুদ্ধিহেতুত্বান্মহালক্ষ্মীশ্চ ত্বমেব। বিদ্যাপ্রদাত্রীত্বান্মহানীলসরস্বতী চ ত্বমেবাসি। অশেষজগৎকুক্ষিত্বান্মহোদরী ত্বম্। জগন্মোহয়িত্রীত্বান্মহামায়া চ ত্বম্। মহারৌদ্রী অত্যুগ্রা চ ত্বম্। মহেশ্বরী মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্টা চ ত্বম্ ॥ ১০ ॥

সমুদায়ও তুমি, তুমিই সংহিতাসমুদায়, তুমিই নিগম, তুমিই আগম, তুমিই তন্ত্র (৩২৪) এবং তুমিই সর্বশাস্ত্রময়ী ও কল্যাণময়ী শিবা। ৯ তুমি মহকালী, তুমি মহানীলসরস্বতী, তুমি মহোদরী, তুমি মহামায়া, তুমি মহারৌদ্রী, এবং তুমি মহেশ্বরী। ১০ তুমি সর্বজ্ঞা, তুমি জ্ঞানময়ী; সুতরাং তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই

(৩২৪)—তন্ত্র শব্দ তন ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। কোন্ উপায়ে মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহাই যাহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, তাহার নাম তন্ত্র।

তন্ত্রলক্ষণ যথা বারাহীতন্ত্রে;—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্।

তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং মন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ।

উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্। সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পূরাণাখ্যানমেব চ ॥

কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্। শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্ ॥

হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্। রাজধর্ম্মো দানধর্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ।

কথ্যতে ব্যবহারশ্চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে।

এই তন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, আগম ও নিগম। শিবপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম আগম, এবং ভগবতীপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম নিগম। তন্ত্রেই কথিত আছে;—

আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতঞ্চ বাসুদেবস্য আগমং পরিচক্ষ্যতে।

সর্ব্বজ্ঞা ত্বং জ্ঞানময়ী নাস্ত্যবেদ্যং তবান্তিকে।
তথাপি পৃচ্ছসি প্রাজ্ঞে প্রীতয়ে কথয়ামি তে॥ ১১॥

সর্ব্বজ্ঞেত্যাদি। সর্ব্বজ্ঞা অশেষপদার্থজ্ঞাত্রী জ্ঞানময়ী মোক্ষবিষয়প্রজ্ঞাস্বরূপা চ ত্বমসি। অতস্তবান্তিকে ত্বন্নিকটেঽবেদ্যমপ্রজ্ঞেয়ং কিঞ্চিদপি নাস্তি। ননু কিঞ্চিদপি মমাবেদ্যং নাস্তি চেৎ কথং পৃচ্ছামীত্যাশঙ্কমানাং প্রত্যাহ, তথাপীতি। যদ্যপ্যেবং তথাপি প্রাজ্ঞে হে প্রকৃষ্টজ্ঞানবতি প্রীতয়ে পৃচ্ছসি মমেতি শেষঃ অহমপি তে তব প্রীতয়ে কথয়ামি। তে তবাগ্রতঃ তে তুভ্যমিতি বা। কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন প্রীতয়ে ইতি পূর্বোত্তরাভ্যাং ক্রিয়াভ্যাং সম্বধ্যতে॥ ১১॥

অধুনা পূর্বোক্তমেবানুবদন্নুত্তরং দাতুং প্রক্রমতে, সত্যমুক্তমিত্যাদি। হে দেবি! মনুজানাং মানবানাং বিচেষ্টিতং বিরুদ্ধং চেষ্টিতং ত্বয়া সত্যমুক্তম্। বিচেষ্টিতমেবাহ, জানন্ত ইত্যাদিনা। আত্মনো হিতং জানন্তোঽপি মনুজাঃ সদ্বর্ত্ম

নাই। তথাপি, প্রাজ্ঞে! যখন তুমি সমুদায় পরিজ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি বলিতেছি। ১১

'আগম' এই তিন বর্ণের মধ্যে—'আ' এই বর্ণের অর্থ এই যে, যাহা শিবমুখ হইতে আগত (বহির্গত) হইয়াছে; 'গ' এই বর্ণের অর্থ এই যে, যাহা গিরিজার মুখে গমন করিয়াছে; 'ম' এই বর্ণের অর্থ এই যে, যাহা বাসুদেবের মত অর্থাৎ সম্মত। এই বর্ণত্রয়ের এইরূপে অর্থযুক্ত শাস্ত্রই আগম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আগমলক্ষণ যথা বারাহীতন্ত্রে;—

সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চনম্। সাধনঞ্চৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্বিধঃ। সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তম্ আগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥

নিগম শব্দের অর্থ যথা;—

নির্গতো গিরিজাবক্ত্রাৎ গতশ্চ গিরিশশ্রুতিম্। মতশ্চ বাসুদেবস্য নিগমঃ পরিকথ্যতে॥

যাহা গিরিজার বদন হইতে নির্গত হইয়া গিরিশের শ্রুতিপথে গমন করিয়াছে, এবং যাহা বাসুদেবের সম্মত, তাহাই নিগম বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিগমের বিষয় সমুদায় অতীব গোপনীয়। শ্রীকৃষ্ণ এই নিগম অনুসারেই পবিত্র রাসলীলাদি করিয়াছিলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিগম-সম্মত গুহ্যলীলা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি রাধাতন্ত্র পাঠ করুন, কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। সদ্গুরুর কৃপায় যাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই।

সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং বিচেষ্টিতম্।
জানন্তোঽপি হিতং * মত্তাঃ পাপৈরাশুসুখপ্রদৈঃ ॥ ১২ ॥
নাচরিষ্যন্তি সদ্বর্ত্ম হিতাহিতবহিষ্কৃতাঃ।
তেষাং নিশ্রেয়সার্থায় কর্ত্তব্যং যত্তদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ।
নৃণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৪ ॥
স্বানিষ্টমাত্রজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥ ১৫ ॥

সাধুমার্গং নাচরিষ্যন্তি নানুষ্ঠাস্যন্তি। সদ্বর্ত্মানাচরণে হেতুং বদন্মনুজান্ বিশিনষ্টি। কথংভূতা মনুজাঃ আশুসুখপ্রদৈর্ঝটিতি সুখপ্রাপকৈরবৈধস্ত্রীগমনসুরাপানাদিভিঃ পাপৈঃ কর্ম্মভির্মত্তাঃ অতএব হিতাহিতাভ্যাং বহিষ্কৃতাঃ অতো নাচরিষ্যন্তীতি ভাবঃ। তেষাং মনুজানাং নিঃশ্রেয়সার্থায় মুক্তয়ে যৎ কর্ত্তব্যং বিধেয়ং তদুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

প্রথমতো নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাং পাপোৎপত্তিরিতি ব্রূতে, অনুষ্ঠানমিত্যাদিনা। নিষিদ্ধস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানমাচরণং বিহিতকর্ম্মণস্ত্যাগোঽনাচরণং নৃণাং ক্লেশশোকাময়প্রদং দুঃখশোকব্যাধিপ্রদায়কং পাপং জনয়তঃ উৎপাদয়তঃ ॥ ১৪ ॥

অথ পূর্ব্বোক্তপাপস্য সহেতুকং দ্বৈবিধ্যং সম্পাদয়তি, স্বানিষ্টেত্যাদিনা। কুলনায়িকে হে কুলেশ্বরি! স্বানিষ্টমাত্রজননাদাত্মন এবানীপ্সিতস্যোৎপাদনাৎ তথা পরানিষ্টোপপাদনাদন্যানাকাঙ্ক্ষিতস্যাপি জননাত্তদেব পূর্ব্বোক্তং পাপং দ্বিবিধং দ্বিপ্রকারকং জানীহি প্রতীহি ॥ ১৫ ॥

দেবি! কলিযুগে মানবগণের যেরূপ আচার ব্যবহার হইবে তাহা তুমি যথার্থরূপই বলিলে। তাহারা যাহাতে হিত হইবে, তাহা পরিজ্ঞাত থাকিয়াও আশুসুখপ্রদ অবৈধ-স্ত্রী-গমন সুরাপান প্রভৃতি পাপে মত্ত ও ১২ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া সৎপথের অনুসরণ করিবে না। অতএব ইহাদের মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। ১৩

নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বৈধ কর্ম্মের অননুষ্ঠান, এতদুভয় দ্বারা মনুষ্যের

---

* হিতান্ ইতি পাঠান্তরম্।

পরানিষ্টকরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে রাজশাসনাৎ।
অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা॥ ১৬॥
প্রায়শ্চিত্ত্যাথবা দণ্ডৈঃ ন পূতা যে কৃতাংহসঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ॥ ১৭॥
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্।
যল্লঙ্ঘনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্॥ ১৮॥

এবং দ্বিবিধপাপোৎপত্তিং প্রদর্শ্যেদানীং তস্মাদ্বিমুক্তেরুপায়ং বদতি, পরানিষ্টেত্যাদিনা। পরানিষ্টকরাদন্যস্যাপ্যনাকাঙ্খিতোৎপাদকাৎ পাপাৎ রাজশাসনাৎ রাজদণ্ডাৎ মর্ত্ত্যো জনো মুচ্যতে মুক্তো ভবতি। কর্মকর্ত্তরি লট্। অন্যস্মাৎ স্বানিষ্টমাত্রজনকাৎ পাপাত্তু প্রায়শ্চিত্ত্যা প্রায়শ্চিত্তেন সমাধিনা চিত্তবৃত্তিনিরোধেন চ মুচ্যতে॥ ১৬॥

জাতদ্বিবিধপাপানাং প্রায়শ্চিত্তদণ্ডাভ্যাং পূতত্বাভাবে সর্ব্বদা নরকস্থায়িত্বং দর্শয়িতুমাহ, প্রায়শ্চিত্ত্যেত্যাদি। যে কৃতাংহসঃ কৃতপাপা জনাঃ প্রায়শ্চিত্ত্যা দণ্ডৈর্বা পূতাঃ পবিত্রা ন বভূবুঃ ইহলোকে পরলোকে চ বিগর্হিতা বিনিন্দিতাঃ সন্তস্তে নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে তত্রৈব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

অথ রাজশাসননির্ণয়ং বদংস্তমুল্লঙ্ঘয়তো ভূপতের্নরকগামিত্বমাহ, তত্রাদা-

---

পাপ হয়; ঐ নিজকৃত পাপ হইতে ক্লেশ শোক ও পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।১৫ কুলনায়িকে! এই পাপ দ্বিবিধ, একপ্রকার পাপ দ্বারা কেবল আপনারই অনিষ্ট হয়, এবং অন্য প্রকার পাপ দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয়। ১৫ যে পাপ হইতে পরের অনিষ্ট হয়, রাজদণ্ড দ্বারা সেই পাপ মোচন হইয়া থাকে! আর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ (পূর্বক সাধনার উৎকর্ষতায়) মনুষ্য অন্যবিধ পাপ অর্থাৎ নিজানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে! ১৬

যে সকল পাপাত্মা রাজদণ্ড দ্বারা বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র না হয় তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে বিগর্হিত হইয়া থাকে এবং কোন ক্রমেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না।

অতএব আদ্যে! প্রথমতঃ এক্ষণে রাজশাসন-বিধি বলিতেছি। মহেশ্বরি! রাজা যদি ইহা লঙ্ঘন করেন অর্থাৎ দণ্ডযোগ্য প্রজার দণ্ড প্রভৃতি না করেন,

ভৃত্যান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাপ্রিয়ান্।
শাসনে চ তথা ন্যায়ে সমদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯ ॥
স্বয়ং চেৎ কৃতপাপঃ স্যাৎ পীড়য়েদকৃতাংহসঃ।
উপবাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥ ২০ ॥
বধার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ২১ ॥

বিত্যাদিনা। হে আদ্যে হে মহেশানি! তত্র প্রায়শ্চিত্তনৃপশাসনয়োর্মধ্যে আদৌ প্রথমতো নৃপশাসননির্ণয়ং কথয়ামি। যস্য লঙ্ঘনাৎ রাজাধমাঙ্গতিং যাতি॥১৮॥

নৃপশাসননির্ণয়মেবাহ, ভৃত্যানিত্যাদিনা। ভৃত্যান্ ভর্ত্তব্যানমাত্যাদীন্ পুত্রানাত্মজান্ উদাসীনান্ শত্রুমিত্রভিন্নান্ প্রিয়ান্ হিতান্ তথা অপ্রিয়ান্ অহিতাংশ্চ শাসনে তথা ন্যায়ে চ রাজা সমদৃষ্ট্যা তুল্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ পশ্যেৎ ॥১৯॥

নন্বকৃতকিল্বিষান্ পুরুষান্ দণ্ডয়তঃ স্বয়ং কৃতকল্মষস্য কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, স্বয়ং চেদিত্যাদিনা। চেদ্‌যদি রাজা স্বয়ং কৃতপাপঃ স্যাৎ তদা উপবাসৈর্দানৈশ্চ বিশুধ্যতি। চেদ্‌যদি অকৃতাংহসোঽকৃতপাপান্ অন্যান্ পীড়য়েদ্দণ্ডয়েৎ তদা দানৈস্তানকৃতাংহসঃ পরিতোষ্য উপবাসৈর্দ্দানৈশ্চ বিশুধ্যতি। অত্র পাপতারতম্যাদুপবাসদানয়োস্তারতম্যং বোদ্ধব্যম্ ॥ ২০ ॥

অথাত্মানং বধার্হং মন্যমানস্য কৃতদুষ্কৃতস্য ভূপতেঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, বধার্হমিত্যাদিনা। স্বমাত্মানং বধার্হং বধযোগ্যং মন্যমানঃ কৃতপাপো নরাধিপো রাজ্যং ত্যক্ত্বা বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ শোধয়েৎ ॥ ২১ ॥

তাহা হইলে তিনি নিরয়গামী হয়েন। ১৮ রাজা বিচারকালে ও দণ্ড করিবার সময়, ভৃত্যদিগকে, পুত্রদিগকে, উদাসীন অর্থাৎ আত্মসংশ্রব পরিশূন্য জনগণকে, প্রিয় ব্যক্তিদিগকে, অপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে, সকলকেই সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন; কাহারো প্রতি পক্ষপাত করিবেন না। ১৯

রাজা যদি স্বয়ং পাপানুষ্ঠান করেন, অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিকে কষ্ট দেন, তাহা হইলে নিজকৃত পাপ অনুসারে উপবাস ও দান দ্বারা এবং সেই প্রপীড়িত ব্যক্তিকে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিয়া সেই অনুষ্ঠিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। ২০ পরন্তু রাজা যদি গুরুতর পাপকর্ম করিয়া

গুরুদণ্ডং নৈব রাজা বিদধ্যাল্লঘুপাপিষু।
ন লঘুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুবিপর্য্যয়ে॥ ২২॥
তস্মিন্ যৎশাসনে শাস্তা অনেকোন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তো লঘুপাপে গুরুর্দমঃ॥ ২৩॥
সকৃৎকৃতাপরাধেন সত্রপে বহুমানিনি।
পাপাদ্ভীরৌ প্রশস্তঃ স্যাৎ গুরুপাপে লঘুর্দমঃ॥ ২৪॥

অথ দণ্ডবৈপরীত্যে হেতাবসতি লঘুপাপে গুরুদণ্ডং গুরুপাপে চ লঘুদণ্ডং নিষেধতি গুর্ব্বিত্যাদিনা। বিপর্য্যয়ে দণ্ডবৈপরীত্যে হেতুং বিনা লঘুপাপিষু জনেষু গুরুদণ্ডং রাজা নৈব বিদধ্যান্ন কুর্য্যাৎ। গুরুপাপেষু জনেষু লঘুদণ্ডং ন বিদধ্যাৎ॥ ২২॥

বিনা হেতুবিপর্য্যয়ে ইত্যনেন বৈপরীত্যে কারণসত্ত্বে বিপরীতদণ্ডং বিদধ্যাদেবেতি ধ্বনিতমতো হেতুদর্শনপূর্ব্বকং বিপরীতদণ্ডং বিদধাতি, তস্মিন্নিত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। যৎশাসনে যস্যোন্মার্গবর্ত্তিনো জনস্য শাসনেঽনেকোন্মার্গবর্ত্তিনো বহবোঽসদ্বর্ত্মসু বর্ত্তমানা জনাঃ শাস্তা ভবন্তি তস্মিন্ পাপেভ্যো বহুভ্যোঽপি দুরিতেভ্যো নির্ভয়ে ভয়হীনেঽপি জনে লঘুপাপেঽপি গুরুর্দ্দমঃ শস্তঃ॥ ২৩॥

সকৃদিত্যাদি। সকৃৎকৃতাপরাধেন সত্রপে সলজ্জে বহুমানিনি সবহুমানে পাপ্রাদেকস্মাদপি ভীরৌ ভয়শীলে জনে গুরুপাপেঽপি লঘুর্দমঃ প্রশস্তঃ॥ ২৪॥

এরূপ বিবেচনা করেন যে, তিনি স্বয়ং বধদণ্ডের যোগ্য; তাহা হইলে তিনি সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যাচরণ দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন। ২১ রাজা কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড অথবা লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিবে না। ফলতঃ যদি বিশেষ কারণ থাকে, তাহা হইলে এই নিয়মের বিপর্য্যয় করিতেও পারিবেন।২২ যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে নির্ভয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এবং সেই ব্যক্তিকে শাসন করিলে যদি বহুসংখ্য কুপথগামী ব্যক্তি তদ্দর্শনে ভীত ও কুপথ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৎপথে আসিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে লঘু অপরাধেও গুরুদণ্ড করা প্রশস্ত। ২৩ পরন্তু যদি

স্বল্পাপরাধী কৌলশ্চেৎ ব্রাহ্মণো লঘুপাপকৃৎ।
বহুমান্যোঽপি দণ্ড্যঃ স্যাৎ বচোভিরবনীভৃতা ॥ ২৫ ॥
ন্যায়ং দণ্ডং প্রসাদং চ বিচার্য্য সচিবৈঃ সহ।
যো ন কুর্য্যান্মহীপালঃ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
ন ত্যজেৎ পিতরৌ পুত্রো ন ত্যজেয়ুর্নৃপং প্রজাঃ।
ন ত্যজেৎ স্বামিনং ভার্য্যা বিনতানতিপাপিনং ॥ ২৭ ॥

অথ কৃতাল্পাপরাধয়োর্বহুমান্যয়োরপি কৌলব্রাহ্মণয়োর্দ্দণ্ডমাহ, স্বল্পাপরাধী-ত্যাদিনা। বহুমান্যোঽপি কৌলঃ স্বল্পাপরাধী চেৎ স্যাৎ তাদৃগ্‌ব্রাহ্মণোঽপি লঘুপাপকৃচ্চেত্তদাঽবনীভৃতা রাজ্ঞা বচোভির্দ্দণ্ড্যঃ স্যাৎ ॥ ২৫ ॥

অথ মহামাত্যৈর্বিচারমকৃত্বৈব দণ্ডাদিকং বিদধতো মহীপালস্য মহাপাতকিত্ব-মাহ, ন্যায়মিত্যাদিনা। সচিবৈর্মন্ত্রিভিঃ সহ বিচার্য্য ন্যায়ং দণ্ডং প্রসাদং চ যো মহীপালো ন কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

অথ স্ত্রীপুত্রপ্রজানাং ধর্ম্মমাহ, ন ত্যজেদিত্যাদিনা। পুত্রঃ পিতরৌ মাতা-পিতরৌ ন ত্যজেৎ। প্রজাঃ নৃপং ন ত্যজেয়ুঃ। ভার্য্যা স্বামিনং পতিং ন ত্যজেৎ। নন্বতিপাতকিনোঽপি পিত্রাদয়ো ন হাতব্যাস্তত্রাহ, বিনেতি। অনতিপাপিনস্তান্ পিত্রাদীন্ বিনতান্। অতিপাতকিনস্তে ত্যাজ্যা এবেত্যর্থঃ ॥২৭॥

কোন পাপভীরু বহুমানী ব্যক্তি একবারমাত্র অপরাধ করিয়া সেই কৃত পাপের নিমিত্ত ভীত ও লজ্জিত হয়, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর অপরাধ হইলেও লঘু-দণ্ড করা কর্ত্তব্য।২৪ যদি কোন কৌল অথবা কোন ব্রাহ্মণ অল্প অপরাধী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা বহুমানাস্পদ হইলেও রাজা তাঁহাদের বাগ্‌দণ্ড অর্থাৎ র্ভৎসনা করিবেন।২৫

যে রাজা অমাত্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিচারপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তিনি মহাপাতকী হয়েন।২৬ পুত্র পিতামাতাকে, প্রজাবর্গ রাজাকে এবং ভার্য্যা ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না; পরন্তু যদি পিতামাতা ভর্ত্তা বা রাজা অতিপাতকী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা বিনয়সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে।২৭

রাজ্যং ধনং জীবনং চ ধার্ম্মিকস্য মহীপতেঃ।
সংরক্ষেয়ুঃ প্রজা যত্নৈঃ অন্যথা যান্ত্যধোগতিম্॥ ২৮॥
মাতরং ভগিনীঞ্চাপি তথা দুহিতরং শিবে।
গন্তারো জ্ঞানতো যে চ মহাগুরুনিঘাতকাঃ॥ ২৯॥
কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়াঃ।
বিশ্বাসঘাতিনো লোকা অতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ॥ ৩০॥

ধার্মিকভূপতেরাজ্যাদিকমরক্ষন্তীনাং প্রজানাং দোষমাহ, রাজ্যমিত্যাদিনা। ধার্মিকস্য মহীপতেরাজ্যং ধনং জীবনং চ প্রজা যত্নৈঃ সংরক্ষেয়ুঃ। অন্যথা রাজ্যাদিকমরক্ষন্ত্যস্তা অধোগতিং যান্তি॥ ২৮॥

পিত্রাদয়োঽতিপাতকিনশ্চেত্ত্যাজ্যা ইত্যুক্তম্। তে চ কে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামতিপাতকিনো নিরূপয়তি, মাতরমিত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। হে শিবে! মাতরং জননীং ভগিনীং স্বসারং তথা দুহিতরং পুত্রীং চাপি জ্ঞানতো যে গন্তারো ভবন্তি তথা জ্ঞানতো মহাগুরূণাং মাত্রাদীনাং নিঘাতকাঃ হন্তারো যে। কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়া যে। যে চ বিশ্বাসঘাতিনো লোকাঃ তেঽতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ॥ ২৯॥ ৩০॥

অথ মাত্রাদিগামিনঃ পুরুষস্য সকামানাং তাসাং চ দণ্ডমাহ, মাতরমিত্যাদি। হে শিবে! মাতরং জনয়িত্রীং তথা ভগিনীং তথা কন্যাং পুত্রীং চ গচ্ছতঃ পুংসো নিধনং মরণমেব দমো দণ্ডঃ। সকামানাং তাসামপি তদেব মরণমেব দমনং বিহিতম্। অথ মাতৃস্বস্রাদিগামিনাং পুংসাং তাসামপি সকামানাং দণ্ডমাহ, মাতাপিত্রিত্যাদিনা পাপাদস্মাদ্বিমুক্তয়ে ইত্যন্তেন সার্দ্ধত্রয়েণ। মাতাপিত্রোঃ

যদি রাজা ধার্মিক হয়েন, তাহা হইলে প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে যত্ন পূর্বক তাঁহার রাজ্য ধন ও জীবন রক্ষা করিবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে। ২৮

শিবে। যাহারা জ্ঞান-পূর্বক মাতৃগমন, ভগিনীগমন বা কন্যাগমন করে অথবা মহাগুরু-হত্যা করে, ২৯ যাহারা কুলধর্ম আশ্রয় করিয়া পুনর্ব্বার কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে, কিম্বা যাহারা বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে অতিপাতকী বলা যায়। ৩০ শিবে! যে ব্যক্তি মাতৃগমন ভগিনীগমন বা কন্যাগমন করিবে,

মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ।
তাসামপি সকামানাং তদেব বিহিতং শিবে॥ ৩১॥
মাতাপিতৃস্বসৃস্তল্পং স্নুষাং শ্বশ্রূং গুরুস্ত্রিয়ম্।
পিতামহস্য বনিতাং তথা মাতামহস্য চ॥ ৩২॥
পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং জায়াং ভ্রাতুঃ পত্নীং সুতামপি।
ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্নীং তনয়াঞ্চ কুমারিকাম্॥ ৩৩॥
গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গ-চ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে।
আসামপি সকামানাং দমো নাসানিকৃন্তনম্।
গৃহান্নির্য্যাপণং চৈব পাপাদস্মাদ্বিমুক্তয়ে॥ ৩৪॥

স্বসৃস্তল্পং শয্যাং মৈথুনেচ্ছয়া গচ্ছতাং তথা স্নুষাং পুত্রবধূং তথা শ্বশ্রূং শ্বশুর-পত্নীং তথা গুরুস্ত্রিয়ং তথা পিতামহস্য মাতামহস্য চ বনিতাং স্ত্রিয়ং তথা পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং মাতুলপিতৃব্যয়োঃ পুত্রীম্ তয়োরেব জায়াং ভার্য্যাং চ তথা ভ্রাতুঃ পত্নীং তস্যৈব সুতামপি তথা ভাগিনেয়ীং স্বস্তৃতনয়াম্ তথা প্রভোঃ পত্নীং তস্যৈব তনয়াং পুত্রীং চ তথা কুমারিকামবিবাহিতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্নকর্ত্তনঃ দণ্ডো বিধীয়তে। সকামানামাসামপ্যস্মাৎ পাপাৎ বিমুক্তয়ে নাসানিকৃন্তনং নাসিকাচ্ছেদনং গৃহান্নির্য্যাপণং চ দমো দণ্ডো বিধীয়তে॥ ৩১॥ ৩২॥ ৩৩॥

অথ সপিণ্ডপত্নীতনয়াগামিনো বিশ্বসিতস্ত্রীগামিনশ্চ দণ্ডমাহ, সপিণ্ডে-

---

রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন, অধিকন্তু ঐ মাতা ভগিনী বা কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐ প্রকার বধদণ্ড করিতে হইবে। ৩১

যে ব্যক্তি মাতৃস্বসা গমন, পিতৃস্বসা গমন, পুত্রবধূ গমন, শাশুড়ী গমন, গুরু-পত্নী গমন, পিতামহী গমন, মাতামহী গমন, ৩২ পিতৃব্যকন্যা গমন, মাতুলকন্যা গমন, পিতৃব্যপত্নী গমন, মাতুলপত্নী গমন, ভ্রাতৃপত্নী গমন, ভ্রাতৃকন্যা গমন, ভাগিনেয়ী গমন, প্রভুপত্নী গমন, প্রভুকন্যা গমন অথবা কুমারী গমন করে, ৩৩ তাদৃশ পাপীর লিঙ্গচ্ছেদই বিধিবিহিত দণ্ড হইতেছে। ঐ সকল কামিনী যদি সকামা হয়, তাহা হইলে এই গুরুতর পাপমোচনের নিমিত্ত তাহাদিগের নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। ৩৪

সপিণ্ডদারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশ্বাসিনামপি।
সর্বস্বহরণং কেশ-বপনং গচ্ছতো দমঃ॥ ৩৫॥
স্ত্রীভিরেতাভিরজ্ঞানাদ্ ভবেৎ পরিণয়ো যদি।
ব্রাহ্মেণ বাপি শৈবেন জ্ঞাত্বা তাস্তৎক্ষণং ত্যজেৎ॥ ৩৬॥
সবর্ণদারান্ যো গচ্ছেৎ অনুলোমপরস্ত্রিয়ম্।
দমস্তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনম্॥ ৩৭॥

ত্যাদিনা। সপিণ্ডানাং দারাংস্তনয়াশ্চ বিশ্বাসিনামপি স্ত্রিয়ং গচ্ছতো জনস্য সর্ব্বস্বহরণং সর্বধনাদানং কেশবপনং কেশমুণ্ডনং চ দমো ভবেৎ॥ ৩৫॥

অথাজ্ঞানতো বেদোক্তশিবোক্তবিধিভ্যাং সপিণ্ডাদিভির্জাতবিবাহস্য যদ্বিধেয়ং তদাহ, স্ত্রীভিরিত্যাদিনা। এতাভিঃ সপিণ্ডাদিতনয়াদিভিঃ স্ত্রীভির্ব্রাহ্মেণ বেদোক্তবিধিনা শৈবেন শিবোক্তবিধিনা বা যদ্যজ্ঞানাৎ পরিণয়ো বিবাহো ভবেৎ তদা জ্ঞাত্বা তাঃ স্ত্রীস্তৎক্ষণমেব ত্যজেৎ॥ ৩৬॥

ননু সবর্ণদারান্ সবর্ণানন্তরবর্ণদারাংশ্চ গচ্ছতঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, সবর্ণেত্যাদিনা। যঃ পুমান্ সবর্ণদারান্ গচ্ছেৎ তথানুলোমপরস্ত্রিয়ং চ যো গচ্ছেৎ যথা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যামেবম্। তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনং চ দমো জ্ঞেয়ঃ॥ ৩৭॥

অথ জ্ঞানপূর্ব্বকব্রাহ্মণীগমনে ক্ষত্রিয়াদীনাং সকামায়াস্তস্যাশ্চ দণ্ডমাহ,

---

যে ব্যক্তি কোন সপিণ্ডের পত্নীতে বা কন্যাতে অথবা কোন বিশ্বস্ত লোকের পত্নীতে উপগত হইবে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ছাড়িয়া দিবেন। ৩৫

যদি অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকার সম্পর্কবিশিষ্ট বা সপিণ্ড কোন নারীর সহিত কাহারো ব্রাহ্ম বা শৈব বিবাহ হয়; তাহা হইলে যখনই তাহা জানিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬

যে ব্যক্তি সজাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, অথবা যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা হীন জাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, রাজা তাহার যথাসম্ভব অর্থ দণ্ড করিয়া একমাস তাহাকে কণ-ভোজন করাইয়া রাখিবেন। ৩৭ বরাননে!

রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং সামান্যানাং বরাননে।
ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং জ্ঞানাৎ লিঙ্গচ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ॥ ৩৮॥
ব্রাহ্মণীং বিকৃতাং কৃত্বা দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ।
বীরস্ত্রীগামিনাং তাসাম্ এবমেব দমো বিধিঃ॥ ৩৯॥
দুরাত্মা যস্তু রমতে প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া।
দণ্ডস্তস্য ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনম্॥ ৪০॥

রাজন্যেত্যাদিনা। বরাননে শ্রেষ্ঠবদনে জ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং রাজন্যবৈশ্য-শূদ্রাণাং সামান্যানামন্ত্যজানাং চ লিঙ্গচ্ছেদো দমো দণ্ডঃ স্মৃতঃ॥ ৩৮॥

ব্রাহ্মণীমিত্যাদি। সকামাং ব্রাহ্মণীমপি বিকৃতাম্ অথবাঙ্গহীনাং কৃত্বা নৃপো দেশান্নির্য্যাপয়েন্নিঃসারয়েৎ। অথ বীরস্ত্রিয়ো গচ্ছতাং তাসাং চ দণ্ডমাহ, বীরেতি। বীরস্ত্রীগামিনাং সকামানাং তাসাং চৈবমেব পূর্ব্ববদেব দমো বিধির্বিধাতব্য ইত্যর্থঃ। বিধিরিতি বি পূর্বকাদ্ধাঞঃ উপসর্গে ধোঃ কিরিতি কর্ম্মণি কিঃ॥ ৩৯॥

অথ সবর্ণোত্তমবর্ণাস্ত্রীগামিনাং পুংসাং তস্যাশ্চ সকামায়া দণ্ডমাহ, দুরাত্মে-ত্যাদিনা। যো দুরাত্মা দুষ্টচিত্তো দুর্বুদ্ধির্দুঃস্বভাবো বা প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া সহ রমতে যথা শূদ্রো বৈশ্যয়েত্যেবম্। তস্য পুংসো ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনং

যদি কোন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা সামান্য জাতি জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড করিতে হইবে। ৩৮ আর রাজা, নাসিকা কর্ণ প্রভৃতি কোন অঙ্গচ্ছেদন বা মস্তকমুণ্ডনাদি দ্বারা ঐ নীচগামিনী ব্রাহ্মণীকে বিকৃতা করিয়া রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন। যদি পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা বীরপত্নী গমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐরূপ লিঙ্গচ্ছেদ এবং সকামা হইলে ঐ বীরস্ত্রীদিগেরও ঐরূপ কর্ণ-নাসিকাদিচ্ছেদন পূর্ব্বক বিকৃতাকার করিয়া নির্বাসন রূপ দণ্ড হইবে। ৩৯

যে দুরাত্মা প্রতিলোম-পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অর্থাৎ অধম জাতীয় পুরুষ হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীতে রত হয়, রাজা তাহার সর্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাকে তিন মাস কণভোজন করাইয়া রাখিবেন। ৪০ আর, যদি ঐ সকল রমণী

সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চাপি দণ্ডস্তদ্বদ্বিধীয়তে।
বলাৎকারগতা ভার্য্যা ত্যাজ্যা পাল্যা ভবেৎ শিবে ॥ ৪১ ॥
ব্রাহ্মী ভার্য্যাথবা শৈবী কামতো বাপ্যকামতঃ।
সর্বথা হি পরিত্যাজ্যা স্যাচ্চেৎ পরগতা সকৃৎ ॥ ৪২ ॥
গচ্ছতাং বারনারীষু * গবাদিপশুযোনিষু।
শুদ্ধির্ভবতি দেবেশি ত্রিরাত্রং কণভোজনাৎ ॥ ৪৩ ॥

চ দণ্ডো ভবতি। সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চ তদ্বৎ পূর্ববদ্দণ্ডো বিধীয়তে। আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষ্বিতি কোষঃ। অথ বলাৎকারেণ পরপুরুষরমিতায়া অবলায়াস্ত্যাগঃ পালনং চ পুংসা বিধেয়মিত্যাহ বলাদিত্যাদিনা। হে শিবে বলাৎকারেণ পরপুংসা গতা যা ভার্য্যা সা ত্যাজ্যা গ্রাসাদিভিঃ পালনীয়া ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

অথ কামাকামাভ্যাং পরগতয়োর্ব্রাহ্মীশৈব্যোর্ভার্য্যয়োস্ত্যাগ এবোচিত ইত্যাহ, ব্রাহ্মীত্যাদিনা। ব্রাহ্মী বেদোক্তবিধিনা পরিণীতা অথবা শৈবী শিবোক্ত বিধানেন পরিণীতা ভার্য্যা সকৃদেকবারমপি পরগতা চেত্তদা সর্বথা সর্বপ্রকারেণ পরিত্যাজ্যা স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

অথ বেশ্যাগামিনাং পশুযোনিগামিনাং চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, গচ্ছতামিত্যাদিনা। হে দেবেশি বারনারীষু বেশ্যাসু তথা গবাদিপশুযোনিষু গচ্ছতাং জনানাং ত্রিরাত্রং কণভোজনাচ্ছুদ্ধির্ভবতি ॥ ৪৩ ॥

সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগেরও পূর্ব্বোক্ত রূপ দণ্ড অর্থাৎ বিকৃতাকার সম্পাদন পূর্বক নির্বাসন দণ্ড হইবে। পরন্তু শিবে! যদি কাহারো ভার্য্যাকে অন্যে বলাৎকার করে, তাহা হইলে সে ঐ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে। ৪১ ব্রাহ্মী ভার্য্যাই হউক বা শৈবী ভার্য্যাই হউক, ইচ্ছা পূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাপূর্বকই হউক, যদি একবার মাত্রও পরপুরুষ সংসর্গে দূষিতা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে সর্বতো ভাবে পরিত্যাগ করিবে। ৪২

দেবেশি! যে ব্যক্তি বেশ্যা গমন করিবে, বা যে ব্যক্তি গো ছাগী প্রভৃতি

---

* বীরনারীষু ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

গচ্ছতাং কামতঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং দুরাত্মনাম্।
বধ এব বিধাতব্যো ভূভৃতা শম্ভুশাসনাৎ ॥ ৪৪ ॥
বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদ্ অপি চাণ্ডালযোষিতম্।
বধস্তস্য বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫ ॥
পরিণীতাস্তু যা নার্য্যো ব্রাহ্মৈর্বা শৈববর্ত্মভিঃ।
তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অন্যাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ঃ * ॥ ৪৬ ॥

অথ স্ত্রীপুংসয়োঃ পায়ুং গচ্ছতাং দণ্ডমাহ, গচ্ছতামিত্যাদিনা। পুংসঃ পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চ পায়ুং গুদং কামতো গচ্ছতাং দুরাত্মনাং ভূভৃতা রাজ্ঞা শম্ভুশাসনাদ্বধ এব বিধাতব্যঃ ॥ ৪৪ ॥

বলাৎকারেণ পরস্ত্রীগামিনামপি বধ এব দণ্ড ইত্যাহ, বলাদিত্যাদিনা। বলাৎকারেণ চাণ্ডালযোষিতমপি যো গচ্ছেত্তস্যাপি বধো বিধাতব্যঃ। কদাপি স ন ক্ষন্তব্যঃ। অপি শব্দেন ব্রাহ্মণ্যাদিগামিনাং তু সুতরামেব বধো বিধাতব্য ইতি ধ্বনিতম্ ॥ ৪৫ ॥

অথোক্তবক্ষ্যমাণেষু তত্তৎশ্লোকেষ্বাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ স্বস্ত্রীঃ পরস্ত্রীশ্চ নিরূপয়তি পরিণীতা ইত্যাদিনা। ব্রাহ্মৈর্বেদোক্তবর্ত্মভিঃ শিবোক্তবর্ত্মভির্ব্বা যাস্তু নার্য্যঃ পরিণীতা উদ্বাহিতাস্তা এব দারাঃ স্বস্ত্রিয়ো বিজ্ঞেয়াঃ। অন্যাস্তদ্ভিন্নাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ো বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৪৬ ॥

পশুযোনি গমন করিবে, সে ত্রিরাত্র কণভোজন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ৪৩ যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরুষের কিম্বা স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশে (পায়ুদেশে) রমণ করে, তাহা হইলে শম্ভুর শাসন অনুসারে রাজা তাহার বধ দণ্ড করিবেন। ৪৪ আর যদি কোন ব্যক্তি বলাৎকার দ্বারা চাণ্ডালকন্যাও গমন করে, তাহা হইলেও তাহার বধ দণ্ড করা কর্ত্তব্য। বলাৎকার স্থলে কোন-ক্রমেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে। ৪৫ যে সকল নারী ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বা শৈব বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই ভার্য্যা, তদ্ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীই পরস্ত্রী। ৪৬

যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রী দর্শন করিবে, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস

---

* জ্ঞেয়া অন্যাঃ পরস্ত্রিয় ইতি বা পাঠঃ।

কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্।
পরিষ্বজ্যোপবাসেন বিশুধ্যেদ্দ্বিগুণক্রমাৎ॥ ৪৭॥
কুর্বন্ত্যেবং সকামা যা পরপুংসা কুলাঙ্গনা।
উক্তোপবাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ॥ ৪৮॥
ব্রুবন্নিন্দ্যং বচঃ স্ত্রীষু পশ্যন্ গুহ্যং পরস্ত্রিয়াঃ।
হসন্ গুরুতরং মর্ত্ত্যঃ শুধ্যেদ্দ্বিরুপবাসতঃ॥ ৪৯॥

অথ কামতঃ পরস্ত্রিদর্শনাদিকং কুর্ব্বতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, কামাদিত্যাদিনা। কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ তথা রহঃ একান্তে সম্ভাষয়ন্ তয়া সহালাপং কুর্ব্বন্ তথা স্পৃশংশ্চ পরিষ্বজ্য তামালিঙ্গ্য চ দ্বিগুণক্রমাদুপবাসেন জনো বিশুধ্যেৎ। যথা কামতঃ পরস্ত্রীদর্শনে একোপবাসেন সম্ভাষণে উপবাসদ্বয়েন স্পর্শনে উপবাস-চতুষ্টয়েন আলিঙ্গনে অষ্টভিস্তৈঃ শুদ্ধিঃ॥ ৪৭॥

অথ সহ পরপুংসা সম্ভাষণাদিকং কুর্বন্ত্যাঃ সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি তদেব প্রায়শ্চিত্তমিত্যাহ, কুর্বন্তীত্যাদিনা। যা কুলাঙ্গনা কুলপালিকা স্ত্রী সকামা সতী পরপুংসা সহ এবং সম্ভাষণাদিকং কুর্বন্তী বভূব সা পূর্বোক্তোপবাসবিধিনা আত্মানং পরিশোধয়েৎ॥ ৪৮॥

নন্থ স্ত্রীষু দুর্ব্বচো বদতঃ পরস্ত্রীগুহ্যং পশ্যতো গুরুতরং হসতশ্চ কথং শুদ্ধি-

---

করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবে, সে ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিয়া, যে ব্যক্তি ঐরূপ সকাম হইয়া পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে, সে ব্যক্তি চারি দিন উপবাস করিয়া এবং যে ব্যক্তি ঐরূপভাবে পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তি আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৮৭

যে কুলাঙ্গনা সকামা হইয়া পরপুরুষকে দর্শন করিবে, পরপুরুষের সহিত কথোপকথন করিবে, পরপুরুষ স্পর্শ করিবে, অথবা পরপুরুষ আলিঙ্গন করিবে, সেই রমণীও যথাক্রমে উক্ত প্রকার এক দিন, দুই দিন, চারিদিন, ও আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৪৮ যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিবে, যে ব্যক্তি পরস্ত্রীর গুহ্যদেশ অবলোকন করিবে,

দর্শয়ন্নগ্নমাত্মানং কুর্ব্বন্নগ্নং তথাপরম্।
ত্রিরাত্রমশনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ॥ ৫০॥
পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি চেৎ পতিঃ।
নৃপস্তদা তাং তজ্জারং শাস্যাৎ শাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৫১॥
প্রমাণে যত্ন্যশক্তঃ স্যাৎ দয়িতোপপতেঃ পতিঃ।
ত্যক্ত্বা তাং পোষয়েদ্‌গ্রাসৈঃ তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে॥৫২॥

স্তত্রাহ, ব্রুবন্নিত্যাদিনা। স্ত্রীষু নিন্দ্যমযুক্তং বচো ব্রুবন্ তথা পরস্ত্রিয়া গুহ্যং গোপ্যপ্রদেশং পশ্যন্ তথা গুরুতরং হসন্মর্ত্ত্যো দ্বিরুপবাসতঃ শুধ্যেৎ॥ ৪৯॥

নন্বাত্মানং নগ্নং দর্শয়তঃ পরঞ্চ তাদৃশং কুর্ব্বতঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, দর্শয়-ন্নিত্যাদিনা। আত্মানং নগ্নং দর্শয়ন্ তথাপরং নগ্নং কুর্ব্বন্মানবো ত্রিরাত্রমশনং ভোজনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি॥ ৫০॥

অথ স্বপতিপ্রমাণিতান্যপুরুষগমনায়াঃ স্ত্রিয়াঃ তজ্জারস্য চ দণ্ডমাহ, পত্ন্যা ইত্যাদিনা। পতিশ্চেদ্‌যদি পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি তদা নৃপস্তাং তস্যা জারং চ শাস্ত্রানুসারতঃ পূর্বোক্তবিধানাৎ শাস্যাৎ॥ ৫১॥

অথোপপতিপ্রমাণাশক্তপতিকায়াঃ শঙ্কিতব্যভিচারায়াঃ স্ত্রিয়াস্ত্যাগপোষণে বিধাতব্যে ইত্যাহ, প্রমাণে ইত্যাদিনা। দয়িতোপপতেঃ পত্ন্যা জারস্য প্রমাণে যদি পতিরশক্তঃ স্যাত্তর্হি তাং দয়িতাং ত্যক্ত্বা চেদ্‌যদি পতিশাসনে তিষ্ঠেৎ ভর্ত্তুরাজ্ঞাং ন লঙ্ঘেত তদা গ্রাসৈঃ কবলৈঃ পোষয়েৎ॥ ৫২॥

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক দেখিয়া গুরুতর অর্থাৎ গর্হিত হাস্য করিবে, সেই ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।৪৯

যে ব্যক্তি (ইচ্ছাপূর্বক) আপনার উলঙ্গ অবস্থা প্রদর্শন করিবে অথবা যে ব্যক্তি অন্য কাহাকেও উলঙ্গ করিবে, সেই ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।৫০ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহার পত্নী অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যভিচারিণী রমণীকে এবং তাহার উপপতিকে শাস্ত্রানুসারে পূর্বোক্তরূপ দণ্ড প্রদান করিবেন।৫১ পরন্তু, যদি স্বামী পত্নীর উপপতি-সংসর্গ প্রমাণ করিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে; অথচ যদি ঐ স্ত্রী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে হইবে।৫২

রমমাণামুপপতৌ পশ্যন্ পত্নীং পতিস্তদা।
নিঘ্নন্ বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভৃতঃ ॥ ৫৩ ॥
ভর্ত্তুর্নিবারণং যত্র গমনে যেন ভাষণে।
প্রয়াণাদ্ভাষণাত্তত্র ত্যাগার্হা স্যাৎ কুলাঙ্গনা ॥ ৫৪ ॥
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
অভাবে পিতৃবন্ধূনাং তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ৫৫ ॥

ননু সহোপপতিনা রমমাণাং পত্নীমবলোক্য সজারাং তাং ঘ্নতস্তদ্ভর্ত্ত-বধার্হত্বং স্যান্ন বেতি সন্দিহানাং গিরিজাং প্রতি ব্রূতে, রমমাণামিত্যাদিনা পতির্ভর্ত্তা যদোপপতৌ রমমাণাং পত্নীং পশ্যন্নাসীত্তদা বনিতয়া সহ জারং নিঘ্নন্ পতির্ভূভৃতো রাজ্ঞো বধার্হো নৈব ভবেৎ। তদা নিঘ্নন্নিত্যনেনান্যকালে নিঘ্নতো বধার্হত্বং স্যাদেবেতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ ভর্ত্তৃনিষিদ্ধস্থানে গচ্ছন্ত্যাস্তন্নিষিদ্ধমন্যপুরুষেণ সহ ভাষণং চ কুর্বন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্ত্যাগার্হত্বং বিদধাতি, ভর্ত্তুরিত্যাদিনা। যত্র স্থানে গমনে যেন পুংসা সহ ভাষণে চ ভর্ত্তুর্নিবারণং জাতং তত্র প্রয়াণাদ্ভাষণাচ্চ কুলাঙ্গনাপি ত্যাগার্হা স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

অথ প্রসঙ্গাৎ পতিবান্ধবাদিবশে স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠন্ত্যাঃ মৃতপতিকায়া দায়-ভাক্ত্বমাহ, মৃত ইত্যাদিনা। পত্যৌ মৃতে সতি পতিবন্ধুবশে স্বধর্ম্মেণ স্থিতা পতিবন্ধূনামভাবে পিতৃবন্ধূনাং বশে তিষ্ঠন্তী সতী স্ত্রী দায়মর্হতি ॥ ৫৫ ॥

যদি স্বামী দেখিতে পায় যে, তাহার পত্নী উপপতির সহিত রতিক্রিয়া করি-তেছে, এবং যদি সেই সময়ে সে সেই ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে ও তাহার উপপতিকে বিনাশ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার বধ দণ্ড (বা অন্য কোন দণ্ড) করি-বেন না। ৫৩ ভর্ত্তা যেখানে গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে নিষেধ করেন, যদি কুলকামিনী, ভর্ত্তার অসম্মতিতে সেই স্থানে গমন করে বা তাহার সহিত কথা কহে, তাহা হইলে ভর্ত্তা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। ৫৪

স্বামীর মৃত্যু হইলে যদি বিধবা পত্নী পতিবন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থান করে, অথবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃবন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া নিজ ধর্ম্ম পালন করে, তাহা হইলে সে স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি

দ্বির্ভোজনং পরান্নং চ মৈথুনামিষভূষণম্।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈঃ গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা ॥ ৫৭ ॥
ন বিদ্যতে পিতা যস্য শিশোর্মাতা পিতামহঃ।
নিয়তং পালনে তস্য মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে ॥ ৫৮ ॥

অনন্তরোক্তশ্লোকে বিধবাধর্ম্মাণামাকাঙ্ক্ষিতত্বাত্তান্নিরূপয়তি, দ্বির্ভোজনমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। বিধবা স্ত্রী দ্বির্ভোজনং পরস্যান্নং মৈথুনং রতিম্ আমিষং মাংসাদিকং ভূষণমলঙ্কারং পর্য্যঙ্কং খট্টাং রক্তবাসো রক্তং বস্ত্রং চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৫৬॥

নাঙ্গমিত্যাদি। বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা বিধবা বাসৈঃ পিষ্টৈর্ঘৃষ্টৈর্বা সুগন্ধিদ্রব্যৈঃ অঙ্গং নোদ্বর্ত্তয়েৎ নোৎসাদয়েৎ। বাস্যতে যৈস্তে বাসাঃ করণেঽচ্, গ্রাম্যমালাপমপি ত্যজেৎ। ননু গ্রাম্যালাপাভাবে কথং কালং ক্ষিপেত্তত্রাহ, দেবেত্যাদিনা। দেবব্রতা সতী কালং নয়েৎ স্বেষ্টনামাদিকীর্ত্তনাদিনা কালং ক্ষিপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ননু মৃতমাতাপিতৃপিতামহস্য শিশোঃ পালনে পিতৃবন্ধুমাতৃবন্ধোর্মধ্যে কতরস্য প্রাশস্ত্যমিতি পৃচ্ছন্তীং দেবীং প্রত্যাহ, ন বিদ্যত ইত্যাদিনা। যস্য শিশোঃ পিতা মাতা পিতামহশ্চ ন বিদ্যতে তস্য পালনে নিয়তং নিশ্চিতং মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে ॥ ৫৮ ॥

প্রাপ্ত হইবে। ৫৫ দুই বার ভোজন, পরান্ন ভোজন, মৈথুন, আমিষ ভোজন, ভূষণ পরিধান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র (রঞ্জিত বসন) পরিধান, বিধবা এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে। ৫৬ বিধবা নারী সুগন্ধী তৈল মাখিবে না, অথবা সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিবে না; সে গ্রাম্য আলাপ (বৃথা গাল-গল্প) পরিত্যাগ করিবে। পরন্তু তাহার কর্ত্তব্য এই যে, সে নিজ বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা দেবপূজা-নিরতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া কালক্ষেপ করিবে। ৫৭

যে বালকের পিতা, মাতা, পিতামহ প্রভৃতি (পিতৃকুলে নিকট আত্মীয় অভিভাবক) নাই, মাতৃকুলে মাতৃবন্ধু দ্বারা তাহার পালনই প্রশস্ত। ৫৮

মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাস্তথা।
মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥ ৫৯॥
পিতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পিতুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥ ৬০॥
পত্যুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্যুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পত্যুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পতিবান্ধবাঃ॥ ৬১॥
পিত্রে মাত্রে পিতুঃ পিত্রে পিতামহ্যৈ তথা স্ত্রিয়ৈ।
অযোগ্যসূনবে পুত্রহীনমাতামহায় চ॥ ৬২॥

ননু কে তে মাতৃবন্ধাদয় ইত্যাহ, মাতুরিত্যাদিনা। মাতুর্মাতা মাতামহী মাতুঃ পিতা মাতামহঃ মাতুর্ভ্রাতা মাতুলঃ তথা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাঃ মাতুলপুত্রাঃ মাতুঃ পিতুর্মাতামহস্য সোদরাশ্চ মাতৃবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ॥ ৫৯॥

অথ পিতৃবান্ধবানাহ, পিতুরিত্যাদিনা পিতুর্মাতা পিতামহী পিতুঃ পিতা পিতামহঃ পিতুর্ভ্রাতা পিতৃব্যঃ পিতুর্ভ্রাতুঃ সোদরস্য সুতাং পিতুঃ স্বসুর্ভগিন্যাশ্চ সুতাঃ পিতুঃ পিতুঃ পিতামহস্য সোদরাশ্চ পিতৃবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ॥ ৬০॥

অথ পতিবান্ধবানাহ, পত্যুরিত্যাদিনা। পত্যুর্মাতা শ্বশ্রূঃ পত্যুঃ পিতা শ্বশুরঃ পত্যুর্ভ্রাতা সোদরঃ পত্যুর্ভ্রাতুঃ সুতাঃ পুত্রাঃ পত্যুঃ স্বসুর্ভগিন্যাশ্চ সুতাঃ পত্যুঃ পিতুঃ শ্বশুরস্য সোদরাশ্চ পতিবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ॥ ৬১॥

অথ দরিদ্রেভ্যঃ পিত্রাদিভ্যো ভোজনাদিকং পুরুষেণ নরপতির্দাপয়েদিত্যাহ, পিত্রে ইত্যাদিনা দ্বয়েন হি। অম্বিকে জগজ্জননি পিত্রে তথা মাত্রে তথা পিতুঃ পিত্রে পিতামহায় পিতামহ্যৈ চ তথা অযোগ্যসূনবে অযোগ্যপুত্রায়ৈ

মাতামহী, মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র এবং মাতামহ-সহোদর প্রভৃতি, ইহারা মাতৃবন্ধু। ৫৯ পিতামহী পিতামহ পিতৃব্য পিতৃব্যপুত্র পিতৃষ্বস্রেয় পিতামহ-সহোদর প্রভৃতিকে পিতৃবন্ধু বলা যায়। ৬০ আর শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতৃশ্বশুর (ভাশুর), ভ্রাতৃশ্বশুরপুত্র, দেবরপুত্র, ভর্তৃভগিনীপুত্র, শ্বশুরসোদর প্রভৃতি পতিবান্ধব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৬১ অম্বিকে! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্য পুত্র এবং পুত্রহীন মাতামহ, ৬২ ও পুত্রহীন মাতামহী, ইহারা

মাতামহ্যৈ দরিদ্রেভ্য * এভ্যো বাসস্তথাশনম্।
দাপয়েন্নৃপতিঃ পুংসা যথাবিভবমম্বিকে॥ ৬৩
দুর্বাচ্যং কথয়ন্ পত্নীম্ একাহমশনং ত্যজেৎ।
ত্র্যহং সন্তাড়য়ন্ রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরান্॥ ৬৪॥
ক্রোধাদ্বা মোহতো ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাম্।
বদন্নুপোষ্য সপ্তাহং বিশুধ্যেচ্ছিবশাসনাৎ॥ ৬৫॥

স্ত্রিয়ৈ পুত্রহীনমাতামহায় চ। তাদৃশ্যৈ মাতামহ্যৈ চ দরিদ্রেভ্য এভ্যঃ পিত্রাদিভ্যো যথাবিভবং বিভবমনতিক্রম্য বাসো বস্ত্রং তথাশনং ভোজ্যং নৃপতিঃ পুংসা দাপয়েৎ॥ ৬২॥ ৬৩॥

অথ পত্নৈ দুর্ব্বাচ্যং কথয়তস্তাং তাড়য়তস্তস্যা রক্তং চ পাতয়তঃ ক্রমতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, দুর্বাচ্যমিত্যাদিনা। পত্নীং প্রতি দুর্ব্বাচ্যমবক্তব্যং বচঃ কথয়ন্ জন একাহমশনং ভোজনং ত্যজেৎ। তাং সন্তাড়য়ংস্ত্র্যহমশনং ত্যজেৎ; তস্যা রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরানশনং ত্যজেৎ॥ ৬৪॥

অথ ক্রোধাদিতঃ স্বভার্য্যাং মাতৃত্বাদি বদতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, ক্রোধাদিত্যাদিনা। ক্রোধাদমর্ষান্মোহতোঽবিবেকাদ্বা ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাং পুত্রীং বা বদন্ পুমান্ শিবাশাসনাৎ সপ্তাহমুপোষ্য বিশুধ্যেৎ॥ ৬৫॥

যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে রাজা বিষয় অনুসারে ইহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দেওয়াইবেন।৬৩

যদি কেহ পত্নীকে দুর্বাক্য বলে, তাহা হইলে সে এক দিন উপবাস করিবে। যদি কেহ পত্নীকে প্রহার করে, তাহা হইলে সে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। যদি কেহ প্রহার করিয়া পত্নীর রক্তপাত করে, তাহা হইলে সে সপ্তরাত্র উপবাস করিবে।৬৪

যদি কেহ ক্রোধ নিবন্ধন বা মোহ বশতঃ ভার্য্যাকে মাতা বলে, ভগিনী বলে, বা কন্যা বলে, তাহা হইলে শিবের আজ্ঞা আছে যে, সে সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।৬৫

---

* দরিদ্রায় ইতি পাঠান্তরম্।

ষণ্ঢেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালাতীতেঽপি পার্থিবঃ।
জানন্নুদ্বাহয়েদ্ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ৬৬॥
পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ৬৭॥
উদ্বাহাদ্দ্বাদশে পক্ষে পত্যন্তাৎ গতহায়নে।
প্রসূতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী ন বা সুতঃ॥ ৬৮॥

নপুংসকপরিণীতায়া নার্য্যাঃ পুনরুদ্বাহো রাজ্ঞা বিধাপয়িতব্য ইত্যাহ, ষণ্ঢেনেত্যাদিনা। কালেঽতীতেঽপি জানন্ পার্থিবঃ ষণ্ঢেন নপুংসকেনোদ্বাহিতাং কন্যাং ভূয়ঃ পুনরুদ্বাহয়েৎ। নন্বু বেদাস্তসম্মতত্বান্নেদং মান্যং তত আহ বিধিরিতি চ এব শিবোদিতঃ শিবভাষিতো বিধিঃ। শরাঢ ইতি শমের্ঢ ইতি ঢঃ॥ ৬৬॥

অথ পরিণীতায়া মৃতভর্ত্তৃকায়াঃ কন্যায়াঃ পুনরুদ্বাহঃ পিত্রা কার্য্য ইত্যাহ, পরিণীতেত্যাদিনা। যা পরিণীতা বিবাহিতা কন্যা ভর্ত্রা ন রমিতা সতী বিধবা ভবেৎ সা পরিণীতাপি কন্যা পিত্রা পুনরুদ্বাহ্যা ভবেৎ। অত্র প্রমাণং দর্শয়তি শৈবেতি। বিধিরয়ং শৈবধর্ম্মেষু নিরূপিতঃ॥ ৬৭॥

অথোদ্বাহাৎ ষষ্ঠে মাসি প্রসূতপুষ্টতনয়া ভর্ত্তৃমরণাৎ পরবর্ষে প্রসূততনয়ায়াশ্চ স্ত্রিয়াস্তৎপত্নীত্বং বালস্য তৎসুতত্বঞ্চ ব্যাবর্ত্তয়তি, উদ্বাহাদিত্যাদিনা। উদ্বাহাদ্দ্বাদশে পক্ষে ষষ্ঠে মাসি যোগ্যং পুষ্টং যং তনয়ং যা প্রসূতে উৎপাদয়তি পত্যন্তাৎ গতহায়নে পতিমরণাৎ পরবর্ষে যং তনয়ং প্রসূতে সা পত্নী ন স্যাৎ স চ সুতো ন স্যাৎ। তাং পুংশ্চলীত্বং চ জারজাতং বিদিত্বা তয়োস্ত্যাগং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ॥ ৬৮॥

শিবোদিত বিধান আছে যে, যদি কোন কন্যা নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা হয়, এবং বহুকাল অতীত হইলেও যদি তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেও রাজা পুনর্বার অন্য পাত্রে সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াইবেন। ৬৬

যদি কন্যা পরিণীতা হইয়া পতিসহবাসের পূর্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার পুনর্বার বিবাহ দিবে; শৈবধর্ম্মে এইরূপই বিধান আছে। ৬৭ বিবাহের পর দ্বাদশ পক্ষে অর্থাৎ ছয় মাসে যে নারী পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করে, অথবা পতিবিয়োগের পর এক বৎসর অন্তে যে নারী সন্তান প্রসব

আগর্ব্ভাৎ পঞ্চমাসান্তঃ গর্ব্ভং যা স্রাবয়েদ্ধিয়া ।
তত্নপায়কৃতং তাঞ্চ * যাতয়েত্তীব্রতাড়নৈঃ ॥ ৬৯ ॥
পঞ্চমাৎ পরতো মাসাৎ যা স্ত্রী ভ্রূণং প্রপাতয়েৎ ।
তৎপ্রয়োক্তু শ্চ তস্যাশ্চ পাতকং স্যাদ্বধোদ্‌ভবম্ ॥ ৭০ ॥
যো হন্তি জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মানবঃ ক্রূরচেষ্টিতঃ ।
বধস্তস্য বিধাতব্যঃ সর্বথা ধরণীভৃতা ॥ ৭১ ॥

অথ গর্ব্ভাধানমারভ্য পঞ্চমাসাভ্যন্তর এব গর্ব্ভং স্রাবয়ন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্তত্নপায়-কর্ত্তু শ্চ দণ্ডমাহ, আগর্ব্ভাদিত্যাদিনা । আগর্ব্ভাদগর্ব্ভমারভ্য পঞ্চমাসান্তঃ পঞ্চমাসা-ভ্যন্তরে গর্ব্ভং ধিয়া বুদ্ধ্যা যা স্রাবয়েত্তাম্ তত্নপায়কৃতং গর্ব্ভস্রাবোপায়কর্ত্তারং চ তীব্রতাড়নৈর্ভূয়ো যাতয়েৎ পীড়য়েৎ ॥ ৬৯ ॥

অথ পঞ্চমমাসাদূর্দ্ধং গর্ব্ভং স্রাবয়ন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্তৎ প্রয়োক্তু শ্চ নৃবধজন্যং পাতক-মাহ, পঞ্চমাদিত্যাদিনা । পঞ্চমান্মাসাৎ পরতো যা স্ত্রী ভ্রূণং গর্ব্ভং প্রপাতয়েৎ তস্যাস্তৎপ্রয়োক্তুর্জ্জনস্য চ বধোদ্ভবং মনুষ্যবধজন্যং পাতকং স্যাৎ ॥ ৭০ ॥

ততশ্চ কথং বিমুক্তিঃ স্যাদিতি পৃচ্ছন্তীং পার্ব্বতীং প্রত্যাহ, য ইত্যাদিনা । যঃ ক্রূরচেষ্টিতো মানবো জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মনুষ্যং হন্তি তস্য সর্বথা সর্বপ্রকারেণ ধরণীভৃতা রাজ্ঞা বধো বিধাতব্যঃ । তত এব তস্য শুদ্ধির্নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

করে, সে সেই কথিত স্বামীর প্রকৃত পত্নীও নহে, এবং তদ্‌গর্ব্ভজাত সন্তান তৎপতির ঔরসপুত্রও নহে । ৬৮

গর্ব্ভাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে যে নারী জ্ঞান পূর্ব্বক গর্ব্ভস্রাব করিবে, সেই নারীকে এবং যে ব্যক্তি সেই গর্ব্ভপাতের উপায় করিয়া দেয়, তাহাকে রাজা কঠিন তাড়ন দ্বারা দণ্ড করিবেন । ৬৯ পঞ্চম মাসের পর যে নারী গর্ব্ভ পাতন করিবে, এবং যে ব্যক্তি তাহার উপায় করিয়া দিবে, তাহারা উভয়ে মনুষ্যবধ-জনিত পাতকে পাতকী হইবে । ৭০

যদি কোন নিষ্ঠুর দুরাত্মা জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা করে, তাহা হইলে রাজা সর্বতোভাবে তাহার বধ দণ্ড করিবেন । ৭১ যদি কোন ব্যক্তি প্রমাদ বা ভ্রম

---

* তত্নপায়কৃতং ভূয়ঃ ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ ।

প্রমাদাদ্‌ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্‌ঘ্নন্তং নরমরিন্দমঃ।
দ্রবিণাদানতস্তীব্রতাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥
স্বতো বা পরতো বাপি বধোপায়ং প্রকুর্বতঃ।
অজ্ঞানবধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্য পাপিনঃ ॥ ৭৩ ॥
মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারম্‌ আততায়িনমাগতম্‌।
নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪ ॥
অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূভৃতাঙ্গনিকৃন্তনম্‌।
প্রহারে চ প্রহরণং নৃষু পাপং চিকীর্ষুষু ॥ ৭৫ ॥

অথ প্রমাদাদিভির্মানবং মারয়তো বিশুদ্ধিং দর্শয়তি, প্রমাদাদিত্যাদিনা। প্রমাদাদনবধানতো বা ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্বা যো নরং হন্তি তং ঘ্নন্তং জনমরিন্দমো বিপক্ষদমনকর্ত্তা রাজা দ্রবিণাদানতো দ্রব্যহরণতস্তীব্রতাড়নৈশ্চ বিশোধয়েৎ ॥৭২॥

অথ স্বতঃ পরতো বা নরবধোপায়ং কুর্ব্বতো দণ্ডমাহ স্বত ইত্যাদিনা। স্বতঃ পরতো বা যো বধোপায়ং করোতি তস্য বধোপায়ং প্রকুর্বতঃ পাপিনঃ অজ্ঞানবধিনামজ্ঞানতো নরহন্তৃণাং যো দণ্ডঃ স বিহিতঃ ॥ ৭৩ ॥

নন্থ সংগ্রামহতযোধকস্য নিহতাগতাততায়িনশ্চ বধার্হত্বং স্যান্ন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, মিথ ইত্যাদিনা। হে পরমেশানি মিথঃ পরস্পরং সংগ্রামে যোদ্ধারং নিহত্য তথাগতমাততায়িনং চ নিহত্য নরঃ পাপার্হঃ পাপভাক্‌ ন ভবেৎ। আততায়িনো যথা। অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িন ইতি ॥ ৭৪ ॥

অথাঙ্গচ্ছেদাদিকং কুর্বতো দণ্ডমাহ, অঙ্গেত্যাদিনা। পাপং চিকীর্ষুষু কর্ত্তু-

---

বশতঃ মনুষ্যহত্যা করে, তাহা হইলে রাজা তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া তাহাকে তীব্র তাড়ন দ্বারা শাসিত করিবেন। ৭২ যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা অন্য দ্বারা নিজের বা অন্যের বধোপায় করে, তাহা হইলে, যাহারা অজ্ঞান পূর্বক নরহত্যা করে, তাহাদিগের যে দণ্ড বিহিত আছে, ঐ পাপাত্মারও সেই দণ্ড হইবে। ৭৩

পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি আততায়ী (বধোদ্যত) হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে মনুষ্য পাপী হইবে না।৭৪

বিপ্রান্ গুরূনবগুরেৎ প্রহরেদ্‌যো দুরাসদঃ *।
ধনাদানাদ্ধস্তদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
শস্ত্রাদিক্ষতকায়স্য ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ।
প্রহর্ত্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্ বধার্হো ন হি ভূভৃতঃ ॥ ৭৭ ॥

মিচ্ছুষু নৃষু ভূভৃতা ভূপেনাঙ্গচ্ছেদে সত্যঙ্গনিকৃন্তনমঙ্গচ্ছেদনং প্রহারে চ প্রহরণং বিধাতব্যম্ ॥ ৭৫ ॥

অথ ব্রাহ্মণগুরুহননার্থং দণ্ডাদিকমুদ্‌যচ্ছতস্তান্ প্রহরতশ্চ ক্রমতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, বিপ্রানিত্যাদিনা। যো দুরাসদো দুষ্টো জনো বিপ্রান্ গুরূংশ্চ হন্তুমিতি শেষঃ। অবগুরেৎ দণ্ডাদিকমুৎক্ষিপেৎ তান্ প্রহরেদ্বা তং ক্রমতো ধনাদানাৎ হস্তদাহদ্বারা বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অথ শস্ত্রাদিক্ষতশরীরস্য ষণ্মাসাৎ পরতো মরণে সতি প্রহর্ত্তুর্দণ্ডনীয়ত্বং বধানর্হত্বং চাহ, শস্ত্রাদীত্যাদিনা। শস্ত্রাদিনা ক্ষতঃ কায়ো যস্য তস্য পুংসঃ ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ সত্যাং প্রহর্ত্তা ভূভৃতো রাজ্ঞো দণ্ডনীয়ঃ স্যাৎ বধার্হো নৈব স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

অথ দেশোপদ্রবিণঃ রাজ্যহরণেচ্ছুন্ নৃপতিবিপক্ষাণাং রহো হিতাকাঙ্ক্ষিণো

পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহারও সেইরূপ অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। যদি কোন পাপাত্মা অন্যকে প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকেও সেইরূপ প্রহার করিবেন। ৭৫

যদি কোন পাপাত্মা, ব্রাহ্মণের প্রতি বা গুরুজনকে প্রহার করিবে বলিয়া যষ্টি প্রভৃতি উদ্যত করে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা পূর্ব্বোক্ত অপরাধে তাহার ধনসম্পত্তি হরণ করিবেন এবং শেষোক্ত অপরাধে তাহার হস্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিবেন। ৭৬

যদি কাহারো শরীর অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হয়, এবং ঐ ব্যক্তি যদি ছয় মাসের পর মরে, তাহা হইলে প্রহারকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইবে বটে, পরন্তু প্রাণদণ্ড হইবে না। ৭৭

---

* প্রহরেদ্বা দুরাসদঃ ইতি পাঠান্তরম্।

রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীর্ষূন্নৃপবৈরিণাম্।
রহো হিতৈষিণো * ভৃত্যান্ ভেদকান্নৃপসৈন্যয়োঃ॥ ৭৮॥
যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজা রাজ্ঞা শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্।
হত্বা নরপতিস্ত্বেতান্ নৈব কিল্বিষভাগ্ভবেৎ॥ ৭৯॥
যো হন্যান্মানবং ভর্ত্তুঃ আজ্ঞয়াপরিহার্য্যয়া।
ভর্ত্তুরেব বধস্তত্র প্রহর্ত্তুর্ন শিবাজ্ঞয়া॥ ৮০॥

নৃপসৈন্যভেদকভৃত্যান্ রাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ পান্থপীড়কশস্ত্রিণশ্চ ঘ্নতো-মহীপতেঃ পাতকভাগিত্বং নেত্যাহ, রাষ্ট্রেত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো দেশোপদ্রাবকান্ রাজ্যং জিহীর্ষূন্ রাজ্যহরণেচ্ছূন্নৃপবৈরিণাং রাজ্ঞঃ শত্রূণাং রহো হিতৈষিণো রহসি হিতাকাঙ্ক্ষিণো নৃপসৈন্যয়োর্ভেদকান্ নৃপস্য সৈন্যস্য চ ভেদং কুর্ব্বতো ভৃত্যান্ অমাত্যাদীন্ তথা রাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ তথা পান্থপীড়কান্ শস্ত্রিণশ্চৈতান্ হত্বা নরপতিঃ কিল্বিষভাক্ নৈব ভবেৎ॥৭৮॥৭৯॥

অথাপরিহার্য্যপ্রভ্বাজ্ঞালঙ্ঘনাশক্তেন শক্তেন ভৃত্যেন মানুষং ঘাতয়তো ভর্ত্তুরেব বধো বিধাতব্যো ন ভৃত্যস্যেত্যাহ, য ইত্যাদিনা। ভর্ত্তুরপরিহার্য্যয়া অনুল্লঙ্ঘনীয়য়াজ্ঞয়া যো মানবং হন্যাৎ তস্য প্রহর্ত্তুস্তত্র হননে ন বধঃ কিন্তু শিবাজ্ঞয়া ভর্ত্তুরেব বধো বিহিতঃ। অপরিহার্য্যয়েত্যনেন ভর্ত্রাজ্ঞালঙ্ঘনাশক্তো ভৃত্যো যদি মানবং হন্যাৎ তদা তস্যৈব বধ ইতি সূচিতম্॥ ৮০॥

নন্বনবধানস্য যস্য পুংসঃ শস্ত্রাদিভির্মনুষ্যো ম্রিয়তে তস্য বিশুদ্ধিঃ কথং

যাহারা রাজবিদ্রোহী, যাহারা রাজ্যহরণে অভিলাষী, যাহারা ভৃত্য হইয়াও গোপনে বিপক্ষ ভূপালদিগের হিতচেষ্টা করে এবং রাজার সহিত সৈন্যগণের ভেদ করিয়া দেয়, ৭৮ যে সকল প্রজা রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী, যাহারা শস্ত্রধারী হইয়া পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করে, সেই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে রাজা পাপভাগী হইবেন না। ৭৯ শিবের আজ্ঞা আছে যে, যে ব্যক্তি প্রভুর অপরিহার্য্য আজ্ঞানুসারে কোন মনুষ্য হত্যা করিবে, সে ব্যক্তি সেই নরহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইবে না; যে ব্যক্তি সেই নরহত্যা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছে, সেই আজ্ঞাকর্ত্তাই ঐ নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবে। ৮০

অযত্নপুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্বা ম্রিয়তে নরঃ।
ধনদণ্ডেন বা কায়দমেনাস্য বিশোধনম্॥ ৮১॥
বহির্ম্মুখান্ নৃপাজ্ঞাসু নৃপাগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ।
দূষকান্ কুলধর্ম্মানাং শাস্যাদ্রাজা বিগর্হিতান্॥ ৮২॥
স্থাপ্যাপহারিণং ক্রূরং বঞ্চকং ভেদকারিণম্।
বিবাদয়ন্তং লোকাংশ্চ দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ॥ ৮৩॥

স্যাত্তত্রাহ, অযত্নেত্যাদিনা। অযত্নপুংসো যত্নহীনস্য যস্য পুরুষস্য পশুনা গবাশ্বাদিনা শস্ত্রৈঃ খড়্গাদিভির্ব্বা নরো ম্রিয়তে অস্য পুংসো ধনদণ্ডেন কায়দণ্ডেন বা বিশোধনং ভবেৎ॥ ৮১॥

অথ রাজাজ্ঞালঙ্ঘিনস্তদগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ কুলধর্ম্মদূষকাংশ্চ রাজা দণ্ডয়েদিত্যাহ, বহিরিত্যাদিনা। নৃপাজ্ঞাসু বহির্ম্মুখান্ রাজাজ্ঞালঙ্ঘিনো নৃপাগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ প্রৌঢ়ং বদতঃ তথা কুলধর্ম্মাণাং দূষকাংশ্চ বিগর্হিতান্নিন্দিতানেতান্ রাজা শাস্যাৎ॥ ৮২॥

অথ ন্যাসাপহারকান্নিজদেশতো নৃপো নিষ্কাশয়েদিত্যাহ, স্থাপ্যেত্যাদিনা। স্থাপ্যাপহারিণং ন্যাসস্যাপহর্ত্তারং ক্রূরং কঠিনং নির্দয়ং বা তথা বঞ্চকং তথা ভেদকারিণং তথা লোকান্ বিবাদয়ন্তঞ্চ জনং নৃপো দেশোন্নির্য্যাপয়েন্নিষ্কাশয়েৎ॥ ৮৩॥

অথ শুল্কগ্রহণপূর্ব্বকং কন্যাং পুত্রং চ দদতো জনান্ ভূপো দেশান্নিঃসারয়ে-

---

যদি কোন ব্যক্তির অনবধানতা বশতঃ অস্ত্র দ্বারা বা তদীয় পশু দ্বারা অপরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অর্থ দণ্ড বা কায়িক দণ্ড দ্বারা তাহার পাপমোচন হইবে। ৮১

যাহারা রাজার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ, যাহারা রাজার সম্মুখে প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করে, যাহারা কুলধর্ম্ম-দূষক, রাজা সেই সমস্ত নিন্দিত ব্যক্তিকে শাসন করিবেন। ৮২ যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে, যে ব্যক্তি ক্রূর ও বঞ্চক যে ব্যক্তি লোকদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ ও বিবাদ জন্মাইয়া দেয়, রাজা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন। ৮৩

শুল্কেন কন্যাং দাতৄংশ্চ পুত্রং ষণ্ডে প্রযচ্ছতঃ।
দেশান্নির্য্যাপয়েদ্রাজা পতিতান্ দুষ্কৃতাত্মনঃ॥ ৮৪॥
মিথ্যাপবাদব্যাজেন পরানিষ্টং চিকীর্ষবঃ।
যথাপরাধং * তে শাস্যা ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভৃতা॥ ৮৫॥
যো যৎপরিমিতানিষ্টং কুর্য্যাত্তৎসম্মিতং ধনম্।
নৃপতির্দাপয়েত্তেন জনায়ানিষ্টভাগিনে॥ ৮৬॥

দিত্যাজ্ঞাপয়তি, শুল্কেনেত্যাদিনা। শুল্কেন দাননিমিত্তকধনেন হেতুনা কস্মৈচিজ্জনায় বিশেষতঃ ষণ্ডে ক্লীবে কন্যাং দাতৄন্ তথা শুল্কেনৈব কস্মিন্ বিশেষতঃ ষণ্ডে পুত্রং চ প্রযচ্ছতো দদতো দুষ্কৃতাত্মনঃ পাপহৃদয়ান্ পাপবুদ্ধীন্ বা পতিতান্ জনান্ রাজা দেশান্নির্য্যাপয়েৎ। ষণ্ডে ইতি সম্প্রদানস্যাধিকরণত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ সপ্তম্যধিকরণে চেতি সপ্তমী॥ ৮৪॥

অথ মিথ্যাপবাদচ্ছলেন পরানিষ্টজননাকাঙ্ক্ষিণাং দণ্ডমাহ, মিথ্যেত্যাদিনা। মিথ্যাপবাদব্যাজেন অসত্যাপবাদচ্ছলেন পরানিষ্টমন্যানাকাঙ্ক্ষিতং চিকীর্ষবো যে মানবাস্তে ধর্মজ্ঞেন ধর্ম্মং জানতা মহীভৃতা রাজ্ঞা যথাপবাদং শাস্যাঃ গুর্বপবাদে গুরুশাসনং লঘু অপবাদে চ লঘুশাসনং বিধেয়মিত্যর্থঃ॥ ৮৫॥

নন্থ বিনৈবাপরাধং পরানিষ্টং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ কো দণ্ডো বিধাতব্যস্তত্রাহ, য ইত্যাদিনা। যো নরো যস্য যৎপরিমিতমনিষ্টং কুর্য্যাত্তেন তস্মৈ অনিষ্টভাগিনে জনায় তৎসম্মিতং ধনং নৃপতির্দাপয়েৎ॥ ৮৬॥

যে সকল ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা বা পুত্র দান করে, অথবা যে সকল ব্যক্তি যে কোন কারণে নপুংসককে পুত্র বা কন্যা দান করে, রাজা সেই সকল পতিত পাপাত্মাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। ৮৪ যাহারা মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা পরের অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, ধর্মজ্ঞ রাজা অপরাধ অনুসারে তাহাদের যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করিবেন। ৮৫ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অনিষ্ট করিবে, রাজা সেই পরিমাণে তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করিবেন। ৮৬

---

* যথাপবাদম্ ইতি বা পাঠঃ।

মণিমুক্তাহিরণ্যাদি ধাতূনাং স্তেয়কারিণঃ।
করস্য বাহ্বোশ্ছেদং বা কুর্য্যাৎ মূল্যং বিচারয়ন্ * ॥ ৮৭॥
মহিষাশ্বগবাদীনাং রত্নাদীনাং তথা শিশোঃ।
বলেনাপহৃতাং † নৃণাং স্তেয়িবদ্বিহিতো দমঃ ॥ ৮৮ ॥
অন্নানামল্পমূল্যস্য বস্তুনঃ স্তেয়িনং নৃপঃ।
বিশোধয়েত্তং পক্ষৈকং সপ্তাহং বাশয়ন্ কণম্ ॥ ৮৯ ॥

অথ মণিমুক্তাদিধাতুস্তেয়িনাং দণ্ডমাহ, মণীত্যাদিনা। মণিমুক্তাহিরণ্যাদীনাং ধাতূনাং স্তেয়কারিণো নরস্য করস্য বাহ্বোর্ব্বা ছেদং মণ্যাদীনাং মূল্যং বিচারয়ন্ নৃপঃ কুর্য্যাৎ। অল্পমূল্যকমণ্যাদিস্তেয়ে করচ্ছেদো বহুমূল্যকমণ্যাদিস্তেয়ে বাহ্বোশ্ছেদঃ কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

অথ বলাৎকারেণ মহিষাশ্বাদীনামপহারকদণ্ডমাহ, মহিষেত্যাদিনা। মহিষাশ্বগবাদীনাং পশূনাং তথা রত্নাদীনাং তথা শিশোশ্চ বলেনাপহৃতামুপহরতাং নৃণাং স্তেয়িবদ্দমো বিহিতঃ ॥ ৮৮ ॥

অথান্নস্য মণ্যাদিভিন্নাল্পমূল্যবস্তুনশ্চ স্তেয়িনো বিশুদ্ধিমাহ, অন্নানামিত্যাদিনা। অন্নানাং তথাল্পমূল্যস্য বস্তুনশ্চ স্তেয়ী যো নরস্তং পক্ষৈকং সপ্তাহং বা কণমাশয়ন্ ভোজয়ন্নৃপো বিশোধয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

যাহারা মণি মুক্তা বা স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু অপহরণ করিবে, রাজা অপহৃত বস্তুর মূল্যের তারতম্য বিচার করিয়া তদনুসারে ঐ অপহারীদিগের হস্তের কিয়দংশ, সম্পূর্ণ হস্ত বা বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। ৮৭

যাহারা বলপূর্ব্বক মহিষ অশ্ব ধেনু প্রভৃতি পশু, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য বা শিশুসন্তান অপহরণ করিবে, রাজা তাহাদিগকে চোরের ন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ৮৮ যে ব্যক্তি অন্ন বা অন্য কোন অল্পমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিবে, রাজা তাহাকে এক পক্ষ বা সপ্তাহ কাল কণভোজন করাইয়া শোধন করিবেন। ৮৯

---

* করস্য বাহ্বোশ্ছেদো বা কার্য্যো মূল্যং বিচারয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।
† বনে বাপহৃতাম্ ইতি চ পাঠঃ।

বিশ্বাসঘাতকে পুংসি কৃতঘ্নে সুরবন্দিতে।
যজ্ঞৈর্ব্রতৈস্তপোদানৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯০ ॥
যে কূটসাক্ষিণো মর্ত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ।
শাস্যাত্তাংস্তীব্রদণ্ডেন দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ ॥ ৯১ ॥
ষট্ সাক্ষিণং প্রমাণং স্যুঃ চত্বারস্ত্রয় এব বা।
অভাবে দ্বাবপি শিবে প্রসিদ্ধৌ যদি ধার্ম্মিকৌ ॥ ৯২ ॥
দেশতঃ কালতো বাপি তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে।
পরস্পরমযুক্তঞ্চেৎ অগ্রাহ্যং সাক্ষিণাং বচঃ ॥ ৯৩ ॥

অথানেকযজ্ঞব্রতাদিকং কুর্ব্বতোরপি বিশ্বাসঘাতককৃতঘ্নয়োরনিষ্কৃতিত্বমাহ, বিশ্বাসেত্যাদিনা। হে সুরবন্দিতে বিশ্বাসঘাতকে তথা কৃতঘ্নে উপকৃতবিনাশকে চ পুংসি যজ্ঞৈরশ্বমেধাদিভির্ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিস্তপোভির্দানৈশ্চ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপবিনাশনৈরেতৈর্নিষ্কৃতির্দুষ্কৃতাৎ মুক্তির্ন স্যাৎ ॥ ৯০ ॥

অথ সাক্ষিত্বে মিথ্যাভিধায়িনাং পক্ষপাতিমধ্যস্থানাং চ দণ্ডমাহ, যে ইত্যাদিনা। কূটসাক্ষিণঃ সাক্ষ্যে মৃষাভিধায়িনো যে মর্ত্ত্যাস্তথা পক্ষপাতিনো মধ্যস্থাশ্চ যে তান্ নৃপস্তীব্রদণ্ডেন শাস্যাত্তথা দেশান্নির্য্যাপয়েৎ ॥ ৯১ ॥

নন্থ কতি সাক্ষিণঃ প্রমাণং ভবেয়ুরিত্যপেক্ষায়ামাহ, ষড়িত্যাদিনা। ষট্ চত্বারস্ত্রয়ো বা সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুঃ। হে শিবে অভাবে ত্রিচতুরাদিসাক্ষ্যসত্ত্বে যদি প্রসিদ্ধৌ ধার্ম্মিকৌ ভবেতাং তদা দ্বাবপি সাক্ষিণৌ প্রমাণং স্যাতাম্ ॥ ৯২ ॥

সুরপূজিতে! যাহারা বিশ্বাসঘাতক বা কৃতঘ্ন, তাহারা যজ্ঞই করুক, ব্রতই করুক, তপস্যাই করুক, দানই করুক, বা যে কোন প্রায়শ্চিত্তই করুক, কিছুতেই তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। ৯০ যে সকল মনুষ্য কূটসাক্ষী, অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, অথবা যাহারা মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করে, রাজা তীব্র দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন এবং দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। ৯১

ছয় জন, বা চারি জন, অথবা তিন জন সাক্ষী প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরন্তু শিবে! তাহার অভাব হইলে দুই জন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক সাক্ষীর বাক্যও প্রমাণ হইতে পারে। ৯২ প্রিয়ে! সাক্ষীরা জিজ্ঞাসিত হইয়া দেশ কাল

অন্ধানাং বাক্ প্রমাণং স্যাৎ বধিরাণাং তথা প্রিয়ে।
মূকানামেড়মূকানাং শিরসাঙ্গীকৃতির্লিপিঃ ॥ ৯৪ ॥
লিপিঃ প্রমাণং সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে।
বিশেষাদ্ব্যবহারেষু ন বিনশ্যেচ্চিরং যতঃ ॥ ৯৫ ॥
স্বীয়ার্থমপরার্থঞ্চেৎ কুর্ব্বতঃ কল্পিতাং লিপিম্।
দণ্ডস্তস্য বিধাতব্যো দ্বিপাদ্যং কূটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥

স্থানাদিভেদতঃ পরস্পরমসঙ্গতং সাক্ষিণাং বচো ন প্রমাণমিত্যাহ, দেশত ইত্যাদিনা। হে প্রিয়ে দেশতঃ স্থানতঃ কালতো দিনপ্রহরভেদতস্তথা বিষয়তো বস্তুতো বা চেদ্যদি পরস্পরমযুক্তম্ অসম্বদ্ধং সাক্ষিণাং বচস্তথা অগ্রাহ্যং স্যাৎ ॥ ৯৩ ॥

নন্বু দর্শনাদ্যশক্তা অন্ধাদয়ঃ সাক্ষিণো ভবিতুমর্হন্তি ন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, অন্ধানামিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অন্ধানামচক্ষুষাং তথা বধিরাণাং শ্রোত্রহীনানাং মূকানাং বাক্ অথবা শিরসাঙ্গীকৃতিঃ স্বীকারো লিপিরক্ষরং চ প্রমাণং স্যাৎ ॥ ৯৪ ॥

অথান্যপ্রমাণাল্লিপিপ্রমাণস্য বহুকালস্থায়িত্বাৎ প্রাশস্ত্যমাহ, লিপিরিত্যাদিনা। সর্ব্বত্রৈব কর্ম্মণি বিশেষাৎ ক্রয়বিক্রয়াদিরূপব্যবহারেষু সর্বেষাং লিপিঃ প্রমাণং প্রশস্যতে। প্রাশস্ত্যে হেতুং দর্শয়ন্নাহ ন বিনশ্যেদিত্যাদিনা। যতশ্চিরং বহুকালং লিপির্ন বিনশ্যেচ্চিরং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অথাক্ষরং কল্পয়তো দণ্ডমাহ, স্বীয়ার্থমিত্যাদিনা। স্বীয়ার্থমপরার্থং বা কল্পিতাং

বা বিষয় বিশেষে যদি পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই সাক্ষীদিগের বাক্য অগ্রাহ্য হইবে। ৯৩

প্রিয়ে! যাহারা অন্ধ ও বধির, সাক্ষ্যদানে তাহাদের বাক্যও প্রমাণস্থলে গণ্য হইবে। যাহারা মূক (বোবা) বা এড়মূক (কালাবোবা) তাহাদিগের মস্তক সঞ্চালন দ্বারা স্বীকার ও লিপি প্রমাণস্থলে গৃহীত হইবে। ৯৪

সকল স্থানে সকলের পক্ষেই লিপিপ্রমাণ প্রশস্ত; বিশেষতঃ ব্যবহারস্থলে ইহা সর্বতোভাবে প্রশস্ত; কারণ ইহা বহুকালেও নষ্ট হয় না। ৯৫

যে ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত বা পরের নিমিত্ত কল্পিত লিপি প্রস্তুত (জাল) করিবে, তাহার দণ্ড কূটসাক্ষীর (মিথ্যাসাক্ষীর) দ্বিগুণ হইবে; অর্থাৎ ঈদৃশ

অভ্রমস্যাপ্রমত্তস্য যদঙ্গীকরণং সকৃৎ।

স্বীয়ার্থে তৎ প্রমাণং স্যাৎ বচসো বহুসাক্ষিণাম্॥ ৯৭॥

যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি।

তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি॥ ৯৮॥

অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্বপাপাশ্রয়স্য চ।

তাড়নাদ্দমনাদ্রাজা ন পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া॥ ৯৯॥

লিপিং যঃ করোতি তস্য তাদৃশীং লিপিং কুর্বতো জনস্য কূটসাক্ষিণঃ সাক্ষ্যেঽনৃতং বদতো দ্বিপাদ্যং দ্বিগুণোদণ্ডো রাজ্ঞা বিধাতব্যঃ॥ ৯৬॥

বহুসাক্ষিবচোভ্যোঽপ্রমত্তাভ্রান্তজনস্য স্বয়ং কৃতৈকবারস্বীকাররূপপ্রমাণস্যাতিপ্রাশস্ত্যং দর্শয়িতুমাহ, অভ্রমস্যেত্যাদিনা। অভ্রমস্য ভ্রান্তিরহিতস্যাপ্রমত্তস্য সাবধানস্য যৎ সকৃদেকবারমপি অঙ্গীকরণং স্বীকারস্তৎ স্বীয়ার্থে বহুসাক্ষিণামপি বচসো ভাষণাদধিকং প্রমাণং স্যাৎ॥ ৯৭॥

অথাসত্যস্যাখিলপাতকাশ্রয়ত্বং ব্যাহরংস্তদাশ্রয়ান্মানবান্ দণ্ডয়তো রাজ্ঞঃ পাপানর্হত্বমাহ, যথেত্যাদিনা শিবাজ্ঞয়েত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। হে পার্ব্বতি যথা সত্যমাশ্রিত্য পুণ্যানি তিষ্ঠন্তি তথা অনৃতমসত্যং সমাশ্রিত্যাখিলান্যপি পাতকানি তিষ্ঠন্তি॥ ৯৮॥

অত ইত্যাদি। অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্বপাপাশ্রয়স্য চ জনস্য তাড়নাদ্দমনাদ্ধনদণ্ডাচ্চ রাজা শিবাজ্ঞয়া পাপার্হঃ পাপভাক্ ন স্যাৎ॥ ৯৯॥

ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া কঠিন দণ্ড প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে হইবে। ৯৬

যে ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত ও প্রমত্ত নহে সে ব্যক্তি যদি নিজ বিষয় একবার মাত্র স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহা বহুসাক্ষীর বাক্য হইতেও প্রবল প্রমাণ হইবে। ৯৭

পার্ব্বতী! যেমন একমাত্র সত্য আশ্রয় করিয়াই সমুদায় পুণ্য অবস্থান করে; তদ্রূপ একমাত্র অনৃত আশ্রয় করিয়াই সমুদায় পাতক অবস্থান করিতেছে। ৯৮ অতএব যে ব্যক্তি সত্যহীন, সেই ব্যক্তি সমুদায় পাপেরই আশ্রয়।

সত্যং ব্রবীমি সঙ্কল্প্য স্পৃষ্ট্বা কৌলং গুরুং দ্বিজম্।
গঙ্গাতোয়ং দেবমূর্ত্তিং কুলশাস্ত্রং কুলামৃতম্॥ ১০০॥
দেবি নির্মাল্যমথবা* কথনং শপথো ভবেৎ।
তত্রানৃতং বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং নরকং ব্রজেৎ॥ ১০১॥
অপাপজনিকার্য্যাণাং ত্যাগে বা গ্রহণেঽপি বা।
তৎ কার্য্যং সর্ব্বথা মর্ত্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ॥ ১০২॥

অথ শপথস্বরূপং নিরূপয়ংস্তত্রানৃতং ব্রুবতো মর্ত্ত্যস্য নরকগামিত্বং বিদধাতি, সত্যমিত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। সত্যমহং ব্রবীমীতি সংকল্প্য কৌলং কুলীনং গুরুং নিষেকাদিকরং দ্বিজং ব্রাহ্মণং গঙ্গাতোয়ং গঙ্গাজলং দেবমূর্ত্তিং দেবতাপ্রতিমাং কুলশাস্ত্রং তন্ত্রাদিকং কুলামৃতমাসবং দেবীনির্ম্মাল্যং বা স্পৃষ্ট্বা কথনং শপথো ভবেৎ। তত্র শপথেঽনৃতং মিথ্যা বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং কল্পপর্য্যন্তং নরকং ব্রজেৎ নরকান্নরকান্তরং গচ্ছেৎ॥ ১০০॥ ১০১॥

অথ শপথপূর্ব্বকস্বীকৃতাপাপজনককার্য্যাণামবশ্যকৃত্যত্বমাহ, অপাপেত্যাদিনা। ন পাপস্য জনিরুৎপত্তির্যেভ্যস্তেষাং কার্য্যাণাং ত্যাগে বা গ্রহণে অপি বা শপথেন মর্ত্ত্যৈর্যৎ স্বীকৃতং তৎ সর্ব্বথা কার্য্যং ন লঙ্ঘনীয়মিত্যর্থঃ। গ্রহণেঽপি বেত্যনেন পাপজনককর্ম্মণাং ত্যাগে এব যৎ স্বীকৃতং তস্যৈবাবশ্যকৃত্যত্বমিতি ধ্বনিতম্॥ ১০২॥

শিবের আজ্ঞা আছে যে, তাদৃশ অসত্যপরায়ণ পাপাত্মার তাড়ন ও দমন করিলে রাজা পাপভাগী হয়েন না। ৯৯

দেবি! 'আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য,' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌল, গুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত, ১০০ ও দেবনির্মাল্য, এই সমুদায়ের মধ্যে অন্যতম স্পর্শ করিয়া যাহা কথিত হইবে, তাহার নাম শপথ। যে ব্যক্তি এইরূপে শপথ করিয়া মিথ্যাবাক্য কহিবে, এককল্প পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে। ১০১ যে কার্য্য পাপজনক নহে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়েই হউক অথবা তাহা হইতে নিবৃত্তি বিষয়েই হউক, শপথ করিয়া যেরূপ

---

* দেবীনির্ম্মাল্যমথবা ইতি পাঠান্তরম্।

স্বীকারোল্লঙ্ঘনাচ্ছুধ্যেৎ পক্ষমেকমভোজনৈঃ।
ভ্রমেণাপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ॥ ১০৩॥
কুলধর্ম্মোঽপি সত্যেন বিধিনা চেন্ন সেবিতঃ।
মোক্ষায় শ্রেয়সে ন স্যাৎ কৌলে পাপায় কেবলম্॥১০৪॥
সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী।
জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাম্॥ ১০৫॥

স্বীকারেত্যাদিনা। ননূল্লঙ্ঘনাদেকং পক্ষমভোজনৈর্জ্জনঃ শুধ্যেৎ। ভ্রমেণাপি তং স্বীকারমুল্লঙ্ঘ্যদ্বাদশাহং কণাশনৈঃ শুধ্যেৎ॥ ১০৩॥

অথাবিধিসেবিতস্য কুলধর্ম্মস্যাপি পাপজনকত্বমাহ, কুলেত্যাদিনা। সত্যেন বিধিনা চেদ্‌যদি সেবিতো ন স্যাৎ তদা কুলধর্ম্মোঽপি কৌলে কুলীনে মোক্ষায় অপবর্গায় তথা শ্রেয়সে ভদ্রায় চ ন স্যাৎ কেবলং পাপায়ৈব ভবতি। অতো বিধিনৈব সেব্যঃ কুলধর্ম্ম ইতি ভাবঃ॥ ১০৪॥

অথ সুরেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ পদ্যৈর্মদ্যং স্তৌতি। সুরা দ্রবময়ী দ্রবরূপা তারা ভবতি যা জীবনিস্তারকারিণী জীবানাং নিস্তারকর্ত্রী যা ভোগমোক্ষাণাং জননী উৎপাদয়িত্রী যা বিপদাং বিপত্তীনাং রুজাং রোগাণাং চ নাশিনী॥ ১০৫॥

অঙ্গীকার করা হইবে, সর্বতোভাবে তদনুরূপ কার্য্যই করিতে হইবে। পরন্তু যে কার্য্য পাপজনক, তাহা হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে যদি শপথ পূর্বক অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে তাহাও ঐরূপ পালন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে অর্থাৎ আমি প্রতিদিন নরহত্যা করিয়া বা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব' ইত্যাদি কার্য্যে যদি শপথ পূর্বক অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাইতে পারে। ১০২

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ তাহা লঙ্ঘন করিবে, সে ব্যক্তি এক পক্ষ অনাহারে থাকিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। পরন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ উক্ত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিবে, সে ব্যক্তি দ্বাদশ দিবস কণভক্ষণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১০৩ অধিক কি, কৌল ব্যক্তিও যদি সত্য অবলম্বন পূর্বক যথাবিধানে কুলধর্ম্ম সেবা না করে, তাহার সেই কুলধর্ম্ম মোক্ষদায়ক ও শ্রেয়স্কর হয় না, কেবল পাপজনক হয়। ১০৪

দাহিনী পাপসঙ্ঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞান-বুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী ॥ ১০৬ ॥
মুক্তৈর্ম্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ।
সেব্যতে সর্বদা দেবৈঃ আদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১০৭ ॥
সম্যগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা।
পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥

দাহিনীত্যাদি। যা পাপসঙ্ঘানাং পাপসমূহানাং দাহিনী দগ্ধ্রী। হে প্রিয়ে যা জগতাং পাবিনী শুদ্ধিকর্ত্রী। যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সর্ব্বাসাং সিদ্ধীনাং প্রদাত্রী। যা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী মোক্ষে ধীর্জ্ঞানং শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং বুদ্ধিঃ আত্মজ্ঞানং বিদ্যা তেষাং বিবর্দ্ধয়িত্রী ॥ ১০৬ ॥

মুক্তৈরিত্যাদি। হে আদ্যে মুক্তৈর্ম্মুক্তিশালিভিঃ মুমুক্ষুভির্ম্মোক্ষেপ্সুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ রাজভির্দেবৈশ্চ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে সর্বদা যা সেব্যতে সা সুরা দ্রবময়ী তারা বোদ্ধব্যেতি পূর্বেণান্বয়ঃ। যা সেত্যধ্যাহারলভ্যম্ ॥ ১০৭ ॥

সুরেত্যাদিশ্লোকত্রয়েণ মদিরাং স্তুত্বেদানীং বিধিপূর্ব্বকং তৎপানকর্ত্তুঃ সাক্ষাদ্দেবত্বং প্রতিপাদয়তি, সম্যগিত্যাদিনা। যে মর্ত্ত্যাঃ সম্যগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা অতিসাবধানমনসা মদিরাং পিবন্তি তে ক্ষিতৌ পৃথিব্যামমর্ত্ত্যা দেবা এব ভবন্তি ॥ ১০৮ ॥

অথ বিধিসেবিতমদ্যাদিপঞ্চতত্ত্বানামনির্বচনীয়ফলত্বং দর্শয়তি, প্রত্যেকেত্যা-

---

দ্রবময়ী সুরা সাক্ষাৎ ভগবতী দ্রবময়ী তারা। সুতরাং সুরাদেবীই জীবগণের নিস্তারকারিণী এবং ভোগ ও মোক্ষের কারণ। সুরাদেবীই রোগনাশিনী ও বিপদ হইতে উদ্ধারকারিণী। ১০৫ প্রিয়ে! সুরা দ্বারা পাপসমূহ দগ্ধ হয়। সুরা জগৎকে পবিত্র করে। সুরা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় এবং সুরা হইতেই জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যা, এতৎসমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০৬ আদ্যে! মুক্ত মুমুক্ষু ও সিদ্ধ যোগিগণ, সাধকগণ, ভূপালগণ ও দেবগণ স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা এই সুরা সেবন করিয়া থাকেন। ১০৭ যাঁহারা সুসমাহিত হৃদয়ে সম্যক্ বিধানানুষ্ঠান সহকারে সুরা পান করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্য নহেন; তাঁহারা ক্ষিতিতলে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ। ১০৮ কেহ যদি পঞ্চতত্ত্বের

প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাৎ বিধিনা স্যাচ্ছিবো নরঃ।
ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেৎ॥ ১০৯॥
ইয়ঞ্চেদ্বারুণী দেবী নিপীতা বিধিবর্জ্জিতা।
নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্বং বুদ্ধিমায়ুর্যশো ধনম্॥ ১১০॥
অত্যন্তপানান্মত্তস্য চতুর্বর্গপ্রসাধনী।
বুদ্ধির্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্॥ ১১১॥
বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
স্বানিষ্টং চ পরানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে॥ ১১২॥

দিনা। বিধিনা প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাৎ মদ্যাদ্যেকৈকতত্ত্বাঙ্গীকারান্নরঃ শিবঃ স্যাৎ পঞ্চানামপি তত্ত্বানাং মদ্যাদীনাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেদিতি তু ন জানে॥ ১০৯॥

অথ বিধিবর্জ্জিতসুরাপানস্য বুদ্ধ্যায়ুরাদিসকলপদার্থবিনাশকত্বমাহ, ইয়মিত্যাদিনা। চেদ্যদি বিধিবর্জ্জিতেয়ং বারুণী মদিরা দেবী নিপীতা স্যাত্তদা নৃণাং বুদ্ধিমায়ুর্যশোধনমিত্যাদি সর্ব্বং বিনাশয়েৎ॥১১০॥

সুরাত্যন্তপানস্য বুদ্ধিবিনাশকত্বেঽতিপীতমদ্যানাং স্বপরানিষ্টোৎপাদকত্বস্য হেতুত্বাত্তদত্যাসক্তচেতসঃ পুমাংসো নরেশচক্রেশাভ্যাং দণ্ড্যা ইত্যাহ, অত্যন্তেত্যাদিনা শোধয়েদিত্যন্তেন শ্লোকত্রয়েণ। মদ্যস্যাত্যন্তপানান্মত্তচেতসাং লোকানাং চতুর্বর্গপ্রসাধনী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধয়িত্রী বুদ্ধিঃ প্রায়ো বিনশ্যতি॥ ১১১॥

বিভ্রান্তেত্যাদি। কার্য্যাকার্য্যমজানতোঽস্মাদ্বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ স্বানিষ্টং পরানিষ্টং চ পদে পদে জায়তে॥ ১১২॥

মধ্যে একতত্ত্বও যথাবিধানে সেবন করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয়েন সন্দেহ নাই; সুতরাং এককালে পঞ্চতত্ত্ব সেবন করিলে যে কি ফল হইবে, তাহা বলিতে পারি না। ১০৯

পরন্তু যদি বিধিবিধান ব্যতিরেকে এই বারুণীদেবীর সেবা করা হয়, তাহা হইলে ইনি মনুষ্যের বুদ্ধি আয়ু যশ ও ধন, এতৎ-সমুদায়ই বিনষ্ট করেন। ১১০ যাহারা অত্যন্ত সুরাপান করে, সেই সকল লোক মত্ত ও উদ্ভ্রান্ত হৃদয় হয়; এবং তাহাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ· এই চতুর্বর্গ-সাধনোপায় স্বরূপ বুদ্ধি বিকৃত ও কলুষিত হইয়া প্রায়ই তাহারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১১১ এই প্রকার অবৈধরূপে

অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু।
অত্যাসক্তজনান্ কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥
সুরাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপ্যধিকেন বা।
দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১১৪ ॥
অতএব সুরামানাদ্ অতিপানং ন লক্ষ্যতে।
স্খলদ্বাক্পাণিপাদদৃগ্ভিঃ অতিপানং বিচারয়েৎ ॥ ১১৫ ॥

অত ইত্যাদি। অতো মদ্যে মাদকবস্তুষু চাত্যাসক্তান্ জনান্ নৃপশ্চক্রেশো বা কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥

মদ্যাদিবিভেদতো ন্যূনস্যাধিকস্য চ তস্য বুদ্ধিভ্রংশজনকত্বাত্তন্মানাদত্যন্তপানস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্খলদ্বাগাদিভিস্তল্লক্ষণীয়মিত্যাহ, সুরেত্যাদিনা। বিচারয়েদিত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। সুরাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাজ্জনবিশেষাদ্দেশকালয়োর্বিভেদেন চ ন্যূনেনাপি অধিকেন বা মদ্যেন নৃণাং বুদ্ধিভ্রংশো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥

অতএবেত্যাদি। অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে কিন্তু স্খলদ্বাক্পাণিপাদদৃগ্ভিরিতস্ততো বিচলদ্ভির্বচোহস্তপাদনেত্রৈঃ অতিপানং বিচারয়েৎ লক্ষয়েৎ ॥ ১১৫ ॥

অথোল্লঙ্ঘিতদেবতাগুরুমর্য্যাদাবশেন্দ্রিয়মদিরামত্তস্য দণ্ডমাহ, নেন্দ্রিয়াণীত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। যস্যেন্দ্রিয়াণি বশে ন সন্তি তস্য মদবিহ্বলচেতসোমদিরা-

---

অতিপান বশতঃ যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, তাহা হইতে পদে পদে তাহার নিজের এবং অপরেরও অনিষ্টপাত হইয়া থাকে। ১১২ অতএব যাহারা মদ্যে বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত আসক্ত, তাহাদিগকে রাজা বা চক্রেশ্বর শারীরিক দণ্ড দ্বারা বা অর্থদণ্ড দ্বারা শোধন করিবেন। ১১৩

সুরা অধিক পরিমানে পীত হউক বা অল্প পরিমাণেই পীত হউক, সুরাভেদে, ব্যক্তি-ভেদে এবং দেশ ও কাল-ভেদে তদ্দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে, কেবল সুরার পরিমাণ অনুসারে অতিপান লক্ষিত হয় না। ১১৪ অতএব স্খলিত বাক্য, স্খলিত পাণি, স্খলিত পদ ও স্খলিত দৃষ্টি দ্বারা অতিরিক্ত পান বিচার করিবে। ১১৫

ইন্দ্রিয় সমুদায় যাহার বশতাপন্ন নহে, যাহার চিত্ত মদ দ্বারা বিহ্বল,

নেন্দ্রিয়াণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ।
দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো ভয়রূপিণঃ॥ ১১৬॥
নিখিলানর্থযোগ্যস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ।
দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তং চ পার্থিবঃ*॥ ১১৭॥
বিচলৎপাদবাক্পাণিং ভ্রান্তমুন্মত্তমুদ্ধতম্।
তমুগ্রং যাতয়েদ্রাজা দ্রবিণং চাহরেত্ততঃ†॥ ১১৮॥
অপবাগ্বাদিনং মত্তং লজ্জাভয়বিবর্জিতম্।
ধনাদানেন তং শাস্যাৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ॥ ১১৯॥

বিক্লবচিত্তস্য দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো লঙ্ঘিতদেবনিষেকাদিকরমর্য্যাদস্য ভয়রূপিণো ভীতিস্বরূপস্য নিখিলানর্থযোগ্যস্যাশেষানর্থার্হস্য পাপিনঃ পাতকাশ্রয়স্য শিবঘাতিনঃ শিবাজ্ঞালঙ্ঘনাত্তদন্তনিজভদ্রহন্তুর্বা নরস্য জিহ্বাং পার্থিবো দহেৎ অর্থান্ হরেৎ তং চ তাড়য়েৎ॥ ১১৬॥ ১১৭॥

অথ বিচলৎপাদাদিকস্য মগ্নমত্তস্য দণ্ডমাহ, বিচলদিত্যাদিনা। বিচলৎপাদবাক্পাণিং স্খলচ্চরণবচোহস্তং ভ্রান্তং ভ্রমযুতমুন্মত্তমুন্মাদবন্তমুদ্ধতমবিনীতং তমুগ্রং রৌদ্রং রাজা যাতয়েৎ ততো দ্রবিণং চ আহরেৎ॥ ১১৮॥

যে ব্যক্তি মত্ততাপ্রযুক্ত দেবতা ও গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, যে ব্যক্তিকে মত্ততাবস্থায় দর্শন করিলে ভয় হয়, ১১৬ যে ব্যক্তি নিখিল অনর্থের আকর, সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও শিবঘাতী। রাজা ঈদৃশ পাপীর সমুদায় অর্থ হরণ পূর্ব্বক জিহ্বা দগ্ধ করিয়া দিবেন, এবং তাহাকে তাড়নাও করিবেন। ১১৭ অতিপান দ্বারা যাহার চরণ বাক্য ও হস্ত বিচলিত ও স্খলিত হয়, যে ব্যক্তি উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত উদ্ধত ও অবিনীত, সেই রূপ উগ্র ব্যক্তিকে রাজা কঠিন দণ্ড দিবেন, এবং তাহার সমুদায় সম্পত্তি হরণ করিয়া লইবেন। ১১৮ যে ব্যক্তি মত্ত হইয়া অশ্লীল বা অযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবে, অথবা লজ্জাভয়-শূন্য হইবে প্রজারঞ্জক রাজা তাহার ধন গ্রহণ দ্বারা তাহাকে শাসিত করিবেন। ১১৯

---

* তারয়েত্তঞ্চ পার্থিবঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† দ্রবিণঞ্চ হরেত্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

শতাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি।
পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ১২০ ॥
পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্।
ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োঽপি ভূভৃতঃ ॥১২১॥
ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং সুরাং মত্তাঃ পায়য়ন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেয়ুর্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাৎ ॥ ১২২ ॥

অথাবাচ্যবাদিনো মত্তস্য দণ্ডমাহ, অপবাগিত্যাদিনা। অপবাগ্বাদিনম্ অবক্তব্যং বচো বদন্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতং তং মত্তং প্রজাপ্রীতিকরো নৃপো ধনাদানেন শাস্যাৎ ॥ ১১৯ ॥

শতাভিষিক্তকৌলস্যাপ্যত্যন্তমদ্যপানেন কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতত্বাৎ পশুত্বশালিত্বমাহ, শতেত্যাদিনা। চেচ্ছব্দোঽপ্যর্থে। হে কুলেশ্বরি শতাভিষিক্তঃ কৌলোঽপ্যতিপানাৎ পশুরেব মন্তব্যঃ যতঃ স কুলধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ ॥ ১২০ ॥

অথ সংস্কৃতাসংস্কৃতাতিশয়িতমদ্যপায়িনো নরস্য রাজ্ঞা দণ্ডনীয়ত্বং কৌলহেয়ত্বং চাহ, পিবন্নিত্যাদিনা। শোধিতমশোধিতং বাতিশয়ং বহুলং মদ্যং পিবন্ মর্ত্ত্যঃ কৌলানাং ত্যাজ্যো ভূভৃতো দণ্ডনীয়োঽপি ভবতি ॥ ১২১ ॥

নন্থ ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং মদ্যং পায়য়ন্তো দ্বিজাঃ কথং শুধ্যেয়ুস্তত্রাহ, ব্রাহ্মীমিত্যাদিনা। ব্রাহ্মীং বেদোক্তবিধিনা পরিণীতাং ভার্য্যাং সুরাং পায়য়ন্তো মত্তাঃ দ্বিজাতয়ো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাচ্ছুধ্যেয়ুঃ ॥ ১২২ ॥

কুলেশ্বরি! শতাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তিও যদি অতিপানদোষে দূষিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি কুলধর্ম্মচ্যুত হইবেন, এবং তাঁহাকে পশুমধ্যে গণনা করিতে হইবে। ১২০

যে ব্যক্তি শোধিতই হউক বা অশোধিতই হউক, মদ্য অপরিমিত পান করিবে কৌলগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং সে রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবে।১২১

যদি কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, মত্ত হইয়া ব্রাহ্মী ভার্য্যা অর্থাৎ বেদবিধানানুসারে পরিণীতা পত্নীকে মদ্য পান করায়, তাহা হইলে সে ঐ ভার্য্যার সহিত পঞ্চ দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (৩২৫)। ১২২

---

(৩২৫) ইহাদ্বারা অবৈধভাবে অতিপানে মত্ত ব্যক্তির অনভিষিক্তা স্ত্রীকে অবৈধভাবে মদ্যপান করান দোষাবহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। বস্তুতঃ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকে লইয়া যথাবিধানে সাধনা বা অর্চ্চনা কোনরূপ দোষাবহ নহে।

অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুধ্যেতুপবসংস্ত্র্যহম্।
ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসম্ উপবাসদ্বয়ং চরেৎ॥ ১২৩॥
অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদন্নুপবসেদহঃ।
অবৈধং পঞ্চমং কুর্ব্বন্ রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি॥ ১২৪॥
ভুঞ্জনো মানবাং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে।
উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্॥১২৫॥

নন্বশোধিতমদ্যপানাৎ তাদৃঙ্মাংসভক্ষণাচ্চ কথং শুধ্যেত্তত্রাহ, অসংস্কৃতে-ত্যাদিনা। অসংস্কৃতসুরাপানাৎ ত্র্যহং ত্রিদিনমুপবসন্ শুধ্যেৎ। অশোধিতং মাংস-মপি ভুক্ত্বা উপবাসদ্বয়ং চরেৎ কুর্য্যাৎ॥ ১২৩॥

অথাশোধিতমৎস্যমুদ্রয়োর্ভোক্তুরবৈধসুরতকর্ত্তুশ্চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, অসংস্কৃত ইত্যাদিনা। অসংস্কৃতে অশোধিতে মীনমুদ্রে খাদন্নরোঽহর্দিনমেকমুপবসেৎ। অবৈধং বিধিবর্জিতং পঞ্চমং সুরতং কুর্ব্বন্নরো রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি॥ ১২৪॥

ননু জ্ঞানতো নরমাংসং গোমাংসঞ্চ খাদতঃ পুংসঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, ভুঞ্জান ইত্যাদিনা। হে শিবে জ্ঞানতো মানবং মানবসম্বন্ধিমাংসং গোমাংসঞ্চ ভুঞ্জানো নরঃ পক্ষমেকমুপোষ্য শুদ্ধঃ স্যাৎ। ইদং তয়োর্ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তং স্মৃতম্॥ ১২৫॥

ননু ভুক্তমনুষ্যাকৃতিপশুমাংসো মাংসাদকমাংসভক্ষকশ্চ পুমান্ কথং শুধ্যে-

---

যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত সুরা পান করে, তাহা হইলে সে তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে যদি কোন ব্যক্তি অপরিশোধিত মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সেই পাপ মোচনের নিমিত্ত তাহাকে দুই দিন উপবাস করিতে হইবে। ১২৩ যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত মৎস্য বা মুদ্রা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে এক দিবস উপবাস করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবৈধ পঞ্চম অর্থাৎ স্ত্রীসেবা করে, তাহা হইলে সেই পাপমোচন জন্য তাহার রাজদণ্ড হইবে। ১২৪

শিবে। যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক মনুষ্য-মাংস বা গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই যে, সে এক পক্ষ উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১২৫ প্রিয়ে! যে ব্যক্তি মনুষ্যাকৃতি পশুর মাংস বা মাংসাশী

নরাকৃতিপশোর্মাংসং মাংসং মাংসাদনস্য চ।
অত্ত্বা শুধ্যেন্নরঃ পাপাদ্ উপবাসৈস্ত্রিভিঃ প্রিয়ে॥ ১২৬॥
ম্লেচ্ছানাং শ্বপচানাং চ পশূনাং কুলবৈরিণাম্।
খাদন্নন্নং বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পক্ষমেকমুপোষিতঃ॥ ১২৭॥
উচ্ছিষ্টং যদি ভুঞ্জীত জ্ঞানাদেষাং কুলেশ্বরি।
শুধ্যেন্মাসোপবাসেনাজ্ঞানাৎ পক্ষোপবাসতঃ॥ ১২৮॥

তত্রাহ, নরেত্যাদিনা। হে প্রিয়ে নরাকৃতিপশোর্বানরাদের্মাংসাদনস্য মাংস-ভক্ষকস্য ব্যাঘ্রাদেশ্চ মাংসমত্ত্বা ভুক্ত্বা নরস্ত্রিভিরুপবাসৈঃ পাপাৎ শুধ্যেৎ॥ ১২৬॥

অথ ভুক্তম্লেচ্ছাদ্যন্নস্য পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, ম্লেচ্ছানামিত্যাদিনা। ম্লেচ্ছানাং যবনানাং শ্বপচানাং চাণ্ডালানাং কুলবৈরিণাং পশূনাং চান্নং খাদন্ জনঃ পক্ষ-মেকমুপোষিতঃ সন্ বিশুদ্ধঃ স্যাৎ॥ ১২৭॥

নন্ জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং ম্লেচ্ছাদ্যুচ্ছিষ্টমন্নাদিকং ভুঞ্জানঃ কথং শুধ্যেত্তত্রাহ, উচ্ছিষ্টমিত্যাদিনা। হে কুলেশ্বরি জ্ঞানাদেষাং ম্লেচ্ছাদীনামুচ্ছিষ্টমন্নাদিকং যদি ভুঞ্জীত তদা মাসোপবাসেন নরঃ শুধ্যেৎ। অজ্ঞানাদ্যদি ভুঞ্জীত তদা পক্ষোপ-বাসতঃ শুধ্যেৎ॥ ১২৮॥

অথ ক্রমতঃ ক্ষত্রিয়াদ্যন্নমশ্নতাং ব্রাহ্মণাদীনাং প্রায়শ্চিত্তমাহ, অনুলোমে-

---

জীবের মাংস ভক্ষণ করিবে, তিন দিন উপবাস করিয়া সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১২৫

যে ব্যক্তি ম্লেচ্ছ ও যবনের অন্ন, চাণ্ডালের অন্ন, অথবা কুলধর্ম্মবিদ্বেষী পশুর অন্ন ভোজন করিবে, সে এক পক্ষ উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১২৭ কুলেশ্বরি! যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে সেই পাপ মোচনের নিমিত্ত তাহাকে এক পক্ষ উপবাস করিতে হইবে। পরন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক যদি কেহ ঐ সকল লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে সে এক মাস উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১২৮

প্রিয়ে! আমার আজ্ঞা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একবার মাত্রও অনুলোম

অনুলোমেন বর্ণানাম্ অন্নং ভুক্ত্বা সকৃৎ প্রিয়ে।
দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্যান্মমাজ্ঞয়া॥ ১২৯॥
পশুশ্বপচম্লেচ্ছানাম্ অন্নং চক্রার্পিতং যদি।
বীরহস্তার্পিতং বাপি তদশ্নন্নৈব পাপভাক্॥ ১৩০॥
অন্নাভাবে চ দৌর্ভিক্ষ্যে বিপদি প্রাণসঙ্কটে।
নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ন পাতকী॥ ১৩১॥
করিপৃষ্ঠে তথানেকো-দ্বাহ্যপাষাণদারুষু।
অলক্ষিতেঽপি দূষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে॥ ১৩২॥

নেত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অনুলোমেন ক্রমেণ বর্ণানাং সকৃদন্নং ভুক্ত্বা ব্রাহ্মণাদি-র্দিনত্রয়োপবাসেন মমাজ্ঞয়া বিশুদ্ধঃ স্যাৎ। যথা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ান্নমেবম্॥১২৯॥

অথচক্রার্পিতস্য বীরহস্তার্পিতস্য চ পশুশ্বপচম্লেচ্ছান্নস্য ভোক্তুরপাতকিত্ব-মাহ, পশ্বিত্যাদিনা। পশুশ্বপচম্লেচ্ছানামন্নং যদি চক্রার্পিতং চক্রদত্তং বীরহস্তা-র্পিতং বা স্যাত্তদা তদশ্নন্ খাদন্ নরঃ পাপভাক্ নৈব ভবেৎ॥ ১৩০॥

নন্থ দুর্ভিক্ষাদৌ নিষিদ্ধবস্তুভোজনেন প্রাণান্ রক্ষতো জনস্য পাতকং ভবেন্ন বেত্যাশঙ্কমানাং প্রত্যাহ, অন্নেত্যাদিনা। দুর্লভা ভিক্ষা যত্র তত্র দুর্ভিক্ষে সময়ে বিপদি চ দেশোপদ্রবপলায়নাদৌ অন্নাভাবে প্রাণসঙ্কটে সতি নিষিদ্ধেনা-ঽদনেনাভোজ্যস্যাপি ভোজনেন প্রাণান্ রক্ষন্ পাতকী ন ভবেৎ॥ ১৩১॥

নৌকাদাবন্নাদিকমশ্নতাং ন দোষ ইত্যাহ, করীত্যাদিনা। করিপৃষ্ঠে হস্তিনঃ

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতির অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১২৯

চক্রে অর্পিত অথবা বীরহস্তেও অর্পিত যদি পশুর অন্ন, শ্বপচের অন্ন অথবা ম্লেচ্ছের অন্নও হয়, তাহা হইলে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপভাগী হইবে না। ১৩০

যখন অন্নাভাব হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, বিপদ উপস্থিত হইবে, অথবা প্রাণসঙ্কটের সময় উপস্থিত হইবে, তখন যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে সে পাপভাগী হইবে না। ১৩১

যে পাষাণ বা কাষ্ঠাদি এক জন বহন করিতে না পারে, তাদৃশ কাষ্ঠ ও

পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে।
ন হন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ॥ ১৩৩॥
কৃচ্ছ্রব্রতং নরঃ কুর্য্যাদ্ গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে।
অজ্ঞানাদাচরেদর্দ্ধং ব্রতং শঙ্করশাসনাৎ॥ ১৩৪॥
ন কেশবপনং কুর্য্যাৎ ন নখচ্ছেদনং তথা।
ন ক্ষারযোগং বসনে যাবন্ন ব্রতমাচরেৎ॥ ১৩৫॥

পৃষ্ঠে তথানেকৈরুদ্বাহ্যেষু পাষাণেষু দারুষু চ তথা দূষ্যাণাং যবনাদীনামলক্ষিতেঽপি যবনাদীনামিদং ভবতি যবনাদয়োঽত্র বর্ত্তন্তে এবমবিজ্ঞানেঽপি স্থানে যদ্বা দূষ্যাণাং মলমূত্রাদীনামলক্ষিতেঽপি সৎস্বপি তেষু তেষামবিজ্ঞানেঽপি ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে॥ ১৩২॥

অথ দেবতার্থমভক্ষ্যমাংসান্ ব্যাধিযুতাংশ্চ পশূন্নিঘ্নতঃ পাতকিত্বমাহ, পশূনিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অভক্ষ্যমাংসান্ ব্যাধিযুতাংশ্চ পশূন্ দেবতার্থে ন হন্যাৎ অপীতিনিশ্চিতম্। ননু হননে কো দোষস্তত্রাহ হত্বেতি। হত্বা চ জনঃ পাতকী ভবেৎ॥ ১৩৩॥

অথ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতগোবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, কৃচ্ছ্রেত্যাদিনা প্রিয়ে ইত্যন্তেন। জ্ঞানপূর্ব্বকে গোবধে সতি নরঃ কৃচ্ছ্রব্রতং কুর্য্যাৎ। অজ্ঞানাদ্গোবধে সতি শঙ্করশাসনাদর্দ্ধং ব্রতমাচরেৎ কুর্য্যাৎ॥ ১৩৪॥

ন কেশেত্যাদি। যাবদ্ব্রতং নাচরেৎ তাবৎ কেশবপনং কেশানাং মুণ্ডনং ন কুর্য্যাৎ তথা নখচ্ছেদনং ন কুর্য্যাৎ বসনে বস্ত্রে ক্ষারযোগং চ ন কুর্য্যাৎ॥১৩৫॥

পাষাণাদির উপর, হস্তিপৃষ্ঠের উপর এবং যে স্থানে দূষ্য সংসর্গ নয়নগোচর বা জ্ঞানগোচর না হয়, সেই স্থানে বা সেই দ্রব্য ভোজনাদি করিলে স্পর্শদোষ হয় না। ১৩২

প্রিয়ে! যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য, এবং যে সকল পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু বধ করিবে না; যদি কেহ বধ করে, তাহা হইলে তাহাকে পাতকী হইতে হইবে। ১৩৩

শঙ্করের শাসন আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞান-পূর্ব্বক গোহত্যা করে, তাহা হইলে সে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; এবং যদি সে অজ্ঞান বশতঃ গোহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিতে হইবে।১৩৪ যে পর্য্যন্ত ঐ

উপবাসৈর্নয়েৎ মাসং মাসমেকং কণাশনৈঃ।
মাসং ভৈক্ষান্নমশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে ॥ ১৩৬ ॥
ব্রতান্তে বাপিতশিরাঃ কৌলান্ জ্ঞাতীংশ্চ বান্ধবান্।
ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্যাৎ জ্ঞানগোবধপাতকাৎ ॥ ১৩৭ ॥
অপালনবধাদ্‌গোশ্চ শুধ্যেদষ্টোপবাসতঃ।
বাহুজাদ্যা বিশুধ্যেয়ুঃ পাদন্যূনক্রমাৎ শিবে * ॥ ১৩৮ ॥

নমু কিং নাম কৃচ্ছ্রব্রতমতস্তন্নিরূপয়াত, উপবাসৈরিত্যাদিনা। হে শিবে উপবাসৈর্মাসমেকং নয়েৎ যাপয়েৎ। মাসমেকং কণাশনৈর্নয়েৎ। মাসমেকং চ ভৈক্ষান্নং ভিক্ষাসম্পন্নমন্নমশ্নীয়াৎ। ইদং কৃচ্ছ্রব্রতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥

ব্রতান্তে ইত্যাদি। ব্রতান্তে ব্রতসমাপ্তৌ বাপিতশিরাঃ মুণ্ডিতমস্তকঃ সন্ কৌলান্ জ্ঞাতীন্ সগোত্রাংশ্চ ভোজয়িত্বা জ্ঞানগোবধপাতকাজ্জনো বিমুক্তঃ স্যাৎ ॥ ১৩৭ ॥

অপালনেত্যাদি। গোরপালনবধাদরক্ষণতো বধাদষ্টোপবাসতঃ শুধ্যেৎ। হে প্রিয়ে বাহুজাদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ পাদন্যূনক্রমাদ্বিশুধ্যেয়ুঃ। ক্ষত্রিয়াদিভিঃ ক্রমতঃ পাদপাদন্যূনং ব্রতং করণীয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৩৮ ॥

ব্রত অনুষ্ঠিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষৌরকর্ম্ম বা নখচ্ছেদ অথবা ক্ষার-সংযোগে বস্ত্র ধৌত করিবে না। ১৩৫

শিবে! কৃচ্ছ্রব্রতের নিয়ম এই যে, এক মাস উপবাস করিয়া যাপন করিবে; পরে এক মাস কণভক্ষণ করিয়া থাকিবে; এবং তৎপরে এক মাস ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া কাটাইবে; ইহারই নাম কৃচ্ছ্রব্রত। ১৩৭ এইরূপে যখন ব্রত শেষ হইবে তখন মস্তকমুণ্ডন করিয়া কৌলদিগকে জ্ঞাতিদিগকে এবং বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইয়া জ্ঞানকৃত গোবধ জনিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ১৩৭

শিবে! অপালনকৃত গোবধ জনিত পাতকে লিপ্ত হইলে (ব্রাহ্মণ) আট দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। পরন্তু ক্ষত্রিয়গণ ছয় দিন, বৈশ্যগণ চারি দিন,

---

* প্রিয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

গজোষ্ট্রমহিষাশ্বাংশ্চ হত্বা কৌলিনি কামতঃ।
উপবাসৈস্ত্রিভিঃ শুধ্যেৎ মানবঃ কৃতকিল্বিষঃ॥ ১৩৯॥
মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ নিঘ্নন্নুপবসেদহঃ।
ময়ূরশুকহংসাংশ্চ সজ্যোতিরশনং ত্যজেৎ॥ ১৪০॥
নিহত্য সাস্থিজন্তূংশ্চ নক্তমদ্যাৎ নিরামিষম্।
নিরস্থিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি॥ ১৪১॥

অথ গজোষ্ট্রাদিবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, গজোষ্ট্রেত্যাদিনা। হে কৌলিনি গজোষ্ট্র-মহিষাশ্বান্ হত্বা কামমোহত্বাৎ কৃতকিল্বিষো মানবস্ত্রিভিরুপবাসৈঃ শুধ্যেৎ॥ ১৩৯।

অথ মৃগমেষাদিবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, মৃগেত্যাদিনা। মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ হরিণাদিচ্ছাগবিড়ালান্ নিঘ্নন্নরোঽহরেকদিনমুপবসেৎ। ময়ূরশুকহংসাংশ্চ নিঘ্নন্নরো জ্যোতিষা সূর্য্যেণ সহ বর্ত্তমানং সজ্যোতির্দিনমশনং ত্যজেৎ, দিবসেঽশনং ত্যজন্নস্তং যাতে সূর্য্যে ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। জ্যোতির্না ভাস্করেঽগ্নৌ চ ক্লীবং খদ্যোত-দৃষ্টিষ্বিতি রুদ্রঃ॥ ১৪০॥

অথ কৃকলাসাদ্যস্থিমতঃ ক্ষুদ্রজন্তূন্নিরস্থিজন্তূংশ্চ নিঘ্নতো নরস্য প্রায়শ্চিত্তমাহ, নিহত্যেত্যাদিনা। নিরস্থিসাহচর্য্যাৎ সাস্থিজন্তূনস্থিমতঃ কৃকলাসাদীন্ ক্ষুদ্রান্ শরীরিণো নিহত্য নক্তং রাত্রৌ নিরামিষমামিষবর্জিতমদ্যাৎ ভুঞ্জীত। ময়ূরাদি-

---

এবং শূদ্রগণ দুই দিন উপবাস করিয়া উক্ত অপালনকৃত গোবধ জনিত পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ১৩৮

কুলনায়িকে! ইচ্ছা পূর্ব্বক হস্তী ও উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্ব, এই সমুদায়ের মধ্যে কোন জীব হত্যা করিয়া মানব তজ্জনিত যে পাপে পাপী হইবে তিন দিন উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ১৩৯

যদি কেহ মৃগ, মেষ, ছাগ বা মার্জ্জার বধ করে, তাহা হইলে সে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে। যদি ময়ূর শুক বা হংস বধ করে, তাহা হইলে সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিন উপবাস করিবে। ১৪০ আর, যদি কেহ অস্থিযুক্ত অন্য কোন নিকৃষ্ট জীব হত্যা করে, তাহা হইলে সে একরাত্র নিরামিষ ভোজন করিবে। পরন্তু যদি অস্থিহীন জীব হত্যা করে, তাহা হইলে কেবল অনুতাপ দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৪১

পশুমীনাণ্ডজান্ নিঘ্নন্ মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ।
ন পাপার্হো ভবেদ্দেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৪২ ॥
দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥
সংকল্পিতব্রতাপূর্ত্তৌ * দেবনির্মাল্যলঙ্ঘনে।
অশুচৌ দেবতাস্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

হননাপেক্ষয়া কৃকলাসাদিহননে প্রবৃত্তেরাধিক্যাত্তদ্ধননিমিত্তকদণ্ডতঃ কৃকলাসাদিহননিমিত্তকদণ্ডস্য গুরুত্বমবগন্তব্যম্ [?]। নিরস্থিজীবিনোঽস্থিরহিত জন্তূন্ হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১ ॥

নন্থ মৃগয়ায়াং মৃগমীনাদীন্নিঘ্নতো মহীপালস্য মৃগাদিবধহেতুকং পাপং ভবেন্ন বেতি পৃচ্ছন্তীং প্রত্যাহ, পশ্বিত্যাদিনা। হে দেবি পশুমীনাণ্ডজান্ মৃগব্যাঘ্রাদিমৎস্যপক্ষিণো মৃগয়ায়াং নিঘ্নন্ মহীপতিঃ পাপার্হো ন ভবেৎ। যতোঽয়ং রাজ্ঞঃ সনাতনো নিত্যো ধর্ম্মো ভবতি ॥ ১৪২ ॥

অথাবৈধহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাদকর্ত্তব্যত্বমাহ, দেবেত্যাদ্যর্দ্ধেন। হে ভদ্রে ভদ্রকারিণি দেবোদ্দেশ্যং কর্ম বিনা সর্বত্র হিংসাং বর্জ্জয়েৎ। বৈধহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাৎ কর্ত্তব্যতামাহ, কৃতায়ামিত্যাদ্যর্দ্ধেন। বৈধহিংসায়াং কৃতায়াং সত্যাং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥

নন্থ সংকল্পিতং ব্রতমসমাপয়তো দেবনির্মাল্যং লঙ্ঘয়তোঽশৌচানপগমে

দেবি! যদি রাজা মৃগয়াকালে পশু মীন বা অণ্ডজ জীব হত্যা করেন, তাহা হইলে তিনি পাপী হইবেন না; কারণ মৃগয়া রাজাদিগের সনাতন ধর্ম। ১৪২

ভদ্রে! দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থলেই হিংসা করিবে না। ফলতঃ এইরূপ দেবোদ্দেশ বা শ্রাদ্ধকাল প্রভৃতিতে বৈধ হিংসা করিলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইবে না। ১৪৩

যদি কেহ সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিতে না পারে, যদি কেহ দেবনির্মাল্য লঙ্ঘন করে, যদি কেহ অশৌচকালের মধ্যে দেবতা স্পর্শ করে, তাহা হইলে গায়ত্রী জপ করিবে। ১৪৪

---

* সঙ্কল্পিতব্রতাপূর্ণে ইত্যপি পাঠঃ।

মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ।
নিন্দন্নেতান্ বদন্ ক্রূরং শুধ্যেৎ পঞ্চোপবাসতঃ ॥ ১৪৫ ॥
এবমন্যান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রান্ গর্হন্নপি প্রিয়ে।
সার্দ্ধদ্বয়োপবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাৎ ॥ ১৪৬ ॥
বিত্তার্থী মানবো দেশান্ অখিলান্ গন্তুমর্হতি।
নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥

দেবতাঃ স্পৃশতশ্চ পুংসঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, সংকল্পিতেত্যাদিনা। সংকল্পিত ব্রতাপূর্ত্তৌ সংকল্পিতস্য ব্রতস্যাসমাপ্তৌ দেবনির্মাল্যলঙ্ঘনে সতি অশুচাবশৌচে দেবতাস্পর্শে চ গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

অথ মহতো গুরূন্নিরূপয়ংস্তান্নিন্দতঃ ক্রূরং ব্রুবতশ্চ পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, মাতেত্যাদিনা। মাতা জননী পিতা জনকো ব্রহ্মদাতা বেদাধ্যাপকশ্চৈতে মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ। এতান্ মহাগুরূন্নিন্দন্ ক্রূরং বদংশ্চ নরঃ পঞ্চোপবাসতঃ শুধ্যেৎ ॥ ১৪৫ ॥

অথ মাত্রাদ্যন্যগুরুকৌলব্রাহ্মণনিন্দকানাং প্রায়শ্চিত্তমাহ, এবমিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে এবমন্যান্ মাত্রাদিভিন্নান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রাংশ্চ গর্হন্নিন্দন্ অপি বা ক্রূরং বদংশ্চ জনঃ সার্দ্ধদ্বয়োপবাসেন পাতকাৎ মুক্তো ভবতি ॥ ১৪৬ ॥

অথ বিত্তোদ্দেশ্যকসর্বদেশগমনার্হস্যাপি মানবস্য কৌলাচাররহিতদেশাটনা-

---

মাতা পিতা ও ব্রহ্মদাতা, ইহাঁরা মহাগুরু। যে ব্যক্তি মহাগুরুর নিন্দা করিবে, বা মহাগুরুকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে, সে পঞ্চ দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৪৫ প্রিয়ে! যে ব্যক্তি এইরূপ অন্য কোন গুরুজনকে, কৌল ব্যক্তিকে বা ব্রাহ্মণকে ঘৃণা বা নিন্দা করে, সে ব্যক্তি সার্দ্ধদ্বয় দিবস উপবাস করিয়া সেই পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ১৪৬

মানবগণ ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত যে কোন দেশে গমন করিতে পারিবে। পরন্তু যে দেশে বা যে শাস্ত্রে কৌলাচার নিষিদ্ধ হইয়াছে, (পূর্ব্বে অবগত হইলে), সেই দেশে গমন ও সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ১৪৭ যে দেশে কুলধর্ম্ম ও কৌলিকাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশে যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমন

গচ্ছংস্তু স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্ম নি।
কুলধর্ম্মাৎ পতেদ্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ॥ ১৪৮॥
তপনোদয়মারভ্য যামাষ্টকমভোজনম্।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তে বিধীয়তে॥ ১৪৯॥
পিবংস্তোয়াঞ্জলিঞ্চৈকং ভক্ষন্নপি সমীরণম্ *।
মানবঃ প্রাণরক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেত্নপবাসতঃ॥ ১৫০॥

নর্হত্বমাহ, বিত্তার্থীত্যাদিনা। বিত্তার্থী মানবোঽখিলান সর্বান্ দেশান্ গন্তু-মর্হতি। নিষিদ্ধঃ কৌলিকানামাচারো যত্র তং দেশং তাদৃশং শাস্ত্রমপি মানবস্ত্যজেৎ॥ ১৪৭॥

অথ ধনলোভেন নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং গচ্ছতো নরস্য কুলধর্মাৎ পতিতত্বং পুনঃ পূর্ণাভিষেকতঃ পূতত্বঞ্চাহ, গচ্ছন্নিত্যাদিনা। নিষিদ্ধকুলবর্ত্ম নি দেশে স্বেচ্ছয়া গচ্ছংস্তু নরঃ কুলধর্ম্মাৎ পতেৎ ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ণাভিষেকতঃ শুধ্যেৎ॥ ১৪৮॥

অথোক্ততত্তৎশ্লোকেম্বাকাঙ্ক্ষিতত্বাদুপবাসং নিরূপয়তি, তপনোদয়মিত্যা-দিনা। তপনোদয়ং সূর্য্যোদয়মারভ্য যামাষ্টকং প্রহরাষ্টকং যদভোজনং স উপবাসো বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তে স বিধীয়তে ক্রিয়তে॥ ১৪৯॥

অথ একাঞ্জলিতোয়পানেনোপবাসস্যাবিনাশিত্বং কথয়ন্নাহ পিবন্নিত্যাদি। প্রাণরক্ষণার্থমেকং তোয়াঞ্জলিং পিবন্ সমীরণং বায়ুং চাপি ভক্ষন্মানবঃ উপবাসতো ন ভ্রশ্যেৎ একাঞ্জলিতোয়পানাৎ উপবাসো ন বিনশ্যেৎ ইতি তত্ত্বম্॥ ১৫০॥

করে, তাহা হইলে সে কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে; পরন্তু পুনর্ব্বার পূর্ণাভিষেক দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৪৮

প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত উপবাস করিতে হইলে সূর্য্যোদয় অবধি অষ্টপ্রহর অনাহারে থাকিতে হইবে। ১৪৯ যদি কোন ব্যক্তি প্রাণধারণের নিমিত্ত এক অঞ্জলি জল পান করে, অথবা বায়ু ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে উপবাস হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। ১৫০ যদি কোন ব্যক্তি বার্দ্ধক্য বা শারীরিক পীড়া নিবন্ধন

---

* সমীরিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

উপবাসাসমর্থশ্চেৎ রুজা বা জরসাপি বা।
তদা প্রত্যুপবাসঞ্চ ভোজয়েদ্দ্বাদশ দ্বিজান্॥ ১৫১॥
পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষং ব্যসনাযুক্তভাষণম্।
অযুক্তং কর্ম্ম কুর্বাণো মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি॥ ১৫২॥

অথ রোগাদিনোপবাসং কর্ত্তুমশক্নুবতা জনেন প্রত্যুপবাসং দ্বাদশ ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা ইত্যাহ, উপবাসেত্যাদিনা। রুজা রোগেণ বা জরসা জীর্ণত্বেন বা চেদ্যদি উপবাসাসমর্থো নরঃ স্যাৎ তদা প্রত্যুপবাসমুপবাসং প্রতি দ্বাদশ দ্বিজান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ॥ ১৫১॥

পরনিন্দামিত্যাদি। অথ পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষমাত্মোৎকৃষ্টতাং ব্যসনাযুক্তভাষণং পরীবাদাদিসম্বন্ধং কথনম্ অযুক্তমনুচিতং কর্ম্ম চ কুর্বাণো নর মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি॥ ১৫২॥

অথ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাবশিষ্টপাপানাং গায়ত্রীজপাৎ কৌলানামশনাচ্চ বিনাশ ইত্যাহ, অন্যানীত্যাদিনা। জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং কৃতান্যন্যান্যপি যানি পাপানি

উপবাস করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্পস্বরূপ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। ১৫১

যদি কোন ব্যক্তি পরের নিন্দা বা নিজের প্রশংসা করে, অথবা যদি কেহ দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ভ্রষ্ট হইবার বা পতনের পথ অবলম্বন করে, কিংবা যদি কেহ অন্যের প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করে, অথবা যদি কেহ অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কেবল অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (৩২৬)। ১৫২

---

(৩২৬)—এই অনুতাপ কিভাবে করিতে হইবে, তাহা মনু স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যথা ;—কৃত্বা পাপন্তু সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈব কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

যদি কেহ পাপ করে, তাহা হইলে সে কেবল অনুতাপ দ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ; পরন্তু 'আমি এরূপ কার্য্যে আর কদাপি প্রবৃত্ত হইব না,' এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সেই পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে সেই অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইবে না। ফলতঃ, যদি কেহ প্রতিদিন রাত্রে সুরা পান প্রভৃতি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রাতে অনুতাপ করে, তদ্দ্বারা তাহার পাপক্ষয় হইতে পারিবে না।

অন্যানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতান্যপি।
নশ্যন্তি জপনাদ্দেব্যাঃ সাবিত্র্যাঃ কৌলভোজনাৎ॥ ১৫৩॥
সামান্যনিয়মান্ পুংসাং স্ত্রীষু ষণ্ডেষু যোজয়েৎ।
যোষিতাস্তু বিশেষোঽয়ং পতিরেকো মহাগুরুঃ॥ ১৫৪॥
মহারোগান্বিতা যে চ যে নরাশ্চিররোগিণঃ।
স্বর্ণদানেন পূতাঃ স্যুঃ দৈবে পৈত্র্যেঽধিকারিণঃ॥ ১৫৫॥

তানি সাবিত্র্যাঃ সবিতৃদেবতাকায়া গায়ত্র্যা দেব্যা জপনাৎ কৌলানাং ভোজনাচ্চ নশ্যন্তি॥ ১৫৩॥

অথ পুরুষাণাং সাধারণনিয়মাঃ স্ত্রীষু নপুংসকেষ্বপি যোজয়িতব্যা ইত্যাহ, সামান্যেত্যাদিনা। পুংসাং পুরুষাণাং সামান্যনিয়মান্ স্ত্রীষু ষণ্ডেষু নপুংসকেষু চ যোজয়েৎ। যোষিতাং স্ত্রীণান্তু পতিরেকো মহাগুরুঃ স্মৃতোঽয়ং বিশেষঃ॥ ১৫৪॥

অথ কুষ্ঠাদিমহারোগান্বিতচিররোগিণোরপি স্ববর্ণদানেন পূতত্বসত্ত্বাদ্দেবপিতৃকর্ম্মাধিকারিত্বমাহ, মহারোগেত্যাদিনা। যে নরা মহারোগান্বিতা যে চ চিররোগিণস্তে স্বর্ণদানেন পূতাঃ সন্তো দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি অধিকারিণঃ স্যুঃ॥ ১৫৫॥

আর আর যে সমুদায় পাপ আছে, তাহা জ্ঞান পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হউক, বা অজ্ঞানতা বশতই আচরিত হউক, সাবিত্রী বা বৈদিক গায়ত্রী (শূদ্র দীক্ষিত হইলে নিজ দেবতার গায়ত্রী) জপ করিয়া কৌলভোজন করাইলেই তৎসমুদায় ধ্বস্ত হইবে। ১৪৩

পুরুষের প্রতি যে সমুদায় সাধারণ নিয়ম প্রকাশ করা হইল, তাহা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এবং নপুংসকদিগের প্রতিও খাটিবে। স্ত্রীজাতির মধ্যে বিশেষ এই যে, তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভর্ত্তাই মহাগুরু। ১৫৪

যে সকল লোক মহাব্যাধিগ্রস্ত, বা যে সকল লোক চিররোগী, তাহারা স্বর্ণ দান পূর্ব্বক পবিত্র হইলে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে। ১৫৫ যদি কোন গৃহে সর্পাঘাত বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা কাহারও

অপঘাতমৃতেনাপি দূষিতং বিদ্যুদগ্নিনা।
গৃহং বিশোধয়েদ্ধোমৈঃ ব্যাহৃত্যা শতসংখ্যকৈঃ ॥ ১৫৬॥
বাপীকূপতড়াগেষু সাস্থ্নাং শবনিরীক্ষণাৎ।
উদ্ধৃত্য কুণপং তেভ্যঃ ততস্তান্ পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭॥
পূর্ণাভিষেকমন্তুভিঃ মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ।
পূর্ণৈ স্ত্রিসপ্তকুম্ভৈস্তান্ প্লাবয়েদিতি শোধনম্ ॥ ১৫৮ ॥

নন্বপঘাতমৃতেন বিদ্যুদগ্নিনা চ দূষিতবেশ্মনঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, অপঘাতেত্যাদিনা। অপঘাতমৃতেনাপঘাতপ্রাপ্তমৃত্যুনা সর্পব্যাঘ্রোদ্বন্ধনাদিজাতমরণেনেতি যাবৎ। বিদ্যুদগ্নিনা চাপি দূষিতং গৃহং ব্যাহৃত্যা ভূরাদ্যৈঃ শতসংখ্যকৈর্হোমৈর্বিশোধয়েৎ ॥ ১৫৬ ॥

অথাস্থিমজ্জন্তুশবদূষিতবাপীকূপাদীনাং সামান্যতঃ শোধনমাহ, বাপীত্যাদিনা। বাপীকূপতড়াগেষু সাস্থ্নামস্থিমতাং শবনিরীক্ষণাৎ কুণপদর্শনাত্তেভ্যো বাপ্যাদিভ্যঃ কুণপং শবমুদ্ধৃত্য ততস্তান্ বাপ্যাদীন্ পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥

কথং শোধয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শোধনপ্রকারমাহ, পূর্ণেত্যাদিনা। পূর্ণাভিষেকমন্তুভিঃ পূর্ণাভিষেকস্য মন্ত্রৈর্মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ পবিত্রজলৈঃ পূর্ণৈ স্ত্রিসপ্তকুম্ভৈরেকবিংশতিঘটৈস্তান্ বাপ্যাদীন্ প্লাবয়েৎ ইতি শোধনম্ অয়ং শোধনপ্রকারঃ ॥ ১৫৮ ॥

অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে, অথবা যদি কোন গৃহ বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গৃহে (ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা) এই মন্ত্র দ্বারা শতসঙ্খ্য ব্যাহৃতিহোম করিয়া সেই গৃহ শোধন করিয়া লইবে। ১৫৬

যদি বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতিতে অস্থিযুক্ত জীবের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই শব, উদ্ধৃত করিয়া সেই বাপী কূপ প্রভৃতি শোধন করিবে। ১৫৭ উহা শোধন করিবার বিধান এই যে, একবিংশতি কুম্ভ-পূর্ণ বিশুদ্ধ জল পূর্ণাভিষেক মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, তাহা ঐ জলাশয়ে ঢালিয়া দিবে, ইহা দ্বারাই কূপ বাপী ও তড়াগের শোধন হইবে। ১৫৮ পরন্তু যদি ঐ বাপী কূপ প্রভৃতি অল্প-জলবিশিষ্ট হয়, এবং শবের দুর্গন্ধে ঐ জল দূষিত হইয়া থাকে, তাহা

যদি স্বল্পজলাস্তে স্যুঃ শবদুর্গন্ধিদূষিতাঃ।
সপঙ্কং সলিলং সর্ব্বম্ উদ্ধৃত্যাপ্লাবয়েত্তু তান্॥ ১৫৯॥
সন্তি ভূরীণি তোয়ানি গজদঘ্নানি তেষু চেৎ *।
শতকুম্ভজলোদ্ধারৈঃ অভিষেকেণ শোধয়েৎ॥ ১৬০॥
যদ্যেবং শোধিতা ন স্যুঃ মৃতস্পৃষ্টজলাশয়াঃ।
অপেয়সলিলাস্তেষাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ॥ ১৬১॥

অথাল্পজলত্বগজমিতবহুজলত্বাভ্যাং বাপ্যাদীনাং ভেদবত্ত্বাচ্ছোধনবিশেষমাহ, যদীত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। শবদুর্গন্ধিদূষিতাস্তে বাপ্যাদয়ো যদি স্বল্পজলাঃ স্যুস্তদা তেভ্যঃ সপঙ্কং সর্ব্বং জলমুদ্ধৃত্যোক্তপ্রকারেণ তানাপ্লাবয়েৎ॥ ১৫৯॥

সন্তীত্যাদি। তেষু বাপ্যাদিষু চেদ্যদি গজদঘ্নানি হস্তিপরিমাণানি ভূরীণি বহূনি তোয়ানি জলানি সন্তি তদা শতকুম্ভজলোদ্ধারৈরেকবিংশতিকুম্ভজলৈরভিষেকেণ চ তান্ শোধয়েৎ॥ ১৬০॥

অথাশোধিতবাপ্যাদীনামপেয়জলত্বং প্রতিষ্ঠানর্হত্বঞ্চাহ, যদীত্যাদিনা। মৃতস্পৃষ্টজলাশয়াঃ শবস্পৃষ্টবাপ্যাদয়ো যদ্যেবং শোধিতা ন স্যুস্তদা তেঽপেয়সলিলা ভবন্তি। তেষামশোধিতবাপ্যাদীনাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেন্ন কুর্য্যাৎ॥ ১৬১॥

হইলে তাহার সমুদায় জল ও পঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাভিষেকমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ১৫৯ আর উক্ত জলাশয়ে যদি গজপরিমাণ বহু জল থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে এক শত কুম্ভ জল উদ্ধার করিয়া উক্ত অভিষেক মন্ত্রে পূত একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিলে তাহার শোধন হইবে। ১৬০ শবস্পৃষ্ট জলাশয় যদি এরূপে শোধন করা না হয়, তাহা হইলে তাহার জল পান করা কর্ত্তব্য নহে এবং সেই জলাশয়ের প্রতিষ্ঠাও করিবে না। ১৬১ এইরূপ জলে স্নান করিলে বা ঈদৃশ জল দ্বারা কোন কর্ম্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। যদি কেহ এই অশোধিত জলে স্নান করে বা এই জল দ্বারা কোন কর্ম্ম করে, সে

---

* তেষু চ ইতি পাঠান্তরম্।

স্নানমেষু জলৈরেষাং কুর্বন্ কর্ম বৃথা ভবেৎ।
দিনমেকং নিরাহারঃ * শুধ্যেৎ পঞ্চামৃতাশনাৎ॥ ১৬২॥
যাচকং ধনিনং দৃষ্ট্বা বীরং যুদ্ধপরাঙ্মুখম্।
দূষকং কুলধর্ম্মাণাং মদ্যপাঞ্চ কুলস্ত্রিয়ম্॥ ১৬৩॥
মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতং বুধম্।
পশ্যন্ সূর্য্যং স্মরন্ বিষ্ণুং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥ ১৬৪॥
খরকুক্কুটকোলাংশ্চ বিক্রীণন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
নীচবৃত্তিং চরন্তোঽপি শুধ্যেয়ুস্ত্রিদিনব্রতাৎ॥ ১৬৫॥

অথাশোধিতবাপ্যাদিজলৈঃ স্নানাদিকং কুর্ব্বতো নরস্য প্রায়শ্চিত্তং ক্রিয়মাণস্য কর্মণো নিষ্ফলত্বঞ্চাহ, স্নানমিত্যাদিনা। এম্বশোধিতবাপ্যাদিষু স্নানং কুর্বন্ তথৈষাং জলৈরন্যচ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নরো দিনমেকং নিরাহারঃ সন্ পঞ্চামৃতাশনাৎ শুধ্যেৎ ক্রিয়মাণং কর্ম চ বৃথা ভবেৎ॥ ১৬২॥

অথ দৃষ্টধনিকযাচকযুদ্ধপরাঙ্মুখবীরাদিকস্য পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, যাচকমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। যাচকং ভিক্ষুকং ধনিনং দৃষ্ট্বা তথা যুদ্ধপরাঙ্মুখং রণানভিমুখং বীরং শূরং কুলধর্ম্মাণাং দূষকং জনং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ মদ্যপাং মিত্রদোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতং বুধং পণ্ডিতং চ দৃষ্ট্বা সূর্য্যং পশ্যন্ বিষ্ণুং স্মরন্নরঃ সচেলঃ সবস্ত্রঃ স্নানমাচরেৎ॥ ১৬৩॥ ১৬৪॥

নন্থ গর্দ্দভাদীন্ বিক্রীণতাং নীচবৃত্তিং চ কুর্ব্বতাং দ্বিজাতীনাং কথং শুদ্ধি-

---

একদিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চামৃত পান করিলে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৬২

যদি কেহ ধন থাকিতে অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে, যদি কেহ বীর হইয়াও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়, যদি কেহ কুলধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করে, যদি কোন কুলকামিনী সুরাপান করে, ১৬৩ যদি কেহ মিত্রদ্রোহী হয়, যদি কেহ পণ্ডিত হইয়াও স্বয়ং পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি সূর্য্য দর্শন পূর্বক বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সেই বস্ত্রেই স্নান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ১৬৪

যে সকল দ্বিজাতি, গর্দ্দভ কুক্কুট অথবা শূকর বিক্রয় করিবে, কিম্বা অন্য

---

* দিনমেকং বিনাহারঃ ইতি পাঠান্তরম্।

দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণভোজনঃ।
অপরন্তু নয়েদদ্ভিঃ ত্রিদিনব্রতমম্বিকে ॥ ১৬৬ ॥
গৃহেঽনুদ্ঘাটিতদ্বারেঽনাহূতঃ প্রবিশন্নরঃ।
বারিতার্থপ্রবক্তাপি পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥
আগচ্ছতো গুরূন দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠেদ্‌যো মদান্বিতঃ।
তথৈব কুলশাস্ত্রাণি শুধ্যেদেকোপবাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥

স্তত্রাহ, খরেত্যাদিনা। খরকুক্কুটকোলান্ গর্দ্দভচরণায়ুধশূকরান্ বিক্রীণন্তো নীচবৃত্তিঞ্চাপি চরন্তঃ কুর্বন্তো দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাস্ত্রিদিনব্রতাৎ শুধ্যেয়ুঃ ॥ ১৬৫ ॥

নন্থ কিং ত্রিদিনব্রতমত আহ, দিনমিত্যাদিনা। নিরাহারঃ সন্ দিনমেকং নয়েৎ যাপয়েৎ। কণভোজনঃ সন্ দ্বিতীয়ং দিনং নয়েৎ। অপরন্তু তৃতীয়ং দিনন্তু অদ্ভির্জ্জলৈর্নয়েৎ। হে অম্বিকে ত্রিদিনব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ১৬৬ ॥

অথ পিহিতদ্বারাগারেঽনাহূতস্যৈব প্রবিশতো বারিতার্থং কথয়তশ্চ প্রায়-শ্চিত্তমাহ, গৃহ ইত্যাদিনা। অনুদ্ঘাটিতদ্বারে রুদ্ধদ্বারে গৃহে অনাহূত এব প্রবি-শন্নরো বারিতার্থপ্রবক্তাপি বারিতস্যার্থস্য প্রকথয়িতাপি নরঃ পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥

আগচ্ছতঃ পিত্রাদীন্ কুলশাস্ত্রাণি চ সমীক্ষ্যানুত্তিষ্ঠতঃ পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, আগচ্ছত ইত্যাদিনা। আগচ্ছতো গুরূন্ পিত্রাদীন্ তথৈবাগচ্ছন্তি কুলশাস্ত্রাণি চ দৃষ্ট্বা যো মদান্বিতো নোত্তিষ্ঠেৎ স একোপবাসতঃ শুধ্যেৎ। মদান্বিত ইত্যনেন রোগাদিনিমিত্তকয়াশক্ত্যানুত্তিষ্ঠতস্তু ন দোষভাগিত্বমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ১৬৮ ॥

কোন নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা ত্রিদিনব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৬৫ অম্বিকে! ত্রিদিনব্রত অনুষ্ঠানের রীতি এই যে, প্রথম দিন অনাহারে থাকিবে, তৎপরে দ্বিতীয় দিন কণভোজন করিবে, এবং তৃতীয় দিনে কেবল সলিল পান করিয়া থাকিবে; ইহাই ত্রিদিনব্রত বলিয়া বিখ্যাত। ১৬৬

যে গৃহের দ্বার রুদ্ধ আছে, যদি কেহ আহূত না হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করে, অথবা যে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে, যদি কেহ সেই কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাহাকে পাঁচদিবস উপবাস করিতে হইবে। ১৬৭

এতস্মিন্ শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে।
কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্॥ ১৬৯॥
ইদং তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্।
ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্ম্যং পাবনং হিতকারকম্॥ ১৭০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে স্বপরানিষ্টজনকপাপপ্রায়শ্চিত্তকথনং নাম একাদশোল্লাসঃ।

অধুনা শম্ভুপ্রোক্তেঽস্মিন্ শাস্ত্রে শব্দব্যাজেনার্থান্তরং কল্পয়তাং পতিতত্ব-মধোগামিত্বঞ্চাহ, এতস্মিন্নিত্যাদিনা। ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে বিস্পষ্টার্থপদবৰ্দ্ধিতে শাম্ভবে শম্ভূপ্রোক্তে এতস্মিন্ শাস্ত্রে কূটেন শব্দব্যাজেনার্থং কল্পয়ন্তো নরাঃ পতিতাঃ সন্তোঽধোগতিং যান্তি। মায়ানিশ্চলযন্ত্রেষু কৈতবানৃতরাশিষু। অয়োঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কূটমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ॥ ১৬৯॥

প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ, ইদমিত্যাদিনা। হে দেবি সারাৎসারং ন্যায্যাদপি ন্যায্যং পরাৎপরমুত্তমাদপ্যুত্তমং ইহামুত্রার্থদমিহলোকে পরলোকে চ ফলদং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং পাবনং পাবিত্র্যকারকং হিতকারণমিদং তে তুভ্যং কথিতম্। সারো বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্লীবং বরে ত্রিম্বিত্যমরঃ। অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তু-প্রয়োজননিবৃত্তিম্বিত্যমরঃ॥ ১৭০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়ামেকাদশোল্লাসঃ।

যে ব্যক্তি মদভরে গুরুজনকে আগমন করিতে দেখিয়া অথবা কাহাকেও কুলশাস্ত্র আনয়ন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান না করিবে, তাহাকে সেই পাপমোচনের জন্য এক দিন উপবাস করিতে হইবে। ১৬৮

শিবপ্রণীত এই তন্ত্র শাস্ত্রে সমুদায় পদ ও সমুদায় বাক্যের সমুদায় অর্থ ই স্বব্যক্ত রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ইহার সহজ অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূটার্থ কল্পনা করিবে, তাহারা পতিত হইবে এবং অধোগতি লাভ করিবে। ১৬৯

দেবি! এই আমি তোমার নিকট যাহা কহিলাম, ইহা সারাৎসার, পরাৎপর ধর্ম্মানুগত, পবিত্রকারক ও হিতকারক এবং ইহলোকে ও পরলোকে শুভফলদায়ক। ১৭০

প্রায়শ্চিত্ত কথন নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত।

দ্বাদশোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ভূয়স্তে কথয়াম্যাদ্যে ব্যবহারান্ সনাতনান্।
যান্ রক্ষন্ প্রবিদন্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ ॥ ১ ॥
নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ।
মিথস্তে বিবদিষ্যন্তি গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ ॥ ২ ॥

ইদানীং লোকশুভাকাঙ্ক্ষয়া পরমকারুণিকো মহাদেবঃ সনাতনব্যবহারান্ পার্বতীং প্রতি পুনঃ কথয়িতুমারভতে, ভূয় ইত্যাদিনা। হে আদ্যে তে তুভ্যং তবাগ্রে বা তান্ সনাতনান্ শাশ্বতান্ ব্যবহারান্ ভূয়ঃ পুনরহং কথয়ামি যান্ ব্যবহারান্ রক্ষন্ পালয়ন্ প্রবিদন্ প্রজানন্ রাজা স্বচ্ছন্দং স্বৈরং প্রজাঃ পালয়েদ্রক্ষেৎ ॥ ১ ॥

মহীপতের্নিয়মস্যাভাবাদ্দ্রব্যাভিলাষিণো মনুজাঃ পিত্রাদিভিঃ সার্দ্ধং মিথো বিবাদাদিকং করিষ্যন্তি তন্নিরাকরণায় লোকহিতাকাঙ্ক্ষঃ সদাশিবো নিয়মং বিদধাতীত্যেবাহ, নিয়মেনেত্যাদিনা শুভান্নরাঃ ইত্যন্তেন শ্লোকত্রয়েণ। হে দেবি যতো রাজ্ঞো নৃপস্য নিয়মেন বিনা ধনলোলুপাঃ বিত্তবিষয়কলালসাবন্তস্তে মানবা মনুষ্যা গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ সাকং মিথো বিবদিষ্যন্তি তথা তদা নিয়মাভাবে স্বার্থিনো ধনার্থিনস্তে বিত্তহেতবে ধনার্থং ব্যতিঘ্নন্তি পরস্পরং হনিষ্যন্তি জিহীর্ষয়া বিত্তহরণেচ্ছয়া হিংসয়া চ পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি। অতস্তেষাং মানবানাং হিতার্থায়

শ্রীসদাশিব কহিলেন। আদ্যে! আমি পুনর্ব্বার তোমার নিকট সনাতন ব্যবহার বলিতেছি। জ্ঞানবান রাজা এই ব্যবহারের অনুসরণ করিলে স্বচ্ছন্দে প্রজাপালন করিতে পারিবেন। ১

যদি রাজা নিয়ম স্থাপন না করেন, তাহা হইলে মানবগণ ধনলোলুপ হইয়া গুরুজনের সহিত, আত্মীয় স্বজনের সহিত ও বন্ধুবান্ধবের সহিত পরস্পর বিবাদ করিবে। ২ দেবি! রাজনিয়ম না থাকিলে মানবগণ ধনলালসায় স্বার্থান্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং তাহারা পরস্পর হিংসাপূর্বক ধনাপহরণার্থে নানা পাপে লিপ্ত হইবে।৩ অতএব আমি মনুষ্যদিগের হিত-

ব্যতিঘ্নন্তি তদা দেবি স্বার্থিনো বিত্তহেতবে।
পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়া চ জিহীর্ষয়া ॥ ৩ ॥
অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্ম্মসম্মতঃ।
নিযোজ্যতে যমাশ্রিত্য ন ভ্রশ্যেয়ুঃ শুভান্নরাঃ ॥ ৪ ॥
দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপনুত্তয়ে।
তথৈব বিভজেদ্দায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধভেদতঃ ॥ ৫ ॥
সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বিবাহাজ্জন্মনস্তথা।
তত্রৌদ্বাহিকসম্বন্ধাৎ অপরো বলবত্তরঃ ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মসম্মতঃ স নিয়মো ময়া নিযোজ্যতে প্রবর্ত্ত্যতে যং নিয়মমাশ্রিত্য নরাঃ শুভাৎ ভদ্রান্ন ভ্রশ্যেয়ুর্ন পতেয়ুঃ। ব্যতিঘ্নন্তীত্যত্র বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি ভবিষ্যতি লট্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

নন্থ যন্নিয়মাশ্রয়ণান্মনুষ্যা ভদ্রান্ন ভ্রশ্যেয়ুঃ কোঽসৌ নিয়মস্তত্রাহ, দণ্ডয়েদিত্যাদিনা। যথা রাজা নরাধিপঃ পাপাপনুত্তয়ে কিল্বিষনাশায় পাপিনো জনান্ দণ্ডয়েত্তথৈব নৃণাং মনুষ্যাণাং সম্বন্ধভেদতো দায়ান্ বিভবান্ বিভজেৎ বিভক্তান কুর্য্যাৎ। দায়ো দানে ধনে পুংসি বাচ্যলিঙ্গস্তু দাতরীতি ॥ ৫ ॥

অথোদ্বাহজননাভ্যাং দায়বিভাগোপযোগিনঃ সম্বন্ধস্য দ্বৈবিধ্যং ভাষমাণো মহাদেবস্তত্র বৈবাহিকসম্বন্ধতো জননসম্বন্ধস্য প্রাবল্যং প্রতিপাদয়তি, সম্বন্ধ ইত্যাদিনা। বিবাহাত্তথা জন্মনঃ উৎপত্তেঃ সম্বন্ধো দ্বিবিধো দ্বিপ্রকারকো জ্ঞেয়ো বোদ্ধব্যঃ। তত্র তয়োঃ সম্বন্ধয়োরৌদ্বাহিকসম্বন্ধাদপরো জননসম্বন্ধো বলবত্তরো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

সাধনের নিমিত্ত ধর্মানুগত রাজনিয়ম নিবদ্ধ করিতেছি। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে মানব কদাপি শান্তি ও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইতে বিচ্যুত হইবে না। ৪ রাজা পাপাপনোদনের নিমিত্ত যেমন পাপীদিগের দণ্ড করিবেন, সেইরূপ মনুষ্যদিগের সম্বন্ধভেদে দায় (৩২৭) বিভাগ করিয়াও দিবেন। ৫

বিবাহ-বন্ধন ও জন্মসূত্রভেদে সম্বন্ধ দুই প্রকার। ইহার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধই সমধিক বলবান্।৬ শিবে ধনাধিকার বিষয়ে ঊর্দ্ধতন

---

(৩২৭)—উত্তরাধিকারিত্ব-রূপে প্রাপ্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিই 'দায়' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

দায়ে তূর্দ্ধতনাজ্জ্যায়ান্ সম্বন্ধোঽধস্তনঃ শিবে।
অধ-উর্দ্ধক্রমাৎ স্ত্রীতঃ ❀ পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ॥ ৭॥
তত্রাপি সন্নিকর্ষেণ সম্বন্ধী দায়মর্হতি।
অনেন বিধিনা ধীরা বিভজেয়ুঃ ক্রমাদ্ধনম্॥ ৮॥
মৃতস্য পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি স্থিতে।
ভার্য্যায়ামপি দায়ার্হঃ পুত্র এব ন চাপরঃ॥ ৯॥

দায়হরণে উর্দ্ধতনসম্বন্ধতোঽধোভবস্যৈব সম্বন্ধস্য জ্যেষ্ঠত্বমধ-উর্দ্ধক্রমতো যোষিদ্ভ্যঃ পুরুষস্যৈব প্রধানতরত্বং চাহ, দায়ে ত্বিত্যাদিনা। হে শিবে দায়ে তু ধনে তূর্দ্ধতনাদূর্দ্ধভবাৎ সম্বন্ধাদধস্তনোঽধোভবঃ সম্বন্ধো জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠঃ স্মৃতঃ। তুশব্দেনাভিবাদনাদাবধস্তনাৎ সম্বন্ধাদূর্দ্ধতনস্যৈব সম্বন্ধস্য জ্যায়স্ত্বমিতি ধ্বনিতম্। অত্র দায়হরণেঽধ-উর্দ্ধক্রমাৎ স্ত্রীতঃ পুমান্ পুরুষো মুখ্যতরঃ প্রধানতরঃ স্মৃতঃ॥৭॥

নন্বাসন্নানাসন্নয়োর্মধ্যে কতরস্য দায়ার্হত্বং স্যাৎ তত্রাহ, তত্রাপীত্যাদিনা। তত্রাপি মুখ্যতরেষু পুংস্বপি সন্নিকর্ষেণ সান্নিধ্যেন সম্বন্ধী দায়মর্হতি ধনার্হো ভবতি অনেন পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা ধীরা মনীষিণো ধনং ক্রমাদ্বিভজেয়ুর্ব্বণ্টয়েয়ুঃ॥ ৮॥

নন্বু প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো বিদ্যমানানাং পত্নীকন্যানাং তাততনয়পৌত্রাণাঞ্চ মধ্যে কতমস্য তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ, মৃতস্যেত্যাদিনা। মৃতস্য মানবস্য পুত্রে

পুরুষ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষই প্রবল, অর্থাৎ পিতা পিতামহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতে পুত্র পৌত্র প্রভৃতিই ধনাধিকারী হইবে। এইরূপ অধ-উর্দ্ধ-ক্রমে স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই মুখ্য, অর্থাৎ অধস্তন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধস্তন পুরুষজাতি এবং উর্দ্ধতন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা উর্দ্ধতন পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ; (পরন্তু অধস্তন স্ত্রীজাতি (কন্যাদি) অপেক্ষা উর্দ্ধতন পুরুষজাতি (পিতা প্রভৃতি) শ্রেষ্ঠ হইবে না।) ৭ তথাপি ইহার মধ্যে আবার যে ব্যক্তির অধিকতর নিকট-সম্বন্ধ, সেই ব্যক্তিই মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত ধনে অধিকারী হইতে পারিবে। পণ্ডিতগণ এই ক্রম ও বিধান অনুসারেই মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন। ৮

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র পৌত্র কন্যা পিতা ও ভার্য্যা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে,

---

❀ অধ-উর্দ্ধক্রমাদত্র ইতি বা পাঠঃ।

বহবস্তনয়া যত্র সর্ব্বে তত্র সমাংশিনঃ।
জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানুসারতঃ॥ ১০॥
ঋণং যৎ পৈতৃকং তচ্চ শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্ধনৈঃ।
তস্মিন্ স্থিতে বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বসু॥ ১১॥

পৌত্রে পিতরি চ স্থিতে কন্যাস্বাত্মজাসু চ স্থিতাসু ভার্য্যায়াং পত্ন্যামপি স্থিতায়াং সন্নিকৃষ্টত্বাৎ পুংস্ত্বেন মুখ্যতরত্বাদধোভবত্বেন জ্যায়স্ত্বাচ্চ পুত্র এব দায়ার্হঃ স্যান্ন চাপরস্তদ্ভিন্নঃ পৌত্রাদির্দায়ার্হঃ। পৌত্রস্য পুত্রতো বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ ভার্য্যায়াঃ কন্যানাং চ স্ত্রীত্বেনাপ্রধানত্বাৎ পিতুশ্চোর্দ্ধভবত্বেনাজ্যায়স্ত্বাদ্দায়ার্হত্বং নেত্যর্থঃ॥ ৯॥

নন্ বহুপুত্রস্য প্রমীতস্য পৃথ্বীপতেঃ স্থাবরস্থাবরেতরদ্রব্যেষু সর্ব্বেষা-মাত্মজানাং সমাংশহারিত্বং ন্যূনাধিকাংশহারিত্বং বেত্যত আহ, বহব ইত্যাদিনা। রাজ্ঞো যত্র স্থাবরে জঙ্গমে বাপি দ্রব্যে বহবঃ তনয়াঃ পুত্রা ভাগার্হাস্তত্র সর্বে সমাংশিনস্তুল্যভাগিনঃ স্যুর্ন তু ন্যূনাধিকাংশিন ইত্যর্থঃ। নন্ মহীপতের্জ্যেষ্ঠ এবাত্মজে প্রায়শো রাজ্যাধিকারিত্বং শ্রূয়তে দৃশ্যতে চ তৎ কথমুচ্যতে সর্বে তত্র সমাংশিন ইত্যত আহ, জ্যেষ্ঠে রাজ্ঞঃ পুত্রে যদ্রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানু-সারতো জ্ঞেয়ম্। বংশে যদি জ্যেষ্ঠ এব রাজপুত্রো রাজ্যং লভমানো ভবেত্তদা তস্মিন্নেব রাজ্যাধিকারিত্বম্ অন্যেষাং গ্রাসাচ্ছাদনভাজনত্বম্। অন্যথা তু পৃথ্ব্যা-দিকং সকলং দ্রবিণং বিভজ্য সর্বে গৃহ্নীয়ুরিতি ভাবঃ॥ ১০॥

পৈতৃকমৃণং দত্ত্বা অবশিষ্টং পিতৃদ্রব্যং ভ্রাতৃভির্ব্বিভক্তব্যমিত্যাহ, ঋণমিত্যাদিনা। পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধি যদৃণং তৎ পৈতৃকৈঃ পিতৃসম্বন্ধিভির্দ্ধনৈঃ শোধয়েৎ। তস্মিন্নৃণে স্থিতে সতি পৈতৃকং বসু ধনং বিভাগার্হং বণ্টনযোগ্যং ন ভবেৎ॥ ১১॥

তাহা হইলে কেবল পুত্রই তাহার সমুদায় সম্পত্তিতে অধিকারী হইবে; অন্য কেহ অধিকারী হইতে পারিবে না। ৯

বহু সন্তান হইলে মৃত ব্যক্তির ধন সকল পুত্রই সমান অংশে প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে বংশানুক্রমে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইবে; (অন্যান্য পুত্রেরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবে)। ১০

যদি পৈতৃক ঋণ থাকে, তাহা হইলে তাহা পৈতৃক ধন হইতেই পরিশোধ হইবে। পৈতৃক ঋণ থাকিতে পৈতৃক ধন বিভাগ হইবে না। ১১ যদি পৈতৃক ঋণ থাকিতে পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে রাজা

বিভজ্য যদি গৃহ্ণীয়ুঃ বিভবং পৈতৃকং নরাঃ।
তেভ্যস্তদ্ধনমাহৃত্য পিতৄণং দাপয়েন্নৃপঃ॥ ১২॥
যথা স্বকৃতপাপেন নিরয়ং যান্তি মানবাঃ।
ঋণেনাপি তথা বদ্ধঃ স্বয়মেব ন চাপরঃ॥ ১৩॥
সাধারণং ধনং যচ্চ স্থাবরং স্থাবরেতরম্।
অংশিনঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি স্বং স্বমংশং বিভাগতঃ॥ ১৪॥

পৈতৃকমৃণমশোধয়িত্বৈব বিভজ্য গৃহীততাতদ্রব্যৈর্মর্ত্ত্যৈর্নরাধিপস্তদৃণং দাপয়েদিত্যাহ, বিভজ্যেত্যাদিনা। পৈতৃকং বিভবং ধনং বিভজ্য নরা যদি গৃহ্ণীয়ুস্তদা তেভ্যো নরেভ্যস্তৎ পৈতৃকং ধনমাহৃত্য গৃহীত্বা নৃপো রাজা পিতৃৃণং তাতসম্বন্ধ্যৃণং তৈর্দ্দাপয়েৎ॥ ১২॥

ঋণানপনয়নে ঋণগ্রহীতুরেব সদৃষ্টান্তং তদ্দোষভাগিত্বমাহ, যথেত্যাদিনা। যথা স্বকৃতপাপেন মানবা নরা নিরয়ং নরকং যান্তি তথা ঋণেনাপি স্বয়মেব বদ্ধো ভবতি ন চাপরস্তদন্যঃ কশ্চন বদ্ধো ভবেৎ॥ ১৩॥

সামান্যে স্থাবরে জঙ্গমে চ দ্রব্যে সর্ব্বেষামেব দায়াদানাং তুল্যাংশগ্রাহকত্বমিত্যাহ, সাধারণমিত্যাদিনা। স্থাবরং স্থাবরেতরং জঙ্গমং চ যৎ সাধারণং সামান্যং ধনং তত্র বিভাগতঃ সর্ব্বেঽংশিনঃ স্বং স্বমংশং প্রাপ্তুং লব্ধুমর্হন্তি যোগ্যা ভবন্তি॥ ১৪॥

সর্ব্বেষামংশিকানাং মিথঃ সম্মতৌ সত্যামেব বিভাগস্য সংসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ,

---

তাহাদের নিকট ঋণশোধের উপযুক্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাহাদের পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন। ১২ (ঋণ পরিশোধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা পুত্রেরা গ্রহণ করিবে। পরন্তু যদি পৈতৃক ধনে পৈতৃক ঋণ সমুদায় পরিশোধ না হয় অথবা পুত্রেরা পৈতৃক ধন গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই ঋণের জন্য পুত্রেরা দায়ী নহে)। কারণ, মানবগণ আত্মকৃত পাপদ্বারা যেমন আপনারাই নিরয়গামী হয়, সেইরূপ সকলেই আপন ঋণে আপনারাই বদ্ধ, তাহাতে অন্য কেহ বদ্ধ নহে। ১৩

স্থাবর বা অস্থাবর যাহা কিছু সাধারণ ধন থাকিবে, অংশীরা বিভাগানুসারে তাহা হইতে নিজ নিজ অংশমত প্রাপ্ত হইবে। ১৪ যে স্থলে সকল অংশীর সম্মতি থাকিবে, সেই স্থলে সম বা বিষম যেরূপ বিভাগ করা হউক, তাহাই সিদ্ধ

অংশিনাং সম্মতাবেব * বিভাগঃ পরিসিদ্ধ্যতিঃ।
তেষামসম্মতৌ রাজা সমদৃষ্ট্যাংশমাচরেৎ † ॥ ১৫ ॥
স্থাবরস্য চরস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনঃ।
মূল্যং বা তদুপস্বত্বম্ অংশিনাং বিভজেন্নৃপঃ ॥ ১৬ ॥

অংশিনামিত্যাদ্যর্দ্ধেন। অংশিনাং ভাগগ্রাহকাণাং সম্মতাবেব সত্যাং বিভাগঃ পরিসিদ্ধ্যতি নিষ্পদ্যতে ন ত্বন্যথা। নন্বু পৈতৃকদ্রব্যবিভাগে সর্বেষাং দায়াদানাং সম্মতেরভাবে কথং বিভাগো ভবেত্তত্রাহ, তেষামিত্যাদিনা। তেষামংশিনামসম্মতৌ সত্যাং রাজা সমদৃষ্ট্যা তুল্যদৃষ্ট্যা অংশং ভাগমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

নন্বু বিভাগাযোগ্যস্য স্থাবরাদের্বস্তুনঃ কথং বিভাগঃ স্যাদত আহ, স্থাবরস্যেত্যাদিনা। স্থাবরস্য চরস্য জঙ্গমস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনো বিভাজনাযোগ্যস্য পদার্থস্য মূল্যমথবা তদুপস্বত্বং তদতিরিক্তং তত এবোপজাতং দ্রব্যং নৃপো রাজা অংশিনাং দায়াদানাং বিভজেৎ তেভ্যো দাপয়িতুং বিভক্তং কুর্য্যাৎ। অংশিনামিতি সম্প্রদানস্য শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ ষষ্ঠী শেষে ইতি ষষ্ঠী ॥ ১৬ ॥

অথাংশিভির্ব্বিভজ্য গৃহীতেষ্বপি দ্রব্যেষু স্বকীয়ং ভাগং সাক্ষিভির্নৃপস্যাগ্রে জ্ঞাপয়তে মানবায় রাজা পুনস্তানি দ্রব্যাণি বিভজ্য তৈর্দ্দাপয়েদিত্যাহ, বিভক্তেঽপীত্যাদিনা। বিভক্তেঽপি বণ্টিতেঽপি ধনে যস্তু মনুষ্যঃ স্বীয়াংশমাত্মীয়ং ভাগং

হইবে। পরন্তু যে স্থলে অংশীদিগের সম্মতি না থাকিবে, সে স্থলে রাজা অপক্ষপাত হৃদয়ে সাধারণ নিয়ম অনুসারে সকলকেই যথাযোগ্য অংশে বিভাগ করিয়া দিবেন। ১৫

যদি স্থাবর বা অস্থাবর কোন বস্তু খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিতে পারা না যায়, অথবা খণ্ড খণ্ড করিলে যদি সেই বস্তু নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা সুবিধা বুঝিয়া তাহার মূল্য বা উপস্বত্ব অংশীদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন। (অথবা সেই সাধারণ দ্রব্য এক এক দিন, এক এক মাস বা এক এক বৎসর, যেরূপ সুবিধা হয়, এক এক জনের অধিকারে থাকিবে) (৩২৮)। ১৬

---

* অংশিনঃ সমভাগেন ইতি পাঠান্তরম্।
† সমদৃষ্টিং সমাচরেৎ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ

(৩২৮)—কিরীটেশ্বরীর ও বক্রেশ্বরের পাণ্ডাগণ এবং কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণ প্রভৃতি অধিকাংশ দেবালয়ের উপস্বত্বভোগিগণই এই নিয়মে পালামত

বিভক্তেঽপি ধনে যস্তু স্বীয়াংশং প্রতিপাদয়েৎ।
পুনর্বিভজ্য তদ্দ্রব্যম্ অপ্রাপ্তাংশায় দাপয়েৎ॥ ১৭॥
কৃতে বিভাগে দ্রব্যাণাম্ অংশিনাং সম্মতৌ শিবে।
পুনর্বিবাদয়ংস্তত্র শাস্যো ভবতি ভূভৃতঃ॥ ১৮॥
স্থিতে প্রেতস্য পৌত্রে চ ভার্য্যায়াঞ্চ পিতর্য্যপি।
পৌত্র এব ধনার্হঃ স্যাৎ অধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ॥ ১৯॥

প্রতিপাদয়েন্নৃপস্যাগ্রে সাক্ষিভির্বোধয়েৎ তস্মৈ অপ্রাপ্তাংশায় মনুষ্যায় পুনস্তৎ দ্রব্যং বিভজ্য নৃপো দায়াদৈর্দ্দাপয়েৎ॥ ১৭॥

সর্ব্বেষাং দায়াদানাং সম্মতৌ সত্যাং দ্রব্যবিভাগে জাতে পুনস্তত্র বিবাদং কুর্ব্বন্নরো মহীপালেন শাসনীয়ো ভবেদিত্যাহ, কৃত ইত্যাদিনা। হে শিবে অংশিনাং সম্মতৌ সত্যাং দ্রব্যাণাং বিভাগে কৃতে সতি পুনস্তত্র দ্রব্যবিভাগে বিবাদয়ন্ বিবাদং কুর্ব্বন্নরো ভূভৃতো রাজ্ঞঃ শাস্যঃ শাসনীয়ো ভবতি॥ ১৮॥

নতু প্রমীতস্য মানবস্য বিদ্যমানানাং তাতভার্য্যাপৌত্রাণাং মধ্যে কস্য তদ্ধনভাগিত্বমত আহ, স্থিতে ইত্যাদিনা। প্রেতস্য মৃতস্য মনুষ্যস্য পৌত্রে পিতরি চাপি স্থিতে ভার্য্যায়াং চ স্থিতায়ামধস্তাজ্জন্ম যেষাং তেষাং গৌরবাদ্-গুরুত্বাদ্ধেতোঃ পৌত্র এব ধনার্হো ধনযোগ্যঃ স্যাৎ॥ ১৯॥

যদি ধন বিভাগ করিবার পরেও অপর কোন ব্যক্তি সপ্রমাণ করে যে, বিভক্ত ধনে তাহার অংশ আছে; তাহা হইলে রাজা সেই ধন পুনর্বার বিভাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অংশ পায় নাই, বা যে যে ব্যক্তি অংশ পাইয়াছিল তাহাদের সকলকেই পুনরায় শেষোক্ত অংশমত দিবেন। ১৭ শিবে! যে স্থলে সকল অংশীর সম্মতি ক্রমে বিভাগ হইয়া গিয়াছে, সেই স্থলে যদি কোন অংশী পূর্ব্বকৃত বিভাগ অস্বীকার পূর্ব্বক পুনর্বার বিবাদ করে; তাহা হইলে রাজা তাহার শাসন করিবেন। ১৮

যদি মৃত ব্যক্তির (পুত্র অবিদ্যমানে) পৌত্র ভার্য্যা ও পিতা বিদ্যমান থাকে,

---

দেবালয়ের উপস্বত্ব বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। কলিকাতার মল্লিক বংশীয় উত্তরাধিকারীগণ কোনরূপ উপস্বত্ব না পাইলেও এবং তদ্বিপরীতে ব্যয় করিতে হইলেও বৎসরে বৎসরে এইরূপ পালামত পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত সিংহবাহিনী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

অপুত্রস্য স্থিতে তাতে সোদরে চ পিতামহে।
জন্মতঃ সন্নিকর্ষেণ পিতৈবাস্য ধনং হরেৎ॥ ২০॥
বিদ্যমানাসু কন্যাসু সন্নিকৃষ্টাস্বপি প্রিয়ে।
মৃতস্য পৌত্রো ধনভাক্ যতো মুখ্যতরঃ পুমান্॥ ২১॥
ধনং মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি পিতামহাৎ।
অতোঽত্র গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা॥ ২২॥

নন্বপুত্রস্য মৃতস্য পুংসো বর্ত্তমানানাং জনকপিতামহসমানোদর্য্যাণাং মধ্যে কতমস্য তদ্বিত্তহারিত্বমত আহ, অপুত্রস্যেত্যাদিনা। অপুত্রস্য মৃতস্য জনকে তাতে পিতরি সোদরে ভ্রাতরি পিতামহে চ স্থিতে সতি জন্মনঃ সন্নিকর্ষেণ সান্নিধ্যেন হেতুনাস্যাপুত্রস্য ধনং পিতৈব হরেৎ গৃহ্নীয়াৎ॥ ২০॥

স্বর্যাতুরপুত্রস্যাসন্নতরাস্বপি কন্যাসু স্থিতাসু পুংসঃ প্রধানতরত্বাৎ পৌত্রস্যৈব ধনভাগিত্বমিত্যাহ, বিদ্যমানাস্বিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে মৃতস্য পুরুষস্য সন্নিকৃষ্টাস্বাসন্নাস্বপি কন্যাসু বিদ্যমানাসু যতঃ পুমান্ পুরুষো মুখ্যতরঃ প্রধানতরো ভবেদতঃ পৌত্র এব ধনভাগ্ভবেৎ॥ ২১॥

অধুনা পিতুরেব সহেতুকং পুত্ররূপত্বং ব্যাহরন্ পুত্রহীনস্য মৃতস্য পুংসঃ পৌত্রস্যৈব ধনাধিকারিত্বমনুবদতি, ধনমিত্যাদিনা। যতো ধনং পিতামহাৎ সকাশান্মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি গচ্ছতি অতোঽত্র সংসারে লোকৈর্জনৈঃ পিতা স্বয়ং পুত্ররূপ ইতি গীয়তে শব্দ্যতে॥ ২২॥

তাহা হইলে ঐ পৌত্রই ধনাধিকারী হইবে; কারণ অধস্তন জন্মহেতু পৌত্রেরই গৌরব অধিক। ১৯ যদি অপুত্র ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা পিতামহ ও সহোদর জীবিত থাকে, তাহা হইলে জন্ম অনুসারে সন্নিকর্ষ হেতু পিতাই সেই মৃত পুত্রের ধনে অধিকারী হইবে। ২০

প্রিয়ে! জন্মসম্বন্ধ অনুসারে অধিকতর সন্নিকৃষ্টা কন্যা বিদ্যমান থাকিলেও মৃত ব্যক্তির ধনে পৌত্রই অধিকারী হইবে; কারণ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই মুখ্যতর অধিকারী। ২১

যদি ধনীর কোন পুত্র অগ্রে মৃত হইয়া থাকে এবং তাহার পুত্র অর্থাৎ ধনীর পৌত্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই পৌত্র (পৈতামহ ধন হেতু নিজ পিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার যাহা প্রাপ্য হইত) সেই ধন প্রাপ্ত হইবে।

ঔদ্বাহিকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা বরীয়সী।
অপুত্রস্য হরেদৃক্থং * পত্যুর্দেহার্দ্ধহারিণী॥ ২৩॥
পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধনম্।
নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং সমর্থা স্বধনং বিনা॥॥ ২৪॥

ইদানীং ব্রাহ্মীশৈব্যোর্ভার্য্যয়োর্মধ্যে ব্রাহ্ম্যেবাতিশ্রেষ্ঠা পুত্ররহিতস্য মৃতস্য পত্যুর্বিত্তস্য গ্রাহিকা চেত্যাহ, ঔদ্বাহিকেঽপীত্যাদিনা। ঔদ্বাহিকেঽপি বিবাহ নিমিত্তকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী বেদোক্তবিধিনা পরিণীতা ভার্য্যা শৈবীভার্য্যায়া বরীয়স্যতিবরা ভবেৎ। পত্যুঃ স্বামিনো যতো দেহার্দ্ধহারিণী স্যাদতো ব্রাহ্ম্যেব ভার্য্যা অপুত্রস্য পুত্রহীনস্য মৃতস্য পত্যুঋর্ক্থং হরেৎ। ঋক্থং ধনং বস্বিত্যমরঃ॥ ২৩॥

অথ স্বামিপুত্রাভ্যাং রহিতা স্ত্রী লব্ধভর্ত্তৃবিভবা সতী তদ্দানবিক্রয়ৌ কর্ত্তুং ন শক্নোতীত্যাহ, পতিপুত্রেত্যাদিনা। পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী স্বামিনো ধনং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা নৈব তদ্দাতুং ন চ বিক্রেতুং সমর্থা শক্তা ভবেৎ পরন্তু স্বধনং বিনা। স্বকীয়ং তু ধনং দাতুং বিক্রেতুং শক্নোতীত্যর্থঃ॥ ২৪॥

নন্থ কিং নাম স্ত্রীধনমত আহ, পিতৃভিরিত্যাদিনা। বহুবচনস্য বহুপলক্ষক-

---

এই জন্য লোকে বলিয়া থাকে যে, পিতা স্বয়ংই পুত্রস্বরূপ। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মৃত ব্যক্তির ধনে পুত্র ও মৃতপিতৃক পৌত্রের সমান অধিকার)। ২২

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থলে বিধানানুসারে বিবাহিতা ব্রাহ্মী ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং অপুত্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সেই ব্রাহ্মী ভার্য্যাই ধনাধিকারিণী হইবে। ২৩

পতিপুত্রবিহীনা নারী স্বামিধন প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। পরন্তু যদি তাহা সংক্রান্ত ধন অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্ব রূপে প্রাপ্ত-ধন না হইয়া স্ত্রীধন হয়, অর্থাৎ যৌতুকপ্রাপ্ত পতিদত্ত পিতৃদত্ত ভ্রাতৃপ্রভৃতি-দত্ত অথবা অন্যরূপে শিল্পাদি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন হয়, তাহা হইলে অনায়াসে স্বেচ্ছাক্রমে তাহা দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে (৩২৯)। ২৪

---

* অপুত্রস্য হরেয়ুঃ স্বমিতি চ পাঠঃ।

(৩২৯)—দায়ভাগ অনুসারে এবং প্রচলিত আইন অনুসারে আপনার ভরণ-পোষণের অভাব হইলে বা তীর্থধর্ম্মাদি উপলক্ষে ঋণ হইলে অথবা পতির ঋণ থাকিলে স্বামীর বিষয় বিক্রয় করিতে পারে।

পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্বাপি দত্তং যদ্ধর্ম্মসম্মতম্।
স্বকৃত্যোপার্জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকির্ত্তীতম্॥ ২৫॥
তস্যাং মৃতায়ামৃক্থং তৎ পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেৎ।
তদাসন্নতরো ঋকৃথম্ অধ-উর্দ্ধক্রমাদ্ধরেৎ॥ ২৬॥
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
তদভাবে পিতৃবন্ধোঃ তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি॥ ২৭॥

ত্বাং পিতৃভির্জ্জনকাদিভিঃ শ্বশুরৈঃ পতিপিত্রাদিভির্ব্বা ধর্ম্মসম্মতং যদ্ধনং দত্তং যচ্চ স্বকৃত্যা স্বীয়য়া শিল্পাদিক্রিয়য়া উপার্জ্জিতং তৎ স্ত্রীধনং প্রকীর্ত্তিতং কথিতম্॥ ২৫॥

নন্থ সংপ্রাপ্তস্বামিবিত্তায়া যোষিতো মৃতৌ সত্যাং কস্য তদ্বিত্তহারিত্বেত্যত আহ, তস্যামিত্যাদিনা। তস্যাং সংপ্রাপ্তস্বামিধনায়াং স্ত্রিয়াং মৃতায়াং সত্যাং তদৃক্থং ধনং পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেদ্গচ্ছেৎ। স্বামিপদগতং চ তদৃক্থমধ-উর্দ্ধক্রমাৎ তদাসন্নতরঃ স্বামিনোঽতিসন্নিকৃষ্টো জনো হরেৎ। এতত্তু সামান্যত উক্তং বিশেষতস্ত্বগ্রে বক্ষ্যতে॥ ২৬॥

ভর্ত্তুর্মরণে সতি ভর্ত্রাদিবান্ধববশে স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠন্ত্যেব স্ত্রী স্বমিনো দায়মর্হতীত্যাহ, মৃতে ইত্যাদিনা। পত্যৌ স্বামিনি মৃতে সতি পতিবন্ধুবশে স্বধর্ম্মেণ স্থিতা তদভাবে পতিবন্ধুঅভাবে পিতৃবন্ধোর্বশে তিষ্ঠন্তী স্ত্রী দায়ং পত্যুর্দ্ধনমর্হতি॥ ২৭॥

ধর্ম্মানুসারে পিতা মাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, শ্বশুর শাশুড়ী পতি পুত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, মাতামহ মাতামহী প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, কিম্বা যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই হউক নিঃস্বত্ব ভাবে দত্ত ধন, অথবা নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন, স্ত্রীধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ২৫

যে নারী মৃতস্বামিধনে উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে তাহার মৃত্যু হইলে সেই ধন পুনর্ব্বার তদীয় স্বামিধন স্বরূপে গণ্য হইবে, এবং তাহার স্বামীর অধস্তন বা উর্দ্ধতন আসন্নতর উত্তরাধিকারীই তাহা প্রাপ্ত হইবে। ২৬

স্বামীর মৃত্যুর পর নারী স্বধর্ম্মনিরতা থাকিয়া পতিবন্ধুদিগের তদভাবে পিতৃবন্ধুদিগের (এবং তদভাবে মাতৃবন্ধুদিগের) বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিলে স্বামি-সংক্রান্ত ধনে অধিকারিণী হইবে, নতুবা ধনাধিকারিণী হইবে না। ২৭

শঙ্কিতব্যভিচারাপি ন পত্যুর্দ্দায়ভাগিনী।
লভতে জীবনং মাত্রং ভর্ত্তুর্বিভবহারিণঃ॥ ২৮॥
বহ্ব্যশ্চেদ্বনিতাস্তস্য স্বর্যাতুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ।
ভজেরন্ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন শুচিস্মিতে॥ ২৯॥
পত্যুর্ধনহরায়াশ্চ মৃতৌ ভর্ত্তৃসুতাস্থিতৌ।
পুনঃ স্বামিপদং গত্বা ধনং দুহিতরং ব্রজেৎ॥ ৩০॥

শঙ্কিতব্যভিচারা নারী তু গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগিনী ন তু স্বামিধনভাগিনীত্যাহ, শঙ্কিতেত্যাদিনা। শঙ্কিতব্যাভিচারাপি স্ত্রী পত্যুর্দায়ভাগিনী ন ভবতি কিন্তু ভর্ত্তুর্বিভবহারিণঃ পুরুষাজ্জীবনং মাত্রং জীবনমেব লভতে প্রাপ্নোতি। অপীতি বদতা সদাশিবেন প্রকটিতব্যভিচারায়া নার্য্যা নিতরামেব ভর্ত্তৃদায়ভাজনত্বং নেতি সূচিতম্। জীব্যতে যেনান্নাদিনা তজ্জীবনং করণাধিকরণয়োশ্চেতি করণে ল্যুট্। মাত্রং কার্ৎস্ন্যেহবধারণে ইত্যমরঃ॥ ২৮॥

প্রেতস্য ধর্ম্মপরায়ণা বহ্ব্যো ভার্য্যাশ্চেৎ সর্বাঃ স্বামিনো দ্রব্যং বিভজ্য গৃহ্নীয়ুরিত্যাহ, বহ্ব্য ইত্যাদিনা। হে শুচিস্মিতে শুভ্রেষদ্ধাসে পবিত্রেষদ্ধাসে বা তস্য স্বর্যাতুঃ স্বর্গগামিনঃ পুংসো ধর্ম্মতৎপরাঃ পুণ্যপরায়ণাশ্চেদ্যদি বহ্ব্যো বনিতাঃ স্ত্রিয়ঃ স্যুস্তদা সর্ব্বাস্তাঃ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন তুল্যভাগেন ভজেরন্ সেবেরন্॥ ২৯॥

লব্ধভর্ত্তৃবিত্তায়া বনিতায়া মরণে সতি তদ্বিত্তং পুনস্তৎস্বামিনং প্রাপ্য ততশ্চ তত্তনয়াং গচ্ছেদিত্যাহ, পত্যুরিত্যাদিনা। পত্যুর্দ্ধনহরায়াঃ স্বামিনো বিত্তহারিণ্যাঃ স্ত্রিয়া মৃতৌ ভর্ত্তুঃ সুতায়াঃ স্থিতৌ চ সত্যাং ধনং পুনস্তৎস্বামিপদং

(ব্যভিচারের কথা দূরে থাকুক), যে রমণীর প্রতি ব্যভিচারের আশঙ্কাও হইবে, সে ভর্ত্তৃধন প্রাপ্ত হইবে না; পরন্তু যে ব্যক্তি তাহার স্বামিধনে উত্তরাধিকারী হইবে, তাহার নিকট বিভব অনুসারে কেবল যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী জীবিকা মাত্র প্রাপ্ত হইবে। ২৮ শুচিস্মিতে! যদি স্বর্গপ্রাপ্ত ব্যক্তির বহু পত্নী থাকে এবং তাহারা সকলেই স্বধর্মপরায়ণা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সমান অংশ করিয়া সেই ভর্ত্তৃধন বিভাগ করিয়া লইবে। ২৯ যদি স্বামিধনভোগিনী পত্নীর বা পত্নীগণের পরলোক হয়, ও যদি ভর্ত্তার কন্যা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ধন পুনর্বার ভর্ত্তৃধনস্থানীয়

এবং স্থিতায়াং কন্যায়াম্ ঋক্থং পুত্রবধূগতম্।
তন্মৃতৌ * স্বামিনং প্রাপ্য শ্বশুরাত্তৎসুতামিয়াৎ ॥ ৩১ ॥
তথা পিতামহে সত্ত্বে বিত্তং মাতৃগতং শিবে।
তস্যাং মৃতায়াং পুত্রেণ ভর্ত্রা শ্বশুরগং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

গত্বা দুহিতরং তৎসুতাং ব্রজেদ্গচ্ছেৎ। ভর্ত্তৃসুতেতি ব্যাহরন্মহাদেবঃ ক্রীতাদিসুতাং তদ্ধনং ন গচ্ছেদিতি সূচয়াঞ্চক্রে ॥ ৩০ ॥

গৃহীতপতিদ্রব্যায়া নার্য্যা মৃতৌ সত্যাং তৎ দ্রব্যং ভর্ত্তৃগতং ততঃ শ্বশুরগতং চ সৎ শ্বশুরকন্যাং যায়াদিত্যাহ, এবমিত্যাদিনা। এবমনেন প্রকারেণ কন্যায়াং স্থিতায়াং সত্যাং পুত্রবধূগতমৃক্থং ধনং তন্মৃতে পুত্রবধূমরণে সতি স্বামিনং তদ্ভর্ত্তারং প্রাপ্য ততশ্চ শ্বশুরং প্রাপ্য শ্বশুরাচ্চ তৎসুতাং শ্বশুরতনয়ামিয়াৎ গচ্ছেৎ। তন্মৃতে ইত্যত্র নপুংসকে ভাবে ক্ত ইতি সূত্রেণ ভাবে ক্ত প্রত্যয়ঃ। এতচ্চ ভর্ত্তৃদুহিত্রাদিভ্রাত্রীয়পর্য্যন্তাভাবে বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩১ ॥

ননু প্রাপ্তপুত্রবিত্তায়া মাতুর্মরণে সতি কস্য তদ্বিত্তভাগিতেত্যত আহ, তথেত্যাদিনা। হে শিবে তথা তেনৈব প্রকারেণ পিতামহে সত্ত্বে বর্ত্তমানে মাতৃগতং জননীপ্রাপ্তং বিত্তং ধনং তস্যাং মাতরি মৃতায়াং সত্যাং পুত্রেণাত্মজেন ভর্ত্রা পত্যা চ শ্বশুরগং ভবেৎ শ্বশুরং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। সন্নেব সত্ত্বমিতি স্বার্থিকস্ত্ব ইদং পুত্রস্য সোদরাণাং তৎপুত্রাণাঞ্চাসত্ত্বে বোধ্যম্ ॥ ৩২ ॥

পুত্রাদিপিতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো জনকস্য জনন্যা অপি

হইয়া কেবল ঔরসকন্যাগামী হইবে। ৩০ এইরূপ, যদি কন্যা থাকিতে পুত্রবধূ ধন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ধনীর মৃত্যুর পর পুত্র ধনাধিকারী হইয়া পরলোক গমন করিলে তৎপত্নী ধনাধিকারিণী হয়, তাহা হইলে ঐ ধন, ঐ পুত্রবধূর মৃত্যুর পর তদীয় ভর্ত্তৃধনস্থানীয় হইয়া তাহার পিতৃদুহিতা অর্থাৎ মৃত পুত্রবধূর ভর্ত্তার ভগিনী প্রাপ্ত হইবে। ৩১

শিবে! এইরূপ, পিতামহ বিদ্যমান থাকিতে যদি ধন মাতৃগামী হয়, তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পর সেই ধন পুত্রধনস্থানীয় হইয়া তৎপিতৃসম্বন্ধে তৎপিতামহগামী হইবে। ৩২

---

* তন্মতে ইতি পাঠান্তরম্।

মৃতস্যোর্দ্ধগতং বিত্তং যথা প্রাপ্নোতি তৎপিতা।
জনন্যপি তথাপ্নোতি পতিহীনা ভবেদ্‌যদি ॥ ৩৩ ॥
অতঃ সত্যাং জনন্যাং তু বিমাতা ন ধনং হরেৎ।
মৃতে জনন্যাস্তং প্রাপ্য পিত্রা গচ্ছেদ্বিমাতরম্ ॥ ৩৪ ॥
অধস্তনানাং বিরহাৎ যথা রিক্‌থং ন যাত্যধঃ *।
যেনৈবাধস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোর্দ্ধং তদা ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥

তদ্বিত্তহর্ত্রীত্বং তন্মৃতৌ চ তস্য বিমাতুরপীত্যাহ, মৃতস্যেত্যাদিদ্বয়েন। মৃতস্য জনস্যোর্দ্ধগতমূর্দ্ধং প্রাপ্তং বিত্তং তৎপিতা মৃতস্য জনকো যথাপ্নোতি লভতে তথৈব যদি পতিহীনা স্বামিরহিতা ভবেৎ তদা তজ্জনন্যপ্যাপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥

অত ইত্যাদি। অতো জনন্যাস্ত সত্যাং বিমাতা তস্য ধনং ন হরেৎ কিন্তু মাতৈব হরেৎ। জনন্যা মৃতে মরণে তু তদ্ধনং পুত্রং প্রাপ্য পিত্রা বিমাতরং গচ্ছেৎ ॥ ৩৪ ॥

অধোভবানামৃক্‌থগ্রাহকাণামভাবাদধস্তাদগচ্ছতো বিত্তস্যোর্দ্ধগামিত্বেনাপত্য-হীনায়া লব্ধভ্রাতৃবিত্তায়াঃ পতিবত্যাঃ স্বস্মৃর্মৃতৌ সত্যাং তদ্গতস্য বিত্তস্য পিতৃব্যাশ্রয়ত্বং স্যাদিত্যাহ, অধস্তনানামিত্যাদিদ্বয়েন। অধস্তনানামধোভবানাং বিরহাদভাবাৎ যথা যদা রিক্‌থং ধনম্ অধঃ অধোভবং জনং ন যাতি ন ভজতে তদা যেনৈব মৃতমূলধনিনা পুরুষেণ অধস্তনমধোভবং জনং ধনং প্রাপ্তং তেনৈব জনেনোর্দ্ধং ব্রজেদ্গচ্ছেৎ ॥ ৩৫ ॥

মৃত ব্যক্তির উর্দ্ধগত ধন যেমন পিতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, পিতার অভাবে বিধবা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩ পরন্তু গর্ভধারিণী জননী বিদ্যমান থাকিতে বিমাতা ধন প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যদি ঐ গর্ভধারিণী জননী না থাকে তাহা হইলে সেই ধনে বিমাতার অধিকার হইবে। ৩৪

যদি অধস্তন অধিকারী না থাকে এবং ধন যখন অধোগামী হয় না, তখন সেই ধন যে পুরুষ দ্বারা যে নিয়মে অধোগামী হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সেই পুরুষের উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে সেই নিয়মেই উর্দ্ধগামী হইবে, অর্থাৎ উর্দ্ধতনদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি জন্মসম্বন্ধে সন্নিহিত পুরুষ বা তদভাবে তাদৃশী স্ত্রী, সেই ব্যক্তিই অগ্রে ধনাধিকারী হইবে। ৩৫ এতদনুসারে

---

* নয়ত্যধঃ ইতি পাঠান্তরম্।

অতঃ স্থিতৌ পিতৃব্যস্য ধনং স্বসৃগতঞ্চ সৎ।
পত্যৌ স্থিতেঽনপত্যায়া মৃতৌ পিতৃব্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
ঊর্দ্ধাদ্বিত্তমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে।
অতঃ সত্যাং সোদরায়াং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥
স্থিতায়াং সোদরায়াঞ্চ বিমাতুঃ পুত্রসন্ততৌ।
বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং বৈমাত্রেয়ান্বয়ো ভজেৎ ॥ ৩৮ ॥

অত ইত্যাদি। অতোঽধস্তনানাং বিরহাদৃকৃথস্যোর্দ্ধগামিত্বাদেব পিতৃব্যস্থিতাবনপত্যায়াঃ পুত্রেণ পুত্র্যা চ রহিতায়াঃ স্বস্থুর্মৃতৌ চ সত্যাং পত্যৌ ভগিনীভর্ত্তরি স্থিতেঽপি স্বসৃগতং চ সৎ ধনং পিতৃব্যমাশ্রয়েত্তস্যা ভ্রাত্রা পিত্রাদীনা চ পিতৃভ্রাতরং ভজেৎ। অনপত্যায়া ইতি বিশেষণেনাপত্যবত্যাস্তু মৃতৌ তদ্গতস্য ধনস্য তদপত্যগামিতৈবেত্যসূসুচৎ ॥ ৩৬ ॥

ঊর্দ্ধাদধঃপ্রাপ্তস্য ধনস্য পুরুষাবলম্বিত্বাৎ সোদরায়াং বিদ্যমানায়ামপি বৈমাত্রেয়গামিতৈব স্যাদিত্যাহ, ঊর্দ্ধাদিত্যাদিনা। যতো বিত্তং ধনমূর্দ্ধাদধঃ প্রাপ্য পুমাংসং পুরুষমবলম্বতে আশ্রয়ত্যতঃ সোদরায়াং ভগিন্যাং সত্যামপি বৈমাত্রেয়ো বিমাতৃজো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥

নন্থ সোদরায়াং বৈমাত্রেয়পুত্রসন্ততৌ চ বিদ্যমানায়াং বৈমাত্রেয়মরণে সতি তদ্গতং বিত্তং কা প্রাপ্নুয়াত্তত্রাহ, স্থিতায়ামিত্যাদিনা। সোদরায়াং ভগিন্যাং বিমাতুঃ পুত্র [স্য] সন্ততৌ চ স্থিতায়াং সত্যাং বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং তন্মরণে সতি বৈমাত্রেয়ান্বয়ো বিমাতৃজসন্ততির্ভজেৎ সেবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ধনীর পিতৃব্য থাকিতে ধনীর ভগিনীই ধন প্রাপ্ত হয়, পরন্তু পতি বিদ্যমান থাকিতেই হউক বা নাই হউক, যদি সে সন্তান প্রসব না করিয়া পরলোক গমন করে, তাহা হইলে সেই ধন পুনর্ব্বার তাহার ভ্রাতৃধনস্থানীয় এবং ঊর্দ্ধগামী হইয়া পিতামহ হইতে জন্মনিবন্ধন পিতৃব্যই প্রাপ্ত হইবে। ৩৬

ধন ঊর্দ্ধগামী হইয়া অধোগামী হইলে প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধে তাহা পুরুষকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। এই কারণে পিতৃসম্বন্ধে ঊর্দ্ধগামী হইয়া সহোদরা ভগিনীকে প্রাপ্ত না হইয়া সেই ধন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকেই আশ্রয় করিবে। ৩৭

আর সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সন্তান বিদ্যমান থাকিলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগত ধনে ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সন্ততিরাই যথাক্রমে অধিকারী

মৃতস্য সোদরো ভ্রাতা বৈমাত্রেয়স্তথা শিবে।
ধনং পিতৃগতত্বেন বিভজেতাং সমাংশিনৌ ॥ ৩৯ ॥
কন্যায়াং জীবিতায়াঞ্চ তদপত্যং ন দায়ভাক্।
যত্র যদ্বাধিতং বিত্তং তন্মৃতাবপরং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥

পুত্রাদিমাতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রমীতস্য পুংসঃ সোদরবৈমাত্রেয়য়োরুভয়োরপি তদ্ধনে সমভাগিত্বমিত্যাহ, মৃতস্যেত্যাদিনা। হে শিবে মৃতস্য জনস্য সোদরো ভ্রাতা তথা বৈমাত্রেয়শ্চোভৌ তদ্ধনস্য পিতৃগতত্বেন হেতুনা তত্র সমাংশিনৌ সন্তৌ তদ্ধনং বিভজেতাং বিভজ্য গৃহ্ণীয়াতামিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

জীবন্ত্যাং কন্যায়াং তদপত্যস্য দায়ভাগিত্বং নেত্যাহ, কন্যায়ামিত্যাদিনা। কন্যায়াং জীবিতায়াং সত্যাং তদপত্যং দায়ভাক্ ন ভবেৎ কিন্তু কন্যৈব দায়ভাগিনী স্যাদিত্যর্থঃ। যত্র জনে যদ্বিত্তং ধনং যদ্বাধিতং ভবেৎ তন্মৃতৌ তস্য বাধকজনস্য মরণে সতি তদ্বিত্তং তমপরং জনং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥

হইবে (৩৩০)। ৩৮ পরন্তু শিবে! যদি মৃত ধনীর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ধন পিতৃগত হইয়া পিতৃসম্বন্ধে তুল্যসম্বন্ধী সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়েই সমান বিভাগ করিয়া লইবে। ৩৯

কন্যা জীবিত থাকিতে তদ্গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইবে না। (কারণ এস্থলে কন্যাই তাহার বাধক। এই বাধকস্বরূপা কন্যার মৃত্যু হইলে ঐ ধন তদ্গর্ভসম্ভূত সন্তানই প্রাপ্ত হইবে।) ফলতঃ যে স্থলে উত্তরাধিকার ক্রমে প্রাপ্ত ধন অপর কর্ত্তৃক (স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক) বাধিত হয়, সে স্থলে সেই বাধকীভূত স্ত্রীলোকের অভাব হইলে সেই ধন সেই উত্তরাধিকারী পুরুষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩৩১)। ৪০

---

(৩৩০)—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে ধনীর মৃত্যু হয়, সে স্থলে ধনীর পিতা হইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সোদরা ভগিনী উভয়েরই জন্ম বলিয়া উভয়েরই সমান সন্নিকর্ষতা, কিন্তু পুরুষের শ্রেষ্ঠতা হেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই ধনাধিকারী হইবে।

(৩৩১)—দায়ভাগে আছে, "পিণ্ডং দদ্যাদ্ধরেদ্ধনং" অর্থাৎ যে পিণ্ডাধিকারী সেই ধনাধিকারী। এইরূপ পিণ্ডাধিকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই থাকিলে যদি স্ত্রীলোকের সন্নিকর্ষতা অধিক হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক পিণ্ডাধিকারী পুরুষের

বিভজেয়ুর্দুহিতরঃ পুত্রাভাবে পিতুর্বসু।
উদ্বাহয়ন্ত্যোঽনূঢ়াস্ত * পিতুঃ সাধরণৈর্ধনৈঃ ॥ ৪১ ॥
অসন্তত্যা মৃতায়াশ্চ স্ত্রীধনং স্বামিনং ব্রজেৎ। †
অন্যত্তু দ্রবিণং যস্মাদ্ আপ্তং তৎ পদমাশ্রয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অপরিণীতাং ভগিনীং সামান্যৈস্তাতদ্রব্যৈরুদ্বাহয়ন্ত্যো দুহিতরো মৃতস্যাপুত্রস্য পিতুর্দ্রবিণং সর্বা বিভজ্য গৃহ্ণীয়ুরিত্যাহ, বিভজেয়ুরিত্যাদিনা। পিতুঃ পুত্রাভাবে সতি পিতুঃ সাধারণৈঃ সামান্যৈর্দ্ধনৈরনূঢ়ামপরিণীতাং পিতুঃ পুত্রীমুদ্বাহয়ন্ত্যো দুহিতরঃ পুত্র্যঃ পিতুর্বসু দ্রব্যং বিভজেয়ুঃ। তুশব্দেন বিবাহ্যমানাপি পিতৃদ্রব্যং বিভজেৎ ॥ ৪১ ॥

অনপত্যায়াঃ প্রমীতায়া নার্য্যাঃ স্ত্রীধনস্য তৎস্বামিগামিত্বমপরস্য তু তল্লব্ধস্য দ্রব্যস্য যতঃ প্রাপ্তিরাসীত্তৎপদাশ্রয়িত্বমিত্যাহ, অসন্তত্যা ইত্যাদি। অসন্তত্যাঃ সন্ততিরহিতায়া নার্য্যাঃ স্ত্রীধনং স্বামিনং তদ্ভর্ত্তারং ভজেৎ সেবেত। অন্যত্তু তদ্ভিন্নন্তু দ্রবিণং দ্রব্যং যস্মাজ্জনাদাপ্তং লব্ধং তৎপদমাশ্রয়েদ্ভজেৎ ॥ ৪২ ॥

যদি পুত্র সন্তান না থাকে, তাহা হইলে কন্যারা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে (৩৩২)। ৪১

অপত্য-রহিতা নারীর মৃত্যু হইলে তাহার স্বামী স্ত্রীধন সমুদায় প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীধন ভিন্ন উত্তরাধিকারিণী স্বরূপে প্রাপ্ত ধন তদ্গত হইয়া তাহার উত্তরাধিকারীই প্রাপ্ত হইবে। ৪২

---

* উদ্বাহয়ন্ত্যোঽনূঢ়াস্ত ইতি পাঠান্তরম্।

† ভজেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

ধনাধিকারে বাধক-স্বরূপা হয়। পরন্তু সেই স্ত্রীলোকের উক্ত সম্পত্তি ন্যায্য কারণ ব্যতীত দান-বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে না। যথা দৌহিত্রের বাধক দৌহিত্রের মাতা, ভ্রাতার বাধক ভ্রাতৃজায়া ইত্যাদি।

(৩৩২)—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনূঢ়া কন্যার বিবাহোপযুক্ত ধন রাখিয়া অথবা অগ্রে বিবাহ দিয়া অবশিষ্ট ধন উঢ়া অনূঢ়া সকল ভগিনীই সমান অংশ করিয়া লইবে। অস্মদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগের মতে অগ্রে অবিবাহিতা কন্যার অধিকার। তদভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার যুগপৎ সমান অধিকার। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা কন্যা ধনাধিকারিণী হইবে না। এমতে পুত্রেরা যদি

প্রেতলব্ধধনৈর্নারী বিদধ্যাদাত্মপোষণম্।
পুণ্যন্তু তদুপস্বত্বৈঃ ন শক্তা দানবিক্রয়ে॥ ৪৩॥
পিতামহস্নুষায়াঞ্চ সত্যাং তাতবিমাতরি।
পিতামহগতং রিক্থং তৎপুত্রেণ স্নুষাং ব্রজেৎ॥ ৪৪॥

প্রেতপ্রাপ্তানি বিত্তানি দাতুং বিক্রেতুং চাশক্নুবতী নারী মরণপর্য্যন্তং ভুঞ্জীত তদুপস্বত্বৈস্তু ধর্মমপি কুর্বীতেত্যাহ, প্রেতেত্যাদিনা। প্রেতলব্ধধনৈর্মৃতাপ্তৈ-র্বিত্তৈর্নারী যোষিদাত্মপোষণমাত্মনো ভরণং বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। পুণ্যং ধর্মং তু তদুপস্বত্বৈস্তদতিরিক্তৈস্তত এবোপজাতৈর্ধনৈর্বিদধ্যাৎ। তেষাং দানে বিক্রয়ে চ শক্তা সমর্থা ন ভবেৎ॥ ৪৩॥

ননু পুত্রাদিপিতৃব্যপর্য্যন্তরহিতস্য মৃতস্য পুংসো দ্রবিণস্য তৎপিতৃব্যপত্নী-গামিত্বং তাতবিমাতৃগামিত্বং বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, পিতামহেত্যাদিনা। পিতা-মহস্নুষায়াং পিতামহপুত্রভার্য্যায়াং তাতবিমাতরি চ সত্যাং বিদ্যমানায়াং পিতামহগতং রিক্থং ধনং তৎপুত্রেণ পিতামহস্যাত্মজেন স্নুষাং পুত্রপত্নীং ব্রজেৎ॥ ৪৪॥

নারী উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে যে ধন প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে কেবল আপনার ভরণপোষণই করিবে, এবং তাহারই উপস্বত্ব দ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে; পরন্তু ঐ সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না (৩৩৩)। ৪৩

যেখানে পিতৃব্যপত্নী ও পিতৃবিমাতা বিদ্যমান আছে, (মৃতের সন্তানাদি, পিতা

পৈতৃকধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলেও অগ্রে ঐ পিতৃধন হইতে অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ দিতে হইবে।

(৩৩৩)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ত্রীজাতি, সংক্রান্ত স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে, এবং যদি উপস্বত্ব, ভরণপোষণের পরও উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলেই তদ্বারা পুণ্য কর্ম করিতে পারিবে; নচেৎ পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য স্থাবর সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। পরন্তু উপস্বত্ব দ্বারা ভরণ-পোষণ না হইলে স্থাবর সম্পত্তিও বিক্রয়াদি করিতে পারিবে। স্থানান্তরে বিধি আছে, স্বামীর স্বর্গার্থে স্ত্রী স্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ (দশমাংশ পর্য্যন্ত) দান বা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্বের এবং অস্থাবর সম্পত্তির দান বিক্রয়াদি বিষয়ে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি।
অধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ ভ্রাতৈব ধনভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষেঽত্র তুল্যৌ ভ্রাতৃপিতামহৌ।
ধনং পিতৃপদং গত্বা প্রয়াতুর্ভ্রাতরং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥
স্থিতেঽপ্যপত্যে দুহিতুঃ প্রেতস্য পিতরি স্থিতে ॥
দুহিত্রপত্যং ধনভাক্ ধনং যস্মাদধোমুখম্ ॥ ৪৭ ॥

ননু পুত্রাদিমাতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রেতস্য পুংসো বিদ্যমানানাং পিতামহ-পিতৃব্যভ্রাতৃণাং মধ্যে কতমস্য তদ্ধনভাগিত্বং তত্রাহ, পিতামহ ইত্যাদিনা শ্লোক-দ্বয়েন। পিতামহে পিতৃব্যে তথা ভ্রাতরি চ জীবতি সতি অধোভবানাং জনানাং মুখ্যত্বাৎ প্রধানত্বাদ্ধেতোর্ভ্রাতৈব ধনভাগ্‌ভবেৎ। মৃতাৎ পুত্রাৎ পিতৃগতং ধনং মৃতস্য ভ্রাতৈব ভজেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

পিতৃব্যাদিত্যাদি। অত্র লোকে পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষে সামীপ্যে যদ্যপি ভ্রাতৃপিতামহৌ তুল্যৌ সমানৌ ভবতস্তথাপ্যধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ স্বঃপ্রয়াতু-র্জনস্য ধনং পিতৃপদং গত্বা ভ্রাতরং ভজেৎ ॥ ৪৬ ॥

ননু পুত্রাদিপুত্রীপর্য্যন্তহীনস্য মৃতস্য পুংসো বিদ্যমানয়োস্তাতদুহিত্রপত্যয়ো-র্মধ্যে কতরস্য তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ, স্থিত ইত্যাদিনা। প্রেতস্য মৃতস্য জনস্য পিতরি স্থিতে দুহিতুরপত্যেঽপি স্থিতে সতি যস্মাদ্ধনমধোমুখং স্যাদতো দুহি-ত্রপত্যমেব ধনভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

বা পিতামহ বিদ্যমান নাই) সেখানে মৃত ব্যক্তির ধন পিতামহগামী হইয়া তৎপুত্র (পিতৃব্য) দ্বারা পিতৃব্যপত্নীই প্রাপ্ত হইবে (৩৩৪)। ৪৪

যদি পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকে, তাহা হইলে অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে। ৪৫ এস্থলে পিতৃব্য হইতে নৈকট্য সম্বন্ধ হেতু ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান সন্নিকৃষ্ট হইলেও, মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃস্থান প্রাপ্ত হইয়া অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য নিবন্ধন পিতামহগামী না হইয়া ভ্রাতৃগামী হইবে। ৪৬

মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র ও পিতা যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে দৌহিত্র ধনাধিকারী হইবে, ধন স্বভাবতই অধোগামী। ৪৭ কালিকে! যদি

---

(৩৩৪)—দায়ভাগমতে পুত্রবধূ ধনাধিকারিণী হয় না। তন্ত্রের মতে, পুত্রবধূ পুত্রের অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী, সুতরাং অপুত্র মৃতব্যক্তির ধন কন্যা থাকিতেও পুত্রবধূই পাইবে।

স্বঃপ্রয়াতুঃ স্থিতে তাতে তথা মাতরি কালিকে।
পুংসো মুখ্যতরত্বেন ধনহারী ভবেৎ পিতা ॥ ৪৮ ॥
স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডো বর্ত্তমানেঽপি মাতুলে।
প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯ ॥
অধস্তাদগমনাভাবে ধনমূর্দ্ধ্বভবং গতম্।
তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বাদ্ ইতং পিতৃকুলং শিবে।
অতোঽত্র সন্নিকৃষ্টোঽপি মাতুলো নাপ্নুয়াদ্ধনম্ ॥ ৫০ ॥

প্রেতস্য পুংসো জীবতোর্মাতাপিত্রোর্ম্মধ্যে পুরুষস্য প্রধানত্বাৎ পিতুরেব তদ্বিত্তহারিত্বমিত্যাহ, স্বঃপ্রয়াতুরিত্যাদিনা। হে কালিকে স্বঃপ্রয়াতুর্মৃতস্য জনস্য তাতে পিতরি স্থিতে সতি তথা মাতরি স্থিতায়াং সত্যাং পুংসো মুখ্যতরত্বেন হেতুনা পিতা ধনহারী ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

নন্থ মৃতস্য পুংসো বিদ্যমানয়োর্মাতুলপিতৃসপিণ্ডয়োর্মধ্যে কতরস্য তদ্বিত্তভাগিত্বমত আহ, স্থিত ইত্যাদিনা। মাতুলে বর্ত্তমানেঽপি পিতুঃ সম্বন্ধ গৌরবাদ্ধেতোঃ স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডঃ প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ। সপিণ্ড এব সাপিণ্ডঃ প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চেতি স্বার্থেঽণ্ ॥ ৪৯ ॥

নন্থ পিতুঃ সপিণ্ডাৎ সন্নিকৃষ্টস্য মাতুলস্যৈব প্রেতধনহর্ত্তৃত্বং সম্ভবতি ন তু বিপ্রকৃষ্টস্য পিতুঃ সপিণ্ডস্যেতীমামাশঙ্কাং পরিহরন্নাহ, অধস্তাদিত্যাদি ধনমিত্যন্তং সার্দ্ধম্। হে শিবে অধস্তাদগমনাভাবে সতি প্রেতস্য ধনমূর্দ্ধভবং জনং গতং প্রাপ্তং ভবেৎ। তত্রাপ্যূর্দ্ধভবেষ্বপি পুংসাং মুখ্যত্বাদ্ধনং পিতৃকুলমিতং প্রাপ্তং স্যাৎ। অতো হেতোরত্র লোক সন্নিকৃষ্টোঽপ্যাসান্নাঽপি মাতুলঃ প্রেতস্য ধনং নাপ্নুয়ান্ন লভেৎ ॥ ৫০ ॥

মৃত ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে পুরুষের প্রাধান্য হেতু পিতাই ধনাধিকারী হইবে। ৪৮

যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃসপিণ্ড ও মাতুল জীবিত থাকে, তাহা হইলে পিতৃসম্বন্ধের গৌরব হেতু পিতৃসপিণ্ড ব্যক্তিই ধন প্রাপ্ত হইবে। ৪৯ শিবে! যে স্থলে ধন অধোগামী হইতে না পারে, সে স্থলে তাহা উর্দ্ধগামী হয়; তন্মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা হেতু মাতৃকুলে না যাইয়া অগ্রে ঐ ধন পিতৃকুলেই গমন করে। এই কারণে এস্থলে মাতুল সন্নিকৃষ্ট হইয়াও ধনভাগী হইতেছে না। ৫০

অজীবৎপিতৃকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সহ পার্ব্বতি।
পিতামহস্য দ্রবিণাৎ স্বপিতুর্দ্দায়মর্হতি॥ ৫১॥
ভ্রাতৃহীনা তথা পৌত্রী পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী।
পিতামহধনং সৌম্যা হরেচ্চেন্মৃতমাতৃকা॥ ৫২॥
সত্যাং পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি।
বিত্তে পিতৃগতে দেবি পৌত্রী তত্রাধিকারিণী॥ ৫৩॥

ভ্রাতৃভ্যোঽবিভক্তস্য পুরুষস্য মৃতৌ সত্যাং তৎপুত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সার্দ্ধং পৈতামহকদ্রব্যাৎ পৈতৃকমংশং প্রাপ্নুয়াদিত্যাহ, অজীবদিত্যাদিনা। হে পার্ব্বতি অজীবৎপিতৃকো মৃতজনকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ পিতুর্ভ্রাতৃভিঃ সহ পিতামহস্য দ্রবিণাৎ দ্রব্যাৎ স্বপিতুর্দায়ং প্রাপ্তুমর্হতি॥ ৫১॥

অজীবন্মাতৃকা ভ্রাতৃরহিতা পৌত্র্যপি পিতামহাৎ দ্রব্যাৎ প্রমীতস্য পিতুরংশং প্রাপ্তুমর্হতীত্যাহ, ভ্রাতৃহীনেত্যাদিনা। চেদ্যদি মৃতমাতৃকা ভ্রাতৃহীনা সোদরবৈমাত্রেয়রহিতা সৌম্যা ব্যভিচারাখ্যদোষহীনা চ ভবেৎ তদা তথা তেন প্রকারেণ পৌত্রী পুত্রদুহিতা পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী সতী পিতামহধনং হরেৎ গৃহ্নীয়াৎ॥ ৫২॥

ননু প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো বিদ্যমানানাং জননীভগিনীপুত্রীণাং মধ্যে তদ্বিত্তে কাধিকারিণী স্যাৎ তত্রাহ, সত্যামিত্যাদিনা। হে দেবি পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং তথা পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্যপি সত্যাং বিদ্যমানায়ামধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ পৌত্রী তত্র পিতৃগতে বিত্তেঽধিকারিণী স্যাৎ॥ ৫৩॥

পার্ব্বতি! যে স্থলে ধনীর মৃতপিতৃক পৌত্র ও পুত্র উভয়ে বিদ্যমান আছে, সে স্থলে মৃতপিতৃক পৌত্র পিতামহ-সম্পত্তি হইতে তাহার পিতার নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইবে। ৫১ এইরূপ ভ্রাতৃহীনা ও পিতৃমাতৃবিহীনা পৌত্রী যদি স্বধর্ম্মবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে সেই পিতামহধনে ঐ পৌত্রী পিতৃব্যের সহিত সমান অংশ প্রাপ্ত হইবে (৩৩৫)। ৫২ দেবি! যদি পিতামহী ও পিতৃস্বসা জীবিত থাকে, তাহা হইলেও পিতৃগত পৈতামহ ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী হইবে। ৫৩

---

(৩৩৫)—এস্থলে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মৃত পিতৃ-পিতামহক প্রপৌত্রও মৃত ধনীর পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। ঐরূপ প্রপৌত্রীও পিতামহী-হীনা ও মাতৃ-হীনা হইলে ধনীর পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে।

অধোগামিষু বিত্তেষু পুমান্ জ্যায়ানধস্তনঃ *।
উর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানূর্দ্ধোদ্ভবো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
অতঃ স্নুষায়াং পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং দুহিতরি প্রিয়ে।
প্রেতস্য বিভবং হর্ত্তুং নৈব শক্নোতি তৎপিতা ॥ ৫৫ ॥
যদা পিতৃকুলে ন স্যাৎ মৃতস্য ধনভাজনম্।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা রিক্থং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬ ॥

নন্থ প্রেতস্য স্নুষায়া দুহিতৃতঃ পৌত্র্যাশ্চ তজ্জনকস্য পুংস্বেন শ্রেষ্ঠত্বাদ্বিদ্যমানস্য তস্যৈব তদ্ধনহারিত্বং সংঘটতে ন তু তৎস্নুষাদীনামিতীমং সন্দেহং দূরী কুর্ব্বন্নাহ, অধোগামীম্বিত্যাদি তৎপিতেত্যন্তং শ্লোকদ্বয়ম্। অধোগামিষু বিত্তেষু ধনেষ্বধস্তনোঽধোভবঃ পুমান্ জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠো ভবেন্ন তূর্দ্ধোদ্ভবঃ। উর্দ্ধ গামিধনে তূর্দ্ধোদ্ভবঃ পুমান্ শ্রেষ্ঠো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

অত ইত্যাদি। হে প্রিয়ে অতোঽধোগামিধনে উর্দ্ধোদ্ভবস্যাশ্রেষ্ঠত্বাদ্ধেতোঃ প্রেতস্য স্নুষায়াং পুত্রভার্য্যায়াং পৌত্র্যাং দুহিতরি চ সত্যাং বর্ত্তমানায়াং প্রেতস্য বিভবং ধনং হর্ত্তুং গ্রহীতুং তৎপিতা নৈব শক্নোতি কিন্তু যথাক্রমং তা এব প্রেতধনং হর্ত্তুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নন্থ প্রেতপুরুষস্য পিতুর্ব্বংশে ধনগ্রাহকাসত্ত্বে তদ্দ্রব্যস্য কিংকুলগামিত্বং স্যাদত আহ, যদেত্যাদিনা। যদা মৃতস্য জনস্য পিতৃকুলে ধনভাজনং ধনস্য পাত্রং ন স্যাত্তদা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পূর্ব্বকথিতবিধানেন রিক্থং প্রেতস্য ধনং মাতামহকুলং ভজেৎ সেবেত ॥ ৫৬ ॥

ধন অধোগামী হইলে তাহাতে অধস্তন যে পুরুষ তাহারই প্রাধান্য, এবং ধন উর্দ্ধগামী হইলে তাহাতে সেইরূপ উর্দ্ধতন পুরুষেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। (নচেৎ অধস্তন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা উর্দ্ধতন পুরুষ জাতির প্রাধান্য হইবে না)। ৫৪

প্রিয়ে! এই কারণে পুত্রবধূ পৌত্রী ও কন্যা জীবিত থাকিতে মৃত ব্যক্তির ধন মৃত ব্যক্তির পিতা গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৫৫

যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও বিধান অনুসারে সেই ধন মাতামহকুলে গমন করিবে। ৫৬ যে

---

* জ্যায়ানধস্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মাতামহগতং * বিত্তং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভিঃ।
অধ-ঊর্দ্ধক্রমেণৈবং পুমাংসং স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
ব্রাহ্ম্যান্বয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সাপিণ্ডনে স্থিতে।
মৃতস্য শৈবীতনয়ো ন পিতুর্দায়ভাগ্ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
শৈবীপত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্ ধনভাগিনঃ।
গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে স্বঃপ্রয়াতুর্যথাধনম্ ॥ ৫৯ ॥

মাতামহকুলযাতস্য দ্রব্যস্যাধ-উর্ধ্বক্রমেণৈব পুরুষাশ্রয়ত্বং তদসত্ত্বে নার্য্যাশ্রয়ত্বং চ স্যাদিত্যাহ, মাতামহেত্যাদিনা। মাতামহগতং মাতামহং প্রাপ্তং বিত্তং ধনং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভির্মাতুলপুত্রাদিভিশ্চাধ-উর্দ্ধক্রমেণ এবং পিতৃকুলে ইব পুমাংসং পুরুষং তদভাবে স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

অথ প্রেতপুরুষস্য ব্রাহ্মীভার্য্যায়া অন্বয়ে মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডে বা স্থিতে শৈবীপুত্রস্য তদ্বিভবভাগিত্বং নেত্যাহ, ব্রাহ্ম্যান্বয়ে ইত্যাদিনা। ব্রাহ্ম্যান্বয়ে ব্রাহ্ম্যা ভার্য্যায়া বংশে বিদ্যমানে পিত্রোর্মাতুঃ পিতুশ্চ সাপিণ্ডনে সপিণ্ডে বা স্থিতে সতি শৈবীতনয়ঃ শৈব্যা ভার্য্যায়াঃ পুত্রো মৃতস্য পিতুর্দায়ভাক্ ন ভবেৎ কিন্তু বিদ্যমানয়োস্তয়োরেব ক্রমতঃ তদ্দায়ভাগিত্বমিত্যর্থঃ। এতেন ব্রাহ্ম্যান্বয়স্য মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডস্য চাভাবে শৈবীতনয়স্যৈব মৃতজনকদায়ভাগিত্বমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫৮ ॥

নন্থ ব্রাহ্ম্যান্বয়স্য পিত্রোঃ সপিণ্ডস্য বা বর্ত্তমানত্বে শৈবীপুত্রাণাং মৃতপিতৃদায়ভাগিত্বাভাবে কথমুদরভরণাদিনির্বাহস্তত্রাহ, শৈবীত্যাদিনা। হে ভদ্রে স্বঃ-

---

ধন মাতামহকুলে যাইবে, মাতামহ হইতে মাতুলপুত্র প্রভৃতি ক্রমশঃ তাহা প্রাপ্ত হইবে। এস্থলেও প্রথমতঃ অধস্তন ব্যক্তি, তদভাবে উর্ধ্বতন ব্যক্তি এবং তন্মধ্যেও প্রাধান্য হেতু প্রথমতঃ পুরুষজাতি ও নিকৃষ্টতা হেতু তৎপরে নারীজাতি ধনাধিকার প্রাপ্ত হইবে। ৫৭

ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বিবাহিতা পত্নীর সন্তান বিদ্যমান থাকিতে এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড পুরুষ বা স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, শৈব বিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনভাগী হইবে না। ৫৮ ভদ্রে যাহারা উক্ত ধনে অধিকারী হইবে, তাহাদের নিকট শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা ও তদ্গর্ভজাত

---

* মাতামহকুলমিতি পাঠান্তরম্।

শৈবোদ্বাহং প্রকুর্বন্তীং শৈবভর্ত্তৈব পালয়েৎ।
সৌম্যাঞ্চেন্নাধিকারোঽস্যাঃ পিত্রাদীনাং ধনে প্রিয়ে ॥৬০॥
অতঃ সৎকুলজাং কন্যাং শৈবৈরুদ্বাহয়ন্ পিতা।
ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি স ভবেল্লোকগর্হিতাঃ ॥ ৬১ ॥

প্রয়াতুঃ স্বর্গতস্য পুংসঃ শৈবীপত্নী তৎপুত্রাঃ শৈব্যাস্তনয়াশ্চ তস্য ধনভাগিনঃ পুরুষাদ্‌যথাধনং যথাবিভবং গ্রাসমাচ্ছাদনং চ লভেরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫৯ ॥

নহু শৈবমুদ্বাহং কুর্বতী নারী পিত্রাদিভিঃ পালনীয়া ভবেচ্ছৈবেন ভর্ত্রা বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, শৈবোদ্বাহমিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে যতোঽস্যাঃ শৈব্যাঃ স্ত্রিয়াঃ পিত্রাদীনাং ধনেঽধিকারো নাস্ত্যতঃ শৈবোদ্বাহং প্রকুর্ব্বন্তীং তাং চেদ্‌যদি সৌম্যামব্যভিচারিণীং জানীয়াত্তদা শৈবভর্ত্তৈব পালয়েৎ রক্ষেৎ। জানীয়াদিতি অধ্যাহারলভ্যম্। প্রকুর্ব্বন্তীমিত্যত্রনুমাগমস্ত্বার্ষঃ ॥ ৬০ ॥

অথ শৈবেন বিধিনা সৎকুলজাং কন্যামুদ্বাহয়তো জনকস্য লোকনিন্দ্যত্বং দর্শয়িতুমাহ, অত ইত্যাদিনা। অতো ব্রাহ্ম্যন্বয়ে মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডে বা স্থিতে ভর্ত্তুর্দ্রব্যে স্বপিত্রাদিদ্রব্যে চাধিকারস্যাভাবাদ্ধেতোঃ ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি শৈবৈর্বিধিভিঃ সৎকুলজাং সদ্বংশজাতাং কন্যামুদ্বাহয়ন্ যঃ স পিতা লোকগর্হিতো লোকনিন্দিতো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

সন্তান মৃত ব্যক্তির বিভবানুসারে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রাপ্ত হইবে। ৫৯ (পরন্তু যদি ব্রাহ্মী ভার্য্যা বা তাহার পুত্রাদি না থাকে এবং পিতৃমাতৃসপিণ্ড পর্য্যন্তও না থাকে, তাহা হইলেই শৈবী ভার্য্যা ও তৎসন্তানেরা ধনাধিকারী হইতে পারিবে)।

প্রিয়ে! শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা যদি ব্যভিচারিণী না হয় তাহা হইলে শৈবভর্ত্তাই তাহাকে পালন করিবে, নচেৎ গ্রাসাচ্ছাদনও প্রাপ্ত হইবে না। অন্যদিকে এই শৈবী ভার্য্যা নিজ পিতামাতা প্রভৃতি কাহারো ধনে অধিকারিণী হয় না। ৬০

এই কারণে, যদি ক্রোধ নিবন্ধন বা লোভ নিবন্ধন সৎকুলসম্ভূতা কন্যার শৈববিবাহ দেন, তাহা হইলে তিনি লোকসমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়া থাকেন। ৬১ শিবের আজ্ঞা আছে যে, (ব্রাহ্মী ভার্য্যার সন্তান ও পিতৃমাতৃসপিণ্ডের অবিদ্যমানে) যদি শৈবী ভার্য্যা ও তদ্গর্ভজাত সন্তান না থাকে,

শৈবীতদন্বয়াভাবে সোদকো ব্রহ্মদো নৃপঃ।
হরেয়ুঃ ক্রমতো বিত্তং মৃতস্য শিবশাসনাৎ॥ ৬২॥
পিণ্ডদাৎ সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ প্রিয়ে।
সোদকা দশমান্তাঃ স্যুঃ ততঃ কেবলগোত্রজাঃ॥ ৬৩॥
বিভক্তং দ্রবিণং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ।
অবিভক্তবিধানেন ভজেরংস্তদ্ধনং পুনঃ॥ ৬৪॥

পুত্রাদিশৈবীসন্ততিপর্য্যন্তরহিতস্য প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুরুষস্য স্থাবরাদিসকল-দ্রব্যেষু সোদকস্য বেদাধ্যাপকগুরোর্নরপতেশ্চ ক্রমতোঽধিকারিত্বমস্তীত্যাহ, শৈবীত্যাদিনা। শৈবীতদন্বয়াভাবে সতি সোদকো ব্রহ্মদো বেদাধ্যাপকঃ গুরু নৃপো রাজা চ মৃতস্য বিত্তং ধনং শিবশাসনাৎ শিবাজ্ঞাতঃ ক্রমতো হরেয়ুঃ। যথা শৈবীতদন্বয়াসত্ত্বে প্রথমতঃ সোদকো মৃতস্য বিত্তং হরেৎ, তদভাবে বেদাধ্যাপকঃ তদসত্ত্বে তু রাজা চেতি॥ ৬২॥

নন্থ কেষাং সপিণ্ডত্বং কেষাং সোদকত্বং কেবলগোত্রজত্বং চ কেষামত আহ, পিণ্ডদাদিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে পিণ্ডদাৎ পিণ্ডদাতারং পুরুষমারভ্য সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ। তত উর্দ্ধং দশমান্তা দশমপুরুষান্তাঃ সোদকাঃ স্যুঃ। ততঃ পরং কেবলগোত্রজা ভবেয়ুঃ। পিণ্ডদাদিতি ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণীতি কর্ম্মণি পঞ্চমী॥ ৬৩॥

বিভক্তস্য পশ্চাৎ স্বেচ্ছয়া সংসৃষ্টস্য দ্রব্যস্যাবিভক্তবিধানেনৈব পুনর্বিভাগমাহ, বিভক্তমিত্যাদিনা। চেদ্‌যদি বিভক্তং যৎ দ্রবিণং দ্রব্যং স্বেচ্ছয়া সংসৃষ্টং মিশ্রীকৃতং স্যাত্তদা তদ্ধনং পুনরবিভক্তবিধানেন দায়াদা ভজেরন্॥ ৬৪॥

তাহা হইলে যথাক্রমে সমানোদক, ব্রহ্মদাতা ও রাজা মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন; অর্থাৎ প্রথমে সমানোদক, তদভাবে গুরু এবং তদভাবে রাজা ধনাধিকারী হইবেন। ৬২

প্রিয়ে! পিণ্ড দাতা হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডশব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক; এবং যাহারা দশম পুরুষের অন্তর্গত নহে, তাহাদিগকে কেবল সগোত্র বলা যাইতে পারে। ৬৩

যে ধন একবার বিভাগ করিয়া পুনর্বার স্বেচ্ছানুসারে মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা অবিভক্ত-ধন-বিভাগের বিধানানুসারেই পুনর্বার বিভাগ করিতে হইবে। ৬৪

ধন অবিভক্তই হউক বা বিভক্তই হউক, তাহাতে যাহার যেরূপ অংশ নির্দিষ্ট

অবিভক্তে বিভক্তে বা যস্য যাদৃগ্বিভাগিতা।
মৃতেঽপি তস্য দায়াদাঃ তাদৃগ্বিভবভাগিনঃ॥ ৬৫॥
যে যস্য ধনহর্ত্তারো ভবেয়ুর্জ্জীবনাবধি।
দদ্যুঃ পিণ্ডং ত এবাস্য শৈবভার্য্যাসুতং বিনা॥ ৬৬॥
লোকেঽস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাৎ যথাশৌচং বিধীয়তে।
ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিতং তথা॥ ৬৭॥

জীবতো যস্য পুরুষস্য বিভক্তাবিভক্তাখিলদ্রব্যেষু যেষাং যাদৃগ্বিভাগিত্বং তস্য মরণেঽপি তত্র তেষাং তাদৃগ্বিভাগিত্বং স্যাদেবেত্যাহ, অবিভক্তে ইত্যাদিনা। যস্য পুরুষস্যাবিভক্তে বিভক্তে বা দ্রব্যে যেষাং দায়াদানাং যাদৃগ্বিভাগিতা স্যাত্তস্য পুংসো মৃতেঽপি মরণেঽপি তে দায়াদাস্তাদৃগ্বিভবভাগিনো ভবেয়ুঃ॥ ৬৫॥

প্রমীতস্য যস্য পুংসো দ্রবিণং যে লভেরংস্তস্মৈ যাবজ্জীবনং ত এব পিণ্ডং দদেরন্নিত্যাহ, যে ইত্যাদিনা। যে পুমাংসো যস্য পুংসো ধনহর্ত্তারো ভবেয়ুস্ত এব জীবনাবধি জীবনপর্য্যন্তমস্য পুরুষস্য পিণ্ডং দদ্যুঃ। পরন্তু শৈবভার্য্যাসুতং বিনা। তস্য তৎপিণ্ডদানেঽধিকারো নাস্তীত্যর্থঃ। শৈবভার্য্যাসুতমিতি শৈব্যাস্তদ্‌দুহিত্রাদীনাং চোপলক্ষণম্॥ ৬৬॥

যথা জন্মসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেষাং বান্ধবানাং মরণজননিমিত্তকমশৌচং জায়তে এবং ধনভাগিত্বসম্বন্ধাদ্ধনহারিণামপি ত্রিরাত্রমশৌচং স্যাদিত্যাহ, লোকে ইত্যাদিনা। জন্মসম্বন্ধাদ্‌যথাস্মিন্ লোকে জনে মরণজননিমিত্তকমশৌচং বিধীয়তে

আছে, সেই ব্যক্তি যদি পরলোক গমন করে, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণও সেইরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবে। ৬৫

মৃত ব্যক্তির ধনে যে ব্যক্তি অধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তি যত কাল জীবিত থাকিবে, ততকাল তাহার পিণ্ডদান করিবে; পরন্তু শৈবভার্য্যার পুত্র পিণ্ডদান করিতে পারিবে না। ৬৬

লোকের জন্মসম্বন্ধে যেমন অশৌচ হইয়া থাকে, সেইরূপ উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধেও ত্রিরাত্র অশৌচ বিহিত আছে। ৬৭ পূর্ণাশৌচই হউক অথবা খণ্ডাশৌচই

পূর্ণেঽশৌচেঽথবাপূর্ণে তৎকালাভ্যন্তরে শ্রুতে।
শ্রবণাচ্ছেষদিবসৈঃ বিশুধ্যেয়ুর্দ্বিজাদয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে খণ্ডাশৌচং ন বিদ্যতে *।
পূর্ণে ত্রিরাত্রং বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥ ৬৯ ॥

তথা ধনভাগিত্বসম্বন্ধাদ্ধনহর্ত্তর্য্যপি ত্রিরাত্রমশৌচং বিহিতম্। লোকঃ স্যাদ্ভুবনে জনে ইত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

নম্বশৌচকালাভ্যন্তর এব পূর্ণং খণ্ডং বা অশৌচং শৃণ্বতামপরদেশস্থানাং ব্রাহ্মণাদীনামশৌচশ্রবণবাসরাদবশিষ্টৈরেবাশৌচবাসরৈর্বিশুদ্ধিঃ স্যাত্তদ্বাসরমারভ্যাপরৈর্ব্বা দশাহাদিভিরিত্যাশঙ্কায়ামাহ, পূর্ণে ইত্যাদিনা। পূর্ণেঽশৌচেঽথবা অপূর্ণে খণ্ডেঽশৌচে তৎকালাভ্যন্তরেঽশৌচকালমধ্যে শ্রুতে সতি শ্রবণাদশৌচশ্রবণদিবসাচ্ছেষদিবসৈরবশিষ্টৈরহোরাত্রৈর্দ্বিজাদয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো বিশুধ্যেয়ুঃ। শ্রূয়তেঽস্মিন্নিতি শ্রবণং তস্মাৎ। করণাধিকরণয়োশ্চেত্যধিকরণেঽনট্ ॥ ৬৮ ॥

নম্বশৌচকালব্যপগমে সতি সংবৎসরাভ্যন্তর এব জ্ঞাতিমরণং শৃন্বন্তো ব্রাহ্মণাদয়ঃ কিয়দ্ভিরহোরাত্রৈর্বিশুধ্যেয়ুরত আহ, কালাতীতে ইত্যাদিনা। কালাতীতে ত্বশৌচকালাতিক্রমণে তু খণ্ডেঽশৌচে বিজ্ঞাতে সত্যশৌচং ন বিদ্যতে। চেদ্‌যদি সংবৎসরাদ্বর্ষাৎ পরমূর্দ্ধদিনাদিকমতীতং ন ভবেত্তদা অতীতেঽপ্যশৌচকালে

হউক, যদি নির্দ্দিষ্ট অশৌচকালের মধ্যে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচকালের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকিবে, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই সেই কয়েক দিনেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।৬৮ আর যদি অশৌচকাল অতীত হইলে খণ্ডাশৌচ কারণ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে অশৌচ হয় না;

---

* খণ্ডেঽশৌচং ন বিদ্যতে ইতি পাঠান্তরম্।

বর্ষাতীতেঽপি চেন্মাতুঃ পিতুর্বা মরণশ্রুতৌ।
ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রঃ তথা ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥ ৭০॥
অশৌচাভ্যন্তরে যস্মিন্ অশৌচান্তরমাপতেৎ।
গুর্ব্বশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে॥ ৭১॥
অশৌচানাং গুরুত্বঞ্চ কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ।
ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীয়ো ব্যাপকং স্মৃতম্॥ ৭২॥

পূর্ণেঽশৌচে বিজ্ঞাতে সতি ত্রিরাত্রমশৌচং বিহিতম্। কালস্যাতীতম্ কালাতীতমিতি ষষ্ঠীতি সূত্রেণ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অতীতমিত্যাতিপূর্ব্বাদিণো ভাবেক্তঃ। নাশৌচং প্রসবস্যাস্তি ব্যতীতেষু দিনেষ্বপীতি দেবলবচনাৎ মরণবিষয়কমিদং বচনম্॥ ৬৯॥

সংবৎসরে ব্যতীতেঽপি মাতাপিত্রোর্মরণং শৃণ্বতঃ পুত্রস্য স্বামিনো মরণং শৃণ্বত্যাঃ পতিব্রতায়াশ্চ ত্রিরাত্রমশৌচং স্যাদিত্যাহ, বর্ষাতীতেঽপীত্যাদিনা। বর্ষাতীতেঽপি সংবৎসরাতিক্রমণেঽপি চেদ্যদি মাতুঃ পিতুর্বা মরণশ্রুতিঃ স্যাত্তদা তয়োর্মরণশ্রুতৌ সত্যাং পুত্রঃ ত্রিরাত্রমশুচিঃ স্যাৎ তথা ভর্ত্তুঃ স্বামিনো মরণশ্রুতৌ পতিব্রতা স্ত্রী ত্রিরাত্রমশুচিঃ স্যাৎ॥ ৭০॥

একস্মিন্নশৌচে সতি তচ্ছেষবাসরাসমাপ্তাবেব বিষমকালব্যাপকাশৌচান্তরনিপাতে সত্যধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ, অশৌচাভ্যন্তর ইত্যাদিনা। যস্মিন্নশৌচে সত্যশৌচাভ্যন্তরেঽশৌচমধ্যেঽশৌচান্তরং বিষমকালব্যাপকমপরমশৌচমাপতেদাগচ্ছেত্তস্মিন্নশৌচে জাতে সতি গুর্ব্বশৌচেনাধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেনাপগতেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধির্বিধীয়তে॥ ৭১॥

অথাশৌচানাং গুরুত্বং নিরূপয়তি, অশৌচানামিত্যাদিনা। কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ কালব্যাপকত্বে গুরুত্বাদ্ধেতোরশৌচানাং গুরুত্বং ভবেৎ। অধিককাল-

---

পরন্তু যদি অশৌচকাল অতীত হইলে সংবৎসরের মধ্যে পূর্ণামৃতাশৌচ-কারণ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে আর অশৌচ হয় না। ৬৯ কিন্তু যদি এক বৎসর অতীত হইলে পুত্র, পিতার বা মাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, অথবা পতিব্রতা পত্নী, ভর্ত্তার মরণ-সংবাদ শুনে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ৭০

যদি এক অশৌচের মধ্যে অন্য একটি অশৌচ হয়, তাহা হইলে গুরু অশৌচ দ্বারা মানবগণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৭১ যে অশৌচ দীর্ঘকাল-

যদ্যশৌচান্তদিবসে পতেদপরসূতকম্।
পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ স্যাদ্ অত্যবৃদ্ধ্যা দিনদ্বয়ম্॥ ৭৩॥
তাবৎ পিতৃকুলাশৌচং যাবন্নোদ্বাহনং স্ত্রিয়াঃ।
জাতে পরিণয়ে পিত্রোঃ মৃতৌ ত্র্যহমুদাহৃতম্॥ ৭৪॥

ব্যাপকত্বাদশৌচানাং গুরুত্বমল্পকালব্যাপকত্বাচ্চ লঘুত্বমিত্যর্থঃ। ব্যাপ্যব্যাপকয়োরশৌচয়োর্মধ্যে ব্যাপকমশৌচং গরীয়ো গুরুতরং স্মৃতম্॥ ৭২॥

নন্বশৌচান্তদিনেঽপরস্মিন্নশৌচে সতি পূর্ব্বাশৌচেনৈব শুদ্ধিঃ স্যাৎ পরাশৌচেন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, যদীত্যাদিনা। অশৌচান্তদিবসে জননাশৌচস্যান্তিমেঽহোরাত্রে যদ্যপরসূতকং তদন্যজননিমিত্তকখণ্ডাশৌচং পতেত্তদা পূর্ব্বাশৌচেনৈব ব্যতীতেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ। যদি ত্বশৌচান্তদিবসে পূর্ণাশৌচান্তরোপনিপাতে সত্যত্যবৃদ্ধির্ভবেৎ তদাত্যবৃদ্ধ্যা পূর্ব্বাশৌচান্তদিবসাবধিকং দিনদ্বয়মশৌচং স্যাৎ। সূতকমিতি তু মৃতকস্যাপ্যুপলক্ষণম্। তত্রাপ্যেবমেবাবগন্তব্যম্॥ ৭৩॥

ননু স্ত্রীণাং তাতকুল এবাশৌচে সত্যশৌচং ভবেদ্ভর্ত্তৃকুল এব বা কিমুভয়ত্রাপীত্যাশঙ্কায়ামাহ, তাবদিত্যাদিনা। যাবদুদ্বাহনমুদ্বাহো ন ভবেত্তাবৎকালপর্য্যন্তং স্ত্রিয়াঃ পিতৃকুলাশৌচং পিতৃকুলসম্বন্ধ্যশৌচং স্যাৎ। এতেন বিবাহাৎ পরতো ভর্ত্তৃকুলসম্বন্ধেন স্ত্রিয়া অশৌচং ভবেদিতি সূচিতম্। ননূদ্বাহাদূর্দ্ধমুৎপাদকয়োর্মাতাপিত্রোরপি মৃতৌ নার্য্যা অশৌচং ন স্যাদত আহ, জাতে ইত্যাদিনা। পরিণয়ে বিবাহে জাতে সত্যপি পিত্রোর্মৃতৌ মাতুঃ পিতুশ্চ মরণে সতি স্ত্রিয়াঃ ত্র্যহং ত্রিদিনমশৌচমুদাহৃতম্॥ ৭৪॥

ব্যাপী, তাহাকেই গুরু বলা যায়; সুতরাং অল্পকালস্থায়ী অশৌচকে লঘু বলা যাইতে পারে। ব্যাপ্য ও ব্যাপক এই উভয়বিধ অশৌচের মধ্যে ব্যাপক অশৌচেরই গুরুত্ব স্বীকার করা যায়।৭২ যদি মরণাশৌচের বা জননাশৌচের শেষ দিবসে অহোরাত্রমধ্যে অপর কোন মরণজনিত বা জন্মজনিত খণ্ডাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচ দ্বারাই সেই অশৌচ যাইবে অর্থাৎ খণ্ডাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ঐ দিবস আর একটি পূর্ণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্বাশৌচের পর দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। ৭৩

বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী।
তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ * দত্তপুত্রস্য গোত্রিতা॥ ৭৫॥
সুতমাদায় সম্মত্যা জনন্যা জনকস্য চ।
স্বগোত্রনামান্যুল্লিখ্য সংস্কুর্য্যাৎ স্বজনৈঃ সহ॥ ৭৬॥

ননু বৈবাহিকসম্বন্ধাজ্জননসম্বন্ধস্য বলবত্তরত্বস্যোক্তত্বান্নার্য্যাঃ পিতৃকুল এবাশৌচে সত্যশৌচং যুক্তং ন তু পতিকুলাশৌচে সতীত্যত আহ, বিবাহানন্তরমিত্যাদিনা। বিবাহানন্তরমুদ্বাহাৎ পরতো নারী স্ত্রী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী স্যাৎ। বিবাহাদূর্দ্ধং পিতৃগোত্রাদ্বহির্ভূতত্বাত্তত্রাশৌচে সতি স্ত্রিয়া অশৌচং ন স্যাদিতি ভাবঃ। ননু দত্তকপুত্রস্য জনকগোত্রেণ গোত্রবত্বমাদাতুর্গোত্রেণ বেতি সন্দেহং নিরাকুর্বন্নাহ,, তথেত্যাদিনা। তথা তেন প্রকারেণ দত্তপুত্রস্য গ্রহীতৃগোত্রেণ গোত্রিতা গোত্রবত্তা স্যাৎ॥ ৭৫॥

ইদানীং মাতাপিত্রোঃ সম্মত্যা পুত্রমাদায় গৃহীত্বা স্বগোত্রনামান্যুচ্চার্য্য তৎসংস্কারো বিধেয় ইত্যাহ, সুতমিত্যাদিনা। জনন্যা জনয়িত্র্যা জনকস্যোৎপাদকস্য চ সম্মত্যা সুতং তৎপুত্রমাদায় গৃহীত্বা স্বগোত্রনামান্যুল্লিখ্যাত্মগোত্রনামধেয়ান্যুচ্চার্য্য গ্রহীতা স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সহ সংস্কুর্য্যাৎ॥ ৭৬॥

নারীদিগের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতৃকুলে অশৌচ হইয়া থাকে। যে নারীর পরিণয় হইয়াছে, তাহার কেবল পিতা মাতার মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ৭৪ বিবাহের পর নারী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ দত্তকপুত্র, দত্তকগ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত হয়। ৭৫

শিশুর জননী ও জনক উভয়ের সম্মতিক্রমে দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে দত্তকগ্রহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্বজনবর্গের সমভিব্যাহারে ঐ দত্তক পুত্রের সমুদায় সংস্কার করিবে। ৭৬ ঔরস পুত্র যেমন পিতামাতার ধনাধিকারী এবং পিণ্ডাধিকারী হয়, দত্তক পুত্রও সেইরূপ দত্তকগ্রহীতার ধনাধি-

---

* গৃহীতগোত্রেণ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

ঔরসেঽপি যথা পিত্রোঃ ধনে পিণ্ডেঽধিকারিতা।
আদাত্রোর্দত্তকে তদ্বৎ যতোঽস্য পিতরৌ হি তৌ॥ ৭৭॥
আপঞ্চাব্দং শিশুং গৃহ্নন্ সবর্ণাৎ পরিপালয়েৎ।
পঞ্চবর্ষাধিকো বালো দত্তকো ন প্রশস্যতে॥ ৭৮॥
ভ্রাতৃপুত্রোঽপি দত্তশ্চেৎ গ্রহীতৈব ভবেৎ পিতা।
উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু কালিকে॥ ৭৯॥

আদাত্রোর্মাতাপিত্রোর্ধনে পিণ্ডে চ দত্তকপুত্রস্য সদৃষ্টান্তমধিকারিত্বমাহ, ঔরসেঽপীত্যাদিনা। অপিশব্দঃ পিণ্ডেন যোজনীয়ঃ। পিত্রোর্ধনে পিণ্ডেঽপি যথৌরসে পুত্রেঽধিকারিতা বর্ত্ততে তদ্বদাদাত্রোরপি ধনে পিণ্ডে চ দত্তকেঽধিকারিতা স্যাৎ। দত্তকস্যাদাত্রোঃ পিণ্ডাদাবধিকারে হেতুং দর্শয়ন্নাহ যত ইত্যাদিনা। যতোঽস্য দত্তকস্য তাবাদাতারৌ হীতি নিশ্চিতৌ পিতরৌ স্যাতামতস্তদ্ধনপিণ্ডয়োস্তস্যাধিকারিতেত্যর্থঃ॥ ৭৭॥

নন্থ কিয়দ্বায়নো বালো দত্তকঃ প্রশস্তোঽত আহ, আপঞ্চাব্দমিত্যাদিনা। সবর্ণাৎ সমানবর্ণাদাপঞ্চাব্দং পঞ্চাব্দপর্য্যন্তং শিশুং বালং গৃহ্নন্ ব্রাহ্মণাদিঃ পরিপালয়েদ্রক্ষেৎ। পঞ্চ অব্দা বর্ষাণি যস্য স পঞ্চাব্দস্তস্মাদা ইত্যাপঞ্চাব্দম্। আঙ্মর্য্যাদাভিবিধ্যোরিত্যব্যয়ীভাবঃ। পঞ্চবর্ষাধিকো যো বালঃ অসৌ দত্তকো ন প্রশস্যতে॥ ৭৮॥

দত্তস্য ভ্রাতুষ্পুত্রস্যাপ্যাদাতা তৎপিতৃব্য এব পিতা স্যাত্তজ্জনকস্তু তৎপিতৃব্যঃ স্যাদিত্যাহ, ভ্রাতৃপুত্রোঽপীত্যাদিনা। হে কালিকে চেদ্যদি ভ্রাতৃপুত্রোঽপি দত্তো ভবেত্তদা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু গ্রহীতৈব তস্য পিতা ভবেৎ উৎপাদকো জনকস্তু তস্য পিতৃব্যঃ স্যাৎ॥ ৭৯॥

কারী ও পিণ্ডাধিকারী হইবে; কারণ দত্তকগ্রহীতারাই ঐ দত্তকের পিতা মাতা।৭৭

সবর্ণ হইতে পঞ্চমবর্ষবয়স্ক অথবা তাহা হইতেও অল্পবয়স্ক বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিবে। দত্তকগ্রহণবিষয়ে পঞ্চম বৎসর অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালক প্রশস্ত নহে। ৭৮ কালিকে! যদি ভ্রাতৃপুত্রও দত্তক হয়, তাহা হইলেও দত্তকগ্রহীতাই ঐ দত্তক পুত্রের পিতা হইবে এবং তাহার জনক, সমুদায় কার্য্যেই পিতৃব্য স্বরূপ হইবে। ৭৯

যো যস্য ধনহর্ত্তা স্যাৎ স তদ্ধর্ম্মাণি পালয়েৎ।
সংরক্ষেন্নিয়মাংস্তস্য তদ্বন্ধূন্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥
কানীনা গোলকাঃ কুণ্ডাঃ অতিপাতকিনশ্চ যে।
নাশৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥ ৮১ ॥
লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনম্।
মহাপাতকিনাঞ্চাপি মৃতৌ নাশৌচমাচরেৎ ॥ ৮২ ॥

ধনহারিণা পুরুষেণ ধনস্বামিনো ধর্ম্মা নিয়মাশ্চ সংরক্ষণীয়াস্তদ্বান্ধবাশ্চ সন্তোষণীয়া ইত্যাহ, য ইত্যাদিনা। যঃ পুমান্ যস্য পুংসো ধনহর্ত্তা স তস্য ধর্ম্মাণি পালয়েৎ তস্য নিয়মাংশ্চ সংরক্ষেৎ তস্য বন্ধূনপি পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥

কানীনগোলকাদীনাং দায়াধিকারিত্বং তেষাং মরণেঽশৌচং চ নেত্যাহ, কানীনা ইত্যাদিনা। যে কানীনাঃ পিতুর্বেশ্মন্যপ্রকাশং কন্যয়োৎপাদিতাঃ যে চ গোলকা মৃতে ভর্ত্তরি জারাজ্জাতাঃ যে চ কুণ্ডা জীবত্যেব পত্যৌ জারজাঃ যে চোক্তলক্ষণা অতিপাতকিনস্তেষাং মরণেঽশৌচং ন স্যাৎ তেষাং দায়াধিকারিতা চ নৈব স্যাৎ। অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ইত্যমরঃ ॥ ৮১ ॥

নাসাকর্ত্তনদণ্ডকাপরাধকর্ত্রীণাং স্ত্রীণাং লিঙ্গচ্ছেদনদণ্ডকাপরাধকারিণাং মহাপাতকিনাঞ্চ পুংসামপি মৃতাবশৌচং নাচরণীয়মিত্যাহ, লিঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদিনা।

যে ব্যক্তি যাহার ধনাধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই ধনস্বামীর ধর্ম্ম পরিপালন ও নিয়ম রক্ষা করিবে এবং সর্ব্বতোভাবে ধনস্বামীর বন্ধুদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। ৮০ যে সকল পুত্র কানীন গোলক কুণ্ড (৩৩৯) ও অতিপাতকী, তাহাদের মরণে অশৌচ হইবে না, এবং তাহারা ধনাধিকারীও হইতে পারিবে না। ৮১

যে সকল পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড হইয়াছে, অথবা যে সকল নারীর রাজদণ্ড দ্বারা নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছে, অথবা যাহারা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি দ্বারা মহাপাতকী, তাহাদের মৃত্যু হইলে অশৌচ গ্রহণ করিবে না। ৮২

---

(৩৩৯)—অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার নাম কানীন পুত্র; বিধবার গর্ভে উপপতি হইতে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার নাম গোলক; এবং ভর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে যে সন্তান জার দ্বারা গুপ্তভাবে উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড।

নৃণামুদ্দেশহীনানাং পরিবারান্ ধনান্যপি ।
পালয়েদ্রক্ষয়েদ্রাজা যাবদ্দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৮৩ ॥
দ্বাদশাব্দে গতে তেষাং দর্ভদেহান্ বিদাহয়েৎ ।
ত্রিরাত্রান্তে তৎস্মুতাদ্যৈঃ প্রেতত্বং পরিমোচয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
ততস্তৎপরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্ ।
বিভজ্য নৃপতির্দদ্যাদ্ অন্যথা পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

যেষাং পুরুষাণাং লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্নকর্ত্তনং দমো দণ্ডো বিহিতস্তেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনং নাসিকাকর্ত্তনং দণ্ডস্তাসাং স্ত্রীণাং মহাপাতকিনাং ব্রহ্মঘাতকাদীনাঞ্চাপি মৃতৌ মরণেঽশৌচং নাচরেন্ন কুর্য্যাৎ ॥ ৮২ ॥

অনুদ্দিষ্টানাং মনুষ্যাণাং পরিবারা ধনানি চ দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং রাজ্ঞা রক্ষিতব্যানীত্যাহ, নৃণামিত্যাদিনা । উদ্দেশহীনানামনুদ্দিষ্টানাং নৃণাং মনুষ্যাণাং পরিবারান্ যাবদ্দ্বাদশবৎসরং দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং রাজা পালয়েৎ তেষাং ধনান্যপি স এব রক্ষয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

দ্বাদশবর্ষাদূর্দ্ধমনুদ্দিষ্টানাং পুংসাং কুশময়ানি শরীরাণি রাজ্ঞা তৎপুত্রাদিভির্দাহয়িতব্যানি ত্রিরাত্রান্তে তেষাং প্রেতত্বঞ্চ মোচয়িতব্যমিত্যাহ, দ্বাদশাব্দ ইত্যাদিনা । দ্বাদশাব্দে দ্বাদশবর্ষে গতে যাতে সতি তেষামুদ্দেশহীনানাং নৃণাং দর্ভদেহান্ কুশময়শরীরাণি রাজা তৎস্মুতাদ্যৈরনুদ্দিষ্টানাং পুত্রাদিভির্বিদাহয়েৎ ত্রিরাত্রান্তে তেষাং প্রেতত্বঞ্চ তৈরেব পরিমোচয়েৎ ॥ ৮৪ ॥

তত ইত্যাদি । ততঃ পরমুদ্দেশরহিতজনস্বামিকং দ্রব্যং বিভজ্য পুত্রাদিক্রমতস্তৎপরিবারেভ্যো নৃপতির্দদ্যাৎ । নন্বেবমকুর্বতো নরপতেঃ কো দোষোঽত আহ অন্যথেতি । অন্যথা এতদকুর্বন্নৃপতিঃ পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছে, রাজা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের পরিবার প্রতিপালন ও ধন রক্ষা করিবেন । ৮৩ এবং দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পুত্র প্রভৃতি দ্বারা তাহার কুশনির্ম্মিত দেহের দাহ করাইবেন । পরে তৎপুত্র প্রভৃতি দ্বারা ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তাহার প্রেতত্ব মোচন করাইবেন ।৮৪ অনন্তর রাজা সেই অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন পুত্রাদিক্রমে যথাযথ বিভাগ করিয়া তাহার পরিবারবর্গকে প্রদান করিবেন । রাজা এরূপ না করিলে তাহাকে পাপ স্পর্শ করিবে । ৮৫

ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ।
তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজাপ্রভুঃ॥ ॥ ৮৬ ॥
যদ্যাগচ্ছেদনুদ্দিষ্টো বিভাগান্তেঽপি কালিকে।
তস্যৈব দারাঃ পুত্রাশ্চ ধনং তস্যৈব নান্যথা॥ ৮৭ ॥
ন সমর্থঃ পুমান্ দাতুং পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যৎ।
স্বজনায়াথবান্যস্মৈ দায়াদানুমতিং বিনা॥ ৮৮ ॥

বিপত্তিং প্রাপ্তোঽনন্যরক্ষকো মর্ত্ত্যো রাজ্ঞৈব পালনীয় ইত্যাহ, ন কোঽপীত্যাদিনা। আপদ্গতস্য বিপত্তিং প্রাপ্তস্য দীনস্য দরিদ্রস্য যস্য পুংসঃ কোঽপি রক্ষিতা ন বিদ্যতে তস্য নৃপতিরেব পাতা রক্ষকঃ স্যাৎ। যতো ভূপ এব প্রজানাং প্রভুঃ স্বামী ভবেৎ। নিঃস্বস্তু দুর্ব্বিধো দীনো দরিদ্রো দুর্গতোঽপি স ইত্যমরঃ॥ ৮৬ ॥

দ্রব্যবিভাগান্তেঽপ্যাগতস্যানুদ্দিষ্টস্যৈব পত্ন্যাদয়ো ভবেয়ুরিত্যাহ, যদীত্যাদিনা। হে কালিকে বিভাগান্তেঽপ্যনুদ্দিষ্টো জনো যদ্যাগচ্ছেৎ তদা তস্যৈব দারা ভার্য্যা পুত্রাশ্চ তস্যৈব ধনমপি তস্যৈব এতৎ সর্বমন্যথা ন ভবেৎ॥ ৮৭ ॥

অংশিকানামননুমতৌ পিতৃস্বামিকস্থাবরদ্রব্যং কস্মৈচিদপি দাতুং ন কোঽপি শক্নুয়াদিত্যাহ, ন সমর্থ ইত্যাদিনা। স্থাবরঞ্চেত্যত্রাবধারণার্থকশ্চশব্দঃ পৈতৃকস্থাবরাভ্যাং দ্বাভ্যামপি সম্বধ্যতে। তদায়মর্থঃ। দায়দানুমতিং বিনা অংশিকানামনুমতেরভাবে পৈতৃকমেব স্থাবরমেব যৎ দ্রব্যং তৎ স্বজনায়ান্যস্মৈ বা দাতুং পুমান্ সমর্থঃ শক্তো ন ভবেৎ। অন্বাচয়সমাহারেতরেতরসমুচ্চয়ে বিনিয়োগে তুল্যযোগিতাবধারণহেতুষু পাদস্য পূরণেঽপ্যুক্তং নবস্বর্থেষু চাব্যয়ম্॥ ৮৮ ॥

যে ব্যক্তির রক্ষক নাই, অথবা যে ব্যক্তি দীন ও বিপদ্গ্রস্ত, তাহাকে রাজাই রক্ষা করিবেন ; কারণ রাজাই প্রজাগণের স্বামী। ৮৬

কালিকে ! যদি অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ধন-বিভাগের পরেও আগমন করে, তাহা হইলেও সে তাহার স্ত্রী পুত্র ও ধন, সমুদায়ই প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। ৮৭

উত্তরাধিকারিগণের সম্মতি ব্যতিরেকে পুরুষজাতিও পৈতৃক স্থাবর ধন স্বজনকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে দান করিতে পারিবে না। ৮৮ পরন্তু স্বোপার্জ্জিত

যত্তু স্বোপার্জ্জিতং রিক্‌থং স্থাবরং স্থাবরেতরম্।
অস্থাবরং পৈতৃকং চ স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৯ ॥
স্থিতে পুত্রেঽথবা পত্ন্যাং কন্যায়াং তৎসুতেঽপি বা।
জনকে চ জনন্যাং বা ভ্রাতর্য্যেবং স্বসর্য্যপি ॥ ৯০ ॥
স্বার্জ্জিতং স্থাবরধনম্ অস্থাবরধনঞ্চ যৎ।
অস্থাবরং পৈতৃকঞ্চ দাতুং সর্ব্বং ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যদিত্যনেন স্বোপার্জ্জিতস্থাবরাদ্যখিলদ্রব্যস্য লব্ধস্য পৈতৃকস্য চ জঙ্গমদ্রব্যস্য স্বচ্ছন্দং দানং কুর্য্যাদিতি সূচিতং। তদেব পুনর্বিস্পষ্টয়িতুমাহ, যত্ত্বিত্যাদিনা। যত্তু স্বোপার্জ্জিতং স্থাবরং স্থাবরেতরং জঙ্গমং চ রিক্‌থং ধনং যচ্চ লব্ধং পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধ্যস্থাবরং জঙ্গমং ধনং তত্তু স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৯ ॥

অতিসন্নিকৃষ্টতরপুত্রাদ্যননুমতাবপ্যাত্মোপার্জ্জিতস্থাবরাদিসকলদ্রব্যং পৈতৃকঞ্চাস্থাবরধনং দাতুং পুমান্ সমর্থো ভবেদিত্যাহ, স্থিত ইত্যাদিনা ক্ষমো ভবেদিত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। পুত্রে আত্মজেঽপি স্থিতে সতি পত্ন্যাং ভার্য্যায়ামথবা কন্যায়াং দুহিতরি স্থিতায়াং তৎসুতে কন্যাপুত্রে বা জনকে পিতরি বা স্থিতে জনন্যাং মাতরি স্থিতায়ামেব ভ্রাতরি সোদরে স্থিতে স্বসর্য্যপি ভগিন্যামপি স্থিতায়াং স্বার্জ্জিতমাত্মোপার্জ্জিতং যৎ স্থাবরং ধনং যচ্চাস্থাবরধনং জঙ্গমদ্রব্যং যচ্চ পৈতৃকমপ্যস্থাবরং ধনং তৎ সর্ব্বং দাতুং পুমান্ ক্ষমঃ সমর্থো ভবেৎ ॥৯০॥৯১॥

স্থাবর বা অস্থাবর ধন এবং পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছাক্রমে দানাদি করিতে পারিবে। ৮৯ যদি পুত্র অথবা পত্নী বিদ্যমান থাকে, কিম্বা কন্যা, দৌহিত্র, জনক, জননী, ভ্রাতা বা ভগিনী জীবিত থাকে, ৯০ তাহা হইলেও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ও অস্থাবর ধন এবং পৈতৃক অস্থাবর ধন সমুদায় স্বেচ্ছানুসারে দান করিতে পারিবে (৩৪০)। ৯১

---

(৩৪০)—ফল কথা, পৈতৃক বা মাতামহ প্রভৃতি হইতে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে প্রাপ্ত স্থাবর ব্যতীত অন্য যে কোন সম্পত্তির উপর এবং স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তির উপর পুরুষের দানবিক্রয়াদি করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। তাহাতে পুত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারিগণের কোনরূপ সম্মতির আবশ্যক নাই।

ধনমেবং বিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মসাৎকৃতম্।
পুংসা তদন্যথা কর্ত্তুং পুত্রাদ্যৈর্নৈব শক্যতে ॥ ৯২ ॥
ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং রিক্থং দাতা রক্ষিতুমর্হতি।
ন প্রভুঃ পুনরাদাতুং ধর্ম্মো হ্যস্য যতঃ প্রভুঃ ॥ ৯৩ ॥
মূলং বা তদুপস্বত্বং যথাসঙ্কল্পমম্বিকে।
স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধিঃ ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥

শঙ্করোক্তেন বিধানেন পুরুষেণ দত্তং ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং চ দ্রব্যং তৎপুত্রাদি-ভির্নৈবান্যথা কর্ত্তুং শক্যমিত্যাহ, ধনমিত্যাদিনা। পুংসা পুরুষেণৈবংবিধানেন শিবোক্তেনৈতাদৃশেন বিধিনা যৎ ধনং দত্তং যদ্বা ধর্মসাৎকৃতং ধর্ম্মাধীনং কৃতং ধর্ম্মার্থং স্থাপিতমিতি যাবৎ ; তৎ ধনং পুত্রাদ্যৈরন্যথা কর্ত্তুং নৈব শক্যতে ॥৯২॥

ধর্ম্মার্থস্থাপিতদ্রব্যস্য ধর্ম্মস্বামিকত্বাদ্দাতুঃ পুনরগ্রাহ্যত্বং তদ্রক্ষ্যত্বঞ্চাহ, ধর্ম্মার্থ-মিত্যাদিনা। ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং যদ্রিক্থং ধনং তদ্রক্ষিতুং দাতার্হতি। তৎ ধনং পুনরাদাতুং গ্রহীতুং দাতা ন প্রভুরধিপঃ। যতোঽস্য ধনস্য হীতি নিশ্চিতো ধর্ম্মঃ প্রভুঃ স্বামী ॥ ৯৩ ॥

মূলধনং তদুপস্বত্বং বা আত্মনাত্মপ্রতিনিধিনা বা যথাসঙ্কল্পং ধর্ম্মার্থং বিনি-যোজয়িতব্যমিত্যাহ, মূলমিত্যাদিনা। হে অম্বিকে যথাসঙ্কল্পং সঙ্কল্পমনতিক্রম্য মূলং বা ধনং তদুপস্বত্বং বা স্বয়মাত্মৈব বা তৎপ্রতিনিধিরাত্মনঃ প্রতিনিধির্বা ধর্ম্মার্থং। বিনিযোজয়েৎ। মুখ্যস্যাভাবে তৎসদৃশো য উপাদীয়তে স প্রতিনিধিঃ ॥ ৯৪ ॥

এবং বিধ ধন যদি পুরুষ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অর্থাৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে দত্ত বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিনিযোজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদীয় পুত্র পৌত্র প্রভৃতি কেহই আর তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। ৯২ আর যে ধন ধর্ম্মার্থে বিনিযোজিত হইয়াছে, ধনদাতাই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ; পরন্তু সে তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না ; কারণ তৎকালে ধর্ম্মই সেই ধনের অধিকারী। ৯৩

অম্বিকে ! ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত মূলধন বা মূলধনের উপস্বত্ব যাহা যেরূপ ব্যয় করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে সঙ্কল্প করা হইয়াছে, ধনস্বামী স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধি সেই ধন সেইরূপেই ব্যয় করিবে ; কোনরূপে তাহার অন্যথা-চরণ করিতে পারিবে না। ৯৪

স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদায়াপি চেদ্‌ধনী।
দদ্যাৎ স্নেহেন তচ্চান্যো নান্যথা কর্ত্তুমর্হতি॥ ৯৫॥
যদি স্বোপার্জ্জিতস্যার্দ্ধম্ একস্মৈ ধনহারিণাম্।
দদাত্যন্যৈশ্চ দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন শক্যতে॥ ৯৬॥
একেন পিতৃবিত্তেন যত্র বিত্তমুপার্জ্জিতম্।
পিত্র্যে সমাংশা দায়াদা ন লাভার্হা বিনার্জকম্॥ ৯৭॥

ননূপার্জকজনেন প্রেমতো দায়হারিণেঽপি দত্তং স্বোপার্জিতদ্রব্যস্যার্দ্ধমন্যঃ পুমানন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ন বেত্যত আহ, স্বোপার্জ্জিতধনস্যেত্যাদিনা। ধনী পুমান্ চেদ্‌যদি স্নেহেন প্রেম্না স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদায়াপি ধনহারিণেঽপি দদ্যাৎ তদান্যোজনস্তৎস্নেহদত্তং স্বোপার্জ্জিতধনার্দ্ধমন্যথা কর্ত্তুং নার্হতি ন যোগ্যো ভবতি। ইতোঽনন্তরং বক্ষ্যমাণস্য বচনস্য বহ্বংশিবিষয়ত্বাৎ দ্ব্যংশিবিষয়কমিদং বচনম্॥৯৫॥

ননু বহূনাং দায়াদানমেকস্মৈ দীয়মানং স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধমন্যে দায়াদা প্রতিরোদ্ধুং শক্নুবন্তি ন বেত্যত আহ, যদীত্যাদিনা। যদ্যর্জকো ধনহারিণাং দায়াদানাং মধ্যে একস্মৈ ধনহারিণে স্বোপার্জিতস্য দ্রব্যস্যার্দ্ধং দদাতি তদান্যৈ-র্দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং বারয়িতুং ন শক্যতে॥ ৯৬॥

ননু পৈতৃকদ্রবিণেনোপার্জিতে বিত্তে সর্বে দায়াদা ভাগার্হা ভবেয়ুর্ন বেত্যা-শঙ্কায়ামাহ, একেনেত্যাদিনা। যত্র যেষু দায়াদেষু মধ্যে যেনৈকেন দায়াদেন যেন পিতৃবিত্তেন পৈতৃকেন ধনেন বিত্তং ধনমুপার্জিতং তে সর্বে দায়াদাস্তস্মিন্ পিত্র্যে পৈতৃকে বিত্তে সমাংশাঃ সমভাগিনঃ স্যুঃ তমর্জকং বিনা লাভার্হাস্তু ন স্যুঃ কিন্ত্বর্জক এবৈকো লাভার্হ ইত্যর্থঃ॥ ৯৭॥

ধনস্বামী পুরুষ যদি স্নেহ বশতঃ কোন উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জিত ধনের অর্দ্ধাংশও প্রদান করে, তাহা হইলে অপর কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। ৯৫ আর যদি কেহ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকেই স্বোপার্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলেও অন্য উত্তরাধিকারীরা তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারিবে না। ৯৬

যদি বহু ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা পৈতৃক ধন দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে ঐ পৈতৃক ধনেই সকল ভ্রাতার যথাযোগ্য অংশ থাকিবে; উপার্জিত ধন উপার্জক ব্যতীত অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। ৯৭

পৈতৃকাণি চ বিত্তানি নষ্টেঽপ্যুদ্ধারয়েত্তু যঃ।
দায়াদানাং তদ্ধনেভ্য উদ্ধর্ত্তা দ্ব্যংশমর্হতি॥ ৯৮॥
পুণ্যং বিত্তং চ বিদ্যা চ নাশ্রয়েদশরীরিণম্।
শরীরন্তু পিতুর্যস্মাৎ কিন্ন স্যাৎ পৈতৃকং বসু॥ ৯৯॥
পৃথগন্নৈঃ পৃথগ্বিত্তৈঃ মনুজৈর্যদুপার্জ্জিতম্।
সর্ব্বং তৎ পিতৃসংক্রান্তং তদা স্বোপার্জ্জিতং কুতঃ॥ ১০০॥
অতো মহেশি স্বায়াসৈঃ যেন যৎ ধনমর্জ্জিতম্।
স্বোপার্জ্জিতং তদেব স্যাৎ স তৎস্বামী ন চাপরঃ॥ ১০১॥

বিনষ্টানি পৈতৃকাণি দ্রব্যাণ্যুদ্ধরতো জনস্য তত্র ভাগদ্বয়হারিত্বমন্যেষান্তু সমভাগিত্বমিত্যাহ, পৈতৃকাণীত্যাদিনা। দায়াদানাং মধ্যে যস্তু দায়াদো নষ্টেঽপি নাশেঽপি সতি পৈতৃকাণি বিত্তান্যুদ্ধারয়েৎ স উদ্ধর্ত্তা তদ্ধনেভ্যো দ্ব্যংশং ভাগদ্বয়মর্হতি অন্যে তু সমমংশং লভন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৯৮॥

বপুষঃ পৈতৃকত্বেন বপুস্মদাশ্রিতানাং বিদ্যাবিত্তাদীনামপি পৈতৃকত্বসত্ত্বাৎ পৃথগন্নদ্রব্যৈরপি মনুষ্যৈস্তৈরেবোপার্জ্জিতানাং সর্ব্বেষাং ধনানাং পিতৃসম্বন্ধিতা ন যায়াৎ স্বোপার্জিতত্বং ন সিদ্ধ্যেদতো নিজায়াসৈরর্জ্জিতানাং সকলদ্রব্যাণাং স্বোপার্জিতত্বমর্জকমাত্রস্বামিকত্বঞ্চ জ্ঞাতব্যমিত্যেতদেবাহ, পুণ্যমিত্যাদিনা ন চাপরঃ ইত্যন্তেন শ্লোকত্রয়েণ। যস্মাদ্ধেতোঃ পুণ্যং ধর্মঃ বিত্তং ধনং চ বিদ্যা শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং চাশরীরিণমদেহিনং নাশ্রয়েন্নাবলম্বেত কিন্তু শরীরিণমেবাশ্রয়েৎ। শরীরন্তু পিতুঃ পিতৃসম্বন্ধি ভবতি। ততঃ কিং বসু ধনং পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধি ন স্যাৎ ন ভবেদপি তু সর্ব্বং বসু পৈতৃকমেব স্যাৎ॥ ৯৯॥

পৃথগন্নৈরিত্যাদি। অতঃ পৃথগন্নৈর্বিভিন্নভক্তৈঃ পৃথগ্বিত্তৈর্বিভক্তধনৈরপি মনুজৈর্মনুষ্যৈর্যদুপার্জ্জিতং তৎ সর্বং পিতৃসংক্রান্তং পিতৃসম্বন্ধং জাতম্। তদা স্বোপার্জ্জিতং ধনং কুতো ভবেৎ ধনস্য স্বোপার্জ্জিতত্বং ন সিদ্ধ্যেদিত্যর্থঃ॥ ১০০॥

অত ইত্যাদি। হে মহেশি অতো হেতোঃ স্বায়াসৈরাত্মপরিশ্রমৈর্যেন পৃথগন্নাদিনা অপৃথগন্নাদিনা বা পুংসা যৎ ধনমর্জিতং তদেব ধনং স্বোপার্জিতং স্যাৎ। সোঽর্জ্জক এব তৎস্বামী স্বোপার্জিতস্য ধনস্য প্রভুর্ন চাপরোঽর্জ্জকভিন্নঃ স্বামী॥ ১০১॥

যদি পৈতৃক নষ্ট দ্রব্য এক ভ্রাতা উদ্ধার করে, তাহা হইলে সেই ধনে উদ্ধারকর্ত্তা দুই অংশ গ্রহণ করিবে, আর সকল ভ্রাতা এক এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। ৯৮

শরীর না থাকিলে পুণ্য ধন ও বিদ্যা এতৎসমুদায় কিছুই অশরীরিকে আশ্রয় করিতে পারে না; পরন্তু এই শরীর যখন পিতৃসম্বন্ধী হইতেছে তখন কোন্ ধন না পৈতৃক ধন হইবে! ৯৯ মানবগণ পৃথগন্ন ও পৃথগ্ধন হইয়াও যাহা উপার্জ্জন করিবে, তৎসমুদায় ধনই পিতৃসংক্রান্ত; অতএব স্বোপার্জ্জিত ধনের স্থল কোথায়! ১০০ মহেশ্বরি! এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম দ্বারা যে ধন

মাতরং পিতরং দেবি গুরুং চৈব পিতামহান্।
মাতামহান্ করেণাপি প্রহরন্নৈব দায়ভাক্॥ ১০২॥
নিঘ্নন্নন্যানপি প্রাণৈঃ ন তেষাং ধনমাপ্নুয়াৎ।
হতানামন্যদায়াদা ভবেয়ুর্ধনভাগিনঃ॥ ১০৩॥
নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমম্বিকে।
যাবজ্জীবনমর্হন্তি ন তে স্যুর্দায়ভাগিনঃ॥ ১০৪॥

মাত্রাদীন্ পাণিনাপি প্রহরতো মানবস্য দায়ভাগিত্বং নৈব স্যাদিত্যাহ, মাতরমিত্যাদিনা। হে দেবি মাতরং জননীং পিতরং জনকং গুরুং মন্ত্রোপদেষ্টারং বহুবচনস্য বহূপলক্ষকত্বাৎ পিতামহান্ পিতামহাদীন্ মাতামহাংশ্চাপি মাতামহাদীনপি করেণ পাণিনাপি প্রহরন্নরো দায়ভাঙ্নৈব ভবেৎ। অপি শব্দেন দণ্ডাদিনা মাত্রাদীন্ প্রহরতস্তু সুতরামেব দায়ভাগিত্বং ন ভবেদিতি সূচিতম্॥ ১০২॥

ভ্রাত্রাদীনপি ধনার্থং মারয়তঃ পুরুষস্য হতস্বামিকদ্রব্যে নিরংশকত্বমপরদায়াদানাঞ্চ সমাংশকত্বং স্যাদিত্যাহ, নিঘ্নন্নিত্যাদিনা। অন্যানপি জনান্ প্রাণৈর্নিঘ্নন্মারয়ন্নরস্তেষাং হতানাং ধনং নাপ্নুয়ান্ন লভেত কিন্তু হতানামন্যে হন্তৃভিন্না দায়াদা ধনভাগিনো ভবেয়ুঃ॥ ১০৩॥

অথানংশানাং পঙ্গুক্লীবানাং যাবজ্জীবনং গ্রাসাচ্ছাদনভাগিত্বং স্যাদিত্যাহ, নপুংসকা ইত্যাদিনা। হে অম্বিকে জগজ্জননি নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ যাবজ্জীবনং জীবনপর্য্যন্তং কেবলং গ্রাসাচ্ছাদনমর্হন্তি তে দায়ভাগিনো ন স্যুঃ॥ ১০৪॥

উপার্জন করিবে, তাহাই তাহার স্বোপার্জিত ধনস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে অন্য কাহারো অধিকার থাকিবে না। ১০১

দেবি! যে ব্যক্তি মাতা পিতা গুরু পিতামহ প্রভৃতি বা মাতামহ প্রভৃতিকে কর দ্বারাও প্রহার করিবে, সে ধনাধিকারী হইবে না। ১০২

এইরূপ, উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে ধন প্রাপ্ত হইবার লোভে যদি কেহ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রাণে বিনাশ করে, তাহা হইলে সে বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত হইবে না; অপর উত্তরাধিকারীরা সেই ঘাতিত ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবে। ১০৩

সস্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্রকুত্রচিৎ।
নৃপস্তৎস্বামিনে প্রাপ্ত্রা দাপয়েৎ সুবিচারয়ন্ ॥ ১০৫ ॥
অস্বামিকানাং জীবানাম্ অস্বামিকধনস্য চ।
প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং নৃপেঽর্পয়েৎ ॥ ১০৬ ॥
স্থাবরং ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্ত্তিনি।
যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ ॥ ১০৭ ॥

নন্বধ্বাদৌ লব্ধস্য সস্বামিকদ্রব্যস্য প্রাপ্তৃজনগামিত্বং স্যাদাত্মস্বামিগামিত্বং বেত্যত আহ, সস্বামিকমিত্যাদিনা। পথি মার্গে যত্রকুত্রচিদ্বা স্থানে সস্বামিকং প্রাপ্তং ধনং সুবিচারয়ন্নৃপস্তৎস্বামিনে তস্য প্রাপ্তধনস্যাপি পত্যে প্রাপ্ত্রা পুংসা দাপয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

নন্বস্বামিকাঃ প্রাপ্তা গবাশ্বাদয়ো জীবাস্তাদৃশানি প্রাপ্তানি ধনানি চ প্রাপ্তারং পুমাংসং গচ্ছেয়ুর্বসুধাধিপং বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, অস্বামিকানামিত্যাদিনা। অস্বামিকানাং স্বামিরহিতানাং জীবানাং গবাশ্বাদীনামস্বামিকস্য ধনস্য চ প্রাপ্তা জনস্তত্র তেষু প্রাপ্তেষু স্বামী ভবেৎ তত্র চ দশমমংশং প্রাপ্তা নৃপেঽর্পয়েদ্দদ্যাৎ। জীবানামিতি ধনস্যেতি চ কর্ত্তৃকর্মণোঃ কৃতীতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ১০৬ ॥

নহু স্থাবরদ্রব্যস্বামিনা দূরস্থযোগ্যসমীপস্থয়োঃ ক্রায়কয়োর্মধ্যে কতরস্মৈ স্থাবরং ধনং বিক্রেতুং শক্যতে তত্রাহ, স্থাবরমিত্যাদিনা। সান্নিধ্যবর্ত্তিনি সমীপস্থায়িনি যোগ্যে ক্রয়ার্হে ক্রেতরি ক্রায়কে স্থিতে সত্যন্যস্মৈ দূরবর্ত্তিনে পুংসে স্থাবরং ধনং বিক্রেতুং স্থাবরাধিপো জনঃ শক্তো ন ভবেৎ কিন্তু সান্নিধ্যবর্ত্তিনে এব বিক্রেতুং শক্নুয়াদিত্যর্থঃ। সন্নিধিরেব সান্নিধ্যম্। চতুর্বর্ণাদীনাং স্বার্থে উপসংখ্যানমিতি স্বার্থে ষ্যঞ্ ॥ ১০৭ ॥

অম্বিকে! যাহারা পঙ্গু ও নপুংসক, তাহারা যাবজ্জীবন কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে, ধনভাগী হইতে পারিবে না। ১০৪

যদি কোন ব্যক্তি পথে বা অন্য কোন স্থানে অন্যের ধন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক সেই ধন ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। ১০৫ যদি কোন ব্যক্তি অস্বামিক ধন বা জীব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তিই তাহার অধিকারী হইবে; কেবল রাজাকে তাহার দশমাংশ প্রদান করিবে। ১০৬

জন্মসম্বন্ধে বা বিবাহসম্বন্ধে সন্নিহিত উপযুক্ত ক্রেতা যদি উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে স্থাবরস্বামী অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সেই

সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং জ্ঞাতিঃ সবর্ণো বা বিশিষ্যতে।
তয়োরভাবে সুহৃদো বিক্রেতুরিচ্ছা গরীয়সী ॥ ১০৮ ॥
নির্ণীতমূল্যেঽপ্যন্যেন স্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে।
তন্মূল্যং চেৎ সমীপস্থো রাতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥ ১০৯ ॥

নন্বনেকেষাং সন্নিধিবর্ত্তিনাং মধ্যে কতমস্য স্থাবরদ্রব্যক্রয়ণে বৈশিষ্ট্যমত আহ, সান্নিধ্যেত্যাদিনা। সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং মধ্যে জ্ঞাতির্গোত্রজো বিশিষ্যতে। সবর্ণঃ সমানবর্ণো বা বিশিষ্যতে। তয়োর্জ্ঞাতিসবর্ণয়োরভাবে সুহৃদো মিত্রাণি বিশিষ্যন্তে। নন্ু বহূনাং গোত্রজানাং সবর্ণানাং সুহৃদাঞ্চ মধ্যে কতমস্মৈ স্থাবরং দ্রব্যং তৎস্বামী বিক্রীণীতেত্যত আহ বিক্রেতুরিচ্ছেতি। বিক্রেতুর্বিক্রয়কর্ত্তুরিচ্ছা গরীয়সী গুরুতরা ভবেৎ। ক্রমত এব তেষাং মধ্যে যস্মৈ বিক্রেতুমিচ্ছেত্তস্মৈ এব বিক্রীণীতেতি ভাবঃ ॥ ১০৮ ॥

নন্বন্যনির্ণীতমূল্যং স্থাবরং বিত্তং তন্মূল্যং দদতা সমীপস্থায়িনা ক্রীয়েত নির্ণীতমূল্যেনান্যেন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, নির্ণীতেত্যাদিনা। স্থাবরস্য বিত্তস্য ক্রয়োদ্যমে সত্যন্যেন সমীপস্থভিন্নেন পুংসা নির্ণীতমূল্যেঽপি মূল্যে নির্ণীতেঽপি সতি তন্মূল্যমন্যনির্ণীতমূল্যকস্থাবরদ্রব্যমূল্যং চেদ্যদি সমীপস্থো জনো রাতি দদাতি তদাপরঃ সমীপস্থভিন্নো জনঃ ক্রেতা ক্রায়কো ন ভবেৎ কিন্তু সমীপস্থ এব মূল্যং দত্ত্বা ক্রীণীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১০৭ ক্রেতাদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ সন্নিহিত, সপিণ্ড সমানোদক ও সগোত্র এবং সজাতীয় ব্যক্তিই ক্রয় করিতে পারিবে। যদি এতৎসমুদায় ব্যক্তি না থাকে বা তাহারা ক্রয় করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সুহৃদ্গণকে বিক্রয় করিবে। পরন্তু সমান সম্বন্ধাদি দ্বারা সন্নিহিত বহু সপিণ্ড, বহু সমানোদক, বহু সগোত্র, বহু সজাতীয়, অথবা বহু সুহৃদ্, এককালে গ্রহণেচ্ছু হইলে বিক্রেতা তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, তাহাকেই বিক্রয় করিতে পারিবে। ১০৮

যদি অন্য ব্যক্তির সহিত কোন স্থাবর সম্পত্তির দর ধার্য্য হইয়া থাকে, এবং ক্রেতা যদি সেই মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্যত হয়, সেই সময় কোন নিকটসম্বন্ধে সম্বন্ধী কোন ব্যক্তি যদি সেই মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই তাহা ক্রয় করিবে, যাহার সহিত দর ধার্য্য হইয়াছিল, সে তাহা পাইবে না। ১০৯

মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রয়েঽপি বা।
সন্নিধিস্থস্তদান্যস্মৈ গৃহী শক্তোঽতিবিক্রয়ে॥ ১১০॥
ক্রীতং চেৎ স্থাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ।
শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্ত্বাসৌ প্রাপ্তুমর্হতি॥ ১১১॥
ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্ম্মাতি ভনক্তি বা।
মূল্যং দত্ত্বাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সন্নিধিস্থিতঃ॥ ১১২॥

স্থাবরধনস্য মূল্যং দাতুমশক্নুবতি তদ্বিক্রয়ে সম্মতিং বাপি কুর্ব্বতি সমীপস্থায়িনি জনে দূরস্থায় তদ্বিক্রেতুং তৎস্বামী শক্নোতীত্যত আহ, মূল্যমিত্যাদিনা সন্নিধিস্থঃ সমীপস্থায়ী জনশ্চেদ্যদি স্থাবরস্য মূল্যং দাতুমশক্তো ভবেৎ তস্য বিক্রয়েঽপি বা সম্মতঃ সম্মতিমান্ ভবেৎ তদা গৃহী গৃহস্থোঽন্যস্মৈ সন্নিধিস্থ ভিন্নায় বিক্রয়ে শক্নোতি শক্তো ভবতি॥ ১১০॥

নন্বু সমীপস্থায়িনঃ পরোক্ষ এবান্যেন ক্রীতং স্থাবরং বিত্তং ক্রেতৈব প্রাপ্তুমর্হতি তৎ শ্রুত্বৈব তন্মূল্যং দদৎ সমীপস্থায়ী বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, ক্রীতঞ্চেদিত্যাদিনা। হে দেবি চেদ্যদি প্রতিবাসিনঃ সন্নিধিস্থায়িনো জনস্য পরোক্ষে স্থাবরং দ্রব্যমন্যেন ক্রীতং ভবেৎ তদা শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্ত্বা অন্যক্রীতস্থাবরদ্রব্যমসৌ সমীপস্থায়ী প্রাপ্তুমর্হতি তদন্যঃ প্রাপ্তুংনার্হতীতি সূচিতম্॥ ১১১॥

ক্রায়কজনবিনির্ম্মিতমন্দিরারামং তদ্ভগ্নমন্দিরোপবনং বা ক্রীতং স্থাবরধনং মূল্যং দত্ত্বাপি সমীপস্থায়ী নাপ্তুমর্হতীত্যাহ, ক্রেতেত্যাদিনা। ক্রেতা জনস্তত্র ক্রীতে স্থাবরে যদি গৃহারামান্ গৃহাণ্যুপবনানি চ বিনির্ম্মাতি করোতি তত্র

যদি সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য প্রদানে অসমর্থ হয়, অথবা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মতি প্রদান করে, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকটে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে। ১১০ দেবি! যদি বিক্রেতার সন্নিহিত ব্যক্তি ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে অপর কেহ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে; তাহা হইলে ঐ সন্নিহিত ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিবামাত্র মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। ১১১ যদি কোন ব্যক্তি সন্নিহিত ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে স্থাবর সম্পত্তি করিয়া তাহাতে গৃহ উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করে, বা তাহা ভগ্ন করে, তাহা হইলে সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তাহা আর প্রাপ্ত হইবে না। ১১২

করহীনাপ্রতিহতা বন্যারণ্যাতিদুর্গমা।
অনাদিষ্টোঽপি তাং ভূমিং সম্পন্নাং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১১৩॥
বহুপ্রয়াসসাধ্যায়াঃ তস্যা ভূমের্মহীভৃতে।
দত্ত্বা দশাংশং ভুঞ্জীয়াৎ ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ॥ ১১৪॥
বাপীকূপতড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্।
পরানিষ্টকরে দেশে ন গৃহং কর্ত্তুমর্হতি॥ ১১৫॥

বিনির্ম্মিতানেব তান্ 'ভনক্ত্যামর্দ্দয়তি বা তদা সন্নিধিস্থিতো জনো মূল্যং দত্ত্বাপি স্থাবরধনং নাপ্নোতি ন লভতে॥ ১১২॥

ভূমিপালেনানাজ্ঞাপিতেনাপি পুংসা জলোদ্ভবা কাননোদ্ভবা চ করহীনা খিলা ভূমিঃ সম্পন্না কর্ত্তব্যেত্যাহ, করহীনেত্যাদিনা। বন্যা জলোদ্ভবারণ্যা কাননোদ্ভবা চাতিদুর্গমাতএবাপ্রতিহতা খিলাতএব করহীনা রাজগ্রাহ্যভাগরহিতা যা ভূমিস্তাং ভূমিমনাদিষ্টোঽপি ভূপেনানাজ্ঞপ্তোঽপি পুরুষঃ সম্পন্নাং শস্যাঢ্যাং কর্ত্তুমর্হতি। বনে জলে ভবা বন্যা। আদিত্যাদিভ্যো যদিতি যৎ। পয়ঃ কীলালমমৃতং জীবনং ভুবনং বনমিত্যমরঃ। অরণ্যে ভবা আরণ্যা অরণ্যাঃ ইতি ণঃ॥ ১১৩॥

অনেকায়াসসাধ্যবন্যারণ্যক্ষিতিজাতবস্তুনো দশমাংশং ভূমিস্বামিত্বাদ্রাজ্ঞে সমর্প্যাবশিষ্টং সর্ব্বং স্বয়ং ভোক্তব্যমিত্যাহ, বহ্বিত্যাদিনা। যতো নৃপো রাজা ভূমিস্বাম্যতো বহুপ্রয়াসসাধ্যায়া অনেকপরিশ্রমনিষ্পাদ্যায়াস্তস্যা বন্যায়া আরণ্যায়াশ্চ ভূমের্জ্জাতস্য বস্তুনো দশাংশং দশমাংশং মহীভৃতে রাজ্ঞে দত্ত্বাবশিষ্টং স্বয়ং ভুঞ্জীত॥ ১১৪॥

অন্যানাকাঙ্ক্ষিতোৎপাদকে স্থানে বাপ্যাদীনাং খননং বৃক্ষাণামারোপণং গেহস্য নির্ম্মাণং চ ন বিধেয়মিত্যাহ, বাপীত্যাদিনা। বাপ্যাদিখননবৃক্ষরোপণ-

---

জলগর্ভ-সমুত্থ চর অথবা অরণ্যময় ভূমি, যাহা অতিদুর্গমতা-নিবন্ধন অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত বলিয়া রাজকর-রহিত, রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও লোকে তাদৃশ ভূমি সম্পন্না অর্থাৎ শস্যশালিনী করিতে পারিবে।১১৩ পরন্তু সেই ভূমিতে শস্য উৎপাদন বহুপ্রয়াসসাধ্য হইলেও সংস্কারের পর তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, সংস্কারকর্ত্তা তাহার দশমাংশ রাজাকে প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট সমুদায় ভোগ করিবে, কারণ রাজাই সমুদায় ভূমির স্বামী। ১১৪

দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে।
পানাধিকারিণঃ সর্বে সেচনেঽন্তিকবাসিনঃ॥ ১১৬॥
যত্তোয়সেচনাল্লোকা ভবেয়ুর্জলকাতরাঃ।
ন সিঞ্চেয়ুর্জলং তস্মাদ্ অপি সন্নিধিবর্ত্তিনঃ॥ ১১৭॥
ধনানামবিভক্তানাম্ অংশিনাং সম্মতিং বিনা।
তথানির্ণীতবিত্তানাম্ অসিদ্ধৌ ন্যাসবিক্রয়ৌ॥ ১১৮॥

গৃহকরণসত্ত্বাৎ পরানিষ্টাকরেঽন্যানীপ্সিতোৎপাদকে দেশে বাপীকূপতড়াগানাং খননং তথা বৃক্ষস্য রোপণং তথা গৃহমপি কর্ত্তুং জনো নার্হতি॥ ১১৫॥

দেবার্থদত্তকূপাদিজলে নদীজলে চ সর্ব্বেষাং পানাধিকারিতা সেকাধিকারিতা তু তন্নিকটস্থায়িনামেবেত্যাহ, দেবার্থমিত্যাদিনা। দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে নদীবারিণি সর্ব্বে পানাধিকারিণঃ সেচনে ত্বন্তিকবাসিনো নিকটস্থায়িন এবাধিকারিণো ভবেয়ুঃ॥ ১১৬॥

নহু যৎপানীয়সেচনতস্তৎসমীপস্থায়িনো লোকা জনা ব্যাকুলা ভবেয়ুস্তজ্জলং সেচনীয়ং ন বেত্যত আহ, যত্তোয়েত্যাদিনা। যত্তোয়সেচনাদ্ যস্য কূপাদের্বারিণঃ সেকাল্লোকা জনা জলকাতরাঃ পানীয়ব্যাকুলা ভবেয়ুস্তস্মাজ্জলং সন্নিধিবর্ত্তিনোঽপি ন সিঞ্চেয়ুঃ দূরবর্ত্তিনান্তু কা বার্ত্তা॥ ১১৭॥

দায়াদাসম্মতয়োরবিভক্তদ্রব্যন্যাসবিক্রয়য়োর্নির্ণয়রহিতদ্রব্যন্যাসবিক্রয়য়োশ্চ সিদ্ধত্বং ন ভবেদিত্যাহ, ধনানামিত্যাদিনা। অংশিনাং দায়াদানাং সম্মতিং বিনা

যে স্থানে অপরের অনিষ্ট হইতে পারে, সে স্থানে কোন ব্যক্তি বাপীখনন তড়াগখনন বৃক্ষরোপণ অথবা গৃহনির্মান কার্য্য করিতে পারিবে না। ১১৫

যে সমুদায় সরোবর কূপ প্রভৃতি দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইয়াছে, তাহার জল ও নদীর জল সকলেই পান করিতে পারিবে, এবং যাহারা তাহার নিকটে বাস করে, তাহারা ক্ষেত্রাদির নিমিত্ত তাহার জল সেচন করিয়াও লইতে পারিবে। ১১৬ পরন্তু যে জলাশয়ের জল সেচন করিয়া লইলে লোকের জলকষ্ট হইতে পারে, নিকটবর্ত্তী লোকেরাও তাহার জল সেচন করিয়া লইতে পারিবে না। ১১৭

যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর ধন বিভাগ হয় নাই, অংশীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা কেহ বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; এবং যে

স্থাপ্যানাং বদ্ধবিত্তানাং জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নতঃ।
তন্মূল্যং দাপয়েত্তেন স্বামিনে সর্বথা নৃপঃ॥ ১১৯॥
অভিমত্যা স্থাপকস্য পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাম্।
ব্যবহারে কৃতে তত্র ধার্ত্তা সম্পোষয়েৎ পশূন্॥ ১২০॥

অবিভক্তানাং ধনানাং ন্যাসবিক্রয়াবসিদ্ধৌ সিদ্ধৌ ন ভবেতাম্। তথা অনির্ণীত-বিত্তানাং বিত্তানীমান্যস্মৈবেতি বিত্তানীমানীয়ন্তি বেতি নির্ণয়রহিতদ্রব্যাণাং স্থাপনবিক্রয়ৌ সিদ্ধৌ ন স্যাতাম্॥ ১১৮॥

যস্যালয়ে ন্যস্তদ্রব্যাণাঞ্চ জ্ঞানপূর্ব্বকাদযত্নান্নাশো ভবেৎ তেন পুংসা তন্মূল্যং তৎস্বামিনো নৃপতিনা দাপয়িতব্যমিত্যাহ, স্থাপ্যানামিত্যাদিনা। জ্ঞানাদযত্নতো জ্ঞানপূর্ব্বকাদযত্নাৎ স্থাপ্যানাং ন্যাসবিত্তানাং বদ্ধবিত্তানাঞ্চ নষ্টেঽপি নাশেঽপি সতি যদ্গেহে স্থাপিতানি বদ্ধানি চ বিত্তানি নষ্টানি তেন পুংসা তন্মূল্যং স্থাপিত-বদ্ধবিত্তমূল্যং স্বামিনে তদ্বিত্তাধিপতয়ে নৃপো রাজা সর্ব্বথা সর্বপ্রকারেণ দাপয়েৎ। জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নত ইতি বদতা সদাশিবেন তদ্রক্ষায়ৈ যত্নসত্ত্বেঽপি কথঞ্চিত্তন্নাশে সতি তন্মূল্যং নৃপেন ন দাপয়িতব্যমিতি সূচয়ামাস॥ ১১৯॥

স্থাপকসম্মত্যা কৃতন্যস্তপশ্বাদিবস্তুব্যবহারেণৈব পুংসা স্থাপিতাঃ পশবঃ সংপোষয়িতব্যা ইত্যাহ, অভিমত্যেত্যাদিনা। স্থাপকস্য দ্রব্যন্যাসকর্ত্তুরভিমত্যা সম্মত্যা পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাং ব্যবহারে কৃতে সতি তত্র তেষু ন্যস্তবস্তুষু মধ্যে পশূন্

সম্পত্তির অধিকারিতা বিষয়ে সন্দেহ আছে, অথবা যে সম্পত্তির মধ্যে কে কত পাইবে, বা কে কোন্ অংশ পাইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলে সেই বিক্রয় এবং বন্ধকও অসিদ্ধ হইবে। ১১৮ যে বস্তু বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি উত্তমর্ণ জ্ঞানপূর্বক বা অযত্নবশতঃ নষ্ট করে, তাহা হইলে রাজা উত্তমর্ণের নিকট হইতে তাহার মূল্য গ্রহণ করিয়া অধমর্ণকে দিবেন; অথবা যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখে, এবং সেই বস্তু যদি জ্ঞাতসারে বা অযত্নে নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার নিকট তাহারও মূল্য গ্রহণ করিয়া ন্যাসকারীকে প্রদান করিবেন। ১১৯

যদি কেহ কাহারো নিকট পশু প্রভৃতি জীব ন্যস্ত রাখে, এবং ন্যাসকর্ত্তার সম্মতিক্রমে যদি ঐ পশু প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়; তাহা যাহার নিকট ন্যস্ত

লাভে নিযোজয়েদ্‌যত্র স্থাবরাদীনি মানবঃ।
নিয়মেন বিনা কাল-লাভয়োরন্যথা ভবেৎ॥ ১২১॥
সাধারণানি বস্তূনি লাভার্থং নৈব যোজয়েৎ।
মৃতে পিতরি সর্বেষাম্ অংশিনাং সম্মতিং বিনা॥ ১২২॥

ধার্ত্তা ধারকঃ পুরুষঃ সম্পোষয়েৎ। সংজ্ঞাপূর্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনামিত্যত্র নানীতি ন দীর্ঘত্বম্। আগমজস্থাপ্যনিত্যত্বাৎ ধার্ত্তেত্যত্রার্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেরিতি নেডাগমঃ॥ ১২০॥

কাললাভয়োর্নিয়মং ন কৃত্বৈব যস্মিঁল্লাভে স্থাবরাদিদ্রব্যাণি প্রযোজ্যন্তে তস্য অন্যথাত্বং ভবেদিত্যাহ, লাভে ইত্যাদিনা। কাললাভয়োর্নিয়মেন বিনা যত্র লাভে ফলে স্থাবরাদীনি বস্তূনি মানবো নিযোজয়েৎ স লাভোঽন্যথা ভবেৎ। নীবী পরিপনং মূলধনং লাভোঽধিকং ফলমিত্যমরঃ॥ ১২১॥

পিতুর্মরণাদূর্দ্ধং সর্ব্বভ্রাতৃণাং সম্মতেরভাবে সামান্যদ্রব্যাণি লাভার্থং নৈব প্রয়োক্তব্যানীত্যাহ, সাধারণানীত্যাদিনা। পিতরি মৃতে সতি সর্বেষামংশিনাং সম্মতিং বিনা সাধারণানি সামান্যানি বস্তূনি লাভার্থং ফলার্থং নৈব যোজয়েৎ॥১২২॥

হইয়াছে, তাহাকেই ঐ পশুপ্রভৃতির আহারাদি দিতে হইবে। ১২০ যদি কোন মনুষ্য লাভ প্রত্যাশায় স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পত্তি বিনিযুক্ত করে, কিন্তু যদি সময় ও লাভের কোনরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সেই বিনিয়োগ অসিদ্ধ হইবে। ১২১

পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সমুদায় অংশীর সম্মতি ব্যতিরেকে কেহ সাধারণ সম্পত্তি, লাভার্থ বিনিযুক্ত করিতে পারিবে না। ১২২ পার্ব্বতি! যদি বহু-

ক্রমব্যত্যয়মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি।
নৃপস্তদন্যথা কর্ত্তুং ক্ষমো ভবতি পার্বতি॥ ১২৩॥
জননঞ্চাপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ।
দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ সকৃৎ॥ ১২৪॥
নৈকপুত্রঃ সুতং দদ্যাৎ নৈকস্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্।
নৈককন্যঃ সুতাং শৈবোদ্বাহে পিতৃহিতঃ পুমান্॥ ১২৫॥

বিপরীতক্রমকেণ মূল্যেন স্থাবরাদিদ্রব্যাণাং জাতং বিক্রয়ণমন্যথা কর্ত্তুং নৃপেণ শক্যত ইত্যাহ, ক্রমেত্যাদিনা। হে পার্বতি ক্রমস্য ব্যত্যয়ো বিপর্য্যয়ো যত্র তথাভূতেন মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি স্বল্পমূল্যেন ভূয়িষ্ঠমূল্যানাং ভূয়িষ্ঠমূল্যেন চ স্বল্পমূল্যাণাং দ্রব্যাণাং বিক্রয়ণে সতি তদ্বিক্রয়ণমন্যথা কর্ত্তুং নৃপো নরাধিপঃ ক্ষমো ভবতি॥ ১২৩॥

নহু বেদোক্তবিধিভিরেকেনোদ্বাহিতা কন্যা জীবত্যেব তস্মিন্মৃতে বা পুন স্তৈরেব বিধিভিরন্যেনোদ্বাহ্যা ভবেন্ন বেত্যত আহ, জননমিত্যাদিনা। যথা শরীরাণাং জননমুৎপত্তির্মরণং মৃতিশ্চাপি সকৃদেকবারমেব ভবতি, তথৈব দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহশ্চ সকৃৎ সকৃদেব ভবতি, ব্রাহ্মোদ্বাহ ইতি ব্যাহরতা মহা-দেবেনৈকেনোদ্বাহিতায়া অপি কন্যায়াঃ শৈববিধিভিস্তু পুনরুদ্বাহো ভবত্যেবেতি সূচয়াম্বভূবে॥ ১২৪॥

একপুত্রেণৈকস্ত্রীকেণৈকপুত্রীকেণ চ পিতৃহিতেন পুংসা পুত্রদানং স্ত্রীদানং শৈবোদ্বাহে কন্যাদানঞ্চ নৈব কার্য্যমিত্যাহ, নৈকপুত্র ইত্যাদিনা। একপুত্রঃ

মূল্য বস্তু অল্প মূল্যে বা অল্পমূল্য বস্তু বহু মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন। ১২৩

যেমন জন্ম ও মৃত্যু একবারের অধিক দুইবার হয় না; সেইরূপ দান এবং কন্যার ব্রাহ্ম বিবাহও একবারের অধিক হইতে পারে না। ১২৪

যে ব্যক্তি পিতৃলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহার যদি একটিমাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলে সে সেই পুত্র অন্যকে দান করিতে পারিবে না; এইরূপ যাহার একটিমাত্র স্ত্রী আছে, সে সেই স্ত্রী দান করিতে সমর্থ হইবে না; উক্তরূপ পিতৃহিতাকাঙ্ক্ষীর যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে, সে সেই কন্যারও শৈব বিবাহ দিতে পারিবে না। ১২৫

দৈবে পিত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ।
যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিঃ তন্নিয়ন্তুঃ কৃতির্ভবেৎ॥ ১২৬॥
ন দণ্ডার্হঃ প্রতিনিধিঃ তথা দূতোঽপি সুব্রতে।
নিয়োক্তৃকৃতদোষেণ বিধিরেষ সনাতনঃ॥ ১২৭॥
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্‌যদঙ্গীকৃতং লোকৈঃ তৎ কার্য্যং ধর্ম্মসম্মতম্॥ ১২৮॥

পুমান্ স্বতং পুত্রং কস্মৈচিন্ন দদ্যাৎ। তথৈকস্ত্রীকঃ স্ত্রিয়ং ন দদ্যাৎ। এককন্যশ্চ শৈবোদ্বাহে স্বতাং কন্যাং ন দদ্যাৎ। পুত্রাদীনামদানে হেতুং দর্শয়ন্ পুমাংসং বিশিনষ্টি কথম্ভূতঃ পুমান্ পিতৃহিতঃ যতঃ পিতৃভ্যো হিতোঽতো ন দদ্যাদিত্যর্থঃ॥ ১২৫॥

প্রতিনিধিনা বিহিতং যদ্‌যদ্দৈবাদিকং কর্ম্ম সর্ব্বমাত্মনৈব বিহিতং ভবেদিত্যাহ, দৈব ইত্যাদিনা। দৈবে পিত্র্যে বাণিজ্যে চ কর্ম্মণি বিশেষতো রাজদ্বারে চ প্রতিনিধির্যদ্বিদধ্যাত্তন্নিয়ন্তুঃ প্রবর্ত্তয়িতুঃ কৃতির্ভবেৎ। দৈবে পিত্র্যে বাণিজ্যে ইতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী। ক্রিয়তে ইতি কৃতিঃ। স্ত্রিয়াং ক্তিদিতি কর্ম্মণি ক্তিন্॥১২৬॥

নন্বু নিয়ন্ত্রা কৃতেনাপরাধেন প্রতিনিধিদূতৌ দণ্ডনীয়ৌ ভবেতাং ন বেত্যত আহ, নেত্যাদিনা হে সুব্রতে শোভনব্রতশালিনি নিয়োক্তৃকৃতদোষেণ নিয়ন্তৃবিহিতাপরাধেন প্রতিনিধিঃ তথা দূতশ্চারোঽপি দণ্ডার্হো ন ভবেৎ। এষ সনাতনো নিত্যো বিধির্বিধানম্॥ ১২৭॥

ঋণকৃষ্যাদাবন্যেষু চ সকলকর্ম্মসু নিখিলস্যাঙ্গীকৃতস্যাবশ্যকরণীয়তামাহ, ঋণ ইত্যাদিনা ঋণে কৃষৌ বাণিজ্যে বণিক্‌কর্ম্মণি চ তথান্যেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু লোকৈর্জনৈর্ধর্ম্মসম্মতং যদ্‌যদঙ্গীকৃতং তৎ সর্ব্বং কার্য্যং বিধাতব্যম্। ধর্ম্মসম্মতমিত্যনেন পাপসম্মতং স্বীকৃতং সর্ব্বথা লোকানামকরণীয়মিতি ধ্বনিতম্॥ ১২৮॥

দৈবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে ও বাণিজ্যে, বিশেষতঃ রাজকার্য্যে, নিযুক্ত প্রতিনিধি যাহা করিবে, তাহা স্বয়ং সেই নিয়োগকর্ত্তারই কৃত বলিয়া গণ্য হইবে। ১২৬

সুব্রতে! চিরন্তন বিধি আছে যে, নিয়োগকর্ত্তা যদি কোন দোষে দোষী হয়েন, তাহা হইলে তদ্দোষে প্রতিনিধি বা দূত দণ্ডার্হ হইতে পারে না। ১২৭

ঋণবিষয়ে কৃষিবিষয়ে বাণিজ্যবিষয়ে এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই, যেরূপ অঙ্গীকার করিবে, যদি তাহা ধর্ম্মসম্মত হয়, তাহা হইলে সেইরূপই আচরণ করিতে হইবে। ১২৮

অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনঙ্ক্ষবঃ।
তৎপাতৄন্ পাতি বিশ্বেশঃ তস্মাল্লোকহিতো ভবেৎ॥ ১২৯॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে সনাতনব্যবহারকথনং
নাম দ্বাদশোল্লাসঃ।

আত্মনো ভদ্রমভিলষদ্ভির্মানবৈর্লোকহিতৈরেব ভবিতব্যমিত্যাহ, অধীশেনেত্যাদিনা। যতোঽধীশেন জগদীশ্বরেণাবিতং রক্ষিতং বিশ্বং সংসারং নিনঙ্ক্ষবো নাশয়িতুমিচ্ছবো জনাঃ স্বয়ং নাশং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। তৎপাতৄন্ বিশ্বপালকাংস্তু বিশ্বেশঃ পাতি রক্ষতি। তস্মাদ্ধেতোর্লোকহিতো জনো ভবেৎ। নশ্যত্যত্রান্তর্ভাবিতো ণ্যর্থঃ॥ ১২৯॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং দ্বাদশোল্লাসঃ।

জগদীশ্বর এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন; সুতরাং যাহারা এই জগতের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু যাহারা ঈশ্বর পালিত এই জগৎ রক্ষা করে, জগদীশ্বরও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সর্বদা জগতের হিতসাধনে রত হইবে। ১২৯

সনাতন ব্যবহার কথন নামক দ্বাদশ উল্লাস

সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

ইতি নিগদিতবন্তং দেবদেবং মহেশং
নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোক্ষৈকবীজম্।
কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিত্তা
ত্রিভুবনজনমাতা পার্ব্বতী প্রাহ ভক্ত্যা॥ ১॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মহদ্‌যোনেরাদিশক্তেঃ মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্॥ ২॥

ইতীত্যাদি। নিগদিতবন্তং কথিতবন্তম্। কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিত্তা কলিমলৈঃ সংযুক্তানাং জনানাং পাবনে দৃঢ়মানসা॥ ১॥

পার্ব্বতী! মহেশং প্রতি কিমাহেত্যপেক্ষায়ামাহ, মহদ্‌যোনেরিত্যাদিনা। মহদ্‌যোনেঃ মহত্তত্ত্বোৎপত্তিস্থানভূতায়াঃ॥ ২॥

দেবদেব মহাদেব, নিখিল নিগমের সারভূত এবং স্বর্গ ও মোক্ষের একমাত্র বীজস্বরূপ এই সমুদায় উপদেশ-বাক্য কহিলে, কলিদোষ-কলুষিত জীবগণের পবিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষিণী ত্রিভুবন-জন-জননী পার্ব্বতী ভক্তি-পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১

ভগবতী কহিলেন। যিনি মহদ্‌যোনি অর্থাৎ যাঁহা হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে মহত্তত্ত্ব অবধি স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় জগৎ প্রকাশমান হইতেছে, যিনি মহাদ্যুতি অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অবিরল ভাবে প্রকাশমান আছেন, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অর্থাৎ যিনি নিতান্ত দুর্জ্জ্ঞেয়, তাদৃশী আদ্যা-শক্তি মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। ২ দেব! প্রাকৃতিক

রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তু মর্হসি ॥ ৩ ॥
শ্রীসদাশিব উবাচ।
উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥ ৪ ॥
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫ ॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তেঃ নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ৬ ॥

রূপমিত্যাদি। সা মহাকালী। এতৎ এতম্ ॥ ৩ ॥

অত্রোত্তরং শ্রীসদাশিব উবাচ। উপাসকানামিত্যাদিভির্দ্দশভিঃ। হে প্রিয়ে উপাসকানাং জনানাং কার্য্যায় গুণক্রিয়ানুসারে দেব্যা মহাকাল্যা রূপং কল্পিতং ন তু বাস্তবমিতি পুরৈব ময়া কথিতম্ ॥ ৪ ॥

শ্বেতেত্যাদি। হে শৈলজে পার্ব্বতি যথা কৃষ্ণে বর্ণে শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো বিলীয়তে বিশেষেণ লীনো ভবতি তথৈব কাল্যামপি ভূতানি প্রবিশন্তি প্রলীয়ন্তে। অতো হেতোস্তস্যাঃ কাল্যা বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ কথিত ইত্যন্বয়ঃ। প্রাপ্তযোগানাং লব্ধজ্ঞানরূপমোক্ষোপায়ানাম্ ॥ ৬ ॥

কার্য্য অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘট পট প্রভৃতিরই রূপ আছে। মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা, তাঁহার আবার রূপ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে! এই বিষয়ে আমার বিশেষরূপ সংশয় আছে, আপনি আমার এই সংশয় অপনয়ন করুন। ৩

শ্রীসদাশিব কহিলেন। প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বেই তোমার নিকট বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তই গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাঁহার কোন প্রকার রূপ নাই। শৈলতনয়ে! শ্বেত পীত প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেমন একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদায় পদার্থই আদ্যাকালীতে বিলীন হইয়া থাকে; ৪ এই কারণেই যোগারূঢ় মহাত্মারা সেই নির্গুণা নিরাকারা বিশ্বহিতৈষিণী কাল-

নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্॥ ৭॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈঃ অখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥ ৮॥
গ্রসনাৎ সর্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাবিতম্॥ ৯॥
সময়ে সময়ে জীব-রক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্॥ ১০॥

নিত্যায়া ইত্যাদি। নিত্যায়া বৃদ্ধত্বশূন্যায়া অব্যয়ায়া অপক্ষয়রহিতায়াঃ শিবাত্মনঃ কল্যাণস্বরূপায়া কালরূপায়া অস্যাঃ কাল্যা অমৃতত্বাৎ হেতোর্ললাটে শশিচিহ্নং নিরূপিতং কথিতম্॥ ৭॥

শশীত্যাদি। কালিকং কালসম্ভবম্॥ ৮॥

গ্রসনাদিত্যাদি। সর্বসত্ত্বানাম্। অশেষজন্তূনাম্। কালদন্তেন কালরূপেণ দন্তেন। তদ্রক্তসঙ্ঘঃ সর্বসত্ত্বরুধিরসমূহঃ॥ ৯॥

সময়ে ইত্যাদি। হে শিবে সময়ে সময়ে কালে কালে বিপদঃ সকাশাৎ জীবানাং রক্ষণং স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরণং চ কালিকায়া বরশ্চাভয়মীরিতম্। বিপত্তৌ জীবানাং রক্ষণমভয়ং কথিতং স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরণং বরঃ কথিত ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

শক্তির (কালীর) বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। ৬ তিনি নিত্যা (উৎপত্তিবিনাশ-রহিতা ও চিরাবস্থিতা), অব্যয়া (ক্ষয়াপচয়-রহিতা), কালরূপা, শিবাত্মিকা কল্যাণময়ী, এই নিমিত্ত তিনি অমৃতস্বরূপা বলিয়া তাঁহার ললাটে অমৃতময়ী চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে। ৭ তিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপ নয়নত্রয় দ্বারা নিয়ত এই কালসম্ভূত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; এই কারণে মহাত্মারা তাহার নয়নত্রয় কল্পনা করিয়াছেন। ৮ তিনি প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন; এই কারণে সর্ব-প্রাণীর রুধিরসমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্তবসন রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। ৯ শিবে! অনাদিকাল হইতে যথাযথ সময়ে তিনি জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সর্বদা বিপদ্ হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহার করদ্বয়ে বর ও অভয় ভাব কল্পনা

রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা॥ ১১॥
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী॥ ১২॥
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥ ১৩॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ধ্যানং যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে।
তস্যানুরূপতো মূর্ত্তিং মৃণ্ময়ীং বা শিলাময়ীম্॥ ১৪॥

রজ ইত্যাদি। বিষ্টভ্য অবলম্ব্য॥ ১১॥

ক্রীড়ন্তমিত্যাদি। কালিকং কালসম্ভবং জগৎ। চিন্ময়ী জ্ঞানস্বরূপা॥১২॥১৩॥

আভ্যায়ঃ কালিকায়াস্তদ্ভিন্নানাং চ দেবতানাং প্রতিমায়া গৃহাদীনাঞ্চ প্রতিষ্ঠা-বিধানং ফলং গৃহাদিপ্রদানফলঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, ধ্যানমিত্যাদিনা।

করা হইয়াছে। ১০ ভদ্রে! তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে সর্ব্বতোভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন; এই কারণে কথিত হইয়া থাকে যে, তিনি রক্তকমলাসনে সমাসীনা রহিয়াছেন। ১১ সৃষ্টিসময়সম্ভূত সৃষ্টিকালব্যাপী মহাকাল মোহময়ী সুরা পান করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, অর্থাৎ কালপ্রভাবে কোথাও শূন্যময় স্থান নূতন জগতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কোথাও প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ জগৎ শূন্যময় হইতেছে, কোথাও গাঢ় অন্ধকারময় স্থান আলোকময় হইতেছে, কোথাও অপূর্ণ আলোকময় স্থান অন্ধকারময় হইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক জগৎ—প্রত্যেক নক্ষত্র যথাপথে ধাবমান হইতেছে, সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী চিন্ময়ী দেবী ইহা দর্শন করিতেছেন। ১২ অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারেই সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে। ১৩

শ্রীদেবী কহিলেন। দেবদেব! জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত আপনি যে মহাকালীর (মূর্ত্তিভেদে নানারূপ) ধ্যান উল্লেখ করিয়াছেন, যদি সেই ধ্যানানুরূপ

দারুধাতুময়ীং বাপি নির্ম্মায় যদি সাধকঃ।
বিচিত্রভবনং কৃত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্।
স্থাপয়েত্তত্র দেবেশীং কিং ফলং তস্য জায়তে ॥ ১৫ ॥
প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তস্যাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো।
কর্ত্তব্যা তদশেষেণ কৃপয়া মে প্রকাশ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥
বাপীকূপগৃহারামদেবপ্রতিকৃতেস্তথা।
প্রতিষ্ঠা সূচিতা পূর্ব্বং গদিতা ন বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥
তদ্বিধানমপি শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
কথ্যতাং পরমেশান কৃপয়া যদি রোচতে ॥ ১৮

হে প্রভো জীবনিস্তারহেতবে কাল্যা যদ্ধ্যানং কথিতং তস্য ধ্যানস্যানুরূপতো মৃন্ময়ীং মৃত্তিকাবিকারভূতাং শিলাময়ীং দারুধাতুময়ীং বা মূর্ত্তিং নির্ম্মায় বিচিত্রং ভবনং কৃত্বা তত্র ভবনে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং দেবেশীং কালীং সাধকো যদি স্থাপয়েত্তদা তস্য সাধকস্য কিং ফলং জায়তে ইত্যন্বয়ঃ। প্রতিকৃতেঃ প্রতিমায়াঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

তদ্‌বিধানমিত্যাদি। অপিনা ফলম্ ॥ ১৮ ॥

মূর্ত্তি কোন সাধক মৃণ্ময়ী শিলাময়ী দারুময়ী অথবা ধাতুময়ী প্রস্তুত করিয়া ঐ মূর্ত্তি বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করণান্তর নবনির্ম্মিত বিচিত্র ভবনে ঐ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে? ১৪।১৫ প্রভো! কিরূপ বিধান অনুসারেই বা সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে! তাহা কৃপা করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন।১৬

আপনি পূর্ব্বে বাপী কূপ গৃহ আরাম ও দেবপ্রতিমা, এতৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠারও উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু বিশেষরূপে কিছুই বলেন নাই। ১৭ মহেশ্বর! আমি আপনার মুখকমল হইতে সেই সমুদায় বিধানও শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। যদি আপনার অভিরুচি হয়, কৃপা করিয়া বলুন। ১৮

শ্রীসদাশিব কহিলেন। পরমেশ্বরি! তুমি যে সমুদায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গুহ্যমেতৎ পরং তত্ত্বং যৎ পৃষ্টং পরমেশ্বরি।
কথয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃশৃণু॥ ১৯॥
সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে॥ ২০॥
যো যদ্দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে।
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্॥ ২১॥
মৃণ্ময়ে প্রতিবিম্বে তু বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
দারুপাষাণধাতূনাং ক্রমাদ্দশগুণাধিকম্॥ ২২॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, গুহ্যমেতদিত্যাদিনা॥ ১৯॥২০॥২১॥

মৃণ্ময়ে ইত্যাদি। প্রতিবিম্বে প্রতিমায়াম্। অত্র প্রতিষ্ঠাপিতে সতি ইত্যধ্যাহার্য্যম্॥ ২২॥

তাহা অতীব গোপনীয়। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি বলিতেছি; তুমি সমাহিত হৃদয়ে শ্রবণ কর। ১৯

এই ভূমণ্ডল-মধ্যে মানব দুই প্রকার; সকাম ও নিষ্কাম। যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়; যাহারা কামী তাহারা যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে তাহা বলিতেছি। ২০

প্রিয়ে! যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, সে ব্যক্তি সেই দেবলোকে গমন করিয়া সেই দেবতার প্রসাদে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে। ২১ যে ব্যক্তি মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে, সে ব্যক্তির দশ সহস্র কল্প স্বর্গে বাস হয়। দারুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার দশগুণ কাল অর্থাৎ লক্ষকল্প, পাষাণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার শতগুণ সময় অর্থাৎ দশলক্ষ কল্প. ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার সহস্রগুণ সময় অর্থাৎ কোটিকল্প, দেবলোকে বাস হইয়া থাকে। ২২

তৃণকাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজবাহনসংযুতম্।
মন্দিরং দেবমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সংস্কুর্য্যাদুৎসৃজেদ্বাপি তস্য পুণ্যং নিশাময় ॥ ২৩ ॥
তৃণাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বরি।
বর্ষকোটিসহস্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি ॥ ২৪ ॥
ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্।
ততোঽযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ ॥ ২৫ ॥
সেতুসংক্রমদাতাস্থে যমলোকং ন পশ্যতি।
সুখং সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ ॥ ২৬ ॥

তৃণেত্যাদি। নিশাময় শৃণু ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে অথবা কোন কামনা করিয়া ধ্বজ ও বাহনের সহিত তৃণকাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ করিবে, বা ঐরূপ উৎকৃষ্ট গৃহের সংস্কার করিয়া দিবে; তাহার যেরূপ পুণ্য হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩ পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি তৃণাদি-নির্ম্মিত গৃহ দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবে, সে ব্যক্তি সহস্রকোটি বৎসর দেবলোকে বাস করিবে। ২৪ যে ব্যক্তি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ উৎসর্গ করিবে, সে ব্যক্তি ইহার শতগুণ ফল প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ প্রদান করিবে, সে ব্যক্তি উহার দশ সহস্রগুণ ফল ভোগ করিবে। ২৫

আস্থে। যে ব্যক্তি সেতু ও সংক্রম (৩৪৩) নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তাহাকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না। সে ব্যক্তি পরমসুখে সুরলোকে

---

(৩৪৩)—জলময় ভূমিতে অথবা অন্যান্য দুর্গম ভূমিতে যে উচ্চ ও অল্পপ্রশস্ত গমনাগমনের পথ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সংক্রম। সেতু ও সংক্রমে ভেদ এই যে, গভীর জলাদির উপরি যে শূন্যগর্ভ পথ, তাহা সেতু; এবং গভীরতা-শূন্য স্থানে তলদেশ হইতে মৃত্তিকাদি নিক্ষেপে ক্রমশঃ উচ্চ করিয়া যে ভূমির উপরি প্রস্তুত অশূন্যগর্ভ পথ, তাহা সংক্রম। আবার সেতু ও সংক্রম অনেক স্থলে একার্থেও ব্যবহৃত হয়।

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্।
কল্পপাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি।
ভুঙ্‌ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীপ্সিতান্॥ ২৭॥
প্রীতয়ে সর্ব্বসত্ত্বানাং যে প্রদদ্যুর্জলাশয়ম্।
বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষান্ অম্ভসাং প্রতিশীকরম্॥ ২৮॥
যো দদ্যাদ্বাহনং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্।
স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লোকে নিবসেচ্চিরম্॥ ২৯॥
মৃণ্ময়ে বাহনে দত্তে যৎ ফলং জায়তে ভুবি।
দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকম্॥ ৩০॥

প্রীতয়ে ইত্যাদি। জলাশয়ং বাপীকূপাদিকম্। অনাময়ং নিরুপদ্রবম্। প্রতিশীকরং প্রত্যম্বুকণম্॥ ২৮॥

য ইত্যাদি। তল্লোকে তস্য দেবস্য লোকে॥ ২৯॥ ৩০॥

গমন করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সহিত আনন্দসন্দোহ সম্ভোগ করে। ২৬ যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করে, সে ব্যক্তি দেবলোকে গমন করিয়া কল্পপাদপবৃন্দ-বিরাজিত দিব্য গৃহে বাস করিয়া যথাভিলষিত মনোরম ভোগ্য বস্তু সমুদায় ভোগ করিয়া থাকে। ২৭

সর্ব্বপ্রাণীর তৃপ্তির উদ্দেশে যে ব্যক্তি জলাশয় উৎসর্গ করে, সে ব্যক্তি পাপরহিত হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক, সেই জলাশয়-মধ্যে যতগুলি জলকণা থাকে, তত শত বৎসর সেই স্থানে বাস করিতে পারে। ২৮ দেবি! যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে যথাযোগ্য বাহন উৎসর্গ করিবে, সে সেই বাহন কর্ত্তৃক নিয়ত পরিরক্ষিত হইয়া সেই দেবলোকেই বহুকাল বাস করিবে। ২৯ পরন্ত এই ভূমণ্ডলে মৃন্ময় বাহন উৎসর্গ করিলে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন দানে তাহার দশগুণ ফল হইয়া থাকে; এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত বাহন দান করিলে তাহা

রিন্তিকাকাংস্যতাম্রাদিনির্ম্মিতে দেববাহনে।
দত্তে ফলমবাপ্নোতি ক্রমাৎ শতগুণাধিকম্॥ ৩১॥
দেব্যাগারে মহাসিংহংবৃষভং শঙ্করালয়ে।
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥ ৩২॥
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালাস্যঃ শটাশোভিতকন্ধরঃ।
চতুরঙ্ঘ্রির্বজ্রনখো মহাসিংহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৩॥
শৃঙ্গায়ুধঃ শুভ্রকায়ঃ * চতুষ্পাদসিতক্ষুরঃ।
বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ॥৩৪॥

রিন্তিকেত্যাদি। রিন্তিকা পিত্তলম্॥ ৩১॥৩২॥
মহাসিংহস্বরূপমাহ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ইত্যাদ্যেকেন। করালাস্যঃ দন্তুরবদনঃ। শটা-শোভিতকন্ধরঃ শটয়া পরস্পরশ্লিষ্টরোমবিশেষসমূহেন শোভিতা কন্ধরাযস্য তথাভূতঃ। চতুরঙ্ঘ্রিঃ চতুষ্পাৎ॥ ৩৩॥
বৃষভস্বরূপমাহ, শৃঙ্গায়ুধ ইত্যাদ্যেকেন। অসিতক্ষুরঃ নীলখুরঃ॥৩৪॥

হইতেও দশগুণ ফল লাভ হয়।৩০ পিত্তল কাংস্য তাম্র প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দেববাহন দান করিলে যথাক্রমে শতগুণ অধিক ফল হয়। ৩১
উক্ত কারণবশতঃ যাঁহারা পরম সাধক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড় নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন।৩২ যাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণ, যাহার বদনমণ্ডল ভীষণ, যাহার স্কন্ধ-দেশ (ঘাড়) কেশরসমূহ দ্বারা সুশোভিত, যাহার পদচতুষ্টয়ের নখ বজ্রসদৃশ কঠিন তাদৃশ জন্তুকেই মহাসিংহ বলা যায়।৩৩ যাহার শরীরশুভ্রবর্ণ, যাহার মস্তক শৃঙ্গ-দ্বয় দ্বারা সুশোভিত, যাহার পদচতুষ্টয়ের ক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ, যাহার পৃষ্ঠে বৃহৎ ককুদ আছে, যাহার স্কন্ধদেশ শ্যামবর্ণ, যাহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বৃষভ বলা যায়।(ফলতঃ উক্তপ্রকার মহাসিংহ দেবীর মন্দিরে এবং উক্তপ্রকার মহাবৃষভ মহাদেবের মন্দিরে স্থাপন করিতে হয়।)৩৪ গরুড়ের জঙ্ঘা পক্ষীর ন্যায়, বদন-

---

* শুদ্ধকায় ইতি পাঠান্তরম্।

গরুড়ঃ পক্ষিজঙ্ঘস্তু নরাস্যো দীর্ঘনাসিকঃ ।
পাদসঙ্কোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃকৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৫ ॥
পতাকাধ্বজদানেন দেবপ্রীতিঃ শতং সমাঃ ।
ধ্বজদণ্ডস্তু কর্তব্যো দ্বাত্রিংশদ্ধস্তসম্মিতঃ॥ ৩৭ ॥
সুদৃঢ়শ্ছিদ্ররহিতঃ সরলঃ শুভদর্শনঃ ।
বেষ্টিতো রক্তবস্ত্রেণ কোটৌ চক্রসমন্বিতঃ॥ ৩৭ ॥
পতাকা তত্র সংযোজ্যা তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা ।
প্রশস্তমূলা সূক্ষ্মাগ্রা দিব্যবস্ত্রবিনির্ম্মিতা
শোভমানা ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥৩৮ ॥

গরুড়স্বরূপমাহ, গরুড় ইত্যাদ্যেকেন। নরাস্যঃ মনুষ্যমুখঃ॥ ৩৫ ॥ পতাকেত্যাদি। তত্র পতাকাধ্বজদানেন পতাকাসহিতধ্বজসমর্পণেন শতং সমাঃ শতবর্ষাণি দেবপ্রীতির্ভবতি। তয়োর্ম্মধ্যে পূর্ব্বং ধ্বজস্বরূপমাহ, ধ্বজদণ্ড ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। কোটৌ অগ্রভাগে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥
পতকেত্যাদি। তত্র ধ্বজদণ্ডপতাকামাহ, তত্তদ্বাহনচিহ্নিতেত্যাদিনা সপাদশ্লোকেন। ধ্বজাগ্রে ধ্বজদণ্ডাগ্রভাগে ॥৩৮ ॥

মণ্ডল মনুষ্যেরন্যায়, কিন্তু নাসিকা সুদীর্ঘ হইবে; ইহার পক্ষদ্বয় থাকিবে; এই গরুড় পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট থাকিবে। (এইরূপ গরুড়মূর্ত্তি বাসুদেবের মন্দিরে স্থাপন করিতে হয়।) ৩৫

দেবালয়ে ধ্বজপতাকা দান করিলে দেবতার শতবর্ষব্যাপিনী প্রীতি হয়। পরন্তু ধ্বজদণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহা বত্রিশ হস্ত দীর্ঘ করা কর্ত্তব্য। ৩৬ এই ধ্বজদণ্ড সুদৃঢ় ছিদ্ররহিত সরল সুদৃশ্য ও রক্তবস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্র থাকিবে।৩৭

এই ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগে তত্তদ্বাহনচিহ্নিত পতাকা সংযুক্ত করিতে হইবে। পতাকা রমণীয় বস্ত্র দ্বারাপ্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইবে। এবং যে যে দেবতার উদ্দেশে

বাসোভূষণপর্য্যঙ্ক-যানসিংহাসনানি চ।
পানপ্রাশনতাম্বূলভাজনানি পতদ্গ্রহম্॥ ৩৯॥
মণিমুক্তাপ্রবালাদিরত্নান্যাত্মপ্রিয়ঞ্চ যৎ।
যো দদ্যাদ্দেবমুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
স তল্লোকং সমাসাদ্য তত্তৎকোটিগুণং লভেৎ॥ ৪০॥
কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নরাজ্যবৎ।
নিষ্কামানান্তু নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্॥ ৪১॥
জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনাম্।
দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ॥ ৪২॥
অনর্চ্চয়িত্বা যো বাস্তুং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ।
বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবারগণৈঃ সহ॥ ৪৩॥

বাস ইত্যাদি। পতদ্গ্রহং মুখাৎ পততো জলতাম্বূলাদের্বাহকং পাত্রবিশেষম্॥৩৯॥
মণীত্যাদি। সমাসাদ্য সংপ্রাপ্য॥ ৪০॥ ৪১॥ ৪২॥ ৪৩॥

পতাকা প্রদত্ত হইবে, পূর্বোক্তরূপ সেই সেই বাহন চিহ্নিত এবং অত্রোক্ত লক্ষণাদি সমন্বিত যাহা ধ্বজাগ্রে শোভমান হইয়া থাকে, তাহারই নাম পতাকা।৩৮

যে ব্যক্তি বস্ত্র, অলঙ্কার, পর্য্যঙ্ক, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, ভোজনপাত্র, তাম্বূলপাত্র, পিকদান, ৩৯ মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি রত্ন ও অন্যান্য আত্মপ্রিয় বস্তু দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত হৃদয়ে দান করে; সে ব্যক্তি সেই সেই দেবলোকে গমন করিয়া সেই সেই দত্ত বস্তুর কোটিগুণ লাভ করিতে পারে। ৪০

যাহারা কামনা পূর্বক কর্ম্ম করে, তাহাদের ফল স্বপ্নলব্ধ রাজ্য-সদৃশ ক্ষয়-শীল; এবং যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; তাঁহারা নির্বাণ-মুক্তিপদ লাভ করেন। ৪১

জলাশয় প্রতিষ্ঠা গৃহপ্রতিষ্ঠা আরামপ্রতিষ্ঠা সেতুপ্রতিষ্ঠা সংক্রমপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে। ৪২ যে মনুষ্য অগ্রে বাস্তু-

কপিলাস্যঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ ।
কোটরাক্ষো লম্বকর্ণো দীর্ঘজঙ্ঘো মহোদরঃ ॥ ৪৪ ॥
অশ্বতুণ্ডঃ কাককণ্ঠঃ বজ্রবাহুর্ব্রতান্তকঃ ।
এতে পরিকরা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥
মণ্ডলং শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্তাদ্ভিরুপলেপিতে ।
বায়ৃীশকোণয়োর্মধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ ।
সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ঈশানাদগ্নিপর্য্যন্তম্ অপরাং রচয়েত্তথা ।
আগ্নেয়ান্নৈর্ঋতং যাবৎ নৈর্ঋতাদ্‌বায়বাবধি ॥ ৪৮ ॥

অথ বাস্তুদৈত্যস্য পরিবারানাহ, কপিলাস্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। পরিকরাঃ পরিবারাঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥৪৬॥

বাস্তুপ্রপূজনার্থং মণ্ডলমেবাহ, বেদ্যাং বেত্যাদিভিঃ। বেদ্যাং বা শস্তাদ্ভিঃ প্রশস্তৈর্জ্জলৈরুপলেপিতে সমদেশে বা বায়ৃীশকোণয়োর্মধ্যে সূত্রপাতক্রমেণৈব হস্তমাত্রপ্রমাণত একাং রেখাং প্রকল্পয়েৎ। তথা তেনৈব প্রকারেণ ঈশানাৎ

পুরুষের পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন কর্ম্ম করে, বাস্তুপুরুষ নিজ পরিবারগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার তৎকর্ম্মে বিঘ্ন করিয়া থাকেন। ৪৩

কপিলাস্য, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন, কোটরাক্ষ,লম্বকর্ণ. দীর্ঘজঙ্ঘ, মহোদর, ৪৪ অশ্বতুণ্ড, কাককণ্ঠ, বজ্রবাহু, ও ব্রতান্তক, এই দ্বাদশ দানব বাস্তুপুরুষের পরিবার। বাস্তুপুরুষের পূজাকালে যত্নপূর্ব্বক ইহাঁদেরও পূজা করিতে হইবে।৪৫ যে মণ্ডলে বাস্তুপুরুষেরপূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৬

বেদীতে বা নির্ম্মল সলিল দ্বারা উত্তমরূপে পরিমার্জ্জিত কোন সমতল ভূমিতে, প্রথমে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত একহস্ত-পরিমিত একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। ৪৭ পরে ঐ ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আর একটি একহস্ত- পরিমিত সরল রেখা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর অগ্নিকোণ হইতে নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত এবং নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত ৪৮ এইরূপ এক একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিলে একটি

দত্ত্বা রেখে চতুষ্কোণম্ একং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৯ ॥
কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেত্তু তৎ।
যথা তত্র ভবেদ্দেবি মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০ ॥
ততো ভিত্ত্বা পুচ্ছমূলং বারুণাদ্বাসবাবধি।
কৌবেরাদ্‌যাম্যপর্য্যন্তং দদ্যাদ্রেখাদ্বয়ং সুধীঃ ॥ ৫১ ॥
ততশ্চতুর্ষু কোণেষু * কোণরেখান্বিতেষ্বপি।
কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেণ ন্যসেদ্রেখাচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫২ ॥

ঈশানকোণমারভ্যাগ্নিকোণপর্য্যন্তমপরামন্যাং রেখাং রচয়েৎ। তথৈবাগ্নেয়াদগ্নিকোণমারভ্য নৈঋর্তং যাবৎ নৈঋর্তকোণাবধি নৈঋর্তাৎ নৈঋর্তমপি কোণমারভ্য বায়ব্যাবধি বায়ুকোণপর্য্যন্তং ক্রমতো দ্বে রেখে দত্ত্বা এবং বিধানেন এবং চতুষ্কোণং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

কোণসূত্রে ইত্যাদি। হে দেবি তত্র চতুষ্কোণে মণ্ডলে যথা মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ং ভবেত্তথা তৎ চতুষ্কোণং মণ্ডলং কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেৎ বিভক্তং কুর্য্যাৎ ॥ ৫০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ সুধীর্জ্জনো বারুণাৎ পশ্চিমমারভ্য বাসবাবধি পূর্বপর্য্যন্তং তথা কৌবেরাৎ উত্তরমারভ্য যাম্যপর্য্যন্তং দক্ষিণাবধি চ পুচ্ছমূলং ভিত্ত্বা রেখাদ্বয়ং দদ্যাৎ ॥ ৫১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কোণরেখান্বিতেষু চতুর্ষ্বপি কোষ্ঠেষু কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেণ রেখাচতুষ্টয়ং ন্যসেৎ। অপিনা কোণরেখান্বিতেষু চতুর্ষু কোষ্ঠেষু পশ্চিমাৎ পূর্বাবধি রেখাদ্বয়মুত্তরস্মাদ্দক্ষিণাবধি চ রেখাদ্বয়ং ন্যসেৎ ॥ ৫২ ॥

চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত হইবে। ৪৯ দেবি! পরে ঐ মণ্ডলের এক এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত রেখা দুইটি টানিয়া এরূপ করিবে যে, তাহাতে যেন চারিটি মৎস্য-পুচ্ছাকার হইয়া উঠিবে। ৫০ অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি উক্ত পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিক পর্য্যন্ত একটি এবং উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত আর একটি রেখা অঙ্কিত করিবে। ৫১ অনন্তর ঐ মণ্ডলের অন্তর্গত চতুষ্কোণস্থিত মণ্ডলচতুষ্টয়ে ঐরূপ কর্ণাকর্ণি এক একটি রেখা ও তন্মধ্য-

---

* ততশ্চতুর্ষু কোষ্ঠেষু ইতি পাঠান্তরম্।

এবং সঙ্কেতবিধিনা কোষ্ঠানাং ষোড়শং লিখন্ ।
পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচয়েদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৩ ॥
চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু পদ্মং কুর্য্যাৎ মনোহরম্ ।
চতুর্দলং পীতরক্ত-কর্ণিকং রক্তকেশরম্ ॥ ৫৪ ॥
দলানি শুক্লবর্ণানি যদ্বা পীতানি কল্পয়েৎ ।
যথেষ্টং পূরয়েৎ পদ্ম-সন্ধিস্থানানি বর্ণকৈঃ ॥ ৫৫ ॥
শাম্ভবং কোষ্ঠমারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশং ক্রমাৎ ।
শ্বেতকৃষ্ণপীতরক্তৈঃ চতুর্বর্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

এবমিত্যাদি। এবং সঙ্কেতবিধিনা ইত্থং সঙ্কেতবিধানেন কোষ্ঠানাং ষোড়শমালিখেৎ। নন্থ কেন দ্রব্যেণেদং মণ্ডলমালিখেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, পঞ্চবর্ণেনেত্যাদিনা। ॥ ৫৩ ॥

চতুর্ষ্বিত্যাদি। ততশ্চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু মনোহরং চতুর্দ্দলং চতুষ্পত্রকং পীতরক্তকর্ণিকং পীতরক্তবর্ণবীজকোষকং রক্তকেশরং পদ্মং কুর্য্যাৎ ॥৫৪॥৫৫॥৫৬॥

স্থলে ঐ রেখা ভেদ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক একটি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত এক একটি রেখা অঙ্কিত করিবে। ৫২

এইরূপ সঙ্কেত অনুসারে ঐ মণ্ডলে ষোলটি কোষ্ঠ লিখিত হইবে, অর্থাৎ মণ্ডলমধ্যে ষোলটি চতুষ্কোণ অথবা বত্রিশটি ত্রিকোণ মণ্ডল হইয়া উঠিবে। পরে যথাবিধি পঞ্চবর্ণের চূর্ণ দ্বারা ঐ যন্ত্র উত্তমরূপে রচনা করিবে।৫৩ অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টয়ের উপরি একটি সুমনোহর চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই পদ্মের কর্ণিকা পীতবর্ণ ও বীজকোষ মধ্যস্থ বীজ রক্তবর্ণ, এবং তাহার কেশর রক্তবর্ণ করিতে হইবে। ৫৪ পরে পদ্মের দল সমুদায় শুক্লবর্ণ বা পীতবর্ণ করিবে। তৎপরে পদ্মের সন্ধিস্থান সমুদায় যথাভিলষিত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। ৪৫

অনন্তর ঈশানকোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট দ্বাদশ কোষ্ঠ ক্রমান্বয়ে শ্বেত কৃষ্ণ পীত ও রক্ত, এই চতুর্বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। ৫৬ প্রিয়ে!

দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে।
বামাবর্ত্তেন দেবানাং পূজনং তেষু সাধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
পদ্মে সমর্চয়েদ্বাস্তুদৈত্যং বিঘ্নোপশান্তয়ে।
ঈশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্থাদিদানবান্ ॥ ৫৮ ॥
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা কুর্ব্বন্ননলসংস্কৃতিম্।
যথাশক্ত্যাহুতিং দত্ত্বা বাস্তুযজ্ঞং সমাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
ইতি তে কথিতা দেবি বাস্তুপূজা শুভপ্রদা।
যাং সাধয়ন্নরঃ ক্কাপি বাস্তুবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৬০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মণ্ডলং কথিতং বাস্তোঃ বিধানমপি পূজনে।
ধ্যানং ন গদিতং নাথ তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণাবর্ত্তযোগেনেত্যাদি। এবং বাস্তুমণ্ডলং কথয়িত্বেদানীং তত্র সপরিবারস্য বাস্তোঃ পূজায়া বিধানমাহ, বামাবর্ত্তেনেত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন। তেষু দ্বাদশ-কোষ্ঠেষু বামাবর্ত্তেন দেবানাং দীপ্যতাং কপিলাস্থাদীনাং দ্বাদশানাং দানবানাং পূজনং সাধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

এবং বাস্তুমণ্ডলং তত্র সপরিবারস্য বাস্তোঃ পূজায়া বিধানঞ্চ শ্রুত্বেদানীং বাস্তোর্ধ্যানং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, মণ্ডলমিত্যাদিনা ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সমুদায় কোষ্ঠ পূরণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে বামাবর্ত্ত যোগে কপিলাস্থ প্রভৃতি দীপ্যমান দ্বাদশ দানবের পূজা করিবে।৫৭

প্রথমতঃ বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত পদ্মমধ্যে দীপ্যমান বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে। পরে ঈশানকোণস্থিত কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া (বামাবর্ত্তে) দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্থ প্রভৃতি দানবগণের পূজা করিতে হইবে। ৫৮ অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে অনল সংস্কার করিয়া যথাশক্তি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বাস্তুযজ্ঞ সমাপন করিবে। ৫৯ দেবি! আমি তোমার নিকট এই কল্যাণদায়ী বাস্তুপূজা-বিধি কহিলাম। যিনি এই বাস্তুপূজার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কোনরূপ বাস্তুঘটিত বিঘ্ন হয় না। ৬০

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ধ্যানং বচ্মি মহেশানি শ্রূয়তাং বাস্তুরক্ষসঃ।
যস্যানুশীলনাৎ সদ্যো নশ্যন্তি সকলাপদঃ॥ ৬২॥
চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকম্।
ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডলশোভিতম্॥ ৬৩॥
লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্।
গদাত্রিশূলপরশুখট্টাঙ্গং দধতং করৈঃ॥ ৬৪॥
অসিচর্ম্মধরৈর্বীরৈঃ কপিলাস্যাদিভির্বৃতম্
শত্রূণামন্তকং সাক্ষাৎ উদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥ ৬৫॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, ধ্যানমিত্যাদিনা॥ ৬২॥
বাস্তোর্ধ্যানমেবাহ, চতুর্ভুজমিত্যাদিনা সার্দ্ধত্রয়েণ॥ ৬৩॥
লম্বোদরমিত্যাদি। লোমশং বহুলোমবিশিষ্টম্॥ ৬৪॥
অসীত্যাদি। উদ্যদাদিত্যসন্নিভম্ উদ্যৎসূর্য্যসদৃশম্॥ ৬৫॥

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনি বাস্তুদেবের মণ্ডল ও বাস্তুপূজার বিধান কহিলেন; পরন্তু বাস্তুপুরুষের ধ্যান কথিত হয় নাই; এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। ৬১

শ্রীসদাশিব কহিলেন। মহেশ্বরি! বাস্তুরাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার অনুশীলন করিলেও তৎক্ষণাৎ সমুদায় আপদ দূর হয়। ৬২

যিনি চতুর্ভুজ ও মহাকায়; যাঁহার মস্তক জটামণ্ডল-বিমণ্ডিত; যিনি ত্রিনয়ন ও করালবদন; যিনি হার ও কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত; ৬৩ যিনি লম্বোদর ও দীর্ঘকর্ণ; যাঁহার শরীর বহুল দীর্ঘ লোমে আবৃত; যিনি পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন; যিনি ভুজচতুষ্টয়ে গদা ত্রিশূল পরশু ও খট্টাঙ্গ ধারণ করিতেছেন; ৬৪ কপিলাস্য প্রভৃতি বীরগণ খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া যাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে; যিনি উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় লোহিত বর্ণ ও দুঃসহ তেজঃসম্পন্ন, সুতরাং শত্রুগণের পক্ষে সাক্ষাৎ অন্তকস্বরূপ; ৬৫ এবং যিনি কূর্ম্মের

ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিং কূর্মপদ্মাসনস্থিতম্ ॥ ৬৬ ॥
মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদিভয়ে তথা।
ঔৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালরক্ষোভয়েঽপি চ ॥ ৬৭ ॥
ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্বাস্তুং পরিবারসমন্বিতম্।
তিলাজ্যপায়সৈর্হুত্বা সর্ব্বশান্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥
যথা বাস্তুঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্মসু সুব্রতে।
গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যা দশদিক্‌পতিভির্যুতাঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শঙ্করী।
মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্যা বসবস্তথা ॥ ৭০ ॥
পিতরো যদ্যতৃপ্তাঃ স্যুঃ কর্মস্বেতেষু কালিকে।
সর্ব্বং তস্য ভবেদ্ব্যর্থং বিঘ্নঞ্চাপি পদে পদে ॥ ৭১ ॥

ধ্যায়েদিত্যাদি ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

উপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন; তাদৃশ আকার প্রকার সম্পন্ন বাস্তুপুরুষকে ধ্যান করিবে। ৬৬

মারীভয় উপস্থিত হইলে, রোগভয় উপস্থিত হইলে, ডাকিনী প্রভৃতির ভয় উপস্থিত হইলে, সন্তানের দোষ হইলে, ঔৎপাতিক ভয়, হিংস্র জন্তুর ভয়, অথবা রাক্ষস ভয় উপস্থিত হইলে, ৬৭ এইরূপ ধ্যান করিয়া পরিবার-সমন্বিত বাস্তু-পুরুষের পূজা করিবে। পরে তিল ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিয়া সর্ব বিষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে। ৬৮

সুব্রতে! পূর্ব্ব-কথিত কর্ম্ম সমুদায়ে যেমন বাস্তুপুরুষের পূজা করিতে হয়; সেইরূপ নবগ্রহের এবং দশদিক্‌পালেরও পূজা করিতে হইবে। ৬৯ এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বাগ্দেবী লক্ষ্মী শঙ্করী মাতৃগণ গণেশ এবং বসুগণেরও পূজা করা কর্ত্তব্য ৭০

পরন্তু কালিকে! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মেই যদি পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার সমুদায় কর্ম্মই ব্যর্থ হয়, এবং পদে পদে বিঘ্ন হইয়া

অতো মহেশি যত্নেন প্রোক্তসংস্কারকর্ম্মসু।
পিতৃণাং তৃপ্তয়েঽত্রাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৭২ ॥
গ্রহযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশান্তিবিধায়কম্।
যত্র সংপূজিতাঃ সেন্দ্রা গ্রহা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭৩ ॥
ত্রিত্রিকোণৈর্লিখেদ্‌যন্ত্রং তদ্বহির্বৃত্তমালিখেৎ।
বিদধ্যাদ্বৃত্তলগ্নানি দলান্যষ্টৌ চ তদ্বহিঃ ॥ ৭৪ ॥
চতুর্দ্বারান্বিতং কুর্য্যাৎ ভূপুরং সুমনোহরম্।
বাসবেশানয়োর্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে ॥ ৭৫ ॥

গ্রহযন্ত্রমিত্যাদি। সেন্দ্রাঃ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পতিসহিতাঃ। যচ্ছন্তি দদতি ॥৭৩॥ গ্রহযন্ত্রমেবাহ, ত্রিত্রিকোণৈরিত্যাদিভিঃ। প্রথমতস্ত্রিত্রিকোণৈর্ব্বিশিষ্টং যন্ত্রং লিখেৎ। ততস্তদ্বহিস্ত্রিকোণেভ্যো বহির্বৃত্তং বর্ত্তুলমেকং মণ্ডলমালিখেৎ। ততো বৃত্তলগ্নান্যষ্টৌ দলানি পত্রাণি বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। তদ্বহিশ্চতুর্দ্বারান্বিতং সুমনোহরং ভূপুরং কুর্য্যাৎ। ততো বাসবেশানয়োর্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে প্রাদেশপরিমাণকমেকং বৃত্তং বর্ত্তুলং মণ্ডলং বিরচয়েৎ। ততো রক্ষোবারুণয়োর্নৈর্ঋতপশ্চিময়োর্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে তথৈব প্রাদেশপরিমাণকমপরং বৃত্তং মণ্ডলং কল্পয়েদ্রচয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ৭৬ ॥

থাকে। ৭১ অতএব মহেশ্বরি! পূর্বোক্ত সমস্ত সংস্কার কর্ম্মে পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। ৭২

এক্ষণে সর্বশান্তি বিধায়ক গ্রহযন্ত্র বলিতেছি। তাহাতে গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ পূজিত হইলে অভিলষিত ফল প্রদান করেন। ৭৩ (অধোমুখ দুইটি ও ঊর্দ্ধমুখ একটি এই) তিনটি ত্রিকোণ যন্ত্র (এরূপে) লিখিবে (যে, তাহাতে নবগ্রহের নয়টি ত্রিকোণ-কোষ্ঠ হইয়া উঠিবে, এবং মধ্যত্রিকোণের তিন দিকে অপর তিনটি বিষম-চতুর্ভুজ-কোষ্ঠ হইয়া পড়িবে)। তাহার বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিবে। সেই বৃত্তের বহির্দ্দেশে তৎসংলগ্ন পদ্মের অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। ৭৪ পরে তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত একটি মনোহর ভূপুর অঙ্কিত করিতে হইবে। ভূপুরের বহির্দ্দেশে পূর্বদিক ও ঈশান কোণের মধ্যে ৭৫

বৃত্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপরিমাণকম্।
রক্ষোবারুণয়োর্মধ্যে চাপরং কল্পয়েত্তথা ॥ ৭৬ ॥
নবগ্রহাণাং বর্ণেন নব কোণানি পূরয়েৎ।
মধ্যত্রিকোণদ্বৌ পার্শ্বৌ সব্যদক্ষিণভেদতঃ ॥ ৭৭ ॥
শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ।
অষ্টদিক্পতিবর্ণেন পর্ণান্যষ্টৌ প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
সিতরক্তাসিতৈশ্চূর্ণৈঃ পুরঃ প্রাকারমাচরেৎ।
পুরো বহিঃস্থে দ্বে বৃত্তে দেবি প্রাদেশসম্মিতে ॥ ৭৯ ॥

নবগ্রহাণামিত্যাদি। ততঃ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণেন বিশিষ্টৈশ্চূর্ণৈর্নব কোণানি পূরয়েৎ। ততঃ সব্যদক্ষিণভেদতো মধ্যত্রিকোণস্থ দ্বৌ পার্শ্বৌ ক্রমতঃ শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ। মধ্যত্রিকোণস্থ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ কৃষ্ণবর্ণো বিধাতব্যঃ। তত ইদানীমষ্টানাং দিক্পতীনাং বর্ণেন বিশিষ্টৈশ্চূর্ণৈরষ্টৌ পত্রাণি প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

সিতেত্যাদি। ততঃ সিতরক্তাসিতৈঃ শ্বেতলোহিতকৃষ্ণবর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ পুরো ভূপুরস্থ প্রাকারমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। হে দেবি পুরো ভূপুরস্থ বহিঃস্থে প্রাদেশসম্মিতে

অর্দ্ধ-হস্তপরিমিত একটি বৃত্ত রচনা করিবে। পরে পশ্চিমদিক ও নৈর্ঋত-কোণের মধ্যেও ঐরূপ আর একটি মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে। ৭৬ অনন্তর নবগ্রহের বর্ণ (৩৪৩) দ্বারা ঐ যন্ত্রের নয়টি ত্রিকোণ প্রপূরিত করিবে; মধ্য স্থিত ত্রিকোণের বাম ও দক্ষিণ দুই পার্শ্ব ৭৭ যথাক্রমে শ্বেত ও পীতবর্ণ করিবে; তাহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে; অষ্টদিক্পালের বর্ণ (৩৪৪) দ্বারা অষ্টদল পূরণ করিবে; ৭৮ এবং শুক্ল রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর রঞ্জিত করিবে। দেবি! ভূপুরের বহির্দেশস্থিত অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত বৃত্তদ্বয়ের মধ্যে ৭৯ উপরিভাগ-

---

(৩৪৩)—নবগ্রহের বর্ণ ৮৫ শ্লোকে পাইবেন।

(৩৪৪)—অষ্টদিক্পালের বর্ণ যথা। ইন্দ্র পীতবর্ণ; বহ্নি রক্তবর্ণ, যম কৃষ্ণবর্ণ, নির্ঋতি শ্যামলবর্ণ, বরুণ শ্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, কুবের স্বর্ণবর্ণ, ঈশান পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বর্ণ।

উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় চ ।
সন্ধিস্থানানি যন্ত্রস্য স্বেচ্ছয়া রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮০ ॥
যৎকোষ্ঠে যো গ্রহঃ পূজ্যো যৎপত্রে যশ্চ দিক্পতিঃ ।
যদ্দ্বারেঽবস্থিতা যে চ তৎক্রমং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৮১ ॥
মধ্যকোণে যজেৎ সূর্য্যং পার্শ্বয়োররুণং শিখাম্ ।
পশ্চাৎ প্রচণ্ডয়োর্দণ্ডৌ পূজয়েদংশুমালিনঃ ॥ ৮২ ॥
ভানূর্দ্ধকোণে পূর্ব্বস্যাম্ অর্চয়েদ্রজনীকরম্ ।
আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাম্যে বুধং নৈর্ঋতকোণকে ॥ ৮৩ ॥
বৃহস্পতিং বারুণে চ দৈত্যাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ ।
শনৈশ্চরন্তু বায়ব্যে কৌবেরেশানয়োঃ ক্রমাৎ ।
রাহুং কেতুং যজেৎ চন্দ্রং পরিতস্তারকাগণান্ ॥ ৮৪ ॥

দ্বে বৃত্তে বর্ত্তুলে মণ্ডলে উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় সুধীঃ সাধকো যন্ত্রস্য সন্ধিস্থানানি স্বেচ্ছয়া রঞ্জয়েৎ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ ৮৩
বৃহস্পতিমিত্যাদি । পরিতঃ সর্ব্বতঃ ॥ ৮৪ ॥

স্থিত বৃত্ত রক্তবর্ণ এবং অধোভাগস্থিত বৃত্ত শ্বেতবর্ণ করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মা রক্তবর্ণ ও অনন্ত শ্বেতবর্ণ। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধিস্থান সমুদায় যথাভিলষিত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। ৮০

যে যে প্রকোষ্ঠে যে যে গ্রহের অর্চ্চনা করিতে হইবে, যে যে পত্রে যে দিক্পালের পূজা করিতে হইবে, এবং যে দ্বারে যে দেবতার অবস্থিতি হইবে, তাহার ক্রম এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮১ মধ্যত্রিকোণে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে। পরে সূর্য্যের পশ্চাদ্দেশে প্রচণ্ড অরুণ ও শিখার দণ্ডের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৮২ তৎপরে সূর্য্যের পূর্ব্বদিকের উর্দ্ধকোণ-সংলগ্ন ত্রিকোণে চন্দ্রের পূজা করিবে। অনন্তর এইরূপ অগ্নিকোণের ত্রিকোণে মঙ্গলের, দক্ষিণদিকের ত্রিকোণে বুধের, নৈর্ঋতকোণের ত্রিকোণে ৮৩ বৃহস্পতির, পশ্চিমদিকের ত্রিকোণে শুক্রের, বায়ুকোণের ত্রিকোণে

স্ূরো রক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোঽরুণবিগ্রহঃ।
বুধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোঽসিতঃ শনিঃ।
রাহুকেতূ বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৮৫॥
চতুর্ভুজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ।
চিন্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রামৃতকরাম্বুজম্। ॥৮৬॥
কুজমীষৎকুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্।
ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাললোলিতকুন্তলম্ ॥৮৭॥

অথ ক্রমতঃ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণমাহ, সূর ইত্যাদিনাসার্দ্ধেন। সূরঃ সূর্য্যঃ ॥৮৫॥

অথ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং ক্রমতো ধ্যানমাহ, চতুর্ভুজমিত্যাদিভিঃ। পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈর্বিশিষ্টং চতুর্ভুজং রবিং সূর্য্যং ধ্যায়েৎ। দানমুদ্রামৃতকরাম্বুজং দানমুদ্রা চামৃতঞ্চ করাম্বুজয়োর্যস্য তথাভূতংশশিনং চন্দ্রং চিন্তয়েৎ ॥৮৬॥

কুজমিত্যাদি। সোমাত্মজং বুধম্। ভাললোলিতকুন্তলং ভালে লোলিতাশ্চলিতাঃ কুন্তলাঃ কেশা যস্য তথাভূতম্ ॥৮৭॥ ৮৮।

শনির, উত্তরদিকের ত্রিকোণে রাহুর এবং ঈশানকোণের ত্রিকোণে কেতুর অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্ব-ত্রিকোণমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে তারাগণের পূজা করিতে হইবে।৮৪

সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্লবর্ণ, মঙ্গল অরুণবর্ণ, বুধ পাণ্ডুবর্ণ, বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শ্বেতবর্ণ, শনি কৃষ্ণবর্ণ, রাহু ও কেতু বিচিত্রবর্ণ। এই তোমার নিকট গ্রহদিগের বর্ণ কহিলাম।৮৪

সূর্য্যকে চতুর্ভুজ ধ্যান করিতে হইবে; তাঁহার দুই হস্তে দুইটি পদ্ম আছে; এবং অপর দুই হস্তে ক্রমশঃ বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। চন্দ্রকে এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে যে তাঁহার এক হস্তে অমৃত ও অপর হস্তে দানমুদ্রা (৩৪৫) রহিয়াছে।৮৬ মঙ্গলকে এইরূপ ধ্যান করিবে যে তিনি ঈষৎ কুব্জ ও হস্তদ্বয় দ্বারা দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। বুধের এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে যে,

---

(৩৪৫)—দান করিবার সময় সচরাচর যেরূপ হস্তভঙ্গী হইয়া থাকে, তাহার নাম দানমুদ্রা।

যজ্ঞসূত্রান্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুম্।
এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরম্।
রাহুকেতূ শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রূরচেষ্টিতৌ ॥৮৮॥
স্বৈঃ স্বৈর্ধ্যানৈর্গ্রহানিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্পতীন্।
দলেম্বষ্টস্বু পূর্ব্বাদি-ক্রমতঃ সাধকোত্তমঃ ॥৮৯॥
সহস্রাক্ষং যজেদাদৌ পীতকৌষেয়বাসসম্।
বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি ॥৯০॥
রক্তাভং ছাগবাহস্থং শক্তিহস্তংহুতাশনম্ ॥৯১॥

স্বৈঃ স্বৈরিত্যাদি। ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা ॥৮৯॥
অথ ক্রমত ইন্দ্রাদীনামষ্টানাং দিক্পতীনাং ধ্যানং বর্ণঞ্চাহ, সহস্রাক্ষমিত্যাদিভিঃ পীতকৌষেয়বাসসং পীতং কৌষেয়ং কৃমিকোষোত্থং বাসো বস্ত্রং যস্য তথাভূতম্ ॥৯০॥৯১॥

তিনি বালক ও তাঁহার ললাটে চঞ্চলকুন্তল সমুদায় শোভা পাইতেছে। ৮৭ বৃহস্পতির এইরূপ ধ্যান করিবে যে, তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে পুস্তক ও এক হস্তে অক্ষমালা রহিয়াছে। এইরূপ শুক্রকে কাণ অর্থাৎ এক নেত্র - বিহীন, ও শনৈশ্চরকে খঞ্জ ধ্যান করিবে। আর রাহুকে দেহহীন মস্তক, ও কেতুকে মস্তকহীন দেহ, এবং ইহাঁরা উভয়েই ক্রূরচেষ্টান্বিত ও বিকৃতাকার; এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। ৮৮ এইরূপে গ্রহগণকে স্ব স্ব ধ্যান দ্বারা পূজা করিয়া সাধক পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্পালগণের পূজা করিবে; অর্থাৎ অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদিকের দল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দলে এক এক দিক্পালের পূজা করিতে হইবে। ৮৯

প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকের পত্রে ইন্দ্রের পূজা করিবে। (ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্পালের যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে, তদর্থ যথা—) ইন্দ্রের সহস্র লোচন; তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন; ৯০ তাঁহার হস্তে বজ্র, তাঁহার শরীর পীতবর্ণ; তিনি ঐরাবত নামক হস্তীর উপরি উপবেশন করিয়া আছেন। অগ্নির শরীর রক্তবর্ণ; তিনি ছাগবাহনে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার হস্তে শক্তিনামক

ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহম্।
নির্ঋতিং খড়্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজিবাহনম্ ॥৯২॥
বরুণং মকরারূঢ়ং পাশহস্তং সিতপ্রভম্।
ধ্যায়েৎ কৃষ্ণত্বিষং বায়ুং মৃগস্থঞ্চাঙ্কুশায়ুধম্ ॥৯৩॥
কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
স্তুতং যক্ষগণৈঃ সর্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্বুজম্ ॥৯৪॥
ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্ ॥ ৯৫ ॥
ধ্যাত্বা চৈতান্ ক্রমাদিষ্ট্বা ব্রহ্মানন্তৌ পুরো বহিঃ।
ঊর্দ্ধাধোবৃত্তয়োরর্চ্চ্যৌ ততোঽর্চ্চ্যা দ্বারদেবতাঃ ॥ ৯৬ ॥

ধ্যায়েদিত্যাদি। কালং যমম্। লুলাপস্থং মহিষস্থম্। নির্ঋতিং রাক্ষসম্॥ ৯২॥ ৯৩॥ ৯৪॥ ৯৫॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এতানিন্দ্রাদীনষ্টৌ দিক্‌পতীনেবং ধ্যাত্বা ক্রমাদিষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ পুরো ভূপুরাদ্বহিরূর্দ্ধাধঃস্থিতয়োর্বৃত্তয়োর্মণ্ডলয়োর্ব্রহ্মানন্তৌ দিক্‌পতী ক্রমতোঽর্চ্চ্যৌ পূজনীয়ৌ। ততো দ্বারদেবতা অর্চ্চ্যাঃ॥ ৯৬॥

অস্ত্র। ৯১ কালস্বরূপ যমের শরীর কৃষ্ণবর্ণ; তিনি দণ্ডহস্ত হইয়া মহিষবাহনে উপবিষ্ট আছেন। নির্ঋতি (রাক্ষস) শ্যামল বর্ণ; তাঁহার হস্তে খড়্গ; তাঁহার বাহন অশ্ব। ৯২ বরুণের এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে যে, তিনি মকরবাহনে আরূঢ় ও শ্বেতবর্ণ; তাঁহার হস্তে পাশ আছে। বায়ুর ধ্যান এইরূপ হইবে যে, তাঁহার হস্তে অঙ্কুশনামক অস্ত্র; তিনি মৃগবাহন; তাঁহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ। ৯৩ কুবেরের শরীর স্বর্ণবর্ণ; তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার করকমলে পাশ ও অঙ্কুশ; চতুর্দ্দিক হইতে যক্ষগণ তাঁহার স্তব করিতেছে। ৯৪ ঈশান বৃষভে আরোহণপূর্বক ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহার কান্তি পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ; তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ৯৫

ক্রমশঃ এই অষ্ট দিক্‌পালের ধ্যান ও পূজা করিয়া ভূপুরের বহির্দেশে ঊর্দ্ধস্থিত মণ্ডলে ব্রহ্মার ও অধঃস্থিত মণ্ডলে অনন্তের পূজা করিবে। তৎপরে দ্বারদেবতাদিগের পূজা করিতে হইবে। ৯৬ (দ্বারদেবতাগণ যথা—)

উগ্রো ভীমঃ * প্রচণ্ডেশৌ পূর্ব্বদ্বাঃস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহৎশিরাঃ।
যাম্যদ্বারে পশ্চিমে চ বৃকাশ্বানন্দদুর্জ্জয়াঃ ॥৯৭ ॥
ত্রিশিরাঃ পুরজিচ্চৈব ভীমনাদো মহোদরঃ।
উত্তরদ্বারপার্শ্বেচতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥৯৮ ॥
শ্রূয়তাং ব্রহ্মণো ধ্যানম্ অনন্তস্যাপি সুব্রতে।
রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৯৯ ॥
হংসারূঢ়ো বরাভীতিমালাপুস্তকপাণিকঃ ॥ ১০০ ॥
হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১০১ ॥

পূজ্যা দ্বারদেবতা এবাহ, উগ্রো ভীম ইত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ শ্রূয়তামিত্যাদি। ব্রহ্মণো ধ্যানমেবাহ, রক্তোৎপলনিভ ইত্যাদিনা ॥৯৯॥১০০॥ অথানন্তস্য ধ্যানমাহ, হিমকুন্দেন্দুধবল ইত্যাদ্যেকেন ॥ ১০১ ॥

উগ্র, ভীম প্রচণ্ড ও ঈশ, ইহাঁরা পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করিতেছেন। জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ্বর ও বৃহৎশিরা, ইহাঁরা দক্ষিণ দ্বারের অধীশ্বর। বৃক, অশ্ব, আনন্দ ও দুর্জয়, ইহাঁরা পশ্চিম দ্বারের অধিদেবতা। ৯৭ ত্রিশিরা, পুরজিৎ, ভীমনাদ ও মহোদর, ইহাঁরা উত্তর দ্বারের দ্বারপাল। ইহাঁদের সকলের হস্তেই অস্ত্রশস্ত্র আছে। ৯৮

সুব্রতে! ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। (ধ্যানার্থ যথা—) ব্রহ্মা চতুর্ভুজ ও চতুর্মুখ; তাঁহার শরীর রক্তোৎপল সদৃশ রক্তবর্ণ; ৯৯ তিনি হংসে আরূঢ়; তাঁহার এক হস্তে পুস্তক ও এক হস্তে মালা আছে, এবং অপর হস্তদ্বয়ে ক্রমশঃ বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। ১০০ অনন্ত হিম, কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; তাঁহার সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ, সহস্রপাণি ও সহস্রবদন; এবং তিনি এইরূপে দেবগণ ও দানবগণের ধ্যেয়। ১০১

---

* উগ্রভীমঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ধ্যানং পূজাক্রমশ্চাপি যন্ত্রঞ্চ কথিতংপ্রিয়ে।
বাস্ত্বাদিক্রমতো হ্যেষাং মন্ত্রানপি শৃণু প্রিয়ে॥ ১০২॥
ক্ষকারো হব্যবাহস্থঃ ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতঃ।
ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাং বাস্তুমন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ॥১০৩॥
তারং মায়াং তীগ্মরশ্মে ঙেঽন্তমারোগ্যদং বদেৎ।
বহ্নিজায়াং ততো দত্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ॥১০৪॥

ধ্যানমিত্যাদি। এষাং বাস্ত্বাদীনামনন্তান্তানাম্॥ ১০২॥

বাস্ত্বাদীনাং ক্রমতো মন্ত্রানেবাহ, ক্ষকার ইত্যাদিভিঃ। হব্যবাহস্থঃ হব্যবাহো রেফস্তৎস্থঃ ক্ষকারঃ ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতো নাদবিন্দুভ্যাং ভূষিতশ্চ কর্ত্তব্যঃ। এবঞ্চ ক্ষ্রাঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌঁ ক্ষ্রঃ ইতি ষড়ক্ষরো বাস্তুমন্ত্র উদ্ধৃত আসীৎ॥১০৩॥

তারমিত্যাদি। পূর্ব্বং তারং প্রণবং বদেৎ। ততো মায়া হ্রীঁ বীজং বদেৎ। ততস্তীগ্মরশ্মে ইতি বদেৎ। ততো ঙেঽন্তমারোগ্যদং বদেৎ। ততো বহ্নিজায়াং দত্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। যোজনয়া ওঁ হ্রীঁ তীগ্মরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহেতি সূর্য্যমন্ত্র উদ্ধৃত আসীৎ॥ ১০৪॥

প্রিয়ে! বাস্তুদেবতা প্রভৃতির যন্ত্র ধ্যান ও পূজাবিধি যথাক্রমে কথিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ বাস্তুদেবতা প্রভৃতির মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০২

ক্ষকার অগ্নির (রেফের) উপরি থাকিবে; তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত হইবে, এবং উহা নাদ ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইবে। ইহা হইলেই ষড়ক্ষর বাস্তুমন্ত্র হইবে (৩৪৬)। ১০৩

প্রণব ও মায়া বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক 'তীগ্মরশ্মে' এই পদ উচ্চারণ করিবে পরে 'আরোগ্যদায়' এই পদের পর 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবে। ইহা হইলেই সূর্য্যমন্ত্র উদ্ধার হইবে (৩৪৭)। ১০৪

---

(৩৪৬)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। ক্ষ্রাঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌঁ ক্ষ্রঃ। ইহাই ষড়ক্ষর বাস্তুমন্ত্র।
(৩৪৭)—সূর্য্যমন্ত্র যথা। ওঁ হ্রীঁ তীগ্মরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহা।

কামো মায়া চ বাণী চ ততোঽমৃতকরেতি চ।
অমৃতং প্লাবয়দ্বন্দ্বং স্বাহা সোমমনুর্মতঃ ॥১০৫॥
ঐঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সর্ব্বপদাৎ দুষ্টান্নাশয় নাশয়।
স্বাহাবসানো মন্ত্রোঽয়ং মঙ্গলস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥
হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্যপদঞ্চোক্ত্বা সর্ব্বান্ কামান্ ততো বদেৎ।
পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তাম্ এষ সোমাত্মজে মন্থঃ ॥ ১০৭॥

কাম ইত্যাদি। পূর্ব্বং কামঃ ক্লীমিতি বীজমুচ্যেত। ততো মায়া হ্রীঁ বীজমুচ্যেত। ততো বাণী ঐমিতি বীজমুচ্যেত। ততোঽমৃতকরেত্যুচ্যেত। ততোঽমৃতমুচ্যেত। ততঃ প্লাবয়দ্বন্দ্বমুচ্যেত। ততঃ স্বাহোচ্যেত। যোজনয়া ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহেতি সোমমনুর্মতঃ ॥ ১০৫ ॥

ঐমিত্যাদি। পূর্ব্বম্ ঐঁ হ্রাঁ হ্রীঁ বদেৎ। ততঃ সর্বপদতো দুষ্টান্নাশয় নাশয়েতি বদেৎ। যোজনয়া ঐঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সর্ব্বদুষ্টান্নাশয় নাশয়েতি মন্ত্রো জাতঃ। স্বাহাবসানঃ স্বাহান্তোঽয়ং মঙ্গলস্য মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥

হ্রীমিত্যাদি। পূর্ব্বং হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্যপদং চোক্ত্বা ততঃ সর্ব্বান্ কামান্ বদেৎ। ততঃ পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তাং বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য সর্ব্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহেত্যেষ সোমাত্মজে বুধে মনুর্মতঃ ॥ ১০৭ ॥

কামবীজ, মায়াবীজ এবং বাগ্‌ভববীজ উচ্চারণ পূর্বক 'অমৃতকর অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা' এই কয়েকটি কথা যোজনা করিলে সোমের মন্ত্র হইবে (৩৪৮)। ১০৫

'ঐঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সর্ব্ব' এই পদের পর 'দুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিলে মঙ্গলের মন্ত্র হইবে (৩৪৯)। ১০৬

ঁ শ্রীঁ সৌম্য' এই পদ উচ্চারণ পূর্বক 'সর্ব্বান্ কামান্' এই পদ উচ্চারণ করিয়া 'পূরয় স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিলে বুধের মন্ত্র হইবে (৩৫০)। ১০৭

---

(৩৪৮)—সোমমন্ত্র যথা। ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা।
(৩৪৯)—মঙ্গলের মন্ত্র যথা। ঐঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সর্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা।
(৩৫০)—বুধের মন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য সর্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহা।

তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ সুরগুরোপদম্।
অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতিস্বাহামন্ত্রো বৃহস্পতেঃ ॥ ১০৮ ॥
শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ ততঃ শৌঁ শঁঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ ॥ ১০৯
হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয়পদদ্বয়ম্।
মার্ত্তণ্ডসূনবে পশ্চাৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চরে ॥ ১১০ ॥
রাঁ হ্রৌঁ ভ্রৌঁ * হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয়দ্বয়ম্।
রাহবে নম ইত্যেষ রাহোর্মন্ত্রুদাহৃতঃ † ॥ ১১১ ॥

তারেণেত্যাদি। তারেণ প্রণবেন পুটিতা আদাবন্তে চ সংযুক্তা বাণী বক্তব্যা। ততঃ সুরগুরো ইতি পদং বদেৎ। ততোঽভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি বদেৎ। ততঃ স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ ঐঁ ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহেতি বৃহস্পতের্মন্ত্রো মতঃ ॥ ১০৮ ॥

শাঁ শীঁ ইত্যাদি। শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঁঃ ইতি শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ কথিতঃ ॥ ১০৯ ॥

হ্রাঁ হ্রাঁ ইত্যাদি। পূর্ব্বং হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্বশত্রূনিতি বদেৎ। ততো বিদ্রাবয়পদদ্বয়ং বদেৎ। ততো মার্ত্তণ্ডসূনবে ইতি বদেৎ। পশ্চান্নমো বদেৎ। যোজনয়া হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডসূনবে নমঃ ইতি শনৈশ্চরে মন্ত্রো মতঃ ॥ ১১০ ॥

রাঁ হ্রৌঁ ইত্যাদি। পূর্ব্বং রাঁ হ্রৌঁ ভ্রৈঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূনিতি বদেৎ। ততো বিধ্বংসয়দ্বয়ং বদেৎ। ততো রাহবে নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া রাঁ হ্রৌঁ

প্রথমতঃ তারপুটিতা বাণী, তৎপরে 'সুরগুরো' তৎপরে 'অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ" এবং তৎপরে 'স্বাহা' উচ্চারণ করিলে বৃহস্পতির মন্ত্র হইবে (৩৫১)। ১০৮

'শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঁঃ' ইহা শুক্রের মন্ত্র। ১০৯ শনৈশ্চরের মন্ত্র এই যে, হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডসূনবে নমঃ। ১১০ রাহুর মন্ত্র এই যে 'রাঁ হ্রৌঁ ভ্রৌঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে

---

* ভ্রৈঁ ইতি পাঠান্তরম্।

† রাহোর্মন্ত্র উদাহৃত ইতি চ পাঠান্তরম্।

(৩৫১)—বৃহস্পতির মন্ত্র যথা ওঁ ঐঁ ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা।

ক্রূঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা কেতোর্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১২
লঁ রঁ মৃঁ স্ত্রূঁ বঁ যমিতি ক্ষঁ হৌঁ ব্রীমমিতি ক্রমাৎ।
ইন্দ্রাদ্যনন্তদিক্পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ ॥১১৩ ॥
অন্যেষাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥১১৪ ॥

ভ্রৈঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ ইত্যেষ রাহোর্মনু-রুদাহৃতঃ কথিতঃ ॥ ১১১ ॥ ১১২ ॥

লঁ রঁ ইত্যাদি। লমিতি রমিতি মৃমিতি স্ত্রূমিতি বমিতি যমিতি ক্ষমিতি হৌমিতি ব্রীমিতি অমিত্যেতে ক্রমাদিন্দ্রাদীনামনন্তান্তানাং দিক্পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ কথিতাঃ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥

নমঃ' ।১১১ 'ক্রূঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা' ইহা কেতুর মন্ত্র (৩৫২) ।১১২ ইন্দ্রের মন্ত্র লঁ, অগ্নির মন্ত্র রঁ, যমের মন্ত্র মৃঁ, নির্ঋতির মন্ত্র স্ত্রূঁ, বরুণের মন্ত্র বঁ, বায়ুর মন্ত্র যঁ, কুবেরের মন্ত্র ক্ষঁ, ঈশানের মন্ত্র হৌঁ, ব্রহ্মার মন্ত্র ব্রীঁ, অনন্তের মন্ত্র অঁ; ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের এই দশ মন্ত্র কথিত হইল। ১১৩

অন্যান্য অঙ্গদেবতার বা পরিবারগণের নামমন্ত্রই মন্ত্র স্বরূপে উল্লেখ করিতে হইবে (৩৫৩); যে যে স্থলে দেবতার মন্ত্র উক্ত হয় নাই, সদাশিব সেই সমুদায়

---

(৩৫২)—অস্মদ্দেশ-প্রচলিত গ্রহযামলোক্ত নবগ্রহমন্ত্র যথা;

সূর্য্যমন্ত্র। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ।
চন্দ্রমন্ত্র। ওঁ ঘৌঁ স্রৌঁ সঃ।
মঙ্গলমন্ত্র। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ।
বুধমন্ত্র। ওঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ হ্রাঁ সঃ।
বৃহস্পতিমন্ত্র। ওঁ ঐঁ ঐঁ ঐঁ সঃ
শুক্রমন্ত্র। ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ সঃ।
শনিমন্ত্র। ওঁ শৌঁ শৌঁ সঃ।
রাহুমন্ত্র। ছোঁ ছাঁ ছৌঁ সঃ।
কেতুমন্ত্র। ওঁ ফৌঁ ফাঁ ফৌঁ সঃ।

(৩৫৩)—দেবতার নামের আদ্যক্ষরে নাদ-বিন্দু (চন্দ্রবিন্দু) যোগ করিলেই নাম-মন্ত্র হয়। যথা, গণেশের নামমন্ত্র=গঁ। গন্ধর্বতন্ত্রে এই নামমন্ত্রের পূর্বে প্রণব যোগের বিধান দৃষ্ট হয়। যথা—ওঁকারবিন্দুমধ্যস্থং নামধেয়াদ্যমক্ষরং। দেবতানাং স্ববীজন্তং

নমোঽন্তমন্ত্রে দেবেশি ন নমো যোজয়েৎ বুধঃ।
স্বাহান্তেঽপি তথা মন্ত্রে ন দদ্যাদ্বহ্নিবল্লভাম্ ॥১১৫॥
গ্রহাদিভ্যঃ প্রদাতব্যং পুষ্পং বাসশ্চ ভূষণম্।
তেষাং বর্ণানুরূপেণ নান্যথা প্রীতয়ে ভবেৎ ॥১১৬॥

নম ইত্যাদি। বহ্নিবল্লভাং স্বাহেতি পদম্ ॥ ১১৫ ॥
গ্রহাদীত্যাদি। তেষাং গ্রহাদীনাম্ ॥ ১১৬ ॥

স্থলেই এইরূপ নামমন্ত্রের বিধান করিয়াছেন। ১১৪ দেবি! যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' এই পদ আছে, সেই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূজা করিবার সময় আর পুনর্বার নমঃ শব্দ যোগ করিবে না। এইরূপ যে মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' এই পদ আছে, হোমাদি করিবার সময় পুনর্বার তৎপরে আর স্বাহা পদ যোগ করিতে হইবে না। ১১৫

যে গ্রহের যেরূপ বর্ণ কথিত হইয়াছে, সেই গ্রহের পূজা-সময়ে সেই বর্ণেরই বস্ত্র ভূষণ ও পুষ্পাদি প্রদান করিবে। ইহার অন্যথা করিলে গ্রহগণ প্রীত হয়েন না (৩৫৪)। ১১৬ জ্ঞানী ব্যক্তি কুশণ্ডিকোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নি স্থাপন করিয়া

পূজায়ামৃদ্ধিসিদ্ধিদং ॥ অর্থাৎ ওঁকার এবং বিন্দুর মধ্যস্থলে নামের আদ্যক্ষর বসাইলেই দেবতাদিগের নিজ বীজ হইবে। যথা, কামেশ্বরের বীজ=ওঁ কাং।

(৩৫৪)—যে দেবতার যে বর্ণ সেই দেবতাকে সেই বর্ণের উপচারাদি দ্বারা পূজা করাই সাধারণ নিয়ম! পরন্তু বিশেষ বিশেষ দেবতাকে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিলে তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি হইয়া থাকে। এইরূপ বিশেষ নিয়মে রক্তপদ্মে ও রক্তজবায় কালিকার বিশেষ প্রীতি। গ্রহদিগেরও পূজায় বিশেষ বিশেষ পুষ্প ও ধূপদ্রব্য ও গন্ধের বিধান আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহা উল্লিখিত হইল। গন্ধদান বিষয়ে।—রক্তচন্দন সূর্য্যের প্রীতিকর, চন্দ্রের শ্বেতচন্দন, মঙ্গলের কুঙ্কুম, বুধের সরল কাষ্ঠ, এবং সমভাগে মিশ্রিত রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম ও সরল কাষ্ঠ, বৃহস্পতির প্রীতিদায়ক। শুক্রেরও শ্বেতচন্দন, শনির কস্তূরী (মৃগনাভি), রাহুর পদ্মকাষ্ঠ এবং কেতুর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গন্ধদ্রব্যের গন্ধই বিশেষ প্রীতিকর। পুষ্প-বিষয়ে।—অর্ক (আকন্দ) পুষ্পে সূর্য্যের বিশেষ প্রীতি হয়। কুমুদিনীতে চন্দ্রের প্রীতি। রক্তকরবীরে মঙ্গলের সন্তোষ। চম্পক বুধের প্রিয়তম। বৃহস্পতি পদ্ম-পুষ্পে সন্তুষ্ট। জাতি পুষ্পে শুক্রের পরম সন্তোষ। শনি মল্লিকাপুষ্পে প্রীত। রাহুর প্রীতি আমলকীপুষ্পে এবং অপরাজিতা পুষ্পে পূজা করিলে কেতুর বিশেষ প্রীতি হইয়া থাকে। এইরূপ ধূপ বিষয়ে।—রবির গুগ্‌গুল, সোমের সরল কাষ্ঠ, মঙ্গলের

কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিং সংস্থাপয়ন্ সুধীঃ।
পুষ্পৈরুচ্চাবচৈর্যদ্বা সমিদ্ভির্হোমমাচরেৎ ॥১১৭॥
শান্তিকর্ম্মণি পুষ্টৌ চ বরদো হব্যবাহনঃ।
প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাক্ষঃ শত্রুহা ক্রূরকর্ম্মণি ॥১১৮॥
শান্তৌ পুষ্টৌ মহেশানি তথা ক্রূরেঽপি কর্ম্মণি।
গ্রহযাগং প্রকুর্ব্বাণো বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নুয়াৎ ॥১১৯॥
যথা প্রতিষ্ঠাকার্য্যেষু দেবার্চ্চাপিতৃতর্পণম্।
বাস্তোর্যাগেগ্রহাণাঞ্চ তদ্বদেব বিধীয়তে ॥ ১২০ ॥

কুশণ্ডিকেত্যাদি। সমিদ্ভিঃ কাষ্ঠৈঃ ॥ ১১৭ ॥
শান্তীত্যাদি। বরদো বরদনামা। লোহিতাক্ষো লোহিতাক্ষাখ্যঃ। শত্রুহা শত্রুহসংজ্ঞকঃ ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥

যথাবিহিত পুষ্প দ্বারা অথবা সমিধ দ্বারা হোম করিবে। ১১৭ শান্তিকর্ম্মে ও পুষ্টি-কর্ম্মে অগ্নির নাম বরদ, প্রতিষ্ঠার সময় অগ্নির নাম লোহিতাক্ষ, ক্রূরকর্ম্মের সময় অগ্নির নাম শত্রুহা, এইরূপ নামকরণ করা হইয়া থাকে। ১১৮ মহেশ্বরি! শান্তিকর্ম্মের সময়, পুষ্টিকর্ম্মের সময় অথবা কোন ক্রূরকর্ম্ম করিবার সময়েও যিনি গ্রহযাগ করেন, তিনি অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১১৯

(মলঙ্গা) দেবদারু, বুধের ঘৃতমিশ্রিত উক্ত দেবদারু, বৃহস্পতির দশাঙ্গ ধূপ। শুক্রের অগৌরচন্দন, শনির কৃষ্ণাগুরু, রাহুর গুড়ত্বক্ (দারুচিনি), এবং উক্ত দারুচিনি ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ধূপ দানে কেতুর বিশেষ প্রীতি হইয়া থাকে। যথা—

গন্ধবিষয়ে।—রক্তচন্দনমর্কায় শ্বেতং চন্দ্রমসে তথা! মঙ্গলে কুঙ্কুমং দদ্যাৎ সরলং সোমনন্দনে॥ চতুঃসমং গুরবে দদ্যাৎ শুক্রায় শ্বেতচন্দনম্। শনৈশ্চরায় কস্তুরং রাহবে পদ্মমুত্তমম্। কেতূনামেব সর্ব্বেষাং গন্ধকং গন্ধমুচ্যতে॥

পুষ্পবিষয়ে।—অর্কপুষ্পে রবিঃ পূজ্যঃ কুমুদং শর্ব্বরীপতেঃ। মঙ্গলে করবী রক্তা চম্পকে সোমনন্দনঃ॥ পদ্মপুষ্পে গুরুঃ পূজ্যঃ জাতিপুষ্পে চ ভার্গবঃ। মল্লিকে চ শনিঃ পূজ্যঃ রাহোরামলকী তথা॥ কেতোরপরাজিতা চৈব গ্রহাণাং পুষ্পনির্ণয়ঃ॥

ধূপবিষয়ে।—গুগ্গুলঞ্চ রবের্দদ্যাৎ সোমায় সরলং তথা। দেবদারুঞ্চ ভৌমায় বুধায় ঘৃতমিশ্রিতং॥ দশাঙ্গং গুরবে দদ্যাৎ অগৌরং দৈত্যমন্ত্রিণে। ধূপং কৃষ্ণাগুরুং দদ্যাৎ সূর্য্যপুত্রায় ধীমতে॥ রাহৌ গুড়ত্বকং দদ্যাৎ কেতুভ্যো ঘৃতমিশ্রিতম্॥

যদ্যেকস্মিন্ দিনে দ্বিস্ত্রিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম্ম চ।
তন্ত্রেণ তত্র দেবার্চ্চা পিতৃশ্রাদ্ধাগ্নিসংস্ক্রিয়াঃ ॥১২১॥
জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনঃ।
বাহনাসনযানানি বাসোঽলঙ্করণানি চ॥ ১২২॥
পানাশনীয়পাত্রাণি দেয়বস্তূনি যান্যপি।
অসংস্কৃতানি দেবায় ন প্রদদ্যুঃ ফলেপ্সবঃ।১২৩॥
কাম্যে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র বুধঃ সংকল্পমাচরেৎ।
বিধিবাক্যানুসারেণ সম্পূর্ণসুকৃতাপ্তয়ে॥ ১২৪॥
সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং দ্রব্যং নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
সম্প্রদানাভিধাঞ্চোক্ত্বা দত্ত্বা সম্যক্ ফলং লভেৎ॥ ১২৫॥

যদীত্যাদি! তন্ত্রেণ একধৈব॥ ১২১॥ ১২২॥ ১২৩॥ ১২৪॥
সংস্কৃতেত্যাদি। সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং শোধিতপ্রপূজিতম্। সম্প্রদানাভিধাং সম্প্রদাননামধেয়ম্॥ ১২৫॥

প্রতিষ্ঠাকার্য্যের সময় যেরূপ দেবতার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ করা আবশ্যক, বাস্তুযাগ এবং গ্রহযাগ করিবার কালেও সেইরূপ দেবতার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ বিধিবিহিত হইতেছে। ১২০ পরন্তু যদি এক দিবসের মধ্যেই কোন কর্ম্মকর্ত্তার দুই তিনটি প্রতিষ্ঠা ও যাগকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একবারেই দেবতার্চ্চন, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নিসংস্কার হইতে পারিবে; ঐ সমুদায় কার্য্য পুনঃপুনঃ করিতে হইবে না। ১২১

জলাশয়, গৃহ, আরাম সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন, আসন, যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, ১২২ পানপাত্র, ভোজনপাত্র অথবা অন্য যে কোন বস্তু দেবতার উদ্দেশে দান করিতে হইবে, তৎসমুদায় সংস্কার না করিয়া দেওয়া ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিধেয় নহে। ১২৩

জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুকৃতি লাভের নিমিত্ত সমুদায় কাম্যকর্ম্মেই বিধিবিহিত বাক্যানুসারে সঙ্কল্প করিবেন। ১২৪ যে বস্তু দান করিতে হইবে, অগ্রে তাহা সংস্কৃত ও অর্চ্চিত করিয়া তাহার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যাঁহাকে দান করিতে

জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনাম্।
কথ্যন্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিদ্যয়া ॥১২৬॥
জীবনাধার জীবানাং জীবনপ্রদ বারুণ।
প্রোক্ষণে তব তৃপ্যন্তু জলভূচরখেচরাঃ ॥১২৭॥
তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত বাসেয় ব্রহ্মণঃ প্রিয়।
ত্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েন প্রীতয়ে ভব সর্ব্বদা ॥ ১২৮ ॥
ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত বক্তব্যন্বিষ্টকাময়ে ॥ ১২৯ ॥

জলাশয়েত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্যয়া গায়ত্র্যা সহ ॥ ১২৬ ॥

তেষাং মধ্যে প্রথমতো জলাশয়প্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, জীবনাধার জীবানামিত্যাদি। জীবনাধার জলাধার। বারুণ বরুণদেবতাক ॥ ১২৭ ॥

অথ গৃহপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূতেত্যাদি। বাসেয় বাসায়হিত ॥১২৮॥

ইষ্টকাদীত্যাদি। ইষ্টকাদিময়ে গৃহে প্রোক্ষণীয়ে তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূতেত্যত্র ইষ্টকাদিসমুদ্ভূতেতি বক্তব্যম্ ॥ ১২৯ ॥

হইবে, তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া দান করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারা যায়। ১২৫

জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষ, এতৎসমুদায় প্রোক্ষিত করিবার মন্ত্র বলিতেছি। প্রোক্ষণকালে গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সেই সমুদায় মন্ত্র যোগ করিতে হইবে। ১২৬

(জলাশয়-সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রের অর্থ যথা—) হে বরুণদৈবত জলাশয়! তুমি জীবনের আধার; তুমি জীবগণের জীবন প্রদান করিয়া থাক; আমি যে তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি, তাহাতে জলচর স্থলচর ও আকাশচর সমুদায় জীবই পরিতৃপ্ত হউক। ১২৭

(তৃণকাষ্ঠাদি-সম্ভূত গৃহ-সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রের অর্থ যথা—) গৃহ! তুমি তৃণকাষ্ঠা[illegible] নির্ম্মিত হইয়াছ; তুমি উত্তম বাসের যোগ্য স্থান; তুমি ব্রহ্মার [illegible] বস্তু: আমি জল দ্বারা তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি, তুমি সর্বদা প্রী[illegible] দায়ক হও। ১২৮ ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত গৃহ প্রোক্ষিত করিবার স[illegible], তৃণকাষ্ঠাদি-সম্ভূত' অর্থাৎ তুমি তৃণকাষ্ঠাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছ, ইহা না বলিয়া 'ইষ্ট

ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈঃ ছায়াভিশ্চ প্রিয়ঙ্করাঃ।
যচ্ছন্তু মেঽখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থবারিভিঃ॥ ১৩০॥
সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধূনাং পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ।
ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ সেতো যথোক্তফলদো ভব॥ ১৩১॥
সংক্রম ত্বা প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা।
দদাসীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়তাম্॥ ১৩২॥

অথারামপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈরিত্যাদি॥ ১৩০॥
অথ সেতুপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধূনামিত্যাদি॥ ১৩১॥
অথ সংক্রমপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, সংক্রম ত্বা প্রোক্ষয়ামীত্যাদিনা। সংক্রম্যতে

কাদিসমুদ্ভূত' অর্থাৎ তুমি ইষ্টকাদি দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছ, এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। (প্রস্তর-নির্মিত গৃহ প্রতিষ্ঠা ও প্রোক্ষিত করিবার সময় ঐ স্থলে 'প্রস্তরাদিসমুদ্ভূত' অর্থাৎ তুমি প্রস্তরাদি দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছ, এইরূপ বাক্য উল্লেখ করিতে হইবে)। ১২৯

(আরাম প্রতিষ্ঠা করিবার সময় যে মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা অভ্যুক্ষিত করিবে, তাহার অর্থ যথা—) আরাম! তুমি ফল পত্র ও শাখা প্রভৃতি দ্বারা এবং ছায়া দ্বারা সকলের প্রিয় কার্য্য করিয়া থাক; এক্ষণে তুমি তীর্থবারি দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইয়া আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ কর। ১৩০

(সেতু-সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রের অর্থ যথা—) সেতো! তুমি সংসার-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইবার সেতুস্বরূপ; তুমি পথিক লোকের অতীব প্রিয়; আমি তোমাকে অভ্যুক্ষিত করিতেছি; তুমি আমাকে যথোক্ত ফল প্রদান কর। ১৩১

(সংক্রম-সংস্কারার্থ-প্রোক্ষিত করিবার মন্ত্রের অর্থ যথা—) সংক্রম! আমি তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি; তুমি যেমন ইহলোকে পথিক লোকদিগকে সংক্রম অর্থাৎ যাতায়াত করিবার পথ দিয়া থাক, সেইরূপ আমাকেও স্বর্গে উত্তীর্ণ হইবার পথ প্রদান কর। ১৩২

প্রিয়ে! আরাম-প্রোক্ষণে যে মন্ত্র কথিত হইল, পণ্ডিতগণ বৃক্ষ-প্রোক্ষণেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (কেবল 'আরাম!' এই সম্বোধনের পরিবর্তে 'বৃক্ষ!'

আরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো য এব কথিতঃ প্রিয়ে।
স এব শাখিসংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩৩ ॥
প্রণবো বারুণঞ্চাস্ত্রং বীজত্রিতয়মম্বিকে।
সর্ব্বসাধারণ দ্রব্যপ্রাক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
স্নাপনার্হং বাহনং চেৎ স্নাপয়েৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া।
অন্যত্রৈবার্ঘ্যতোয়েন কুশাগ্রেণ বিশোধয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥
প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া।
পূজিতোঽলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো ভবতি দৈবতে ॥ ১৩৬॥

সম্যক্ পাদবিক্ষেপঃ ক্রিয়তে লোকৈর্যত্র স সংক্রমঃ সেতুবিশেষঃ। তৎসম্বোধনে সংক্রমেতি। সংক্রমং সম্যগ্‌গমনম্ ॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥

প্রণব ইত্যাদি। হে অম্বিকে প্রণবঃ ওঁকারঃ বারুণং বম্ অস্ত্রং ফড়িতি-বীজত্রিতয়ং সর্ব্বসাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

স্নাপনার্হমিত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্যয়া গায়ত্র্যা ॥ ১৩৫ ॥

প্রাণেত্যাদি। পূর্বোক্তেনোহনীয়লিঙ্গকপদশালিনা দেবী প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ বাহনস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য কৃত্বা তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া পূজিতোঽলঙ্কৃতশ্চ বাহো বাহনং দৈবতে দেয়ো ভবতি ॥ ১৩৬ ॥

এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিতে হইবে।) ১৩৩ অম্বিকে! অন্যান্য সর্বসাধারণ বস্তু প্রোক্ষিত করিবার সময় প্রণব বরুণবীজ ও অস্ত্র, এই বীজত্রয় ব্যবহার করিবে (৩৫৫)। ১৩৪

যে বাহনকে স্নান করান যাইতে পারে, তাহাকে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে। আর যাহাদিগকে স্নান করান যাইতে না পারে, তাহাদিগকে কুশাগ্রে গৃহীত অর্ঘ্যতোয় দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক শোধন করিবে। ১৩৫ কোন দেবতার বাহন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অগ্রে সেই বাহনের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহাকে অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিবে। পশ্চাৎ সেই বাহন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে হইবে। ১৩৬

---

(৩৫৫)—বীজত্রয় যথা। ওঁ বঁ ফট।

জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণো যাদসাম্পতিঃ।
গৃহে প্রজাপতির্ব্রহ্মারামে সেতৌ চ সংক্রমে।
পূজ্যো বিষ্ণুর্জগৎপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ১৩৭॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিবিধানি বিধানানি কথিতান্যুক্তকর্ম্মসু।
ক্রমো ন দর্শিতো যেন মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ॥ ১৩৮॥
ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্বায়াসকৃতান্যপি।
ন যচ্ছন্তি ফলং সম্যক্ নৃণাং কর্মানুজীবিনাম্॥ ১৩৯॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যদুক্তং পরমেশানি মাতেব হিতকারিণি।
নিঃশ্রেয়সন্তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতসাম্॥ ১৪০॥

জলাশয়ে ইত্যাদি। সর্বদৃক্ সকলপদার্থদ্রষ্টা। বিভুঃ ব্যাপকঃ॥ ১৩৭॥
অথোক্তকৃত্যতত্তৎকর্ম্মক্রমং জিজ্ঞাসুর্দ্দেব্যুবাচ, বিবিধানীত্যাদিনা॥১৩৮॥১৩৯॥
এবম্প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, যদুক্তমিত্যাদিনা। ফলব্যাপৃতচেতসাং ফলায় ব্যাপৃতং ব্যাপারবিশিষ্টং চেতো যেষাং তে তেষাম্॥ ১৪০॥

জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় জলচরদিগের অধিপতি বরুণের পূজা করিতে হইবে। গৃহপ্রতিষ্ঠার সময় প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজা করিবে; এবং বৃক্ষ, আরাম, সেতু ও সংক্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সময় জগৎপতি সর্বাত্মা সর্বসাক্ষী বিভু বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। ১৩৭

শ্রীদেবী কহিলেন। দেবদেব! আপনি উক্ত কর্ম্ম সমুদায়ের নানাবিধ বিধান কহিলেন; পরন্তু মানবগণ যে ক্রম অবলম্বন করিয়া কর্ম সাধন করিবে, তাহা প্রকাশ করেন নাই। ১৩৮ এদিকে, যে সকল মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা যে সমুদায় কর্ম্ম করে, তাহা যদি বহু আয়াস দ্বারাও সংসাধিত হয়, তথাপি ক্রমব্যত্যয় হইলে সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয় না। ১৩৯

শ্রীসদাশিব কহিলেন। পরমেশ্বরি! তুমি মাতার ন্যায় জগতের হিতকারিণী। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ফলাসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্বতোভাবেই

এতেষামুক্তকৃত্যানাম্ অনুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্।
বাস্তুযাগক্রমাদ্দেবি কথয়াম্যবধীয়তাম্॥১৪১॥
পূর্ব্বেঽহ্নি নিয়তাহারঃ শ্বঃপ্রাতঃ স্নানমাচরেৎ।
কৃত্বা পূর্ব্বাহ্নিকং কর্ম্ম গুরুং নারায়ণং যজেৎ॥ ১৪২॥
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য বিধিদর্শিতবর্ত্মনা।
কৃতসঙ্কল্পকো মন্ত্রী গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৪৩॥
বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমলসরসিজং হস্তপদ্মৈর্দধানম্।
উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিং দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং
নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্॥১৪৪

এতেষামিত্যাদি। অনুষ্ঠানং সাধনম্॥ ১৪১॥

বাস্তুযাগক্রমাদুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানস্তক্রমমাহ, পূর্ব্বেঽহ্নীত্যাদিভিঃ॥ ১৪২॥১৪৩॥

অথ গণপতিধ্যানমাহ, বন্ধূকাভমিত্যাদ্যেকেন। বন্ধূকাভং বন্ধূকপুষ্পসদৃশ-দ্যুতিম্। উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিম্ উদ্যন্ যো বাল ইন্দুর্বালশ্চন্দ্রঃ স মৌলৌ কিরীটে

মঙ্গলকর। ১৪০ দেবি! আমি যে সমুদায় কর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষণে আমি বাস্তুযাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমুদায় বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১৪১

বাস্তুযাগ করিতে হইলে, পূর্ব্বদিন আহার বিষয়ে সংযত থাকিয়া পরদিবস প্রত্যুষেই স্নান করিতে হইবে। পরে সেই মন্ত্রপ্রয়োগকর্ত্তা পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া গুরু ও নারায়ণের পূজা করিবে। ১৪২ অনন্তর কামনানুসারে যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া গণেশাদির অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১৪৩

(এই গণেশ-পূজার সময় যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে, তাহার অর্থ যথা—) যাঁহার আভা বন্ধূকপুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ; যিনি ত্রিনেত্র; যাঁহার দিব্য করিপতি বদন অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; নাগ দ্বারা যাঁহার যজ্ঞোপবীত পরিকল্পিত হইয়াছে; যিনি করচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ চক্র কৃপাণ ও সুচারু সরোরুহ ধারণ করিয়াছেন; নবোদিত চন্দ্রকলা যাঁহার শিরোভূষণ; যাঁহার বসন ও

এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ ততো বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥
শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি তথা ষোড়শমাতৃকাঃ।
ঘৃতধারাস্বপি বসূন্ ইষ্ট্বা কুর্য্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৬ ॥
ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তুরক্ষসঃ।
নির্ম্মায় পূজয়েত্তত্র বাস্তুদৈত্যং গণৈঃ সহ ১৪৭ ॥
ততস্তু স্থণ্ডিলং কৃত্বা বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ব্ববৎ।
ধারাহোমান্তমাচর্য্য বাস্তুহোমং সমারভেৎ ॥১৪৮॥
যথাশক্ত্যাহুতীস্তস্মৈ পরিবারগণায় চ।
তথা পূজিতদেবেভ্যো দত্ত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥১৪৯॥

যস্য তথাভূতাম্ দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং দিনকরকিরণবদুদ্দীপ্তেন বস্ত্রেণাঙ্গে শোভা যস্য তথাভূতম্ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

শিবমিত্যাদি। ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। আচর্য্য বিধায় ॥ ১৪৮ ॥

যথেত্যাদি। তস্মৈ বাস্তুদৈত্যায় ॥ ১৪৯ ॥

অঙ্গরাগ উদিত-দিনকর-কিরণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ; যাঁহার অঙ্গ নানা প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; এবং যিনি রক্তপদ্মে উপবিষ্ট আছেন; তাদৃশ গণপতিকে ভজনা কর। ১৪৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাশক্তি গণপতির পূজা করিবে। পরে ব্রহ্মা সরস্বতী বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১৪৫ অনন্তর শিব দুর্গা গ্রহগণ ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা পূর্ব্বক বসুধারা দিয়া সেই ঘৃত-ধারাতে বসু-গণের পূজা করিয়া পিতৃকৃত্য অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। ১৪৬

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বাস্তুপুরুষের মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে পরিবার-সহিত সেই বাস্তুদৈত্যের পূজা করিবে। ১৪৭ পরে স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নিসংস্কার পূর্ব্বক ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাস্তুহোম আরম্ভ করিবে। ১৪৮ (তদ্‌যথা—) বাস্তুপুরুষের উদ্দেশে ও তাঁহার পরিবারগণের উদ্দেশে যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিয়া

বাস্তুযাগে পৃথক্‌কার্য্যে এষ তে কথিতঃ ক্রমঃ ।
অনেনৈব গ্রহাণাঞ্চ যজ্ঞোঽপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫০ ॥
গ্রহাণামত্র মুখ্যত্বাৎ নাঙ্গত্বেন প্রপূজনম্ ।
সঙ্কল্পানন্তরং কার্য্যং বাস্ত্বর্চ্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫১
গণেশাদ্যর্চ্চনং সর্ব্বং বাস্তুযাগবিধানবৎ ।
গ্রহাণাং যন্ত্রমন্ত্রৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫২ ॥
প্রসঙ্গাৎ কথিতৌ ভদ্রে গ্রহবাস্তুক্রতুক্রমৌ ।
অথ প্রস্তুতকৃত্যানাম্ উচ্যতে কূপসংস্ক্রিয়া ॥ ১৫৩ ॥
সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা বাস্তুপূজনমাচরেৎ ।
মণ্ডলে কলসে বাপি শালগ্রামে যথামতি ॥ ১৫৪ ॥
ততঃ পূজ্যো গণপতিঃ ব্রহ্মা বাণী হরীরমা ।
শিবো দুর্গা গ্রহাশ্চাপি পূজ্যা দিক্‌পতয়স্তথা ॥ ১৫৫ ॥

বাস্তুযাগে ইত্যাদি। অনেনৈব ক্রমেণ ॥ ১৫০ ॥
গ্রহাণামিত্যাদি। অত্র গ্রহযজ্ঞে ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥
কূপসংস্কারক্রমমেবাহ, সংকল্পমিত্যাদিভিঃ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

পশ্চাৎ পূজিত দেবগণের উদ্দেশেও যথাসাধ্য আহুতি প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৪৯

যদি পৃথক্ করিয়া বাস্তুযাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কথিত এই ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। প্রিয়ে! এই ক্রম অনুসারে গ্রহযাগও করা যাইতে পারিবে; ১৫০ পরন্তু তাদৃশ স্থলে গ্রহগণের প্রাধান্য হেতু অঙ্গস্বরূপে পূজা হইবে না; এরূপস্থলে ক্রম এই যে, সংকল্পের পরেই বাস্তুদেবতার পূজা করিতে হইবে, ১৫১ এবং সেই সময় বাস্তুযাগ বিধানের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত গণেশাদি দেবগণেরও অর্চনা করিবে। (তৎপরে বিশিষ্টরূপে গ্রহগণের পূজা করিতে হইবে।) গ্রহগণের যন্ত্র মন্ত্র ও ধ্যান সমুদায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৫২ ভদ্রে! প্রসঙ্গক্রমে গ্রহযাগ ও বাস্তুযাগের ক্রমও কথিত হইল। এক্ষণে উপস্থিত কার্য্য-সমূহের মধ্যে কূপ সংস্কার কহিতেছি। ১৫৩

প্রথমতঃ যথাবিধি সংকল্প করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে মণ্ডলে কলসে বা শালগ্রামে

মাতরো বসবোঽষ্টৌ চ ততঃ কার্য্যা পিতৃক্রিয়া।
প্রাধান্যং বরুণস্যাত্র স হি পূজ্যো বিশেষতঃ ॥ ১৫৬ ॥
নানোপহারৈর্ব্বরুণম্ অর্চ্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ।
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ বারুণং হোমমাচরেৎ ॥১৫৭॥
পূজিতেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দত্ত্বা প্রত্যেকমাহুতিম্।
পূর্ণাহুত্যন্তকৃত্যেন হোমকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥
ততো ধ্বজপতাকাস্রগ্‌গন্ধসিন্দূরচর্চ্চিতম্।
উক্তপ্রোক্ষণমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎকূপমুত্তমম্ ॥ ১৫৯ ॥
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য দেবমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সর্ব্বভূতপ্রীণনায়োৎসৃজেৎ কূপজলাশয়ম্ ॥ ১৬০ ॥

মাতর ইত্যাদি। অত্র কূপসংস্কারে। স বরুণঃ ॥১৫৬॥১৫৭॥১৫৮॥১৫৯॥১৬০॥

বাস্তুপূজা করিবে। ১৫৪ অনন্তর গণপতি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা, গ্রহগণ ও দিক্‌পালগণ, ইহাঁদের পূজা করিয়া ১৫৫ মাতৃকাগণের পূজা পূর্ব্বক (বসু-ধারা দিয়া তাহাতে) অষ্টবসুর পূজা করিবে। তৎপরে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এই কূপসংস্কার স্থলে বরুণ দেবতারই প্রাধান্য; এই নিমিত্ত বিশেষরূপে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ১৫৬ অতএব নানা উপহার দ্বারা যথাশক্তি বরুণের অর্চ্চনা করিয়া (কুশণ্ডিকোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নি সংস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য যথাযথ সমাধান করিয়া সেই) সংস্কৃত অগ্নিতে যথাবিধি বরুণের হোম করিবে। ১৫৭ পরে পূজিত দেবগণের মধ্যে প্রত্যেকের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোমকর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৫৮

অনন্তর পূর্ব-কথিত প্রোক্ষণ-মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, ধ্বজপতাকা ও কুসুমমালা সুশোভিত সিন্দূর-চন্দন-চর্চ্চিত সেই উত্তম কূপ প্রোক্ষিত করিবে। ১৫৯ পরে কর্ম্ম কর্ত্তা আপনার কামনা অথবা দেবতার প্রীতি উদ্দেশ করিয়া সর্বভূতের প্রীতির নিমিত্ত কূপ বা জলাশয় উৎসর্গ করিবে।১৬০ অতঃপর সাধকশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে যে, জলচর স্থলচর ও আকাশচর সমুদায় প্রাণীই পর্য্যাপ্ত-

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ।
সুপ্রীয়ন্তাং সর্ব্বভূতা নভোভূতোয়বাসিনঃ ॥ ১৬১ ॥
উৎসৃষ্টং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়ৈতজ্জলমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ১৬২ ॥
সামান্যং সর্ব্বজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্ ॥ ১৬৩ ॥
যে চ কেচিদ্বিপদ্যন্তে স্বস্বকর্ম্মবিপাকতঃ।
তৎপাপৈর্ন প্রলিপ্যেঽহং সফলাস্তু মম ক্রিয়া ॥ ১৬৪ ॥
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা কৃতশান্ত্যাদিকক্রিয়ঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ কৌলান্ দীনানপি বুভুক্ষিতান্।
জলাশয়প্রতিষ্ঠাসু সর্ব্বত্রৈব ক্রমঃ শিবে ॥ ১৬৫ ॥

কৃতাঞ্জলীত্যাদি। নন্ সাধকাগ্রণীঃ কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, সুপ্রীয়ন্তামিত্যাদিভিঃ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥

রূপে পরিতৃপ্ত হউক। ১৬১ আমি সর্বভূতের প্রীতির নিমিত্ত এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম, ইহাতে স্নান ও অবগাহন এবং এই জল পান করিয়া সকল প্রাণীই পরিতৃপ্ত হউক। ১৬২ আমি সর্বজীবের উদ্দেশেই এই জল প্রদান করিলাম, স্নান-পানাদির-বিষয়ে ইহাতে সর্ব্বসাধারণের এবং সর্বজীবের সমান অধিকার হইল। ১৬৩ যদি কেহ স্বকীয় কর্ম্মবিপাকে এই জলে প্রাণত্যাগ করে বা অন্য কোনরূপে বিপন্ন হয়, আমি যেন তৎপাপে লিপ্ত না হই; এবং আমার এই উৎসর্গ-ক্রিয়া যেন সর্বতোভাবে সফল হয়। ১৬৪ অনন্তর শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি সমাধা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে এবং কৌলদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও ক্ষুধার্ত্ত দীনদরিদ্রদিগকে ভোজন করাইবে। শিবে! জলাশয় প্রতিষ্ঠা-স্থলে সর্বত্রই এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি অন্যান্য জলাশয় প্রতিষ্ঠার বিধানও এই কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায়; কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ১৬৫

তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠা-স্থলে বিশেষ এই যে তাহাতে নাগস্তম্ভ ও জলচর জন্তু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ১৬৬ কর্ম্মকর্ত্তার বিভব অনুসারে যথাবিধি স্বর্ণাদি

তড়াগাদৌ চ কর্ত্তব্যা নাগস্তন্তজলেচরাঃ॥ ১৬৬॥
মীনমণ্ডূকমকরকূর্ম্মাশ্চ জলজন্তবঃ।
কার্য্যা ধাতুময়াশ্চৈতে কর্ত্তৃবিত্তানুসারতঃ॥ ১৬৭॥
মৎস্যৌ স্বর্ণময়ৌ কুর্য্যাৎ মণ্ডূকাবপি হেমজৌ।
রাজতৌ মকরৌ কূর্ম্মমিথুনং তাম্ররিন্তিকম্ *॥ ১৬৮॥

তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠায়াং যো বিশেষস্তমাহ, তড়াগাদৌ চেত্যাদিভিঃ। তড়াগাদৌ সংস্কার্য্যে সতি নাগস্তন্তো জলেচরাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ॥ ১৬৬॥

ননু কিংদ্রব্যময়াঃ কে বা জলজন্তবঃ কর্ত্তব্যা ইত্যপেক্ষায়ামাহ, মীনমণ্ডূকেত্যাদিনা॥ ১৬৭॥

ননু কিংধাতুময়াঃ কতি বা মীনাদয়ো জলজন্তবো বিধাতব্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, মৎস্যৌ স্বর্ণময়াবিত্যাদিনা॥ ১৬৮॥

ধাতু দ্বারা মৎস্য মণ্ডূক মকর ও কূর্ম্ম, এই সমুদায় জলজন্তু নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। ১৬৭ দুইটি মৎস্য ও দুইটি মণ্ডূক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে; দুইটি মকর রজত দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে; এবং একটি কূর্ম্ম তাম্র দ্বারা ও একটি কূর্ম্ম পিত্তল দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। ১৬৮ এই সমুদায় জলচর জন্তুর সহিত তড়াগ দীর্ঘিকা ও সাগর প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া (৩৫৫) প্রার্থনা পূর্ব্বক নাগের

---

* তাম্ররীতিকম্ ইতি বা পাঠঃ।

(৩৫৫)—কৃত্রিম জলাশয় ভিন্ন স্বাভাবিক জলাশয় উৎসর্গ হইতে পারে না; কারণ তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব নাই; তাহা স্বভাবতই সাধারণের সম্পত্তি। এই কৃত্রিম জলাশয় আট প্রকার; কূপ, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ, বাপী, সরসী ও সাগর।

পাড় দিয়া বাঁধান হউক, বা নাই হউক, অল্পবিস্তার গোলাকৃতি গভীর যে ভূমিখাত, তাহাকে কূপ (পাত্‌কুয়া) বলে।

যে সম-চতুষ্কোণ জলাশয়ের পরিমাণ, প্রত্যেক দিকেই অন্যূন বিংশতি (২০) হস্ত, এবং যাহার ক্ষেত্রফল চারিশত হস্তের ন্যূন নহে, তাহাকে পুষ্করিণী বলে।

যে জলাশয়ের চারিদিকের মধ্যে কোন দিকের পরিমাণ পঞ্চত্রিংশৎ (৩৫) হস্তের ন্যূন না হয়, এবং যাহার চতুর্দ্দিকের পরিমাণের ক্ষেত্রফল তিনশত ধনু অর্থাৎ বারশত হস্তের ন্যূন নহে, তাহাকে দীর্ঘিকা বলে।

এতৈর্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্।
সাগরঞ্চ সমুৎসৃজ্য প্রার্থয়ন্নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥
অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খঃ পাথসাং রক্ষকা ইমে ॥ ১৭০ ॥

এতৈরিত্যাদি। এতৈর্মীনাদিভির্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগং দীর্ঘিকাং সাগরঞ্চাপি সমুৎসৃজ্য নাগং প্রার্থয়ন্ সন্নর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥

ননু কস্মিন্ স্থানে কং বা নাগমভ্যর্চ্চয়েৎ কিং বা প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, অনন্ত ইত্যাদিনা। ইমেঽনন্তাদয়োঽষ্টৌ নাগাঃ পাথসাং জলানাং রক্ষকা ভবন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭০ ॥

অর্চ্চনা করিবে। ১৬৯ অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট ও শঙ্খ, ইহাঁরা জলরক্ষক। ১৭০ অশ্বত্থ-পল্লবে পৃথক্ পৃথক্ এক একটিতে (পত্রে) এই অষ্ট

যে জলাশয়ের চারিদিকের মধ্যে কোন দিকের পরিমাণ চত্বারিংশৎ (৪০) হস্তের ন্যূন না হয়, এবং যাহার ক্ষেত্রফল ষোলশত হস্তের ন্যূন নহে তাহা দ্রোণ নামে বিখ্যাত।

যে জলাশয়ের পরিমাণ প্রত্যেক দিকেই পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) হস্তের ন্যূন নহে, এবং যাহার ক্ষেত্রফল দুই সহস্র হস্তের অধিক, তাহার নাম তড়াগ।

যে জলাশয়ের পরিমাণ চারিদিকের কোন দিকেই একশত ত্রিশ (১৩০) হস্তের ন্যূন নহে, এবং যাহার ক্ষেত্রফল ষোল হাজার হস্তের অধিক, তাহাকে বাপী বলে।

পদ্মাদিযুক্ত বৃহৎ জলাশয়ের নাম সরসী বা সরোবর। সরসীর কোন বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পুষ্করিণী ও তড়াগ, এই উভয়ও সরোবর শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় পুষ্করিণীর সার্দ্ধ (দেড়) গুণ জলাশয়কে অর্থাৎ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার মধ্যবর্ত্তী জলাশয়কে সরসী শব্দে অভিহিত করা কপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত। কারণ, মতান্তরে আছে, "শতহস্তা ভবেদ্বাপী দ্বিগুণা পুষ্করিণ্যপি। ত্রিগুণন্তু সরোমানমত ঊর্দ্ধন্তু সাগরাঃ ॥" ইহার অর্থ এই যে, শতহস্ত-পরিমিত জলাশয়কে বাপী বলে; পুষ্করিণী তাহার দ্বিগুণ; সরোবর তাহার ত্রিগুণ; এবং এতদূর্দ্ধপরিমাণ জলাশয় সাগর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এস্থলে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও সরোবরকে পুষ্করিণীর দেড়গুণ বলা হইতেছে।

ইত্যষ্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বত্থপল্লবে।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১ ॥
চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা বিলোড্যৈকং সমুদ্ধরেৎ।
তত্রোত্তিষ্ঠতি যো নাগঃ তং কুর্য্যাত্তোয়রক্ষকম্ ॥ ১৭২ ॥
স্তম্ভমেকং সমানীয় বিংশহস্তমিতং শুভম্।
সরলং দারুজং তৈলৈঃ উক্ষিতঞ্চ হরিদ্রয়া ॥ ১৭৩ ॥
স্নাপয়েত্তীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্যা প্রণবেন চ।
তত্র হ্রীশ্রীক্ষমাশান্তিসহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৪ ॥

ইত্যষ্টাবিত্যাদি। ইত্যেতান্যনন্তাদীন্যষ্টৌ নাগনামান্যশ্বত্থপল্লবে লিখিত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ স্মৃত্বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১ ॥

চন্দ্রার্কাবিত্যাদি। ততশ্চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা লিখিতনাগনামান্যশ্বত্থ-পল্লবানি বিলোড্যৈকং লিখিতনাগনামকমশ্বত্থপল্লবং সমুদ্ধরেৎ। তত্র যো নাগ উত্তিষ্ঠতি তং নাগং তোয়রক্ষকং কুর্যাৎ ॥ ১৭২ ॥

স্তম্ভমিত্যাদি। বিংশহস্তমিতং বিংশতিহস্তপরিমিতং সরলমবক্রং দারুজং কাষ্ঠসম্ভবং তৈলৈর্হরিদ্রয়া চোক্ষিতমভ্যক্তং শুভমেকং স্তম্ভং সমানীয় ব্যাহৃত্যা প্রণবেন তীর্থতোয়েণ স্নাপয়েৎ। তত্র স্নাপিতে স্তম্ভে হ্রীশ্রীক্ষমাশান্তিসহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥

নাগের এক একটির নাম লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ পূর্ব্বক ঘটমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে। ১৭১ পরে চন্দ্র ও সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঐ অশ্বত্থপত্র সমুদায় বিলোড়ন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি পত্র উত্তোলন করিতে হইবে। তাহাতে যে নাগের নামাঙ্কিত পত্র উত্থিত হইবে, তাঁহাকেই জলরক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ১৭২

এই সপ্তবিধ জলাশয় অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয়কে সাগর বলে। ইহাকে সচরাচর সকলে 'সায়র' কহিয়া থাকে।

এই আট প্রকার জলাশয়ই উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। যথা বায়ুপরাণে,—কূপবাপীপুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ। তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ। সদ্ভির্জলাশয়ঃ কার্য্যো যত্নাদ্যাম্যোত্তরায়তঃ ॥ আর, এস্থলে জলাশয়ের যে পরিমাণ কথিত হইল, তাহাতে যে স্থান পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই স্থান পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে। জলাশয়ের উপরিতট (পাড়) ধরিয়া পরিমাণ হইবে না।

নাগ ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেববিভূষণ।
স্তম্ভমেনমধিষ্ঠায় জলরক্ষাং কুরুষ্ব মে ॥ ১৭৫ ॥
ইতি প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভং মধ্যেজলাশয়ম্।
সমারোপ্য তড়াগঞ্চ কর্ত্তা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৭৬ ॥
যূপশ্চেৎ স্থাপিতঃ পূর্ব্বং তদা নাগং ঘটেঽর্চয়ন্।
তজ্জলং তত্র নিঃক্ষিপ্য শিষ্টং কর্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥
এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতসঙ্কল্পকো বুধঃ।
বাস্ত্বাদিবস্তুপূজান্তং পিত্র্যং কর্ম চ কূপবৎ ॥ ১৭৮ ॥

নাগ ত্বমিত্যাদি। হে নাগ ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেবভূষণঞ্চাসি এনং স্তম্ভমধিষ্ঠায় মে মম জলরক্ষাং কুরুষ্ব ॥ ১৭৫ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি নাগং প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভং মধ্যেজলাশয়ং জলাশয়স্য মধ্যে সমারোপ্য কর্ত্তা তড়াগপ্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ। মধ্যেজলাশয়মিতি। পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বেত্যনেনাব্যয়ীভাবঃ ॥ ১৭৬ ॥

যূপ ইত্যাদি। চেদ্যদি যূপো নাগস্তম্ভঃ পূর্ব্বমেব স্থাপিতো ভবেৎ তদা নাগং ঘটেঽর্চ্চয়ন্ কর্ত্তা তজ্জলং ঘটসম্বন্ধিজলং তত্র তড়াগে নিঃক্ষিপ্য শিষ্টমবশেষং কর্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

এবং জলাশয়প্রতিষ্ঠাবিধানমুক্ত্বাথ গৃহপ্রতিষ্ঠাবিধানমাহ, এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়ামিত্যাদিভিঃ ॥ ১৭৮ ॥

অনন্তর, বিংশতিহস্ত-পরিমিত; উত্তম সরল কাষ্ঠনির্ম্মিত, একটি শুভদর্শন স্তম্ভ আনিয়া তাহাতে তৈল ও হরিদ্রা মাখাইবে। ১৭৩ পরে তীর্থবারি দ্বারা প্রণব ও ব্যাহৃতি পাঠ পূর্ব্বক ঐ স্তম্ভকে স্নান করাইবে এবং তাহাতে হ্রী শ্রী ক্ষমা ও শান্তি, এই শক্তিচতুষ্টয়ের সহিত জলরক্ষক নাগের অর্চ্চনা করিবে। ১৭৪ পরে 'নাগ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে নাগের নিকট প্রাথনা করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) নাগ! তুমি বিষ্ণুর শয্যা ও মহাদেবের বিভূষণ। এক্ষণে তুমি এই স্তম্ভে অধিষ্ঠান পূর্বক আমার এই জল রক্ষা কর। ১৭৫

কর্ম্মকর্ত্তা নাগের নিকট এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক জলাশয়ের মধ্যস্থলে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া সেই জলাশয় প্রদক্ষিণ করিবে। ১৭৬

যদি পূর্বে যূপ প্রোথিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘটের উপরি নাগের পূজা করিতে হইবে। পরে ঐ ঘটের জল ঐ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৭৭

বিধায়াত্র বিশেষেণ যজেদ্দেবং প্রজাপতিম্।
প্রাজাপত্যঞ্চ হবনং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥ ১৭৯॥
গৃহং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চয়ন্।
ঈশানাভিমুখো ভূত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ১৮০॥
প্রজাপতিপতে গেহ পুষ্পমাল্যাদিভূষিতঃ।
অস্মাকং শুভবাসায় সর্ব্বথা সুখদো ভব॥ ১৮১॥
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদমাচরেৎ।
বিপ্রান্ কুলীনান্ দীনাংশ্চ ভোজয়েদাত্মশক্তিতঃ॥ ১৮২॥

বিধায়েত্যাদি। অত্র গৃহসংস্কারে॥ ১৭৯॥
গৃহমিত্যাদি। ততঃ পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ গৃহং প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য গন্ধাদিনা গৃহমর্চ্চয়ন্ কর্ত্তা ঈশানাভিমুখো ভূত্বা বিহিতাঞ্জলিঃ সন্ গৃহং প্রার্থয়েৎ॥ ১৮০॥
গৃহং প্রতি প্রার্থনামেবাহ; প্রজাপতিপতে ইত্যাদ্যেকেন। প্রজাপতিঃ পতির্যস্য স প্রজাপতিপতিঃ তৎসম্বোধনে প্রজাপতিপতে ইতি॥ ১৮১॥ ১৮২॥

এইরূপ, গৃহ প্রতিষ্ঠাকালে জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্কল্প করিয়া কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায় বাস্তুপূজা প্রভৃতি বসুপূজা পর্য্যন্ত সমাধান পূর্ব্বক পিত্র্য কর্ম্ম ১৭৮ সম্পাদন করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ বিশেষরূপে দেব প্রজাপতির পূজা করিয়া প্রাজাপত্য হোম করিবেন। ১৭৯ পরে পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গৃহ প্রোক্ষিত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর গৃহকর্ত্তা ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া 'প্রজাপতিপতে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে। ১৮০ (প্রার্থনা মন্ত্রের অর্থ যথা—) গৃহ! প্রজাপতি তোমার অধিপতি দেবতা। তুমি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছ। আমাদিগের শুভ বাসের নিমিত্ত তুমি সর্বতোভাবে সুখদায়ক হও। ১৮১ পরে দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তিকর্ম সমাধান পূর্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে (৩৫৭)। তৎপরে কৌলদিগকে ব্রাহ্মণদিগকে ও দীনদরিদ্রদিগকে, যথাশক্তি ভোজন করাইবে। ১৮২

---

(৩৫৭)—কাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহা বলা হয় নাই। পরন্তু অন্যান্য তন্ত্রের বিধান অনুসারে কৌল, বেশ্যা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। এস্থলে বেশ্যা শব্দ দেখিয়া অনেকে চমকিত হইতে পারেন; পরন্তু বেশ্যাদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করা সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এমন কি দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় বা দুর্গোৎসব প্রভৃতির সময় বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা লইয়া

অন্যার্থন্তু প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়াত্র যোজয়েৎ।
দেবতাকৃতগেহস্য বিধানং শৃণু শৈলজে ॥ ১৮৩ ॥
ইত্থং সংস্কৃত্য ভবনং শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ।
দেবতাসন্নিধিং গত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮৪ ॥

অন্যার্থন্ত্বিত্যাদি। চেদ্যদ্যন্যার্থং গৃহস্য প্রতিষ্ঠা বিধীয়তে তদাত্র গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কর্ত্তব্যে সঙ্কল্পে তদ্বাসায়েতি যোজয়েৎ। হে শৈলজে পার্বতি দেবতাধীনকৃতগৃহদানস্য বিধানং ত্বং শৃণু ॥ ১৮৩ ॥

দেবতাকৃতগেহদানবিধানমেবাহ, ইত্থমিত্যাদিভিঃ। ইত্থং পূর্ব্বোক্তবিধানেন ভবনং গৃহং সংস্কৃত্য শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ সহ দেবতাসন্নিধিং গত্বা বিহিতাঞ্জলিঃ সন্ দেবতাং প্রার্থয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥

শৈলতনয়ে! যদি অন্যের নিমিত্ত গৃহপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে 'অস্মাকং শুভবাসায়' অর্থাৎ আমাদের শুভ বাসের নিমিত্ত না বলিয়া, 'অমুকস্য শুভবাসায়' অর্থাৎ যাহার বাসের নিমিত্ত, (ষষ্ঠ্যন্ত) তাহার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শুভবাসের নিমিত্ত এই পদ যোজনা করিতে হইবে। এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে গৃহপ্রতিষ্ঠার বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮৩

পূর্বোক্ত প্রকারে গৃহসংস্কার করিয়া শঙ্খ ও বাদ্যাদি ধ্বনিপূর্ব্বক দেবতাসমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে, ('উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের অর্থ যথা—) ১৮৪ দেবদেবেশ! উত্থান কর। তুমি ভক্ত-

---

তজ্জলে দেবতার অভিষেক করিলে দেবতার আবির্ভাব হয়, এরূপ বিধিও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। এই বেশ্যা যে কে, তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। অনেকে অজ্ঞাননিবন্ধন বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকার স্থলে কুলটার দ্বারের মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরন্তু গুপ্তসাধনতন্ত্রে সদাশিব বেশ্যার লক্ষণ নির্দেশ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "এবংবিধা ভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে। কুলটাসঙ্গমাদ্দেবি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ"।

ফলতঃ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেই বেশ্যা বলা হইয়া থাকে; ব্যভিচারিণী কুলটা বেশ্যা-শব্দবাচ্য নহে। কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এবং তাঁহাদের আবরণ দেবতাকে বেশ্যা বলা যায়। পূর্ণাভিষিক্তা শক্তি কোন মহাবিদ্যার আবরণ দেবতার মধ্যে সন্নিবিষ্টা হয়েন বলিয়া তিনিও 'বেশ্যা' এই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বেশ্যা সাত প্রকার; গুপ্তবেশ্যা, মহাবেশ্যা, কুলবেশ্যা, রাজবেশ্যা, দেববেশ্যা, ব্রহ্মবেশ্যা ও সর্ব্ববেশ্যা এই সপ্তবিধ বেশ্যার লক্ষণ গুপ্তসাধন তন্ত্রে এবং নিরুত্তরতন্ত্রে বিবৃত আছে।

উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদ।
আগত্য জন্মসাফল্যং কুরু মে করুণানিধে॥ ১৮৫॥
ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে দেবমানীয় সাধকঃ।
উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং ন্যসেৎ॥ ১৮৬॥
ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য ভবনোপরি।
রোপয়েন্মন্দিরেশানে সপতাকং ধ্বজং সুধীঃ॥ ১৮৭॥
চন্দ্রাতপৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ পুষ্পস্রক্‌চূতপল্লবৈঃ।
শোভয়িত্বা গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্দিব্যবাসসা॥ ১৮৮॥
উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ।
স্নাপয়েদ্বিহিতৈর্দ্রব্যৈঃ তৎক্রমং বচ্মি তে শৃণু॥ ১৮৯॥

যৎ প্রার্থয়েত্তদাহ, উত্তিষ্ঠেত্যাদিনা॥ ১৮৫॥

ইতীত্যাদি। সাধকো জন ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে গৃহসমীপে দেবমানীয় গৃহদ্বার্য্যুপস্থাপ্য চ তস্য পুরতো বাহনং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ॥ ১৮৬॥

ত্রিশূলমিত্যাদি। সুধীর্জনো ভবনোপরি ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য সংস্থাপ্য মন্দিরেশানে গৃহেশানকোণে সপতাকং পতাকাসহিতং ধ্বজং রোপয়েৎ॥১৮৭॥১৮৮॥

উত্তরাভিমুখমিত্যাদি। তৎক্রমং বক্ষ্যমাণেন বিধানেন বিহিতৈঃ দ্রব্যৈর্দেবস্নাপনস্য ক্রমম্॥ ১৮৯॥

বৃন্দের অভিলষিত ফলপ্রদান করিয়া থাক। করুণানিধে! তুমি নূতন প্রতিষ্ঠিত গৃহে আগমন পূর্ব্বক আমার জন্ম সফল কর। ১৮৫ সাধক এইরূপ অভ্যর্থনা পূর্ব্বক দেবতাকে গৃহসমীপে আনয়নানন্তর গৃহদ্বারে স্থাপন করিয়া সম্মুখে বাহন স্থাপন করিবে; ১৮৬ এবং ভবনের উপরিভাগে ত্রিশূল অথবা চক্র সন্নিবেশিত করিয়া, সুধী ব্যক্তি মন্দিরের ঈশানকোণে পতাকা সহিত ধ্বজারোপণ করিবে। ১৮৭ পরে চন্দ্রাতপ দ্বারা, কিঙ্কিণী দ্বারা, পুষ্পমাল্য দ্বারা ও চূতপল্লব দ্বারা ঐ মন্দির সুশোভিত করিয়া দিব্য বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। ১৮৮ অনন্তর দেবতাকে উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধানানুসারে বিধিবিহিত দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইবে। এক্ষণে স্নানের ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮৯

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়॥ ১৯০॥
প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথা মূলং নিযোজয়ন্।
দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব॥ ১৯১॥
পুনর্বীজত্রয়ং মূলং সর্বানন্দকরেতি চ।
মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু॥ ১৯২॥

তৎক্রমমেবাহ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিত্যাদিভিঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ তদন্তে চ দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়েতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা পূর্বং দুগ্ধেন দেবং স্নাপয়েৎ॥ ১৯০॥

প্রোক্তেত্যাদি। ততঃ পরং প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথৈব মূলং মন্ত্রং বিনিযোজয়ন্ তদন্তে চ দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভবেতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা দধ্না দেবং স্নাপয়েৎ॥ ১৯১॥

পুনরিত্যাদি। পুন ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি বীজত্রয়ং সমুচ্চরন্ তদন্তে চ মূলং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ তদন্তে সর্বানন্দকরেতি সমুচ্চরন্ তদন্তে চ মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ইতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা মধুনা দেবং স্নাপয়েৎ॥ ১৯২॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রের পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে 'দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়' অর্থাৎ দেব। আমি তোমাকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইতেছি তুমি আমাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন কর, এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। ১৯০ পরে, আবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উচ্চারণ পূর্বক মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব' অর্থাৎ দেব! আমি তোমকে দধি দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি সংসারের সন্তাপ দূর কর, এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দধি দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। ১৯১ পুনর্বার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও বীজ পাঠ পূর্বক 'সর্বানন্দকর' ইত্যাদি মন্ত্র (৩৫৮) পাঠ করিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) সর্বানন্দকর! আমি তোমাকে মধু দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি প্রীত হইয়া আমাকে আনন্দময় কর। ১৯২ পরে পুনর্ব্বার পূর্বের ন্যায় মূলমন্ত্র, গায়ত্রী ও

---

(৩৫৮)—মন্ত্র যথা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ (বীজ) সর্বানন্দকর মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু।

প্রাগ্বন্মূলং সমুচ্চার্য্য সাবিত্রীং প্রণবং স্মরন্।
দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা
স্নানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু॥ ১৯৩॥
তদ্বন্মূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহৃতিং সমুদীরয়ন্।
দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতম্॥ ১৯৪॥
তথা মূলং সমুচ্চার্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্।
বিধাত্রা নির্মিতৈর্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ।
নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে॥১৯৫॥

প্রাগ্বদিত্যাদি। প্রাগ্বদেব মূলং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ সাবিত্রীং গায়ত্রীং প্রণবমোঙ্কারং চ স্মরন্ দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা স্নানন্তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু॥ ইতি স্মরন্ কর্ত্তা ঘৃতেন দেবং স্নাপয়েৎ। আয়ুঃ-শুক্রেণ আয়ুঃশুক্রবর্দ্ধকেন। তেজসা তেজোজনকেন॥ ১৯৩॥

তদ্বদিত্যাদি। তদ্বদেব মূলমন্ত্রং গায়ত্রীং ব্যাহৃতিঞ্চ সমুদীরয়ন্ ততো দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতমিতি চ সমুদীরয়ন্ কর্ত্তা শর্করা-তোয়ৈর্দেবং স্নাপয়েৎ॥ ১৯৪॥

তথেত্যাদি। তথৈব মূলং মন্ত্রং গায়ত্রীং বারুণং মনুং বমিতি মন্ত্রং চ সমুচ্চার্য্য ততো বিধাত্রা নির্মিতৈর্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ। নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে॥ ইতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা নারিকেলজলৈর্দেবং স্নাপয়েৎ॥১৯৫॥

প্রণব স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ 'দেবপ্রিয়েণ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) হে ঈশ্বর! আয়ুঃ শুক্র ও তেজের বর্দ্ধক দেবপ্রিয় ঘৃত দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, তুমি সর্ব্বদা আমাকে নীরোগ কর। ১৯৩ এইরূপ মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক 'দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শর্করাজল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেবেশ! তোমাকে শর্করাজলে স্নান করাইতেছি, তুমি আমার বাঞ্ছিত ফল প্রদান কর। ১৯৪ এইরূপ পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও বঁ এই বরুণবীজ উচ্চারণ করিয়া 'বিধাত্রা' ইত্যাদি মন্ত্রে নারিকেল-জল দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেব! বিধাতা কর্ত্তৃক বিনির্মিত দিব্য প্রিয় স্নিগ্ধ অলৌকিক নারিকেল-জল দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি তোমাকে নমস্কার। ১৯৫ পরে গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ

গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েদিক্ষুজৈরসৈঃ ॥ ১৯৬ ॥
কামবীজং তথা তারং সাবিত্রীং মূলমীরয়ন্।
কর্পূরাগুরুকাশ্মীরকস্তূরীচন্দনোদকৈঃ।
সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥১৯৭॥
ইত্যষ্টকলসৈঃ স্নানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্।
গৃহাভ্যন্তরমানীয় স্থাপয়েদাসনোপরি ॥ ১৯৮ ॥
স্নাপনার্হা ন চেদর্চা তদ্‌যন্ত্রে বাপি তন্মনৌ।
শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯ ॥

গায়ত্র্যেত্যাদি। ততো গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ চ ইক্ষুজৈঃ রসৈর্দেবং স্নাপয়েৎ ॥১৯৬॥

কামবীজমিত্যাদি। কামবীজং ক্লীমিতি বীজং তথা তারম্ ওঁকারং সাবিত্রীং গায়ত্রীং মূলং মন্ত্রং চেরয়ন্নুচ্চরন্ ততঃ কর্পূরাগুরুকাশ্মীরকস্তূরীচন্দনোদকৈঃ। সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ইতি চোদীরয়ন্ কর্ত্তা কর্পূরাদি-বাসিতৈর্জলৈর্দেবং স্নাপয়েৎ। কাশ্মীরং কুঙ্কুমম্ ॥ ১৯৭ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যনেনৈব বিধানেন ক্রমেণ চাষ্টকলসৈরষ্টকলসপরিমিতৈ-র্হ্ব্বাদিভিঃ স্নানং কারয়িত্বা গৃহাভ্যন্তরমানীয় চ জগৎপতিং দেবমাসনোপরি স্থাপয়েৎ ॥ ১৯৮ ॥

স্নাপনার্হেত্যাদি। চেদ্‌যদ্যর্চ্চা দেবতাপ্রতিমা স্নাপনার্হা স্নাপনযোগ্যা ন ভবেৎ তদা তদ্‌যন্ত্রে দেবতাযন্ত্রে তন্মনৌ তদ্দেবতামন্ত্রে বা শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯ ॥

করিয়া ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। ১৯৬ অনন্তর ক্লীঁ ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'কর্পূরাগুরু' ইত্যাদি মন্ত্রে কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী ও চন্দনোদক দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেব! কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী ও চন্দনোদক দ্বারা উত্তম রূপে স্নাত হইয়া তুমি সুপ্রীত হও, এবং আমাকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান কর। ১৯৭

এইরূপে জগৎপতিকে ক্রমে অষ্ট কলস দ্বারা স্নান করাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া আসনোপরি স্থাপন করিবে। ১৯৮ যদি দেবপ্রতিমা স্নান করাইবার উপ-যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই দেবতার যন্ত্রে, মন্ত্রে অথবা শালগ্রামশিলাতে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। ১৯৯ যদি কেহ, ইহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে মূলমন্ত্র

অশক্তৌ মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্ছুদ্ধপাথসাম্।
অষ্টভিঃ কলসৈর্যদ্বা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্যথা ॥ ২০০ ॥
ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতং চক্রপূজনে।
সর্বত্রাগমকৃত্যেষু স এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০১ ॥
ততো যজেন্মহাদেবং স্বস্বপূজাবিধানতঃ।
তত্রোপচারান্ বক্ষ্যামি শৃণু দেবি পরাৎপরে ॥ ২০২ ॥
আসনং স্বাগতং পাদ্যম্ অর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে ॥ ২০৩ ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।
দেবার্চনাসু নির্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥ ২০৪ ॥

অশক্তাবিত্যাদি। দুগ্ধাদিভির্দেবতায়াঃ স্নাপনেঽশক্তৌ সত্যাং মূলমন্ত্রেণ শুদ্ধপার্থসাং শুদ্ধানাং জলানামষ্টভিঃ সপ্তভিঃ পঞ্চভির্বা কলসৈর্যথাবদ্দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ২০০ ॥ ২০১ ॥

ততঃ ইত্যাদি। মহাদেবং মহান্তম্ দেবম্। তত্র দেবযজনে ॥ ২০২ ॥

উপচারানেবাহ, আসনমিত্যাদিভিঃ ॥ ২০৩ ॥

পাঠ পূর্ব্বক অষ্টকলস, সপ্তকলস অথবা পঞ্চকলস বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা স্নান করাইবে। ২০০

পূর্বে চক্রপূজা স্থলে ঘটের যেরূপ পরিমাণ বলিয়াছি, সমুদায় আগমোক্ত কার্য্যেই সেইরূপ ঘট বিধিবিহিত হইতেছে। ২০১

পরে স্বস্ব-কল্পোক্ত পূজাবিধানানুসারে সেই মহিমান্বিত দেবের পূজা করিতে হইবে। পরাৎপরে দেবি! ঐ দেবপূজা বিষয়ে উপচার অর্থাৎ নিবেদনীয় বস্তু সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২০২

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, ২০৩ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার, এই ষোড়শ উপচার দেবার্চ্চনা বিষয়ে নির্দিষ্ট আছে (৩৫৯)। ২০৪

---

(৩৫৯)—এই মহানির্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাসে অন্যবিধ ষোড়শোপচার নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ ও প্রণাম। এই ষোড়শোপচার

পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কাচমৌ তথা।
গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥ ২০৫ ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চাপি কালিকে।
পঞ্চোপচারাঃ কথিতা দেবতায়াঃ প্রপূজনে ॥ ২০৬ ॥
অস্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাখ্যানং সমুল্লিখেৎ ॥ ২০৭ ॥
বক্ষ্যমাণমনুং স্মৃত্বা মূলঞ্চ দেবতাভিধাম্।
সচতুর্থীং সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৮ ॥

গন্ধপুষ্পে ইত্যাদি। নির্দ্দিষ্টাঃ কথিতাঃ ॥ ২০৪ ॥ ২০৫ ॥ ২০৬ ॥

অথাসনাদিসমর্পণবিধিমাহ, অস্ত্রেণেত্যাদিনা। অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণার্ঘ্যা-ম্ভসার্ঘ্যজলেন দ্রব্যমাসনাদিকং প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য তদুপরি ধেনুং ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়ন্ সাধকো গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যং সম্পূজ্য দ্রব্যাখ্যানং দ্রব্যনাম সমুল্লিখেদুচ্চারয়েৎ বক্ষ্যমাণং মনুং স্মৃত্বা মূলং মন্ত্রং সচতুর্থীং দেবতাভিধাং চ সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥

পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য এই সমুদায়কে দশোপচার বলে। ২০৫

কালিকে! দেবতার পূজাতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, এই পাঁচটিকে পঞ্চোপচার বলে। ২০৬ (উপচার নিবেদনের প্রণালী যথা—)

ফট্ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যবারি দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষিত করিয়া ধেনু-মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে। ২০৭ পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র ও চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া যথাযথ ত্যাগার্থবোধক বাক্য অর্থাৎ নমঃ প্রভৃতি পাঠ করিবে (৩৬০)। ২০৮

রহস্যপূজায় এবং এস্থলে নির্দ্দিষ্ট আসন প্রভৃতি ষোড়শোপচার দিবাপূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন্ত্ররত্নাবলীর মতে ষোড়শোপচার যথা ;—

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনং ততঃ।

তাম্বূলমর্চ্চনাস্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়াম্। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়াম্ উপচারাংস্তু ষোড়শ ॥

(৩৬০) প্রায় সমুদায় তন্ত্রেই বিধান আছে যে, অগ্রে বীজ পাঠ পূর্ব্বক দ্রব্যের নাম

নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্তুষু।
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দ্রব্যং দদ্যাদ্দিবৌকসে ॥ ২০৯ ॥
আদ্যার্চ্চনবিধৌ পূর্ব্বং পাদ্যার্ঘ্যাদিনিবেদনম্।
অর্পণং কারণাদীনাং সর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২১০ ॥
অনুক্তমন্ত্রা যে তত্র তানেবাত্র শৃণু প্রিয়ে।
আসনাদ্যুপচারাণাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ ॥ ২১১ ॥
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পয়াম্যুপবেশার্থম্ আসনন্তে নমো নমঃ ॥ ২১২ ॥

নিবেদনেত্যাদি। দিবৌকসে দেবায় ॥ ২০৯ ॥ ২১০ ॥ ২১১ ॥
আদ্যার্চ্চনবিধাবনুক্তান্মন্ত্রানেব ক্রমেণাহ, সর্বভূতান্তরস্থায়েত্যাদিনা। হে দেব সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরে তিষ্ঠতীতি সর্বভূতান্তরস্থস্তস্মৈ সর্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মনে তে তুভ্যমুপবেশার্থমাসনং কল্পয়ামি সমর্পয়ামি তে তুভ্যং নমো নমোঽস্তু অনেন মন্ত্রেণ দেবায়াসনং দদ্যাৎ ॥ ২১২ ॥

যে বস্তু দেবতাকে প্রদান করিতে হইবে, তাহার নিবেদন-বিধি কহিলাম। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই বিধানানুসারে দেবতাকে দ্রব্য প্রদান করিবেন। ২০৯

পূর্বে আদ্যাকালিকার পূজাবিধিস্থলে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির নিবেদন ও কারণাদির অর্পণ বিধি সমুদায়ই প্রকাশ করিয়াছি। ২১০ প্রিয়ে! সে স্থলে যে সমুদায় মন্ত্র কথিত হয় নাই, তাহা এই স্থলে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আসন প্রভৃতি উপচার প্রদানের সময় এই সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ২১১

(আসন-প্রদান-মন্ত্রের অর্থ যথা—) দেব! যদিও তুমি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছ; যদিও তুমি সর্বভূতের অন্তরাত্মা; তথাপি তোমার উপ-

---

উল্লেখ করিবে; পশ্চাৎ চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া ত্যাগার্থবোধক 'নমঃ' বা 'নিবেদয়ামি' প্রভৃতি যে কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও ষষ্ঠ উল্লাসে কথিত হইয়াছে যে, 'মূলমেতত্তু সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্। নিবেদয়ামীষ্টদেব্যৈ' ইত্যাদি। এস্থলেও দ্রব্য উল্লেখের পূর্বে বীজ পাঠের বিধি দেখা যাইতেছে। পরন্তু এখানে কি নিমিত্ত বীজপাঠের পূর্বে দ্রব্যের উল্লেখ হইল, বলা যায় না। এই মহানির্বাণতন্ত্রে আর এক স্থলেও আছে, 'আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্।' অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

উক্তক্রমেণ দেবেশি প্রদায়াসনমুত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্বাগতং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ২১৩ ॥
দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্য বাঞ্ছন্তি দর্শনম্।
সুস্বাগতং স্বাগতন্মে তস্মৈ তে পরমাত্মনে ॥ ২১৪ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাগতং যত্ত্বয়া তন্মে তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ২১৫ ॥
দেবমামন্ত্র্য সংপ্রার্থ্য স্বাগতপ্রশ্নমম্বিকে।
বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১৬ ॥

উক্তেত্যাদি। হে দেবেশি উক্তক্রমেণ দেবায়োত্তমমাসনং প্রদায় ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ মিত্যাদিমন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন্নমুকদেব ত্বয়া স্বাগতং সুস্বাগতমিতি স্বাগতং ভক্ত্যা দেবং প্রতি প্রার্থয়েৎ ॥ ২১৩ ॥

দেবা ইত্যাদি। হে পরমাত্মন্ যস্য ভবতো দর্শনং দেবা অপি স্বাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং বাঞ্ছন্তি তেন ত্বয়া মে মদর্থং স্বাগতং সুস্বাগতং তস্মৈ পরমাত্মনে তে তুভ্যং নমঃ ॥ ২১৪ ॥

অদ্যেত্যাদি। হে দেব যদ্‌যতস্ত্বয়া স্বাগতং তৎ ততো হেতোরদ্য মে মম জন্ম জীবনঞ্চ সফলং জাতম্। ক্রিয়া অপি সফলা জাতাঃ। মে মম তপসামপি ফলমাগতম্ ॥ ২১৫ ॥

দেবমিত্যাদি। হে অম্বিকে দেবমামন্ত্র্য সম্বোধ্য উক্তমন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন্ স্বাগত-প্রশ্নং সংপ্রার্থ্য বিহিতং পাদ্যমাদায় গৃহীত্বা এনং মন্ত্রমুদীরয়েদ্বদেৎ ॥ ২১৬ ॥

বেশনার্থ আমি আসন কল্পনা করিতেছি; তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার, অর্থাৎ, যদিও তুমি সর্বদা সর্ব্বত্রাবস্থায়ী ও সর্ব্বাত্মা অতএব অসীম; তথাপি আমি আমার জ্ঞান ও অধিকার অনুসারে (সসীম জ্ঞানে) ক্ষুদ্র আসনে তোমার উপবেশন কল্পনা করিতেছি। ২১২ দেবেশি! এই মন্ত্র দ্বারা বিধিবিহিত উত্তম আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রশ্ন করিবে। ২১৩

(স্বাগতপ্রশ্নমন্ত্রের অর্থ যথা—) দেবদেব! স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবতারা পর্য্যন্তও যাঁহার দর্শন কামনা করেন, তুমিই সেই পরমাত্মা; আমার নিমিত্ত তোমার স্বাগত অর্থাৎ শুভাগমন সুস্বাগত অর্থাৎ অনায়াসসিদ্ধ হইয়াছে? ২১৪ অদ্য তোমার শুভাগমনে আমার জন্ম সফল হইল, জীবন সার্থক হইল, ক্রিয়া সমুদায়ও সফল হইল; আমি অদ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত

যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগত্রয়ম্।
তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্॥ ২১৭॥
পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ।
তস্মৈ সর্ব্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে॥ ২১৮॥
জাতীলবঙ্গকক্কোলৈঃ জলং কেবলমেব বা।
প্রোক্ষিতার্চ্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ॥ ২১৯॥
যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ।
তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচমং কল্পয়ামি তে॥ ২২০॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমাহ, যৎপাদজলেত্যাদি। হে পরমেশ্বর যৎপাদজলসংস্পর্শা-জ্জগত্রয়ং শুদ্ধিমাপ জগাম তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থে তে তুভ্যং পাদ্যমহং কল্পয়ামি সমর্পয়ামি ইমং মন্ত্রমুদীর্য্য দেবায় পাদ্যং দদ্যাৎ॥ ২১৭॥

পরমানন্দসন্দোহ ইত্যাদি। পরমানন্দসন্দোহঃ পরমানন্দসমূহঃ। অনেন মন্ত্রেণ দেবায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ॥ ২১৮॥

জাতীত্যাদি। প্রোক্ষিতমর্চ্চিতং চ জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্বাসিতং জলং কেবলমেব বা জলমাদায়ানেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ দেবায়ার্পয়েৎ॥ ২১৯॥

তমেব মন্ত্রমাহ, যদুচ্ছিষ্টমিত্যাদি। এতি প্রাপ্নোতি। অনেন মন্ত্রেণাচমনীয়ং দেবতামুখে দদ্যাৎ॥ ২২০॥

হইলাম। ২১৫ অম্বিকে! এইরূপে দেবতাকে আমন্ত্রণ ও প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বাগত-প্রশ্ন করিবে।

অনন্তর যথাবিহিত পাদ্য গ্রহণ পূর্বক নিম্নলিখিত পাদ্যদানের মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ২১৬ (মন্ত্রার্থ যথা— যাঁহার পাদোদক-স্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে, তাঁহার পাদপদ্মপ্রক্ষালনের নিমিত্ত আমি এই পাদ্য প্রদান করিতেছি। ২১৭

(অর্ঘ্য-মন্ত্রের অর্থ যথা—যাঁহার প্রসাদে পরমানন্দসন্দোহ উৎপন্ন হয়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা সেই দেবতাকে আমি এই আনন্দার্ঘ্য প্রদান করি-তেছি। ২১৮

অনন্তর জাতি লবঙ্গ কক্কোল প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত জল অথবা কেবল বিশুদ্ধ জল প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিয়া আচমনীয় মন্ত্র পাঠ পূর্বক আচমনার্থ অর্পণ করিবে। ২১৯ (আচমনীয় মন্ত্রের অর্থ যথা—) এই অপবিত্রময় সমুদায়

মধুপর্কং সমাদায় ভক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২১ ॥

তাপত্রয়বিনাশার্থম্ অখণ্ডানন্দহেতবে।

মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২২২ ॥

অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ।

অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২২৩ ॥

স্নানার্থং জলমাদায় প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিতমর্চিতম্।

নিধায় দেবপুরতো মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪ ॥

মধুপর্কমিত্যাদি। ততো ভক্ত্যা মধুপর্কং সমাদায়ানেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ দেবায় সমর্পয়েৎ ॥ ২২১ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, তাপত্রয়বিনাশার্থ মিত্যাদি ॥ ২২২ ॥

অশুচিরিত্যাদি। ততঃ অশুচিঃ শুচিতামেতীত্যাদিনা মন্ত্রেণ পুনর্দ্দেবতামুখে আচমনীয়ং দদ্যাৎ ॥ ২২৩ ॥

স্নানার্থ মিত্যাদি। ততঃ প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিতমর্চ্চিতং চ স্নানার্থং জলমাদায় দেবপুরতো নিধায় সংস্থাপ্য চৈনং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪ ॥

জগৎ যে মুখারবিন্দের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে পবিত্র হয়, তোমার সেই মুখারবিন্দে আচমনীয় প্রদান কল্পনা করিতেছি। ২২০

পরে মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক সমর্পণ করিবে। ২২১ (মধুপর্কের মন্ত্রার্থ যথা—) পরমেশ্বর! আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় বিনাশের নিমিত্ত এবং অখণ্ড আনন্দ সম্ভোগের নিমিত্ত (অখণ্ড আনন্দের কারণ) তোমাকে আমি মধুপর্ক প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। ২২২

(পুনরাচমনীয় প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) যৎস্পৃষ্ট বস্তু স্পর্শমাত্রে অশুচি বস্তুও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ শুচি হইয়া উঠে, তোমার সেই বদনকমলে পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি। ২২৩

পরে স্নানার্থ জল গ্রহণ পূর্বক পূর্বের ন্যায় প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিবার পর দেবতার সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত স্নানীয় মন্ত্র পাঠ করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) ২২৪দেব তুমি জগতের আধার; তোমার তেজে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে;

যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ।
তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে॥ ২২৫ ॥
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্।
অন্যদ্রব্যপ্রদানান্তে দদ্যাত্তোয়ং সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২২৬॥
বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং পূর্ববর্ত্মনা।
ধৃত্বা করাভ্যামুত্তোল্য পঠেদেনং মনুং সুধীঃ ॥ ২২৭॥
সর্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ২২৮॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমাহ, যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তমিত্যাদিনা। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় স্নানার্থং জলং দদ্যাৎ॥ ২২৫ ॥ ২২৬ ॥ ২২৭ ॥

যং মনুং পঠেত্তমাহ, সর্ব্বাবরণহীনায়েত্যাদিনা। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় বস্ত্রে দদ্যাৎ॥ ২২৮ ॥ ২২৯ ॥

তোমা হইতে এই জগৎ উৎপন্নও হইয়াছে। অতএব যদিও তুমি অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি সামান্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বশবর্ত্তী আমি তোমার স্নানের নিমিত্ত এই জল অর্পণ করিতেছি। ২২৫

স্নানীয় বসন ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার পর পুনরায় একবার করিয়া আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্য প্রদানের পর কেবল এক একবার জল দিবে। ২২৬

জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার সম্মুখে পূর্বোক্ত বিধানে পরিশোধিত বস্ত্র আনয়ন করিয়া তাহা দুই হস্তে ধারণ পূর্বক উত্তোলন করিয়া 'সর্বাবরণহীনায়' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—)২২৭ যদিও তোমার কোন আবরণ নাই, তথাপি তুমি অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া দ্বারা নিজ তেজ প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ অন্যের দুর্জ্ঞেয় করিয়া রাখিয়াছ। ঈদৃশ অবস্থায় আমি তোমার পরিধানের নিমিত্ত এই বস্ত্র প্রদান কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার। ২২৮

ততঃ কর্পূরখদির-লবঙ্গৈলাদিভির্যুতম্।
তাম্বূলং পুনরাচম্যং দত্ত্বা বন্দনমাচরেৎ ॥ ২৩৭ ॥
উপচারাধারদানে সাধারদ্রব্যমুল্লিখেৎ।
দদ্যাদ্বা পৃথগাধারং তত্তন্নাম সমুচ্চরন্ ॥ ২৩৮ ॥
ইত্থমর্চ্চিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
সাচ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৩৯ ॥
গেহ ত্বং সর্ব্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদঃ।
দেবতাস্থিতিদানেন সুমেরুসদৃশো ভব ॥ ২৪০ ॥
ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুণ্ঠঃ ত্বং ব্রহ্মভবনং গৃহ।
যত্ত্বয়া বিধৃতো দেবঃ তস্মাত্ত্বং সুরবন্দিতঃ ॥ ২৪১ ॥

এনং কং পঠেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, গেহ ত্বমিত্যাদিনা ॥ ২৪০ ॥ ২৪১ ॥

অনন্তর কর্পূর খদির এলাচি লবঙ্গ প্রভৃতির সহিত তাম্বূল এবং পূর্বোক্ত মন্ত্রে পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। ২৩৭

যদি উপচারের সহিত আধার প্রদান করা হয়: তাহা হইলে আধার সহিত দ্রব্যের উল্লেখ করিতে হইবে। অথবা সেই সেই আধারের নাম উল্লেখ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রদান করিবে (৩৬২)। ২৩৮

এইরূপে দেবতার পূজা পূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আচ্ছাদনের সহিত সেই গৃহ প্রোক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে 'গেহ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ২৩৯ (মন্ত্রার্থ যথা—) গৃহ! তুমি সমুদায় লোকের পূজ্য এবং পুণ্যপ্রদ ও যশঃপ্রদ। তুমি দেবতাকে স্থান দান করিয়া সুমেরুর সদৃশ হও। ২৪০ গৃহ! তুমি যখন দেবতাকে ধারণ করিতেছ, তখন তুমিই কৈলাস,

---

(৩৬২)—তন্মন্ত্র যথা। (বীজপাঠ পূর্বক) ইদং সাধারপাদ্যম্ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপ 'ইদং সাধারমর্ঘ্যম্,' 'ইদং সাধারমাচমনীয়ম্' ইত্যাদি। আধার পৃথক্ উৎসর্গ করিতে হইলে 'এষ পাদ্যাধারঃ', 'এষ নৈবেদ্যাধারঃ', এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে।

যস্য কুক্ষৌ জগৎ সর্ব্বং বরীভর্ত্তি * চরাচরম্।
মায়াবিধৃতদেহস্য তস্য মূর্ত্তের্বিধারণাৎ ॥ ২৪২ ॥
দেবমাতৃসমস্ত্বং হি সর্ব্বতীর্থময়স্তথা।
সর্ব্বকামপ্রদো ভূত্বা শান্তিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ২৪৩ ॥
ইত্যভ্যর্থ্য ত্রিরভ্যর্চ্চ্য গৃহং চক্রাদিসংযুতম্।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্দেবায় সাধকঃ ॥ ২৪৪ ॥
বিশ্বাবাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবেদিতম্।
অঙ্গীকুরু মহেশান কৃপয়া সন্নিধীয়তাম্ ॥ ২৪৫ ॥

যস্যেত্যাদি। কুক্ষৌ উদরে ॥ ২৪২ ॥ ২৪৩ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি গৃহমভ্যর্থ্য ত্রিস্ত্রিবারমভ্যর্চ্চ্য চ সাধকশ্চক্রাদিসংযুতং গৃহমাত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দেবায় দদ্যাৎ ॥ ২৪৪ ॥

বিশ্বেত্যাদি। বিশ্বমাবাসো গৃহং যস্য স বিশ্বাবাসঃ তস্মৈ ॥ ২৪৫ ॥

তুমিই বৈকুণ্ঠ, তুমিই ব্রহ্মভবন; এবং এই নিমিত্তই তুমি দেবতাদিগেরও পূজনীয়। ২৪১ যিনি নিজ কুক্ষিমধ্যে সমুদায় চরাচর জগৎ নিরন্তর ধারণ করিতেছেন, তিনি মায়াময় দেহ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহার সেই মূর্ত্তি ধারণ করিতেছ। ২৪২ অতএব তুমি দেবমাতৃসদৃশ এবং সর্ব্বতীর্থময়। তুমি আমার সমুদায় অভিলষিত প্রদান কর; তুমি আমার শান্তি বিধান কর; তোমাকে নমস্কার। ২৪৩

সাধক চক্রাদি-সমন্বিত গৃহের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তিন বার তাহার অর্চনা করিবে। পরে আপনার কামনা উল্লেখ করিয়া দেবতার উদ্দেশে সেই গৃহ উৎসর্গ করিবে। ২৪৪ (উৎসর্গমন্ত্রের অর্থ যথা—) মহেশ্বর! যদিও তুমি জগতের আবাস, তথাপি তোমার বাসের নিমিত্ত আমি এই গৃহ উৎসর্গ করিলাম; তুমি কৃপা করিয়া প্রতিগ্রহ কর ও এই গৃহে সন্নিধান পূর্ব্বক অধিষ্ঠান কর। ২৪৫

---

* বরীবর্ত্তি ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যুক্ত্বার্পিতগেহায় দেবায় দত্তদক্ষিণঃ।
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষৈস্তং স্থাপয়েদ্বেদিকোপরি ॥ ২৪৬ ॥
স্পৃষ্ট্বা দেবপদদ্বন্দ্বং মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
স্থাঁ স্থীঁ স্থিরো ভবেত্যুক্ত্বা বাসস্তে কল্পিতো ময়া।
ইতি দেবং স্থিরীকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ২৪৭ ॥
গৃহ দেবনিবাসায় সর্ব্বথা প্রীতিদো ভব।
উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে লোকাঃ স্থিরাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥ ২৪৮ ॥
দ্বিসপ্তাতীতপুরুষান্ দ্বিসপ্তানাগতানপি।
মাং চ মে পরিবারাংশ্চ দেবধাম্নি নিবাসয় ॥ ২৪৯ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি প্রার্থনাবাক্যং দেবং প্রত্যুক্ত্বা অর্পিতং দত্তং গেহং যস্মৈ সোঽর্পিতগেহঃ তস্মৈ অর্পিতগেহায় দেবায় দত্তদক্ষিণঃ সন্ সাধকঃ শঙ্খতূর্য্যাদি-ঘোষৈস্তং দেবং বেদিকোপরি স্থাপয়েৎ ॥ ২৪৬ ॥

স্পৃষ্ট্বেত্যাদি। ততো দেবপদদ্বন্দ্বং স্পৃষ্ট্বা পূর্ব্বং মূলমন্ত্রসংযুতেন স্থাঁ স্থীঁ স্থিরো ভব বাসস্তে কল্পিতো ময়েতি মন্ত্রেণ দেবং স্থিরীকৃত্য পুনর্ভবনং গৃহং প্রার্থয়েৎ ॥ ২৪৭ ॥

ননু ভবনং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, গৃহ দেবনিবাসায়েত্যাদিনা। উৎসৃষ্টে দত্তে। নিরাময়াঃ উপদ্রবশূন্যাঃ ॥ ২৪৮ ॥ ২৪৯ ॥ ২৫০ ॥

এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশে গৃহ উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা প্রদানানন্তর শঙ্খ তূর্য্য প্রভৃতির নির্ঘোষ সহকারে সেই দেবতাকে বেদীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে। ২৪৬ অনন্তর দেবতার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 'স্থাঁ স্থীঁ স্থিরো ভব বাসস্তে কল্পিতো ময়া।' অর্থাৎ তুমি এই স্থানে স্থিরতর হইয়া থাক; আমি এই গৃহে তোমার বাসস্থান কল্পনা করিলাম; এই মন্ত্র বলিয়া দেবতাকে স্থির করিয়া 'গৃহ দেবনিবাসায়' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার গৃহের নিকট প্রার্থনা করিবে যে, ২৪৭ গৃহ! তুমি দেবতার নিবাস বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রীতিদায়ক হও; আমি তোমাকে উৎসর্গ করিলাম; আমার নিমিত্ত স্বর্গলোকও সুস্থির ও নিরুপদ্রব হউক। ২৪৮ আমার দ্বিসপ্ততিসংখ্য পূর্ব্বপুরুষকে, আমার

যজনাৎ সর্ব্বযজ্ঞানাং সর্ব্বতীর্থ নিষেবণাৎ।
যৎ ফলং তৎ ফলং মেঽদ্য জায়তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ২৫০॥
যাবদ্বসুন্ধরা তিষ্ঠেৎ যাবদেতে ধরাধরাঃ।
যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবন্মে বর্ত্ততাং কুলম্॥ ২৫১॥
ইতি প্রার্থ্য গৃহং প্রাজ্ঞঃ পুনর্দেবং সমর্চ্চয়ন্।
দর্পণাদ্যন্যবস্তূনি ধ্বজং চাপি নিবেদয়েৎ॥ ২৫২॥
ততস্তু বাহনং দদ্যাৎ যস্মিন্ দেবে যথোদিতম্।
শিবায় বৃষভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ২৫৩॥
বৃষভ ত্বং মহাকায়ঃ তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽরিঘাতকঃ।
পৃষ্ঠে বহসি দেবেশং পূজ্যোঽসি ত্রিদশৈরপি॥ ২৫৪॥

যাবদিত্যাদি। ধরাধরাঃ পর্ব্বতাঃ॥ ২৫১॥ ২৫২॥ ২৫৩॥
ননু বৃষভং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, বৃষভ ত্বমিত্যাদিনা॥ ২৫৪॥

দ্বিসপ্ততিসংখ্য অধস্তন পুরুষকে এবং আমাকে ও আমার পরিবারগণকে দেবলোকে বাস করাও। ২৪৯ সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, সর্ব্ব-তীর্থে গমন করিলে যে ফল হয়, অদ্য তোমার প্রসাদে আমার সেই সমস্ত ফল হউক। ২৫০ যতকাল পৃথিবী থাকিবে, যতকাল পর্ব্বত সমুদায় থাকিবে, এবং যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল আমার বংশ স্থায়ী হউক। ২৫১

জ্ঞানী ব্যক্তি গৃহের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনর্বার দেবতার পূজা পূর্ব্বক ধ্বজ এবং দর্পণ ছত্র চামর প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সমুদায় নিবেদন করিবে। ২৫২ অনন্তর যে দেবের যে বাহন বিহিত ও নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই দেবের উদ্দেশে তাহা দান করিবে। যদি শিবপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে শিবকে বৃষভ দান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'বৃষভ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে যে, ২৫৩ বৃষভ! তুমি মহাকায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রুসংহারকারী। তুমি দেবদেব মহাদেবকে পৃষ্ঠে বহন কর, সুতরাং দেবগণও তোমার পূজা করিয়া থাকেন। ২৫৪

ক্ষুরেষু সর্ব্বতীর্থানি রোম্নি বেদাঃ সনাতনাঃ ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৫ ॥
ত্বয়ি দত্তে মহাভাগ সুপ্রীতঃ পার্ব্বতীপতিঃ ।
বাসং দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা ॥ ২৫৬ ॥
সিংহং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ গরুড়ং বিষ্ণবে তথা ।
যথা স্তূয়ান্মহেশানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৫৭ ॥
সুরাসুরনিযুদ্ধেষু মহাবলপরাক্রমঃ ।
দেবানাং জয়দো ভীমো দনুজানাং বিনাশকৃৎ ॥ ২৫৮ ॥
সদা দেবীপ্রিয়োঽসি ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রিয়ঃ ।
দেব্যৈ সমর্পিতো ভক্ত্যা জহি শত্রূন্নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৯ ॥

ক্ষুরেষ্বিত্যাদি । দশনাগ্রে দন্তাগ্রে ॥ ২৫৫ ॥
ত্বয়ীত্যাদি । সুপ্রীতঃ ভবতু ইতি শেষঃ ॥ ২৫৬ ॥ ২৫৭ ॥
সিংহস্তুতিমেব বিদধাতি, সুরাসুরেত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৫৮ ॥ ২৫৯ ॥

তোমার ক্ষুরচতুষ্টয়ে সমুদায় তীর্থ ও রোমসমুদায়ে সমুদায় সনাতন বেদমন্ত্র, এবং তোমার দশনাগ্রে সমুদায় নিগম আগম ও অন্যান্য তন্ত্র অবস্থিতি করিতেছে। ২৫৫ মহাভাগ ! আমি মহাদেবের উদ্দেশে তোমাকে দান করিলাম ; এই কারণে ভগবান্ ভবানীপতি প্রীত হইয়া কৈলাসে আমায় স্থানদান করুন। তুমি সর্বদা আমাকে রক্ষা কর। ২৫৬

মহেশ্বরি ! এইরূপে মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড় দান করিয়া যেরূপ স্তব করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৫৭ (সিংহস্তবের অর্থ যথা—) সিংহ ! দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে তুমি মহাবল ও মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলে ; তোমা হইতেই দেবতাদিগের জয় হইয়াছিল ; তুমি দৈত্যদিগের সংহারকারী ও অতীব ভীষণ। ২৫৮ তুমি সর্বদা দেবীর প্রিয়, সুতরাং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও সদাশিবেরও প্রিয়। আমি ভক্তি সহকারে দেবীর নিকট তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। তুমি আমার শত্রুদিগকে বিনষ্ট কর ; তোমাকে নমস্কার।২৫৯

গরুত্মন্ পতগশ্রেষ্ঠ শ্রীপতিপ্রীতিদায়ক।
বজ্রচঞ্চো তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা হিরণ্ময়াঃ।
নমস্তেঽস্তু খগেন্দ্রায় পক্ষিরাজ নমোঽস্তু তে॥ ২৬০॥
যথা করপুটেন ত্বং সংস্থিতো বিষ্ণুসন্নিধৌ।
তথা মামরিদর্পঘ্ন বিষ্ণোরগ্রে নিবাসয়॥ ২৬১॥
ত্বয়ি প্রীতে জগন্নাথঃ প্রীতঃ সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥ ২৬২॥
দেবায় দত্তদ্রব্যাণাং দদ্যাদ্দেবায় দক্ষিণাম্।
তথা কর্ম্মফলঞ্চাপি ভক্ত্যা তস্মৈ সমর্পয়েৎ॥ ২৬৩॥
নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ।
বেশ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বাশয়েদ্দ্বিজান্॥ ২৬৪॥

অথ গরুড়স্তুতিং বিদধাতি, গরুত্মন্নিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ। গরুত্মন্ গরুড় পতগশ্রেষ্ঠ॥ ২৬০॥ ২৬১॥ ২৬২॥

দেবায় ইত্যাদি। তস্মৈ দেবায়॥ ২৬৩॥

নৃত্যৈরিত্যাদি। আশয়েৎ ভোজয়েৎ॥ ২৬৪॥ ২৬৫॥ ২৬৬॥ ২৬৭॥ ২৬৮॥

(বিষ্ণুর নিকট গরুড়-প্রদানকালে গরুড়ের যেরূপ স্তব করিতে হইবে, তাহার অর্থ যথা—) গরুড়! তুমি পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তুমি শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক তোমার চঞ্চু বজ্রের সদৃশ দৃঢ়; তোমার নখ সকল সুতীক্ষ্ণ; তোমার পক্ষগুলি স্বর্ণময়। খগেন্দ্র! তোমাকে নমস্কার; পক্ষিরাজ! তোমাকে নমস্কার। ২৬০ তুমি শত্রুদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া থাক। তুমি বিষ্ণুর সম্মুখে যে ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছ; আমাকেও বিষ্ণুর সম্মুখে ঐরূপ করিয়া রাখ। ২৬১ এক্ষণে তুমি প্রীত হইলেই জগন্নাথ প্রীত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করিবেন। ২৬২

যে দেবতাকে যে দ্রব্য প্রদান করিবে, সেই দেবতার প্রীতির নিমিত্ত সেই দেবতাকে সেই দ্রব্য দানের দক্ষিণাও প্রদান করিতে হইবে; এবং ভক্তি সহকারে সেই পূজিত দেবতাতে কর্মফল সমুদায়ও সমর্পণ করিবে।২৬৩ অনন্তর অমাত্যগণের সহিত ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া, নৃত্য গীত বাদ্য সহকারে গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্বক দেবতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ২৬৪

দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং য এষ কথিতং ক্রমঃ।
আরামসেতুসংক্রামশাখিনামীরিতোঽপি সঃ॥ ২৬৫ ॥
বিশেষেণাত্র কৃত্যেষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
পূজাহোমৌ তথা সর্ব্বং গৃহদানবিধানবৎ॥ ২৬৬ ॥
অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাৎ গৃহাদিকম্।
প্রতিষ্ঠিতেঽর্চ্চিতে দেবে পূজাদানং বিধীয়তে॥ ২৬৭॥
অথ তত্র শ্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে।
যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্॥ ২৬৮ ॥
তদ্দিনে সাধকঃ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিরুদঙ্মুখঃ।
সংকল্পং বিধিবৎ কৃত্বা যজেদ্বাস্তীশ্বরং ততঃ॥ ২৬৯ ॥
গ্রহদিক্‌পতিহেরম্বাদ্যর্চ্চনং পিতৃকর্ম চ।
বিধায় সাধকৈর্বিপ্রৈঃ প্রতিমাসন্নিধিং ব্রজেৎ॥ ২৭০ ॥

শ্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রমমেবাহ, তদ্দিনে সাধক ইত্যাদিনা। তদ্দিনে শ্রীমদাদ্যা-প্রতিষ্ঠাদিনে॥ ২৬৯ ॥
গ্রহদিক্‌পতীত্যাদি। হেরম্বো গণেশঃ॥ ২৭০ ॥

দেবগৃহ-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এই যে বিধি কথিত হইল, আরাম-প্রতিষ্ঠা সেতুপ্রতিষ্ঠা সংক্রমপ্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা স্থলেও তাহা প্রযোজিত হইবে। ২৬৫ পরন্তু এই সমুদায় স্থলে সনাতন বিষ্ণুর বিশেষরূপ পূজা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পূজা হোম প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই গৃহপ্রতিষ্ঠার ন্যায় হইবে। ২৬৬ অপ্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে গৃহাদি উৎসর্গ করিবে না। প্রতিষ্ঠিত এবং অর্চিত দেবতার উদ্দেশেই গৃহাদি উৎসর্গ ও পূজাদি বিধিবিহিত হইয়াছে। ২৬৭
এক্ষণে শ্রীমদাদ্যাকালী-প্রতিষ্ঠার ক্রম বলিতেছি। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেবী অতি ত্বরায় অভিলষিত ফল প্রদান করেন। ২৬৮ প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রাতঃকালে সাধক স্নান পূর্ব্বক বিশুদ্ধাচার হইয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্বক যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া বাস্তুদেবের পূজা করিবেন। ২৬৯ পরে তিনি

প্রতিষ্ঠিতগৃহে যদ্বা কুত্রচিৎ শোভনস্থলে।
আনীয়ার্চামর্চয়িত্বা স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭১ ॥
ভস্মনা প্রথমং স্নানং ততো বল্মীকমৃৎস্নয়া।
বরাহদন্তিদন্তোত্থমৃত্তিকাভিস্ততঃ পরম্।
বেশ্যাদ্বারমৃদা চাপি প্রদ্যুম্নহ্রদজাতয়া ॥ ২৭২ ॥
ততঃ পঞ্চকষায়েণ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈঃ।
কারয়িত্বা গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধীঃ ॥ ২৭৩ ॥

প্রতিষ্ঠিতেত্যাদি। ততঃ সাধকোত্তমঃ প্রতিষ্ঠিতগৃহে কুত্রচিচ্ছোভনস্থানে বা অর্চ্চাং প্রতিমামানীয়ার্চ্চয়িত্বা চ স্নাপয়েৎ ॥ ২৭১ ॥

নন্থ কেন দ্রব্যেণ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ভস্মনেত্যাদিনা ॥২৭২॥ ২৭৩ ॥

গ্রহগণের দশদিক্‌পালের ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাধান করিয়া ভগবতীর আরাধনায় অনুরক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রতিমা সন্নিধানে গমন করিবেন। ২৭০ কোন প্রতিষ্ঠিত গৃহেই হউক অথবা অন্য কোন পবিত্র মনোহর স্থানেই হউক, সাধকশ্রেষ্ঠ প্রতিমা আনয়ন পূর্ব্বক পূজা করিয়া (নিম্নোক্ত বিধানানুসারে) স্নান করাইবেন। ২৭১ এই স্নানের সময় প্রথমতঃ ভস্ম দ্বারা স্নান করাইয়া, পরে বল্মীক মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপরে বরাহদন্তোত্থাপিত ও হস্তিদন্তোত্থাপিত মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপরে বেশ্যা-দ্বার-স্থিত মৃত্তিকা দ্বারা (৩৬৩), তৎপরে প্রদ্যুম্নহ্রদের মৃত্তিকা দ্বারা (৩৬৪), ২৭২ পরে (পশ্চাদুক্ত) পঞ্চকষায় দ্বারা, পরে (পশ্চাদুক্ত) পঞ্চ পুষ্প দ্বারা, তৎপরে (পশ্চাদুক্ত) ত্রিপত্র দ্বারা, সাধক প্রতিমাকে স্নান করাইয়া পশ্চাৎ সুগন্ধ তৈল দ্বারা স্নান করাইবে। ২৭৩

---

(৩৬৩)—এস্থলে বেশ্যাদ্বার শব্দে বারবিলাসিনীর দ্বার নহে; পূর্ণাভিষিক্তা শক্তির দ্বার। পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেই পরমসাধ্বী ও বেশ্যা বলা যায়। ৭১৩ পৃষ্ঠায় ৩৫৭ সংখ্য টিপ্পনীতে বেশ্যার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

(৩৬৪)—প্রদ্যুম্নহ্রদের মৃত্তিকা কি, জানিতে ইচ্ছা হইলে, নিজ গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা বলিব না।

বাট্যালবদরীজম্বু-বকুলাঃ শাল্মলী তথা।
এতে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ পঞ্চভূরুহাঃ ॥ ২৭৪ ॥
করবীরং তথা জাতী চম্পকং সরসীরুহম্।
পাটলীকুসুমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৭৫ ॥
বর্ব্বরাতুলসীবিল্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ ২৭৬ ॥
এতেষু প্রোক্তদ্রব্যেষু জলযোগো বিধীয়তে।
পঞ্চামৃতে গন্ধতৈলে তোয়যোগং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং মূলমুচ্চরন্।
এতদ্দ্রব্যস্য তোয়েন স্নাপয়ামি নমো বদেৎ ॥ ২৭৮ ॥

নন্থ কৈঃ পঞ্চকষায়ৈঃ কৈঃ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রৈশ্চ কৈঃ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বাট্যালেত্যাদিনা ॥ ২৭৪ ॥ ২৭৫ ॥ ২৭৬ ॥

নন্থ কেবলৈর্ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েজ্জলসংযুক্তৈর্ব্বা ইত্যপেক্ষায়ামাহ, এতেম্বিত্যাদিনা ॥ ২৭৭ ॥

নন্থ কেন মন্ত্রেণ ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, সব্যাহৃতিমিত্যাদিনা। পূর্ব্বং সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীমুচ্চরন্ ততো মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ তত এতদ্দ্রব্যস্য তোয়েন স্নাপয়ামি নম ইতি বদেৎ। অনেনৈব মন্ত্রেণ জলসংযুক্তৈঃ ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েৎ ॥ ২৭৮ ॥

বাট্যাল (বেড়েলা), বদরী, জম্বু, বকুল ও শাল্মলী, এই পঞ্চ বৃক্ষের ক্বাথকে পঞ্চকষায় বলে। এই পঞ্চ কষায় দ্বারা দেবীকে স্নান করাইতে হয়। ২৭৪ করবীরপুষ্প, জাতিপুষ্প (চামেলীফুল), চম্পকপুষ্প, পদ্ম ও পাটলীপুষ্প (পারুলফুল), এই সমুদায়কে পঞ্চপুষ্প বলা যায়। ২৭৫ বর্ব্বরাপত্র (বাবুই তুলসী), তুলসীপত্র ও বিল্বপত্র, ইহাদিগকে ত্রিপত্র বলা হইয়া থাকে। ২৭৬ এস্থলে উল্লিখিত সমুদায় দ্রব্যের সহিত জল সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে; পরন্তু পঞ্চামৃতের (৩৬৫) সহিত ও সুগন্ধি তৈলের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া দিবে না। ২৭৭

প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'এতদ্দ্রব্যস্য তোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ' অর্থাৎ এই দ্রব্যের জল দ্বারা তোমাকে স্নান

---

(৩৬৫)—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই পাঁচটিকে পঞ্চামৃত বলে।

ততঃ প্রাগুক্তবিধিনা দুগ্ধাদ্যৈরষ্টভির্ঘটৈঃ।
কবোষ্ণসলিলৈশ্চাপি স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বুধঃ॥ ২৭৯॥
সিতগোধূমচূর্ণেন তিলকল্কেন বা শিবাম্।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন মার্জ্জয়িত্বা বিরুক্ষয়েৎ॥ ২৮০॥
তীর্থাম্ভসামষ্টঘটৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসসা।
সংমার্জ্জিতাঙ্গীং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমানয়েৎ॥ ২৮১॥

তত ইত্যাদি। কবোষ্ণসলিলৈঃ ঈষদুষ্ণৈর্জলৈঃ॥২৭৯॥২৮০॥২৮১॥

করাইতেছি, (এই বলিয়া "এতৎদ্রব্যস্থ" এই স্থলে তত্তদ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া স্নান করাইবে) (৩৬৬)।২৭৮ অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধাদিপূর্ণ (১৯০ হইতে ১৯৭ শ্লোক) অষ্টঘট দ্বারা এবং ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবে।২৭৯ পরে সিতগোধূমচূর্ণ অর্থাৎ দুধেগমের ময়দা দ্বারা, তিলকল্ক অর্থাৎ তিলের খইল দ্বারা অথবা হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা প্রতিমা মার্জিত করিয়া নির্ম্মল করিবে।২৮০ অনন্তর অষ্টকলস তীর্থসলিল দ্বারা স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্র দ্বারা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক ঐ প্রতিমা পূজাস্থানে লইয়া যাইবে।২৮১ যদি কেহ ঈদৃশ অনুষ্ঠানে অশক্ত হয়েন তাহা হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্তি পূর্ব্বক কেবল পঞ্চবিংশতি-কলশ বিশুদ্ধ সলিল

---

(৩৬৬)—স্নানকালে প্রয়োগ এইরূপ হইবে। যথা;—"ভস্মতোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ"। এইরূপ ভস্মতোয়েন এই বাক্যের পরিবর্ত্তে যথাযথ বল্মীকমৃত্তিকাতোয়েন, বরাহদন্তোত্থ মৃত্তিকা তোয়েন, হস্তিদন্তোত্থমৃত্তিকাতোয়েন, বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকাতোয়েন, প্রত্যুম্নহ্রদজাতমৃত্তিকাতোয়েন পঞ্চকষায়তোয়েন, পঞ্চপুষ্প-তোয়েন ত্রিপত্রতোয়েন গন্ধতৈলেন, দুগ্ধেন, দধ্না, মধুনা হবিষা, শর্করাতোয়েন, নারিকেলোদকেন; ইক্ষুরসেন, কর্পূরাগুরুকাশ্মীর-কস্তুরীচন্দনোদকেন, (এই দুগ্ধাদি অষ্টকলসে স্নানকালে ১৯০ শ্লোক হইতে ১৯৭ শ্লোক পর্য্যন্ত আটটি মন্ত্র ক্রমশঃ যথাযথ আদিতে পাঠ করিয়া পশ্চাৎ এইস্থলে কথিত মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে।) এবং কবোষ্ণসলিলেন, এইরূপ বাক্য তত্তৎস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। এবং তীর্থসলিল দ্বারা স্নানকালে 'প্রথমঘটস্থতীর্থসলিলেন' এইরূপ বাক্য বসাইতে হইবে। স্মৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে স্নান দ্রব্যের পরিমাণ ৩৬০ তিনশত ষাট তোলা বা ৪৷৷০ সাড়ে চারসের হইবে। তন্ত্রোক্ত দ্রব্য বিশেষে ইহা অসম্ভব।

অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ।
কলসৈঃ স্নাপয়েদর্চ্চাং ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৮২ ॥
স্নানে স্নানে মহাদেব্যাঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ ॥ ২৮৩ ॥
ততো নিবেশ্য প্রতিমাম্ আসনে সুপরিষ্কৃতে।
পাদ্যার্ঘ্যাদ্যৈরর্চয়িত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮৪ ॥
নমস্তে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতে।
নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ ॥ ২৮৫ ॥
ত্বয়ি সংপূজয়াম্যাদ্যাং পরমেশীং পরাৎপরাম্।
শিল্পদোষাবশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরু তে নমঃ ॥ ২৮৬ ॥
ততস্তৎপ্রতিমামূর্দ্ধ্নি পাণিং বিন্যস্য বাগ্ যতঃ।
অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৮৭ ॥

অশক্তাবিত্যাদি। অর্চ্চাং প্রতিমাম্ ॥২৮২॥২৮৩॥২৮৪॥

নম্ন প্রতিমাং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, নমস্তে প্রতিমে তুভ্যমিত্যাদিনা ॥২৮৫॥২৮৬॥২৮৭॥

দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবেন। ২৮২ ফলতঃ, প্রত্যেক স্নানের পর যথাশক্তি উপচারে মহাদেবীর পূজা করিতে হইবে। ২৮৩

অনন্তর সুপরিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে সংস্থাপন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া ‘নমস্তে’ ইত্যাদি মন্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে, ২৮৪ (মন্ত্রার্থ,—) প্রতিমে! তুমি বিশ্বকর্মা কর্ত্তৃক বিনির্মিত হইয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবতার আবাস; তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তবৃন্দকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাক তোমাকে নমস্কার। ২৮৫ প্রতিমে! আমি তোমাতে পরাৎপরা পরমেশ্বরী আদ্যা কালিকার পূজা করিতেছি। শিল্পদোষে যদি তোমার কোন অঙ্গবৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে তাহা তুমি সম্পূর্ণ করিয়া দাও; তোমাকে নমস্কার। ২৮৬

অনন্তর বাক্য সংযম পূর্ব্বক প্রতিমার মস্তকের উপরি হস্ত বিন্যাস করিয়া একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে প্রতিমার গাত্র স্পর্শ করিয়া ২৮৭

ষড়ঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রতিমাঙ্গে প্রবিন্যসন্।
ষড়্দীর্ঘভাজা মূলেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ২৮৮ ॥
তারমায়ারমাদ্যৈশ্চ নমোঽন্তৈর্বিন্দুসংযুতৈঃ।
অষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥
মুখে স্বরান্ কবর্গঞ্চ কণ্ঠদেশে ন্যসেদ্বুধঃ।
চবর্গমুদরে দক্ষবাহৌ টাদ্যক্ষরাণি চ ॥ ২৯০ ॥

ষড়ঙ্গেত্যাদি। ততঃ পূর্ববিধিনা প্রতিমাঙ্গে ষড়ঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রবিন্য-সন্ সাধকঃ ষড়্দীর্ঘভাজা মূলেন মন্ত্রেণাপি প্রতিমাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥২৮৮॥

তারেত্যাদি। ততঃ তারমায়ারমাদ্যৈঃ ওঁকারহ্রীঁশ্রীমাদ্যৈর্নমোঽন্তৈর্বিন্দুসংযুতৈর-নুস্বারসহিতৈরষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥২৮৯॥

ননু কস্মিন্ কস্মিন্ দেবতাঙ্গে কং কং বর্গং ন্যসেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, মুখে স্বরানিত্যাদিনা ॥২৯০॥২৯১॥২৯২॥

প্রতিমার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস ও মাতৃকান্যাস (৩৬৭) করিবে। পরন্তু ষড়ঙ্গন্যাস করিবার সময় মূলমন্ত্রে আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ, এই ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিতে হইবে (৩৬৮)। ২৮৮ অনন্তর প্রণব মায়া ও রমা উচ্চারণ পূর্ব্বক বিন্দুযুক্ত অষ্টবর্গের অক্ষর পাঠ করিয়া পরে 'নমঃ' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাঙ্গে বর্ণ-ন্যাস [বর্গন্যাস] করিবে (৩৬৯)। ২৮৯ দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্গন্যাস] করিবার সময় জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার মুখে অবর্গ অর্থাৎ স্বরবর্ণ, কণ্ঠদেশে কবর্গ, উদরে চবর্গ, দক্ষিণ হস্তে টবর্গ, ২৯০ বাম হস্তে তবর্গ, দক্ষিণ ঊরুতে পবর্গ, বাম ঊরুতে যবর্গ অর্থাৎ যঁ র ল ব, এবং মস্তকে শবর্গ অর্থাৎ শ ষ স হ ক্ষ ন্যাস

---

(৩৬৭)—মাতৃকান্যাস অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রঃ।

(৩৬৮)—ষড়ঙ্গন্যাস- মন্ত্র যথা। ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

(৩৬৯)—বর্ণন্যাস অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতি দ্রঃ।

তবর্গঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামোরুযুগ্ময়োঃ।
পবর্গঞ্চ যবর্গঞ্চ শবর্গং মস্তকে ন্যসেৎ॥ ২৯১ ॥
বর্ণন্যাসং বিধায়েত্থং তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ॥ ২৯২ ॥
পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বং তোয়তত্ত্বঞ্চ লিঙ্গকে।
তেজস্তত্ত্বং নাভিদেশে বায়ুতত্ত্বং হৃদম্বুজে॥ ২৯৩ ॥
আস্যে গগনতত্ত্বঞ্চ চক্ষুষো রূপতত্ত্বকম্।
ঘ্রাণয়োর্গন্ধতত্ত্বঞ্চ শব্দতত্ত্বং শ্রুতিদ্বয়ে॥ ২৯৪ ॥

ননু কস্মিন্ কস্মিন্ দেবতাঙ্গে কিং কিং তত্ত্বঃ ন্যসেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বমিত্যাদিনা ॥২৯৩॥২৯৪॥২৯৫॥২৯৬॥

করিবেন (৩৭০)। ২৯১ এইরূপে দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্গন্যাস] করিয়া তত্ত্বন্যাস করিবে। ২৯২ দেবতার চরণদ্বয়ে পৃথিবীতত্ত্ব যোনিতে তোয়তত্ত্ব নাভিদেশে তেজস্তত্ত্ব হৃদয়কমলে বায়ুতত্ত্ব, ২৯৩ মুখে আকাশ তত্ত্ব নয়নদ্বয়ে রূপতত্ত্ব নাসিকাদ্বয়ে গন্ধতত্ত্ব, কর্ণদ্বয়ে শব্দতত্ত্ব, ২৯৪ রসনাতে রসতত্ত্ব, ত্বক্‌সমুদায়ে স্পর্শতত্ত্ব, ভ্রূমধ্যে

এখানে মূলে যে বর্ণন্যাস কথিত হইয়াছে ; তাহা বোধ হয় 'বর্ণন্যাস' নহে, 'বর্গন্যাস'। লেখক-প্রমাদে 'র্গ' এই অক্ষর 'র্ণ' হইয়া পড়িয়াছে। টীকাতেও (২৯০ শ্লোকে) কং কং বর্গং ন্যসেৎ' এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বর্ণন্যাস করিয়া পশ্চাৎ বর্গন্যাস অথবা বিশেষ বর্ণন্যাস করা কর্ত্তব্য।

(৩৭০)—এই বর্ণন্যাস অর্থাৎ বিশেষ বর্ণন্যাস অথবা বর্গন্যাস করিবার সময় প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার যোগ ও আদিতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এবং অন্তে 'নমঃ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা। মুখে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উংঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ। কণ্ঠদেশে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ। উদরে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ। দক্ষিণহস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ। বামহস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং নমঃ। দক্ষিণ উরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পং ফং বং ভং মং নমঃ। বাম উরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যঁ রঁ লঁ বঁ নমঃ। মস্তকে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং ক্ষং নমঃ।

জিহ্বায়াং রসতত্ত্বঞ্চস্পর্শতত্ত্বং ত্বচি ন্যসেৎ।
মনস্তত্ত্বং ভ্রুবোর্মধ্যে সহস্রদলপঙ্কজে ॥ ২৯৫ ॥
শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং তথোরসি।
জীবপ্রকৃতিতত্ত্বে চ বিন্যসেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
মহত্তত্ত্বমহঙ্কারতত্ত্বং সর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ ॥ ২৯৬ ॥
তারমায়ারমাদ্যেন ঙেনমোঽন্তেন বিন্যসেৎ ২৯৭ ॥
সবিন্দুমাতৃকাবর্ণপুটিতং মূলমুচ্চরন্।
নমোঽন্তং মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৮ ॥

নম্ন কেন মন্ত্রেণ পৃথিবীতত্ত্বাদিকং পাদাদৌ ন্যসেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, তারেত্যাদিনা। তারমায়ারমাদ্যেন ওঁ হ্রীঁ শ্রীমাদিনা নমোঽন্তেন চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পৃথিবীতত্ত্বাদিনা মন্ত্রেণ পৃথিবীতত্ত্বাদিকং পাদাদৌ বিন্যসেৎ ॥ ২৯৭ ॥

সবিন্দ্বিত্যাদি! ততঃ সবিন্দুমাতৃকাবর্ণপুটিতং সানুস্বারৈর্মাতৃকাবর্ণৈরাদাবন্তে চ সংযুক্তং নমোঽন্তং মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ বিদধ্যাৎ ॥২৯৮॥

মনস্তত্ত্ব, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলকমলে ২৯৫ শিবতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব এবং হৃদয়ে জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব ন্যাস করিবে। ২৯৬ এই সমুদায় ন্যাস করিবার সময় প্রণব মায়া ও রমা বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত তত্ত্বপদ (তত্ত্বায়) পাঠ করিয়া পরিশেষে 'নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে (৩৭১)। ২৯৭

পরে বিন্দুযুক্ত এক এক মাতৃকাবর্ণপুটিত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাস করিবে (৩৭২)। ২৯৮

---

(৩৭১)—যথা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পৃথিবীতত্ত্বায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তোয়তত্ত্বায় নমঃ

(৩৭২)—যথা। অং হ্রীং শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অং নমো ললাটে। আং হ্রীং শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আং নমো মুখে। ইং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইং নমঃ দক্ষিণ চক্ষুষি। এইরূপ যথাক্রমে একপঞ্চাশৎ বর্ণ পুটিত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

কোন্ স্থানে কোন্ বর্ণের ন্যাস হইবে এবং তাহার মুদ্রা কিরূপে অর্থাৎ কোন্ অঙ্গুলির সহিত কোন্ অঙ্গুলির যোগ বা কোন্ অঙ্গুলি দ্বারা কোন্ স্থান স্পর্শ করিতে হইবে, তাহার জন্য অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতি দ্রঃ।

সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্ব্বভূতময়ং বপুঃ।
ইয়ং তে কল্পিতা মূর্ত্তিঃ অত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্ ॥ ২৯৯ ॥
ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ৩০০ ॥
দেবগেহপ্রদানে তু যে যে মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ।
ত এবাত্র প্রয়োক্তব্যা মন্ত্রলিঙ্গেন পূজনে ॥ ৩০১ ॥
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ অর্চ্চিতেভ্যোঽর্চ্চিতাহুতিঃ।
আবাহ্য দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥৩০২॥

সর্বযজ্ঞেত্যাদি। ততঃ সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজ ইত্যাদিনা দেবীং প্রার্থয়েৎ। বপুঃ তবেতি শেষঃ ॥২৯৯॥৩০০॥৩০১॥৩০২॥৩০৩॥

(অনন্তর দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে,) যদিও তোমার তেজ সর্ব-যজ্ঞময় ও তোমার শরীর সর্ব্বভূতময়, তথাপি আমি তোমার এই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ইহাতে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। ২৯৯ পরে পূর্ব্বকথিত পূজার বিধান অনুসারে ধ্যান আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া সেই পরম দেবতার পূজা করিবে। ৩০০

দেবগৃহপ্রতিষ্ঠার সময় যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, এস্থলেও সেই সেই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। পরন্তু পূজাকালে বীজমন্ত্র ও লিঙ্গভেদে যথাযথ মন্ত্র বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে (৩৭৩)। ৩০১ অনন্তর যথাবিধানে অগ্নিসংস্কার করিয়া তাহাতে অর্চ্চিত দেবগণের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে। পরে যথাবিধানে অগ্নিতে দেবীর আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া জাতকর্ম্মাদি ষট্সংস্কার সম্পাদন করিতে হইবে। ৩০২ জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ষড়্‌বিধ সংস্কার সদাশিব উল্লেখ

---

(৩৭৩)—শিব প্রভৃতির বীজমন্ত্র স্থলে আদ্যাকালিকার বীজ মন্ত্র এবং পুংলিঙ্গাদি পদের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলিঙ্গ পদ ব্যবহার করিতে হইবে।

জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নপ্রাশনমেব চ।
চূড়োপনয়নং চৈতে ষট্ সংস্কারাঃ শিবোদিতাঃ ॥ ৩০৩ ॥
প্রণবং ব্যাহৃতিং চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্।
সামন্ত্রণাভিধানং তে জাতকর্ম্মাদিনাম চ ॥ ৩০৪ ॥
সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ।
পঞ্চ পঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ প্রতিসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৩০৫ ॥
দত্তনাম্নাহুতিশতং মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
দেব্যৈ দত্ত্বাহুতেরংশং প্রতিমামূর্দ্ধ্নি নিঃক্ষিপেৎ ॥ ৩০৬ ॥

ননু কেন মন্ত্রেণ জাতকর্ম্মাদয়ঃ ষট্‌সংস্কারাঃ সাধনীয়া ইত্যাহ, প্রণব মিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। প্রণবমোঙ্কারং ততো ব্যাহৃতিং ভূরাদিং ততো গায়ত্রীং ততো মূলমন্ত্রং ততঃ সামন্ত্রণাভিধানমামন্ত্রণসহিতদেবীনাম ততস্তে ইতি পদং

করিয়াছেন যথা; জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ও উপনয়ন। ৩০৩ (কোন্ মন্ত্র দ্বারা এই ষট্ সংস্কার করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে—) প্রথম প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক 'তে' অর্থাৎ তোমার এই পদ উচ্চারণ করিয়া জাতকর্ম্মাদির নাম কীর্ত্তন করিবে। ৩০৪ পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি 'সম্পাদয়ামি স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক সংস্কারে পাঁচবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে (৩৭৪)। ৩০৫ অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদত্ত নাম দ্বারা দেবীর উদ্দেশে (অষ্টোত্তর) শত

---

(৩৭৪)—যথা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শ্রীমদাদ্যে কালিকে তে জাতকর্ম সম্পদায়ামি স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাঁচবার আহুতি প্রদান করিবে। নাম-করণের সময় 'জাতকর্ম্ম' এই পদের পরিবর্ত্তে 'নামকরণং' এই পদ বসাইবে। এইরূপে ষট্‌কর্ম্মেই কেবল সংস্কারের নাম পরিবর্ত্তন করিতে হইবে মাত্র।

প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ শেষং কর্ম্ম সম্পাদয়ন্ সুধীঃ।
ভোজয়েৎ সাধকান্ বিপ্রান্ দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥৩০৭॥
উক্তকর্ম্মস্বশক্তশ্চেৎ পাথসাং সপ্তভির্ঘটৈঃ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়ন্ শক্ত্যাশ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্ ॥ ৩০৮ ॥
ইতি তে শ্রীমদাদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে।
এবং দুর্গাদিবিদ্যানাং মহেশাদিদিবৌকসাম্ ॥ ৩০৯ ॥

ততো জাতকর্মাদিনাম ততঃ সম্পাদয়ামীতি পদং ততোঽগ্নিকান্তাং স্বাহেতি

আহুতি প্রদান করিবে (৩৭৫)। পরন্তু আহুতি প্রদানের সময় প্রত্যেক হুতশেষ দেবীর মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ৩০৬

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তহোমাদি দ্বারা অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সাধক, ব্রাহ্মণ, দীনদরিদ্র ও অনাথদিগকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিবেন। ৩০৭ যদি কেহ এই সমুদায় কার্য্যকরণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কেবল সপ্তকলস জল দ্বারাই দেবতাকে স্নান করাইয়া যথাশক্তি পূজা পূর্ব্বক নাম শ্রবণ করাইবে। ৩০৮

প্রিয়ে! আমি এই তোমার নিকট শ্রীমদাদ্যাকালিকার প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগ কহিলাম। এইরূপ দুর্গা প্রভৃতি বিদ্যাদিগের মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের, ৩০৯ এবং স্থানান্তরিত করা যায় এরূপ শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি

---

(৩৭৫)—প্রথমতঃ (গায়ত্রী) হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শ্রীমদাদ্যে কালিকে তে নামকর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা। এই মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি দিতে হইবে। অনন্তর সাধক নিজকৃত দেবতার বিভিন্ন নাম যদি রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 'দেবি ত্বং অমুকী নামাসি' এইরূপ নামকরণ করিয়া, প্রথমতঃ মূলমন্ত্র তৎপরে চতুর্থ্যন্ত স্বীয় প্রদত্ত নাম ও তদন্তে 'স্বাহা' এই পদ যোগ করিয়া অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করিবেন এবং হুতশেষ দেবতার মস্তকে নিঃক্ষেপ করিবেন।

চলতঃ শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়াময়ং বিধিঃ।
প্রয়োক্তব্যো বিধানজ্ঞৈঃ মন্ত্রেণামোহপূর্ব্বকম্॥ ৩১০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে আদ্যাকালীপ্রতিষ্ঠানুষ্ঠানে
বাস্তুগ্রহযাগজলাশয়াদিপ্রতিষ্ঠাদেবগৃহদানাদি-
সর্বদেবপ্রতিষ্ঠাকথনং নাম
ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

পদঞ্চ সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ সাধকো দেব্যা জাতকর্ম্মাণি সাধয়েদিতি পূর্বেণান্বয়ো বিধেয়ঃ ॥৩০৪॥৩০৫॥৩০৬॥৩০৭॥৩০৮॥৩০৯॥৩১০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

মোহশূন্য হইয়া সতর্কতার সহিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উক্ত বিধি অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগ করিবে।৩১০

সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা কথন নামক ত্রয়োদশ উল্লাস
সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

আদ্যশক্তেরনুষ্ঠানাৎ কৃপয়া ভূরিসাধনম্।
কথিতং মে কৃপানাথ তৃপ্তাস্মি তব ভাবতঃ ॥ ১ ॥
সচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠাবিধিরীরিতঃ।
অচলস্য প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ ॥ ২ ॥

এবং সকলদেবানাং সচলস্য শিবলিঙ্গস্যাপি প্রতিষ্ঠায়া বিধিং ফলঞ্চ শ্রুত্বেদানীমচলস্য শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং বিধিং চ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, আদ্যশক্তেরিত্যাদিনা। ভাবতঃ প্রীতিতঃ ॥১॥২॥

শ্রীভগবতী কহিলেন। কৃপানাথ! আদ্যাশক্তির পূজাদ্যনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বহুবিধ সাধন কহিলেন। আমি আপনকার করুণ ভাব অবলোকনে অতিশয় প্রীতা হইয়াছি। ১ আপনি সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা-বিধান বলিলেন; পরন্তু অচল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিধান কিরূপ? এবং সেই অচল শিবলিঙ্গ (৩৭৬) প্রতিষ্ঠার ফলই বা কি? ২ তাহা সম্প্রতি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

---

(৩৭৬)—দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর সর্বত্রই অতীব প্রাচীনকাল হইতে শিবলিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত ছিল। ক্রমশঃ নানারূপ ধর্ম্মবিপ্লবহেতু এক্ষণে স্থানবিশেষে তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও কোথাও অবশিষ্ট আছে মাত্র। এতদ্বিষয়ে আমরা কিছু পরেই আলোচনা করিব। অধুনা হিন্দুদিগের মধ্যে সকল বর্ণেরই এবং সকল সম্প্রদায়েরই শিবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে।

এমন কি অগ্রে শিবপূজা না করিলে অন্য দেবতার পূজা ব্যর্থ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই কর্ত্তব্য এই যে অগ্রে শিবপূজা করিয়া তৎপরে শিবের নিকট অনুমতি প্রর্থনাপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করিবেন। যদিও স্থলবিশেষ অগ্রে নারায়ণপূজা কর্ত্তব্যতাসূচক কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি তাহা সম্যগালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে অগ্রে নারায়ণপূজা বিষয়ক বচনগুলি কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অন্যের পক্ষে নহে। অধিকন্তু বৈষ্ণবগণও শিবপূজা না করিলে অন্য দেবতার পূজার ফল প্রাপ্ত হইবেন না।

এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন স্থান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই। আমরা দেখিয়াছি, ৺কাশীধামে একটি কূপ খনন করিতে হইলে তাহার মধ্যেও বিশ পঁচিশটি উপর্য্যুপরি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্য্যজাতীয় বালক বালিকারাও প্রথমতঃ পূজা শিক্ষা করিবার সময় অগ্রে শিবলিঙ্গ পূজারই উপদেশ পাইয়া থাকে। ফলতঃ অস্মদ্দেশীয় স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কি বালক, কি বালিকা, কি যুবা কি যুবতী কি বৃদ্ধ, কি বৃদ্ধা, সকলেই শিবলিঙ্গপূজায় অনুরক্ত।

পরন্তু এই শিবলিঙ্গ যে কি, এবং কি নিমিত্তই বা সকলেই ইহার পূজা করেন, এবং কোন্ সময় হইতেই বা ইহার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সাধা-রণে জ্ঞাত নহেন। এই কারণে আমরা এস্থলে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি ও শিবলিঙ্গ পূজার কারণ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে,—"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥' আকাশের নাম লিঙ্গ; পৃথিবী আকাশের বেদিকা। এই আকাশ সর্ব্বদেবের আলয় ও সকলের লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আকাশই সদাশিবের বিরাট মূর্ত্তি ও ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতিরও লয়স্থান; ইহা যোগীরা যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অথবা, শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়। লিঙ্গ শব্দের অর্থ যাহাতে সমুদায় জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম। গৌরীপট্ট শিবলিঙ্গের আধার। গৌরীপট্টের অর্থ জগতের যোনি, অথবা মহামায়া। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গ, মূলপ্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের অনুকল্প মাত্র।

ফল কথা, মূলপ্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ নহেন। যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তির আখ্যা ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া যায়, ফলতঃ এক অগ্নি শব্দে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি এই উভয়ই অভিন্নভাবে বুঝায়। উভয় পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারে না, উভয়েই এক পদার্থ। সেইরূপ মূলপ্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রহ্মেতে যে ধর্ম্ম বা শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয় লোকের বুদ্ধিগোচরের জন্য তাহাকেই মূল প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ দ্বিতীয় বা স্বতন্ত্র কিছুই নাই। কূর্ম্মপুরাণে ঐ মূল প্রকৃতির সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে,—যা সা মাহেশ্বরী শক্তির্জ্ঞানরূপাতিলালসা। ব্যোমসংজ্ঞা কলা কাষ্ঠা সেয়ং হৈমবতী মতা॥ শিবা সর্বগতানন্তা গুণাতীতাতিনিষ্কলা। একানেকবিভাগস্থা জ্ঞানরূপাতিলালসা॥ অনন্যা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা তস্য তেজসা। স্বাভাবিকী চ তন্মূলা প্রভা ভানোরিবামলা॥ একা মাহেশ্বরী শক্তিরনেকোপাধিযোগতঃ। পরাবরেণ রূপেণ ক্রীড়তে তস্য সন্নিধৌ॥ সেয়ং করোতি সকলং তস্যা কার্য্যমিদং জগৎ। ন কার্য্যং নাপিকরণমীশ্বরস্যেতি সূরয়ঃ॥ অর্থাৎ এই যে হিমালয় কন্যা হৈমবতীই মাহেশ্বরী শক্তি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। তিনি একমাত্র জ্ঞানগম্যা ও অতিলালসা; তিনি ব্যোমশব্দবাচ্যা কলাকাষ্ঠাদিরূপা অর্থাৎ কালস্বরূপিণী। তিনি আদ্যন্তশূন্যা এবং সমভাবে সর্বদা সর্ব্বত্র অবস্থিতা। জ্ঞানস্বরূপা এই দেবী অনন্যা অর্থাৎ ইহাঁ ব্যতিরেকে জীব বা অন্য কোনরূপ পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইনি নিষ্কল ব্রহ্মেতে পরম তেজোরূপে অবস্থিতা। সূর্য্যের প্রভা যেরূপ সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে। সেইরূপ স্বভাবতই ইনি ব্রহ্মের মূলপ্রকৃতি, ব্রহ্ম হইতে কোনরূপে ভিন্ন নহেন। এই অদ্বিতীয়া মাহেশ্বরী শক্তি বহুবিধরূপ ও উপাধিযোগে (মূঢ়ের নিকট) অনেক ভাবে বিচিত্র লীলা করিতেছেন। এই জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপ কার্য্য তিনিই করিতেছেন, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই কার্য্য। দেবগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না এবং তাঁহার কৃত বা কর্ত্তব্য কার্য্যও কিছুই নাই।

বস্তুতঃ, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমব্রহ্মে এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য আরোপ করিলে তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্ব অব্যাহত থাকে না। সুতরাং পরমব্রহ্মের যে ধর্ম্মের অস্তিত্বে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি রূপ কার্য্য হইতেছে, তাহাকেই মূলপ্রকৃতিরূপে অভিহিত করিয়া ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্ব অব্যাহত রাখা হইয়াছে। ফলতঃ, মূলপ্রকৃতিও সক্রিয়

নহেন, তিনি স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, তাঁহার সত্ত্বামাত্রেই নানারূপ কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। অয়স্কান্তমণির লৌহ-আকর্ষণী শক্তি আছে, পরন্তু লৌহ-আকর্ষণকালে বা তৎপূর্ব্বে উক্ত মণির বা তৎশক্তির কোনরূপ ক্রিয়া প্রবৃত্তি না থাকিলেও সন্নিহিত লৌহই অগ্রসর হইয়া থাকে। এস্থলে চুম্বকের আকর্ষণ কল্পনা করা অপেক্ষা লৌহের অগ্রসর ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অবশ্য আকর্ষণ-শক্তির অস্তিত্বমাত্রই (কোনরূপ ক্রিয়া নহে) ইহার মূল কারণ। পরন্তু অয়স্কান্ত-মণিতে লৌহআকর্ষণশক্তির অবস্থিতিতে অয়স্কান্তমণিতেও কোনরূপ ক্রিয়া লক্ষিত না হইলেও যেমন সন্নিকৃষ্ট লৌহের অগ্রসর স্বরূপ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের উক্ত অদৃষ্ট ও অব্যক্ত, অপূর্ব শক্তির সত্ত্বামাত্রেই জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগকাল সন্নিহিত হইলেই যথাযথ সময়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ বিরাট কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন কোন কার্য্য দেখিলে কর্মকর্ত্তার তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। শক্তি কখন কেহ দেখিতে পায় না শক্তি কেবল কার্য্যগম্যা অর্থাৎ কার্য্য দেখিলেই তদনুরূপ শক্তি যে অন্তরালে আছে ইহা বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদিরূপ বিরাট কার্য্য পরম্পরা দৃষ্টে স্বতই অনুমিত হয় যে, ব্রহ্মতেও তাদৃশী বিরাট্ শক্তির অস্তিত্ব আছে। শক্তি না থাকিলে কার্য্য হয় না। ব্রহ্ম অদ্বৈত অতএব সেই শক্তি কখনই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। উহাদের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং শক্তি ব্যতিরেকেও ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। শিবলিঙ্গের পূজায় এই প্রকৃতি যুক্ত ব্রহ্মেরই পূজা সিদ্ধ হয়।

আমাদের এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য শিবপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া লিঙ্গের আবির্ভাববিষয়ক কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * * * সূত কহিলেন,—নিজপুত্র নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে এরূপ বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! তুমি লোকদিগের হিতের নিমিত্ত উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ! এই বিষয় শ্রবণ করিলে সকল লোকের সকল পাপই দূরীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! শিবের এই পরম তত্ত্ব বা তাঁহার রূপের বিষয় আমি অথবা বিষ্ণু আমরা উভয়েই সম্যগ্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহি। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যে সময়ে ছিলনা, সে সময়েই আদ্যন্তরহিত একমাত্র সত্য ও দিব্যজ্ঞানময় এক তেজের দ্বারাই

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। উহা স্থূলও নহে সূক্ষ্মও নহে, শীতলও নহে উষ্ণও নহে। সেই তেজ জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রদ মহৎস্বরূপেই অবস্থিত ছিল। অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন যোগিগণের অন্তর্দৃষ্টিতেই সেই তেজোময় ব্রহ্ম একমাত্র ধ্যেয় ছিলেন। কালে সেই ব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে মূলকারণ-স্বরূপা প্রকৃতির আবির্ভাব হইল। * * * এই মহামায়া একমাত্র হইলেও পুরুষ সহযোগে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি দেবীর যেমন উৎপত্তি হইল, সেইরূপ একটি পুরুষেরও উৎপত্তি হইল। তখন এই প্রকৃতি ও পুরুষ আমরা উভয়ে কি করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শুভগুণ-সম্পন্ন আকাশবাণী হইল যে, তোমরা এই সংশয় অপনোদনের জন্য তপস্যা কর! ইহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন কিছুকাল এইরূপ ধ্যানপরায়ণ হইয়া উভয়ের সমাধি ভঙ্গ হইলে, উভয়ে প্রবুদ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা কতই তপস্যা করিলাম! এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় তাঁহাদের অঙ্গ হইতে জলধারা নির্গত হইয়া সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। সেই জলও ব্রহ্মের স্বরূপ এবং স্পর্শমাত্র পাপাপনোদক হইয়াছিল। তখন ঐ পুরুষ শ্রান্ত হইয়া পরম প্রীত হৃদয়ে প্রকৃতির সহিত বহুকাল সেই জলে শয়ান রহিলেন। এইজন্য ঐ পুরুষের নাম নারায়ণ ও প্রকৃতির নাম নারায়ণী হইয়াছিল। নারায়ণ নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভি হইতে অনন্ত দল-সমন্বিত কর্ণিকা সংযুক্ত অনন্ত যোজনায়ত এবং অনেক উচ্চতা সংযুক্ত সমস্ত তত্ত্বসমন্বিত কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান একটি সুন্দর কমল উৎপন্ন হইল। হিরণ্যগর্ভ যে আমি আমিও সেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন হই। আমি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই কমল ব্যতিরেকে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি কে! কোথা হইতেই বা আসিয়াছি! আমি কাহার পুত্র এবং কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছি! এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরক্ষণে ভাবিলাম যে, কেনই বা মোহাচ্ছন্ন হইতেছি! যেখান হইতে কমলের উৎপত্তি নিশ্চয়ই সেইখানে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া কমল হইতে মৃণাল অবলম্বনে অবরোহণ করিতে করিতে আমার শতবর্ষ অতিবাহিত হইল। কিন্তু কমলের উৎপত্তি-স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায়, পুনরায় সংশয়ান্দোলিত চিত্তে পদ্মে প্রত্যাগমন মানসে ঐ মৃণাল অবলম্বনে

পুনরায় আরোহণ করিতে লাগিলাম। পরন্তু মোহবশতঃ পদ্মকোষ আর প্রাপ্ত হইলাম না ভ্রমণ করিতে করিতে আরও শতবর্ষ অতীত হইলে শ্রান্ত ও বিমোহিত হইয়া সেইস্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলাম। সেই সময় একটি আকাশ বাণী শ্রুত হইল যে তুমি তপস্যা কর। তাহা শুনিয়া আমি যত্ন-সহকারে দ্বাদশ বৎসর তপশ্চরণ করি। তখন ভগবান চতুর্ভুজ ও সুলোচন প্রকৃতিসম্ভূত বিষ্ণু আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। * * * (বিষ্ণুর সৃষ্টি কর্তৃত্বাভিমানসূচক) বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সক্রোধে ভর্ৎসনা সহকারে বিষ্ণুকে বলিলেন। তুমিই বা কে! তোমারও বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন! এইরূপে মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত আমি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময়ে বিবাদ শান্তির নিমিত্ত ও আমাদের জ্ঞানোন্মেষের নিমিত্ত উভয়ের মধ্যস্থলে প্রলয়াগ্নি সদৃশ সহস্র জ্বালামালাসমন্বিত অদ্ভুত এক জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হইল। এই লিঙ্গ ক্ষয়-বৃদ্ধি বিহীন ও আদি মধ্য ও অন্ত বিবর্জিত। ইনি এই বিশ্বের মূল কারণ এবং অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য ও অতুলনীয়। এই সহস্র সহস্র জ্বালামালা দর্শনে বিমোহিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন যে, এক্ষণে আর স্পর্দ্ধা প্রকাশে আবশ্যক কি। এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দেখ তৃতীয় ব্যক্তি এইস্থলে উপস্থিত। এই অগ্নিসন্নিভ লিঙ্গ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, ইহাই এক্ষণে দেখা উচিত। ব্রহ্মন্! তুমি বায়ুবেগগামী হংসরূপ ধারণ করিয়া সত্বর ঊর্দ্ধদিকে গমন কর। এবং আমিও বরাহরূপ ধারণ করি। এই কথা বলিয়া বিশ্বাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিলেন। সেই পর্য্যন্ত আমি বিরাট্ হংস হংস বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি এই হংস হংস পদ উচ্চারণ করিবে সে আমারই স্বরূপ হইবে। এইরূপে বায়ু ও মনের ন্যায় গতিশীল শুভ্রবর্ণ বিশ্বব্যাপী পক্ষসংযুক্ত হংসরূপ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলাম। বিশ্বাত্মা নারায়ণও দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন দীর্ঘ সুশুভ্র বরাহরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার ক্ষুর-চতুষ্টয় ও দংষ্ট্রা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রলয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় আভা বিশিষ্ট ও সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার দেহ। তাঁহার দীর্ঘ নাসিকা হইতে ঘোরতর শব্দ নির্গত হইতেছিল। তাঁহার পাদচতুষ্টয় হ্রস্ব, অঙ্গ বিচিত্র। এইরূপ মনের ন্যায় গতিশীল বরাহরূপ ধারণ করিয়া অধোদিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে চারি সহস্র বৎসর অধোদিকে বিষ্ণু গমন করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই সময়কে শ্বেতবরাহ কল্প বলে।

ঋষিসত্তমগণ ! ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল শ্রবণ করুন। মহাত্মা বিষ্ণু এইরূপ বরাহরূপে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া লিঙ্গের মূল বিষয়ে কিছুমাত্রই অবগত হইলেন না। হে অরিনিসূদন নারদ ! আমিও ঊর্দ্ধদিকে ঐ লিঙ্গের অন্ত অবগত হইবার জন্য যত্নের সহিত সত্বর তাবৎ কালপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তাহার অন্ত না দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। ভগবান্ বিষ্ণুও ভগবান্ ভবকে প্রণাম করিতে করিতে শ্রান্ত ও ঘূর্ণিত লোচনে আমার সহিত সম্মিলিত হইলেন। এইরূপে শম্ভুমায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিতে করিতে আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এই অনির্দ্দেশ্য রূপ-নাম-বিবর্জিত নিষ্ক্রিয় ধ্যানমার্গের অগোচর অলিঙ্গ হইয়া লিঙ্গরূপ এ কি ! তখন আমরা প্রণিপাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম যে, আমরা আপনার রূপ অবগত নহি ; আপনি যে কেহই হউন না, আপনাকে নমস্কার। এইরূপে শতবৎসর নমস্কার করিতে করিতে সেই স্থানে শব্দব্রহ্ম স্বরূপ সুস্পষ্ট প্লুতস্বরে ওঁকার শব্দ উত্থিত হইল। ইহা কি ? এইরূপ চিন্তিত মনে আমরা সেই ধ্বনি উদ্দেশে বলিলাম, যাঁহা হইতে এই শব্দ উত্থিত হইতেছে, সেই তোমাকে নমস্কার। তখন আমরা লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে আদ্যবর্ণ অকার, উত্তরে উকার, মধ্যে নাদযুক্ত মকার, এইরূপে বিভক্ত সনাতন ওঁকার শব্দ দৃষ্টিগোচর করিলাম। দেখিলাম আদ্যবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উত্তরে উকার অনল সদৃশ, এবং মধ্যে মকার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ; তদুপরি স্ফাটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, তুরীয়াতীত, অমৃতময়, নিষ্কল ও স্থির, নির্দ্বন্দ্ব, অদ্বিতীয় ও বাহ্যাভ্যন্তর-বর্জ্জিত, আদিমধ্যান্ত-রহিত সৎস্বরূপ ও আনন্দময় এবং আনন্দের মূল কারণ পরমব্রহ্মকে দর্শন করিলাম। এই সময়ে আমরা আর একটি সুন্দর ও অদ্ভুত রূপ দর্শন করিলাম। ইনি পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; নানাকান্তি-সমাযুক্ত, নানা আভরণে ভূষিত, অতিশয় উদার ও মহাবীর্য্য এবং মহাপুরুষের লক্ষণে লক্ষণান্বিত। স্বয়ং বিশ্বনির্ম্মাতার রূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে তথাবিধ অবগত হইয়া সেই মহোদয় দেব মহেশ্বরকে স্মৃতিসম্মত মন্ত্রনিচয় দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলাম। সেই নিরঞ্জন শিবলিঙ্গ আমাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দিব্য শব্দব্রহ্মময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্মিতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। * * * বিষ্ণুর এই বচন শ্রবণ করিয়া সদাশিব প্রসন্ন হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণো ! আমার বচন অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। এই লিঙ্গ সর্বদা

পূজ্য ; আমার ধ্যানও এইরূপ ; এক্ষণে যেরূপ রূপে নয়নগোচর করিতেছ, সেই ধ্যানই কর্ত্তব্য। এই লিঙ্গের পূজা করিলে আমি প্রসন্ন হইয়া সকল লোককে নানারূপ ফল প্রদান করিব এবং তাহাদের নানা অভিলাষ পূর্ণ করিব। যদি কাহারও কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই লিঙ্গ পূজায় সর্ব্বদুঃখ নাশ হইবে § § § মহেশ্বর কহিলেন যে, আমাতে তোমাদের দুজনের ভক্তি দৃঢ় হউক। হে প্রাজ্ঞ, তোমরা আমার পার্থিব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিধিবৎ সেবা কর, তাহা হইলে সুখলাভ করিবে। সঙ্কটনাশন শঙ্কর এইরূপ ধর্ম্মের বিধান উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগের হিতকারী অনেক বরপ্রদান করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি আমার আজ্ঞায় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ কর. এবং বৎস নারায়ণ! তুমি এই চরাচর বিশ্ব প্রতিপালনে তৎপর হও। ইত্যাদি।

এই কারণে কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব কি সৌর, কি গাণপত, সকলেই গৌরীপট্ট-সন্নিবিষ্ট শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্রে নারদ-ব্রহ্মসংবাদে এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতিতে যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। নারদপঞ্চরাত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! আমি পূর্ব্বে তোমাকে চঞ্চলপ্রকৃতি জানিয়া প্রকাশাশঙ্কায় এই অতীব গুহ্য বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করি নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, তুমি পরিপক্ক যোগী হইয়াছ ; সুতরাং এ সময় তোমার নিকট প্রকাশ করিলে কোন হানি নাই। পরন্তু নারদ! ইহা অতীব গূঢ়, অতীব গোপনীয় ও অতীব গুহ্য ; তুমি প্রাণপ্রণে ইহা গোপন করিয়া রাখিবে ; সাবধান সাবধান! যেন কাহারও নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিও না। পূর্ব্বে মহেশ্বর সর্ব্বতন্ত্রেই ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; পরন্তু পরে তিনি তন্ত্রান্তর নামক তন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা সেই অতীব গোপনীয় শিবলিঙ্গোৎপত্তিবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নারদ! সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমতঃ আমি বৃক্ষলতা মীন মণ্ডূক কূর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ জীব সৃষ্টি করিলাম। পরে দেব দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য প্রভৃতিরও সৃষ্টি হইল। অনন্তর স্ত্রীপুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ

(২১)

হইল, এবং প্রায় সকলেই রমণীর বশীভূত হইয়া পড়িল। পরন্তু আমাদের মধ্যে কেবল একমাত্র সদাশিব দারপরিগ্রহ বিষয়ে কিছুতেই মনোনিবেশ করিলেন না।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মহেশ্বরকে দারপরিগ্রহ-বিরত দেখিয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে অসুরগণের সহিত ও যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইল; এবং প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া ভয়বিহ্বল মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনার ইচ্ছাক্রমে আমরা সকলেই বিবাহ করিয়াছি। আপনি এবং বিষ্ণুও দার-পরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। পরন্তু কেবল দেবদেব মহাদেবই দারপরিগ্রহে মন দেন নাই। পিতামহ! এক্ষণে কি উপায়ে কিরূপে কোন্ রমণী দ্বারা মহেশ্বরকে মোহিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করুন। মহাদেব যাহাতে সস্ত্রীক হইয়া কার্য্য করেন, তাহার উপায় দেখুন।

পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণ ও অসুরগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সকলকেই সমভিব্যাহারে লইয়া গরুড়াসন জগন্নাথ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! আমি স্ত্রী পুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টির নিয়ম করিয়াছি। আমার নিয়ম ও আদেশক্রমে সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছে। পরন্তু কেবল মহাদেব কিছুতেই দারপরিগ্রহ করিলেন না। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য আপনি আমাকে বলুন।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! চলুন, আমরা এই সমুদায় দেব দানব প্রভৃতির সহিত মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করি। তিনি অনুমতি করিলে যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করা যাইবে। পরন্তু তাঁহার বিবাহের উপযুক্ত কন্যা কোথায় তাহা অগ্রে স্থির করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হরে! চলুন, আমরা দক্ষ প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া এইরূপ অনুরোধ করি যে, তিনি অবিলম্বে আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনা করুন। মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মহেশ্বরকে মোহিত করিবেন।

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া বিষ্ণুর সহিত এবং দেবগণ ও দানবগণ প্রভৃতির সহিত মহাতেজা দক্ষের নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও সমুদায় দেবগণ

দানবগণ প্রভৃতি তপস্যা করিবার নিমিত্ত দক্ষকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ভগবতীর পরিতোষের নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর জগদীশ্বরী দেবী কালিকা আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, দেবগণ ও দানবগণ তোমরা কি নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ। তোমাদের কি প্রার্থনা ও অভিলাষ বল। আমি শীঘ্রই তোমাদের অভিলাষ পূরণ করিব, সন্দেহ নাই।

দেবগণ ও দানবগণ সকলেই কহিলেন, ভগবতি! আমাদিগের অভিলাষ এই যে, তুমি দক্ষকন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া সদাশিবকে মোহিত কর। দেবী যাহাতে অচিরাৎ আমাদের এই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও। জগন্মাতা কালী দেবগণ ও দানবগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, বিস্মিত হৃদয়ে কহিলেন, ব্রহ্মন্। সদাশিব ত অদ্যতন বালক; সে কি আমায় পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে? আমার উপযুক্ত অন্য কোন পুরুষ স্থির কর।

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবতি! সদাশিব সকলের গুরু, এবং আমাদের সকলেরই ঈশ্বর। তাঁহার সদৃশ মহাসত্ত্বা মহাতেজা অন্য পুরুষ হইতেই পারে না; সুতরাং সেই সদাশিবই তোমাকে পরিতুষ্ট করিবেন আমরা দেখিতেছি, সদাশিবের সদৃশ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নাই এবং হইবেও না। ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী তাহাতে সম্মতা হইলেন; পরে দক্ষের দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, দক্ষ তুমি কি বর প্রার্থনা কর বল। তখন প্রজাপতি দক্ষ, ভুজচতুষ্টয়ে খড়্গ কর্ত্তৃকা নীলোৎপল ও কপালধারিণী, খর্ব্বাঙ্গী, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিস্থলী সেই দেবীকে বরদানোদ্যতা দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন, এবং কহিলেন, আমি যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা দেবগণেরও অভিপ্রেত; যদি তুমি আমাকে সেই বর প্রদান কর, তাহা হইলে আমার কন্যারূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া শঙ্করকে মোহিত করিতে যত্নবতী হও।

জগদ্ধাত্রী দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন; দেবগণও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব পত্নীর সহিত তপঃপরায়ণ জগৎপতি মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া ভক্তিসহকারে গদগদ বাক্যে কহিলেন, ভগবান্! আপনি দেবদেব; আপনি সকলের ঈশ্বর; আপনি ত্রিলোকের নাথ ও আপনি মহাশয়। মহেশ্বর! সৃষ্টির নিমিত্ত আমরা সকলেই দার-

পরিগ্রহ করিয়াছি ; এক্ষণে আপনিও বিবাহ করুন। যাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয় ; তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। দেবদেব ! আপনার পরিতোষের নিমিত্ত মহামায়া মহাকালী দক্ষগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ; তিনিই আপনার পত্নী হইবার যোগ্যা, সন্দেহ নাই।

সদাশিব কহিলেন, দেবগণ ! তোমাদের প্রার্থনানুসারে আমি কেবল তোমাদের সন্তোষের নিমিত্তই বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তোমরা শীঘ্র আমার বিবাহের উদ্‌যোগ কর। মহেশ্বরের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দেবগণ কৃতকৃত্য হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দক্ষভবনে গমন করিলেন ; এবং মহেশ্বর যাহা কহিয়াছিলেন তাহাও কহিলেন।

এইরূপে শিববিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া দেবগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। দেবদেব মহাদেবও প্রীত হৃদয়ে তদ্গতচিত্তে ভগবতী সতীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিছুকাল গত হইলে একদা মহেশ্বর সতীর সহিত রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ; তাহাতে সতী ক্রমশঃ একান্ত শ্রান্তা ও ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন ; নির্ভর আলিঙ্গন সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি কাতর বাক্যে জগদ্‌গুরু দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্ ! জগৎ-পতে ! আমি তোমার দুঃসহ ভার সহ্য করিতে পরিতেছি না ; আমার প্রতি কৃপা কর, ক্ষমা কর।

ভগবান্ বৃষভধ্বজ সতীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও নির্দ্দয়চিত্তে নির্ভর ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরে রতিক্রীড়া সম্পূর্ণ হইলে ত্যক্তমৈথুনা সতী যখন উত্থিত হইতে মানস করিতেছেন, এমন সময় উভয়ের তেজ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল ; এবং ঐ তেজদ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই শিবশক্তির সমবেত তেজ হইতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ও পাতাল-স্থিত সমুদায় শিবলিঙ্গই উৎপন্ন হইয়াছে। অতীতকালে যে সমুদায় শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও যে সমুদায় শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইবে, তৎসমুদায়ই এই শিবশক্তির ত্রিলোকব্যাপী শুক্রসম্ভূত। শিবলিঙ্গ সমুদায়, শিবশক্তি উভয়ের শুক্রসম্ভূত বলিয়া শিবলিঙ্গে সর্ব্বদা যোনি সংযুক্ত থাকে। যে স্থলে লিঙ্গ, সেই স্থলেই যোনি ; এবং যে স্থলে যোনি, সেই স্থলেই লিঙ্গ। ইহার কারণ যে, উভয়ের তেজে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

২। এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে বামনপুরাণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

যে সময় সর্ববিজয়ী কন্দর্প মহেশ্বরের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক তাঁহাকে দেখিয়া কুসুম-শর প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহেশ্বরও মদনকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গম দেবদারু-বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মদনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এই দেবদারু-বনমধ্যে ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহারা মহাদেবকে দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ ভূতনাথ কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমাকে আমার ইচ্ছামত ভিক্ষা দাও। ঋষিগণ শিবের ভাবগতিক দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কোন উত্তরই করিলেন না। তখন মহেশ্বর সেই পুণ্য আশ্রমমধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভার্গব আত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণের পত্নীগণ সকলেই মহাদেবকে আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া হীনসত্ত্ব, বিক্ষুব্ধ ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এই ঋষিপত্নীদিগের মধ্যে কেবল অরুন্ধতী ও অনসূয়া বিক্ষুব্ধ ও হীনসত্ত্ব হয়েন নাই। কারণ ইঁহারা একমাত্র পতিশুশ্রূষাতেই চিত্ত দৃঢ়নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

অনন্তর ঋষিপত্নীগণ বিক্ষুব্ধহৃদয় কামার্ত্ত, ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া স্ব স্ব আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক যে দিকে মহেশ্বর গমন করেন তাঁহার সহিত সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিলেন। এদিকে ঋষিগণ দেখিলেন যে, করিণীরা যেমন মত্ত করীর অনুগমন করে, তাঁহাদের পত্নীরাও সেইরূপ আশ্রম শূন্য করিয়া মহেশ্বরের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন। তখন ভার্গব আঙ্গিরস প্রভৃতি সমুদায় ঋষি সমবেত হইয়া ক্রোধভরে শাপপ্রদান করিলেন যে, এই উন্মত্ত দিগম্বরের লিঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়ুক। অমোঘবাক্য ঋষিগণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র মহাদেবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধরণী বিদারণ পূর্বক পাতালে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ভগবান্ ভূতনাথও অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে ভূতলে পতিত ক্রমাগত বর্দ্ধমান সেই লিঙ্গ বসুধাতল ভেদ করিয়া নিম্নে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল, এবং উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াও উত্থিত হইল। তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল; পর্বতগণ বিচলিত হইল; ত্রিভুবন স্থিত যাবতীয় নদ নদী বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ই বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় ভুবন বিক্ষুব্ধ দেখিয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন; এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন বিভো! কি নিমিত্ত অদ্য ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ হইতেছে? বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহর্ষিগণের শাপে মহাদেবের লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে, এবং সেই লিঙ্গভরেই পৃথিবী বিকম্পিত হইতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, জনার্দন। যেখানে লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, চল আমরা সেই স্থানেই গমন করি। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিব লিঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার আদিও নেই, অন্তও নাই। তখন বিষ্ণু অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে লিঙ্গের শেষসীমা দেখিবার নিমিত্ত গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। সর্বত্রগামী ব্রহ্মাও পদ্মবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলেন। পরন্ত ব্রহ্মা লিঙ্গের শেষসীমা না পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিষ্ণুও সপ্ত পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া লিঙ্গের শেষসীমা না পাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তখন পিতামহ বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন, আমরা ত এ লিঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না সুতরাং এক্ষণে সদাশিবের স্তব করা কর্ত্তব্য। পরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

শূলপাণে! তোমাকে নমস্কার; বৃষভধ্বজ! তোমাকে নমস্কার; জীমূতবাহন! তুমি কবি, তুমি শর্ব, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি শঙ্কর, তুমি মহেশ্বর, তুমি ঈশান, তুমি হর, তুমি স্বর্ণাক্ষ, তুমি বৃষাকপি তুমি দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর, তুমি কাল, তুমি রুদ্র; তোমাকে নমস্কার। পরমেশ্বর! তুমিই এই জগতের আদি; তুমিই এই জগতের মধ্য ও তুমিই এই জগতের অন্ত। বিভো! তুমি জগতের সর্বত্রই অবস্থান করিতেছ; তোমাকে নমস্কার।

সেই দেবদারুবনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে মহেশ্বর সুন্দর রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! আমি এক্ষণে ঋষিশাপে অভিভূত, মদনানলে সন্তপ্ত ও নিতান্ত অসুস্থ আছি। দেবতা-দিগের অধীশ্বর হইয়াও তোমরা কি নিমিত্ত এ অবস্থায় আমার স্তব করিতেছ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন; দেবদেব! আপনার শরীর হইতে এই যে লিঙ্গটি

ভূতলে পতিত হইয়াছে, তাহা পুনর্গ্রহণ করুন; আমরা কেবল এই প্রার্থনায় স্তব করিতেছি। মহেশ্বর কহিলেন, যদি দেবগণ, দানবগণ, মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ সকলেই আমার এই লিঙ্গের পূজা করে তাহাহইলেই আমি এই লিঙ্গ প্রত্যাহরণ করিব, নচেৎ কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। * তাহাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন 'এবমস্তু' তাহাই হইবে; সকলেই আপনার লিঙ্গের পূজা করিবে। তখন সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা পূজা করিবার নিমিত্ত কনক পিঙ্গলবর্ণ একটি লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন, এবং চতুর্বর্ণের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের শিবলিঙ্গের বিধানকরিয়া দিলেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণ বর্ণলিঙ্গ পূজা করিবে, এইরূপ বিধান করিলেন। এবং পৃথক্ শাস্ত্রের বিধান করিলেন। ব্রহ্মার এই শাস্ত্রের মধ্যে প্রথম অংশেরনাম শৈব, দ্বিতীয় অংশের নাম পাশুপত তৃতীয় অংশের নাম কালবদন, এবং চতুর্থ অংশের নাম কপালিন।

বশিষ্ঠের প্রিয়পুত্র স্বয়ং শক্তি শৈব অর্থাৎ শৈব-মতানুসারে শিবলিঙ্গোপাসক ছিলেন। তাঁহার শিষ্যের নাম গোপায়ন।

তপোধন ভারদ্বাজ মহাপাশুপত ছিলেন। সোমকেশ্বর রাজা ঋষভ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

তপোধন ভগবান্ আপস্তম্ব কালবদন-মতাবলম্বী ছিলেন। ক্রাথদেশের অধীশ্বর বক নামক বৈশ্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

ধনদ নামক ঋষি কপালিন-মতাবলম্বী ছিলেন; কুন্দোদরনামা মহাতপা শূদ্র তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণে সত্ত্বগুণানুসারী শৈব মত, ক্ষত্রিয়ে রজোগুণানুসারী পাশুপত মত, বৈশ্য রজস্তমঃসমবায়ানুসারী কালবদন মত এবং শূদ্রে তমোগুণানুসারী কপালিন মত প্রচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মা এইরূপে চতুর্বর্ণের লিঙ্গার্চ্চন বিধান করিয়া

---

* এস্থলে স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে বর্ণিত আছে যে মহাদেব সতীবিয়োগে একান্ত অধীর ও দুঃখিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, দেবগণ! সতীবিয়োগে নিরতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছি বলিয়াই ঋষিগণের অভিশাপে আমি নিজ ইচ্ছাতেই লিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে, যেন ঋষিগণের অভিসম্পাতেই আমার লিঙ্গ পতিত হইয়াছে। পরন্তু আমি ইচ্ছা না করিলে ত্রিভুবন মধ্য কাহার সাধ্য যে আমার লিঙ্গ পাতিত করে। সুতরাং কিজন্য আমি আবার ইহা পুনর্গ্রহণ করিব।'

ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ভগবান মহেশ্বরও সেই অনন্ত লিঙ্গ সংযত করিয়া লইলেন, এবং সেই চিত্রবনে একটি সূক্ষ্ম লিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক যথাভিলষিত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

৩। বামনপুরাণে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বিমুগ্ধ হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় বালখিল্য নামক ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। পরন্তু তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াই তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে পতিপরায়ণা পার্ব্বতী তাঁহাদের কঠোর তপস্যা দর্শনে অতীব দুঃখিত হইয়া দেবদেব শঙ্করকে কহিলেন,বালখিল্য আপনাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অতীব ক্লেশ-সাধ্য তপস্যা করিতেছে। আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের অভিপ্রেত বর প্রদান করুন।

সর্ব্বান্তর্যামি মহাদেব দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত বচনে কহিলেন, দেবি! ধর্ম্মের গতি যে অতীব গহন, তাহা কি তোমার বিদিত নাই? এই ধর্ম্মচারী বালখিল্যগণ প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা জানিতে পারে নাই; ইহারা অতীব মূঢ়গতি : আমি ইহাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা করি না। দেবী কহিলেন, দেবদেব! এরূপ বাক্য বলিবেন না; বালখিল্য নামক মুনিগণ শংসিতব্রত ও নিয়ত ধর্মনিষ্ঠ।

তখন, মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি; তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। যেখানে বালখিল্যগণ আছে, আমি সেই স্থানেই যাইতেছি। দেবী ভুবনেশ্বরী শঙ্করের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমুদিত হৃদয়ে উত্তর করিলেন, দেবদেব! তাহাই হউক, আপনি সেই স্থানে গমন করুন।

অনন্তর, মহাদেব গমন পূর্ব্বক কাষ্ঠলোষ্ট্রসমাশ্রিত বালখিল্যগণকে দেখিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ রূপ ধারণ করিলেন। এই পুরুষ যুবা, ভিক্ষাকপালধারী, বনমালা-বিভূষিত অথচ উলঙ্গ। ঈদৃশ পুরুষরূপধারী সদাশিব সংযতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণের আশ্রমে ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালখিল্য গণের আশ্রমে গিয়া 'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও' এই বাক্য কহিতে লাগিলেন।

এদিকে ঋষিপত্নীরা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব-রূপসম্পন্ন উলঙ্গ যুবা পুরুষকে দেখিয়া

বিমুগ্ধহৃদয় হইয়া পড়িলেন ; এবং স্ত্রীজনসুলভ কৌতুহল নিবন্ধন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ; আইস, আমরা ভিক্ষুককে দর্শন করি ; বিশেষ আবশ্যক আছে। মুনিপত্নীরা পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিয়া ভূরিপরিমাণে ফলমূল গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভিক্ষো! আমরা এই ভিক্ষা দিতেছি, গ্রহণ কর।

এই সময় ঋষিপত্নীরা মদনপরতন্ত্র হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাপস! তুমি এই যে ব্রতাবলম্বন করিয়া আছ, এ ব্রতের নাম কি ? ইহা কিরূপ ? আমরা দেখিতেছি, তুমি বনমালা দ্বারা উলঙ্গ-লিঙ্গ বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছ ; তুমিও অতীব মনোহর-দর্শন। তাপস! যদি তুমি সম্মত হও ; তাহা হইলে আমরাও তোমার ন্যায় ঐরূপ মনোহর দর্শন হই।

ঋষিপত্নীরা এইরূপ বাক্য কহিলে তাপসবেশধারী ভূতনাথ সহাস্য মুখে কহিলেন, মুনিপত্নীগণ! আমার এই ব্রত নিতান্ত গোপনীয় নহে ; প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। পরন্তু যেখানে বহুসংখ্যক পুরুষ থাকে, এবং তাহারা যদি শুনিতে পায়, তাহা হইলে এই ব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। সুভগ ঋষিপত্নীগণ! যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, আমার সহিত নির্জ্জন স্থানে আগমন কর।

ঋষিপত্নীগণ মহাদেবের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাপস! তোমার এই ব্রতবিবরণ শুনিবার নিমিত্ত আমাদের অতীব কৌতুহল হইয়াছে চল, আমরা তোমার সহিত যাইতেছি ; মুনিপত্নীরা এই বাক্য বলিয়াই পাণিপল্লব দ্বারা শিবের অঙ্গ দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। কোন কোন ঋষিপত্নী কামপরতন্ত্রা হইয়া বাহুযুগল দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কোন কোন ঋষিপত্নী মদন-বিহ্বল হৃদয়ে জানুযুগল ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন ; এইরূপে কোন ঋষিপত্নী কটিবন্ধ, এবং কোন কোন ঋষিপত্নী চরণদ্বয় ধারণ করিয়া স্ব স্ব অভিমুখে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ আশ্রমমধ্যে নিজ নিজ পত্নীদিগের এরূপ বিসদৃশ বিক্ষোভ ও ভাবান্তর দেখিয়া কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক 'এই উন্মত্তকে বিনাশ কর! এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য দিগম্বরকে বিনাশ কর!' এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ভগবান্ ভবানীপতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বালখিল্যগণ প্রহার দ্বারা তাঁহার লিঙ্গ ভূতলে পাতিত করিলেন।

লিঙ্গ পাতিত হইবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ অন্তর্হিত হইয়া কৈলাস-শিখরে দেবীর নিকট গমন করিলেন।

এদিকে সেই ক্রমশঃ বর্দ্ধমান শিবলিঙ্গ পতিত হইবামাত্রই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অধ্যাত্মদর্শী মহর্ষিগণের মনও বিক্ষুব্ধ ও বিলোড়িত হইতে লাগিল; মহর্ষিগণের মধ্যে কোন বুদ্ধিমান্ মহাত্মা কহিলেন, চল আমরা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই; ইহা যে কি ব্যাপার, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

মহর্ষিগণ এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হৃদয়ে দেবগণ-নিষেবিত ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন; এবং ব্রহ্মার নিকট কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা জ্ঞানবিষয়ে অতীব দুর্ব্বল; আপনি সকলের উপকারক; আমরা অজ্ঞান নিবন্ধন যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, আপনি তাহার শান্তি বিষয়ে যত্ন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন আইস, আমরা সকলে ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হই, তাঁহার প্রসাদে পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি স্থাপন হইতে পারিবে।

অনন্তর ব্রহ্মা, সেই মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসশিখরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় উমার সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, মহেশ্বর! তুমি অনন্ত, তোমাকে নমস্কার। পিনাকিন্! তুমি বরদ, তোমাকে নমস্কার।

মহাদেব এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! আমার এই লিঙ্গ পুনর্বার আর আমার নিকট আসিবে না; অতএব এ বিষয়ে আমি এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা দ্বারা আমার এবং আমার লিঙ্গের যার পর নাই প্রীতি হইবে, সন্দেহ নাই ও ইহা দ্বারাই জগতের শান্তি স্থাপন হইবে। যে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার লিঙ্গ পূজা করিবে এই জগতে তাহাদের কিছুই দুর্লভ থাকিবে না, এবং ইহা দ্বারাই তাহাদের ও জগতের হিত সাধন হইবে।

৪। শিবপুরাণ একচত্বারিংশ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

ঋষিগণ কহিলেন, সূত! তুমি বেদব্যাসের প্রসাদে সকলই অবগত আছ; তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই; এজন্য আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-

তেছি। পূর্ব্বে তুমি যে বলিয়াছ, ত্রৈলোক্যের সকলেই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে, তাহা সত্য। পরন্তু লিঙ্গপূজা বিষয়ে অবশ্যই কোন কারণ আছে; সেই কারণ কি, আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি কল্পভেদে শিবলিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তন বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তন্মধ্যে পূর্ব্বকালে দারুবনে ঋষিগণের যে ঘটনা হইয়াছিল, অদ্য তাহাই আনুপূর্ব্বিক যথাশ্রুত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দারুবন নামে পরম রমণীয় একটি বন ছিল; এই দারুবনে শিব-ভক্তিপরায়ণ ঋষিগণ বাস করিতেন। এই ঋষিগণ প্রতিদিন ত্রিকালে শিবপূজা ও নিরন্তর শিব ধ্যানে নিরত থাকিতেন। ধ্যাননিষ্ঠ মহর্ষিগণ এইরূপে নিয়ত শিবের আরাধনা করেন; এমন সময় এক দিবস তাঁহারা কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনান্তরে গমন করিলেন। এই সময় ভগবান্ শঙ্কর নীললোহিত, মুনিগণের পরীক্ষার নিমিত্ত বিরূপ রূপ অবলম্বন করিয়া দারুবন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই তাপস-বেশধারী সদাশিব অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন ও দিগম্বর; তাঁহার শরীর বিভূতি-বিভূষিত ও তিনি নানাবিধ ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছিলেন। তিনি এইরূপে রমণীগণের অতীব প্রিয়দর্শন হইয়া মনোদ্বারা ঋষিপত্নীদিগের মন আকর্ষণ করিতে করিতে দারুবন-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঋষিপত্নীগণ তাদৃশ-ভাবপরায়ণ ভূতনাথকে দেখিয়া যার পর নাই সন্ত্রস্ত ও ভীত হইলেন; পরন্তু কোন কোন ঋষিপত্নী বিহ্বলা ও বিস্মিতা হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন; কোন কোন ঋষিপত্নী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; এবং কোন কোন ঋষিপত্নী তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ঋষিপত্নীগণ পরমানন্দে ভগবান্ ভূতনাথের সহিত সংমিলিত হইলেন।

ইত্যবসরে মহর্ষিগণ কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহারা তাদৃশ বিরুদ্ধ চেষ্টা দেখিবামাত্র যার পর নাই দুঃখিত ও ক্রোধে একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন; এবং নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কহিলেন, 'এ কে! এ কে!' ভগবান্ পশুপতি কোন উত্তরই করিলেন না। তখন মহর্ষিগণ পরুষ বচনে কহিলেন, 'রে দুরাচার! তুই ন্যায় বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছিস্! তোর লিঙ্গ এখনই ভূতলে নিপতিত হউক।'

মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র শিবলিঙ্গ তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপ-

র্তিত হইল, এবং তাহা জলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া যাহা সম্মুখে পাইল তৎসমুদায়ই দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ লিঙ্গ পাতালে, স্বর্গে ও ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; কুত্রাপি স্থির হইয়া থাকিল না। পরন্তু ঐ লিঙ্গ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানই দগ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে সেই বিশ্লিষ্ট শিবলিঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নিস্তম্ভরূপী হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিলোকস্থিত সমুদায় লোকই ব্যাকুলিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ ঋষিগণের কষ্ট ও দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। দেবগণ ও ঋষিগণ পলায়ন করিয়াও কুত্রাপি স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিলেন না।

তখন ঋষিগণ ও দেবগণ সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইলেন; এবং এই কার্য্য যে সদাশিব-কৃত, তাহা তাঁহারা জানিতে না পারিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন; এবং যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে কহিলেন, তোমরা ত্রিকালদর্শী মহর্ষি তোমরা জানিয়া শুনিয়াও অনভিজ্ঞ মূর্খের ন্যায় ঈদৃশ গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, তখন আর আমি তোমাদিগকে কি বলিব! দেবগণ! এইরূপে শিবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশল প্রত্যাশা করিতে পারে! মধ্যাহ্ন সময়ে অতিথি উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, অতিথি আপনার পাপসমুদায় সেই ব্যক্তির স্কন্ধে প্রদান পূর্ব্বক তাহার সমুদায় পুণ্যপুঞ্জ লইয়া প্রতিগমন করিয়া থাকে। ঈদৃশ অবস্থায় স্বয়ং মহেশ্বর যখন অতিথি হইয়া প্রত্যাখ্যাত ও অবমানিত হইয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব!

যাহা হউক, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গ স্থির না হইবে, সেই পর্য্যন্ত ত্রিলোকের কোথাও মঙ্গল হইবে না। এক্ষণে যাহাতে লিঙ্গ স্থির হয়, তোমরা তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমরা দেবী ভগবতী গৌরীর আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যোনিরূপ ধারণ করুন। তিনি এরূপ করিলেই লিঙ্গ স্থির হইবে অন্যথা কিছুতেই উহা স্থির হইবে না। তোমরা আরাধনা করিয়া দেবীকে

যখন প্রসন্না দেখিবে, তখনই এই বর প্রার্থনা করিবে। পরে যথাবিহিত বস্তু দ্বারা অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া তদুপরি যথাবিহিত কুম্ভ সংস্থাপন পূর্বক সেই কুম্ভে সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত দূর্বা ও যবাঙ্কুর প্রদান করিয়া তীর্থজল দ্বারা ঐ কুম্ভ পূরণ করিবে। পরে বৈদিক মন্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভ অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। মহর্ষিগণ! অনন্তর উদ্গীথ-রুদ্রশতক মন্ত্র * পাঠ সহকারে ঐ কুম্ভস্থ জল দ্বারা তোমরা ঐ লিঙ্গ সিক্ত ও প্রোক্ষিত করিলেই উহা প্রশান্ত হইবে। অনন্তর ভগবতীর যোনি রূপ অগ্নি স্থাপিত করিয়া ঐ লিঙ্গ তাহাতে স্থাপন পূর্বক ঐ উদ্গীথ-রুদ্রশতক মন্ত্র দ্বারা পুনর্বার উহা অভিমন্ত্রিত করিবে; পরে গন্ধ দ্রব্য, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নীরাজন প্রভৃতি দ্বারা ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়া মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। অনন্তর প্রণিপাত স্তুতিপাঠ গান বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা লিঙ্গের সন্তোষ সম্পাদন পূর্বক মাঙ্গলিক কর্ম্ম করিয়া 'জয় জয়' এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপ স্তব করিবে যে, দেবদেব! তুমি প্রসন্ন হও, তুমি জগতের আনন্দজনক হও। মহেশ্বর তুমি জগৎস্রষ্টা, তুমি জগৎপালয়িতা, আবার তুমিই যথাসময়ে জগৎসংহারকর্ত্তা। ভগবন্! তুমি জগতের আদি, তুমি জগতের যোনি, আবার তুমিই এই জগতের সর্বত্রই বিরাজমান আছ। অতএব সদাশিব! তুমি এক্ষণে প্রশান্ত হও; জগৎ রক্ষা কর; সকলের মঙ্গল কর। দেবগণ ও ঋষিগণ! তোমরা এইরূপ করিলেই শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে; সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন, এবং পরম ভক্তি সহকারে পূজা পূর্বক প্রার্থনা করিলে, শঙ্করও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন; দেবগণ!—মহর্ষিগণ! পার্বতী ব্যতিরেকে আর কোন কামিনীই আমার লিঙ্গ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পার্বতী যদি যোনিরূপা হইয়া আমার লিঙ্গ ধারণ করেন, তাহা হইলে ত্রিলোকস্থ সমুদায় লোক শান্তি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভগবতী গৌরীর নিকট গমন করিলেন; এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি যখন সম্মতা হইলেন তখন পুন-

* সামবেদের শাখাবিশেষের নাম 'উদ্গীথ'। ঐ উদ্গীথ নামক শাখাতে যে একশত মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহাই সচরাচর উদ্গীথরুদ্রশতক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

র্ব্বার ভগবান বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে তাঁহারা উদ্গীথ-রুদ্রশতক পাঠ দ্বারা যোনিতে লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ত্রিলোকের শান্তি রক্ষার নিমিত্ত স্তব, পূজা ও যন্ত্র মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ ভবানী-পতিকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুস্থির হইলেন। ভগবান্ সদাশিবও সদয় হইয়া কহিলেন, দেবগণ!—মহর্ষিগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে ত্রিলোকস্থ লোক সুখী হইবে। মহেশ্বর ঈদৃশ বাক্য বলিবামাত্র দেবগণ ও ঋষি-গণ সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রণাম পূর্বক পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি সমুদায় দেবগণই ত্রিলোকস্থ লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্বত্রই লিঙ্গ স্থাপন করিলেন; তদবধি জগতে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৫।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ে যেরূপে বর্ণিত আছে তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, ভগবান্ রুদ্র ত্রিপুরসংহারী ও সর্বদেবশ্রেষ্ঠ। তিনি কি নিমিত্ত ভার্য্যার সহিত জুগুপ্সিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহারা যোনি-লিঙ্গস্বরূপ হইয়াছেন? মিত্রাবরুণনন্দন! পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন চতুর্বাহু ভগবান্ শূলপাণির কি নিমিত্ত এইরূপ বিগর্হিত রূপ হইল, বিশেষরূপে ব্যক্ত করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, আমি তাহা বিস্তারিতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে একদা স্বায়ম্ভুব মনু মহর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্দরপর্বতে একটি অসাধারণ দীর্ঘ-সত্র আরম্ভ করেন। নানাস্থান হইতে শংসিতব্রত নানাবিধ মুনিগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তপোধনগণ সকলে দেবতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা প্রধান এবং বেদবেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের পূজ্য। মহর্ষিগণ এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোনিধি ভৃগুকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমাদের সংশয়-চ্ছেদনে সমর্থ। অতএব আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করুন। এবং সেখানে গিয়া আপনি বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিবেন যে এই তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা সমধিক শুদ্ধসত্ত্ব-গুণসম্পন্ন। যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-গুণ-

সম্পন্ন হইবেন, তাঁহাকেই আমরা সকলেই পূজা করিব; অন্য দেবতা মাদৃশ ব্রাহ্মণগণের কখনই পূজ্য নহেন। মহর্ষে! আপনি অবিলম্বে এই দেবতা নিরূপণ করুন; ইহা দ্বারা সর্বলোকেরও হিতসাধন হইবে।

ঋষিগণ এই বাক্য বলিবামাত্র মহর্ষি ভৃগু, বামদেবের সহিত সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসশিখরে মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তিনি শঙ্করের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভীষণমূর্ত্তি নন্দী ত্রিশূলহস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছেন। ভৃগু কহিলেন নন্দিন্! মহাত্মা শঙ্করের নিকট শীঘ্র সংবাদ দাও যে, মহর্ষি ভৃগু দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সর্বগণেশ্বর নন্দী, অমিততেজা মহর্ষি ভৃগুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না; তিনি ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এখন তুমি ফিরিয়া যাও; যদি তোমার প্রাণের আশা থাকে, আমি বলিতেছি এখনই তুমি ফিরিয়া যাও।

মহাতপা ভৃগু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত ও নিরাকৃত হইয়াও সেই দ্বারদেশেই বহুদিন অবস্থান করিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, দেখিতেছি, শঙ্করের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে; তিনি রমণীসম্ভোগে মত্ত ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া আমাকে জানিতে পারিতেছেন না; এজন্য এক্ষণে আমি শাপ প্রদান করিতেছি যে, যেহেতু শঙ্কর নারীসঙ্গমে মত্ত হইয়া আমার অবমাননা করিলেন, এই কারণে শঙ্করী ও শঙ্কর, সংযুক্ত যোনিলিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

৬।—লিঙ্গপুরাণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা:—

ঋষিগণ কহিলেন, লোমহর্ষণ! কিরূপে লিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গে (লিঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে) ভগবান্ শঙ্করের পূজা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ঐ লিঙ্গ কি, এবং লিঙ্গীই বা কে, অর্থাৎ ঐ লিঙ্গ কাহার? তত্তাবৎ তুমি বিশেষরূপে বল।

লোমহর্ষণ কহিলেন, ঋষিগণ! আপনারা আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ব্বকালে দেবগণ ও ঋষিগণও ব্রহ্মাকে যথাবিধানে প্রণাম করিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্! পূর্ব্বকালে কিরূপে লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গের উপরি স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই লিঙ্গই বা

র্ব্বার ভগবান বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে তাঁহারা উদ্‌গীথ-রুদ্রশতক পাঠ দ্বারা যোনিতে লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ত্রিলোকের শান্তি রক্ষার নিমিত্ত স্তব, পূজা ও যন্ত্র মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ ভবানী-পতিকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুস্থির হইলেন। ভগবান্ সদাশিবও সদয় হইয়া কহিলেন, দেবগণ!—মহর্ষিগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে ত্রিলোকস্থ লোক সুখী হইবে। মহেশ্বর ঈদৃশ বাক্য বলিবামাত্র দেবগণ ও ঋষি-গণ সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রণাম পূর্বক পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি সমুদায় দেবগণই ত্রিলোকস্থ লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্বত্রই লিঙ্গ স্থাপন করিলেন; তদবধি জগতে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৫।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ে যেরূপে বর্ণিত আছে তাহার তাৎপর্য্য যথা:—

মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, ভগবান্ রুদ্র ত্রিপুরসংহারী ও সর্বদেবশ্রেষ্ঠ। তিনি কি নিমিত্ত ভার্য্যার সহিত জুগুপ্সিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহারা যোনি-লিঙ্গস্বরূপ হইয়াছেন? মিত্রাবরুণনন্দন! পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন চতুর্বাহু ভগবান্ শূলপাণির কি নিমিত্ত এইরূপ বিগর্হিত রূপ হইল, বিশেষরূপে ব্যক্ত করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, আমি তাহা বিস্তারিতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে একদা স্বায়ম্ভুব মনু মহর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্দরপর্বতে একটি অসাধারণ দীর্ঘ-সত্র আরম্ভ করেন। নানাস্থান হইতে শংসিতব্রত নানাবিধ মুনিগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তপোধনগণ সকলে দেবতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা প্রধান এবং বেদবেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের পূজ্য। মহর্ষিগণ এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোনিধি ভৃগুকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমাদের সংশয়-চ্ছেদনে সমর্থ। অতএব আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করুন। এবং সেখানে গিয়া আপনি বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিবেন যে এই তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা সমধিক শুদ্ধসত্ত্ব-গুণসম্পন্ন। যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-গুণ-

সম্পন্ন হইবেন, তাঁহাকেই আমরা সকলেই পূজা করিব; অন্য দেবতা মাদৃশ ব্রাহ্মণগণের কখনই পূজ্য নহেন। মহর্ষে! আপনি অবিলম্বে এই দেবতা নিরূপণ করুন; ইহা দ্বারা সর্বলোকেরও হিতসাধন হইবে।

ঋষিগণ এই বাক্য বলিবামাত্র মহর্ষি ভৃগু, বামদেবের সহিত সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসশিখরে মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তিনি শঙ্করের দ্বার-দেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভীষণমূর্ত্তি নন্দী ত্রিশূলহস্তে দ্বার রক্ষা করিতে-ছেন। ভৃগু কহিলেন নন্দিন্! মহাত্মা শঙ্করের নিকট শীঘ্র সংবাদ দাও যে, মহর্ষি ভৃগু দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সর্বগণেশ্বর নন্দী, অমিততেজা মহর্ষি ভৃগুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না; তিনি ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এখন তুমি ফিরিয়া যাও; যদি তোমার প্রাণের আশা থাকে, আমি বলিতেছি এখনই তুমি ফিরিয়া যাও।

মহাতপা ভৃগু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত ও নিরাকৃত হইয়াও সেই দ্বারদেশেই বহুদিন অবস্থান করিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, দেখিতেছি, শঙ্করের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে; তিনি রমণীসম্ভোগে মত্ত ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া আমাকে জানিতে পারিতেছেন না; এজন্য এক্ষণে আমি শাপ প্রদান করিতেছি যে, যেহেতু শঙ্কর নারীসঙ্গমে মত্ত হইয়া আমার অবমাননা করিলেন, এই কারণে শঙ্করী ও শঙ্কর, সংযুক্ত যোনিলিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

৬।—লিঙ্গপুরাণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা:—

ঋষিগণ কহিলেন, লোমহর্ষণ! কিরূপে লিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গে (লিঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে) ভগবান্ শঙ্করের পূজা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ঐ লিঙ্গ কি, এবং লিঙ্গীই বা কে, অর্থাৎ ঐ লিঙ্গ কাহার? তত্তাবৎ তুমি বিশেষরূপে বল।

লোমহর্ষণ কহিলেন, ঋষিগণ! আপনারা আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ব্বকালে দেবগণ ও ঋষিগণও ব্রহ্মাকে যথাবিধানে প্রণাম করিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্! পূর্বকালে কিরূপে লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গের উপরি স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই লিঙ্গই বা

কি, এবং লিঙ্গীই বা কে? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

পিতামহ কহিলেন, দেবগণ! (পরমব্রহ্মের আভাস-যুক্ত) প্রকৃতিই লিঙ্গ শব্দে এবং সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মই লিঙ্গী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেবগণ! প্রলয়-সময়ে সমুদ্রে আমার ও বিষ্ণুর রক্ষার নিমিত্তই এই লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। যখন স্থিতিকাল সম্পূর্ণ ও প্রলয়কাল উপস্থিত হইল; তখন ত্রিলোক বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দেবগণ ও মহর্ষিগণ জনলোকে গমন করিলেন, পরে তাঁহারা সেস্থানেও (উত্তপ্ত হইয়া) এক সহস্র মহাযুগের অবসানে সত্যলোকে গমন করিলেন। আমার (ব্রহ্মার) সন্ধ্যাকাল উপস্থিত সুতরাং তদ্দিবসীয় আধিপত্যেরও অবসান হইল; সকলই একাকার হইয়া গেল। এদিকে সর্ব্বতোভাবে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন স্থাবর অস্থাবর সমুদায় পদার্থই পরিশুষ্ক হইতে লাগিল; পশুগণ মনুষ্যগণ যক্ষগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে দগ্ধ হইল। পরে ক্রমে চতুর্দ্দিক্ ও একার্ণব মহাঘোর অন্ধকারময় হইলে সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্বদেবোদ্ভব, বিশ্বাত্মা, ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্বক প্রলয়- পয়োধিজলে প্রশান্তভাবে শয়ন করিলেন। এই সময় হিরণ্যগর্ভ রজোগুণে পূর্ণ, স্বয়ং শঙ্কর তমোগুণে পূর্ণ, এবং সর্বগ বিষ্ণু সত্ত্বগুণে পূর্ণ থাকিলেন। পরন্তু ভগবান্ মহেশ্বর সর্বজীবের আত্মা স্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, মহাবাহু বিষ্ণুই কালাত্মা; তিনিই কাঞ্চনাভ, তিনিই শুক্ল, তিনিই কৃষ্ণ ও তিনিই নির্গুণ, এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণ, সর্ব্বাত্মা ও সদসৎরূপ। আমি তথাভূত পদ্মপলাশলোচন সনাতন বিষ্ণুকে প্রলয়-পয়োধিমধ্যে শয়ান দেখিয়া তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া অমর্ষযুক্ত হৃদয়ে কহিলাম, 'কস্ত্বং তুমি কে! পরে তাঁহার গাত্রে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক জাগরিত করিবার চেষ্টা করিলাম। তখন আমার হস্তের তীব্র ও দৃঢ় প্রহার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া অমল-কমললোচন বিষ্ণু শেষশয্যায় ক্ষণমাত্র উপবেশন পূর্ব্বক নিদ্রা-কলুষিত লোচনে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে সম্মুখস্থিত দেখিতে পাইয়াই ভগবান্ হরি উত্থিত হইয়া সাহাস্য মুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস ব্রহ্মন্! তোমার কুশল তো? তোমার মঙ্গল তো?

দেবগণ! বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া ঈদৃশ বাক্য কহিলে রজোগুণাধিক্য বশতঃ

আমার বৈরভাব উপস্থিত হইল। তখন আমি ভৎ র্সনা করিয়া জনার্দ্দনকে কহিলাম, কি আশ্চর্য্য। আমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; তুমি কোন্ লজ্জায় আমাকে 'বৎস বৎস' বলিয়া সম্বোধন করিতেছ! গুরু যেমন শিষ্যের নিকট ঈষৎ হাস্য করিয়া কথা কহেন, তুমি কোন্ সাহসে আমার নিকট সেইরূপ কহিতেছ! তুমি কি জান না যে, আমি জগতের সাক্ষাৎ কর্ত্তা, আমিই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, আমিই সনাতন, আমিই অজ, আমিই বিষ্ণু, আমিই বিরিঞ্চি, আমিই বিশ্বকারণ, আমিই বিশ্বাত্মা, আমিই বিধাতা ও আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা! তুমি কি নিমিত্ত মোহাভিভূত হইয়া আমাকে বৎস বৎস বলিয়া সম্বোধন করিতেছ! শীঘ্র বল।

তখন বিষ্ণুও আমাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেখ আমি সমুদায় জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। আমি নিত্য; তুমি আমারই শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়াছ। আমিই যে জগন্নাথ অনাময় নারায়ণ, আমিই যে পরমপুরুষ পরমাত্মা পুরুহূত পুরুষ্টুত বিষ্ণু, আমিই যে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা অচ্যুত মহেশ্বর তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? অথবা তোমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই; আমার মায়াবলেই তোমার এরূপ হইয়াছে।

চতুর্ম্মুখ! যাহা সত্য, বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমিই সমুদায় দেবতার ঈশ্বর আমিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, আমার ন্যায় অণিমাদিগুণসম্পন্ন বিভু আর কেহই নাই। পিতামহ! আমিই পরমব্রহ্ম, আমিই পরমতত্ত্ব, আমিই পরমজ্যোতিঃ আমিই পরমাত্মা এবং আমিই বিশ্বব্যাপী বিভু। চতুরানন! অধিক আর কি বলিব, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থাবর বা জঙ্গম, তুমি যাহা কিছু দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, তৎসমুদায়ই মন্ময় এবং আমিই সকলের আত্মা। পূর্ব্বকালে আমিই স্বয়ং চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক অব্যক্তের সৃষ্টি করিয়াছি। এই সূক্ষ্ম পদার্থ সমুদায় নিয়ত পরস্পর সংবদ্ধ। অনন্তর আমার ক্রোধ হইতে দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; এবং আমার প্রসন্নতা হইতেই তোমার এবং ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমি প্রথমতঃ যে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই অহঙ্কার তিন প্রকার:—সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র,

রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র, এই পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর উক্ত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। চতুরানন! তুমি নিশ্চই জানিবে, এই-রূপে আমার লীলাতেই জগতের সমুদায় সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বিষ্ণু ও আমি রজোগুণাভিভূত হইয়া পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতে লাগিলাম, এবং এইরূপ বাদানুবাদ করিতে করিতেই সেই প্রলয়-পয়োধি-জলমধ্যে আমাদের উভয়ের লোমহর্ষণ দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এমন সময় আমাদের পরস্পর বিবাদ শান্তির নিমিত্ত এবং প্রবোধনের নিমিত্ত উভয়ের সম্মুখেই এক অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইল। এই লিঙ্গের কিরণাবলীতে চতুর্দ্দিক্ প্রপূরিত হইয়া উঠিল। এই লিঙ্গ প্রলয়কালীন অনলপুঞ্জ-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন, আদি মধ্য ও অন্ত বিবর্জিত, ক্ষয়বৃদ্ধি বিরহিত, উপমা-রহিত অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত ও জগতের আদি কারণ। ইহার সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বল কিরণ-মালায় ভগবান্ হরি ও আমি উভয়েই বিমোহিত হইয়া পড়িলাম। তখন বিমুগ্ধ হরি আমাকে কহিলেন, তুমি এখন আর কিজন্য স্পর্দ্ধা প্রকাশ করি-তেছ! এই দেখ সম্মুখে আবার এই কে তৃতীয় উপস্থিত! এক্ষণে আমাদের যুদ্ধ রাখিয়া দাও। অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন বস্তু কোথা হইতে আবির্ভূত হইল! আইস আমরা অনুসন্ধান করি। আমি অনুপম অগ্নিস্তম্ভের অধো-ভাগে গমন করি; তুমি প্রযত্নসহকারে ত্বরায় উর্দ্ধে গমন কর। তুমি হংসরূপ ধারণ কর; আমি বরাহ রূপ ধারণ করি। বিশ্বাত্মা বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই বরাহরূপী হইলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ হংসরূপ ধারণ করিলাম। এই অবধি লোকে আমাকে হংসবিরাট ও হংস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। যিনি হংস হংস বলিয়া জপ করিবেন, তিনি হংস বা সোঽহং স্বরূপ হইবেন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, আমি অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণ, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল-নয়ন-সম্পন্ন, চতুর্দ্দিকে পক্ষযুক্ত হংসরূপী হইয়া অনিল ও মনের ন্যায় বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলাম। এদিকে বিশ্বাত্মা নারায়ণও নীলাঞ্জনপুঞ্জ-সদৃশ, শতযোজন-দীর্ঘ, দশযোজন-বিস্তৃত, সুমেরুপর্ব্বত-সদৃশ অতিপ্রকাণ্ড বরাহরূপ

ধারণ করিলেন। এই বরাহের দংষ্ট্রা শ্বেতবর্ণ ও সুতীক্ষ্ণ; তেজ প্রলয়কালীন আদিত্য-সদৃশ দুঃসহ; ঘোণা (নাসিকা) অতীব দীর্ঘ; চরণচতুষ্টয় হ্রস্ব; শরীর অতীব বিচিত্র, দৃঢ় অনুপম, ও জয়শীল। বিষ্ণু এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বরাহরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাশব্দে পাতালাভিমুখে গমন করিলেন।* এইরূপে বিষ্ণু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহাবেগে আধোগামী হইয়াছিলেন; পরন্ত এই শূকররূপী বিষ্ণু কিছুতেই উপস্থিত লিঙ্গের মূল দেখিতে পাইলেন না।

দেবগণ! এদিকে ঐ লিঙ্গের অন্ত দর্শনের উদ্দেশে আমিও একসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহাবেগে সর্ব্বপ্রযত্নে ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিলাম; পরন্ত সেই লিঙ্গের অন্ত না পাইয়া বহুকাল পরে একান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত ও অধোগামী হইলাম। এইরূপে মহাশরীর মহামনা ভগবান্ বিষ্ণুও শ্রান্ত, ক্লান্ত ও সংত্রস্ত-নয়ন হইয়া উত্থিত হইলেন; এবং আমার সহিত মিলিত হইয়াই ঐ অতীব অদ্ভুত লিঙ্গকে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মহেশ্বরের মায়ায় মোহিত ও একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলেন, সুতরাং আমার সহিত সমবেত হইয়া তিনি ঐ লিঙ্গের পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বে ও সম্মুখে পুনঃ পুনঃ প্রণাম সহকারে অতীব বিস্মিত চিত্তে 'ইহা কি! ইহা কি!' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, দেখিতেছি ইহা অনির্দ্দেশ্য, নামরহিত ও কর্ম্মরহিত; ইহা ধ্যানেরও অগোচর; ইহা অলিংগ হইয়াও লিংগস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু ও আমি উভয়েই চিত্ত স্থির করিয়া পুনঃপুনঃ নমস্কার সহকারে কহিতে লাগিলাম, আমরা তোমার স্বরূপ অবগত নহি; তুমি যে হও, সে হও; আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি! এইরূপে নমস্কার করিতে করিতে আমাদের একশত বৎসর অতীত হইল।

দেবগণ! অনন্তর সেই লিংগ হইতে একটি নাদ (অব্যক্ত ধ্বনি) হইতে লাগিল। পরক্ষণেই ঐ ধ্বনির অন্তর্গত শব্দ লক্ষিত হইলে ঐ ধ্বনির স্বরূপ কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইল। পরে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ংগম হইল যে, সুব্যক্ত প্লুতস্বরে ওঁ———ওঁ———এইরূপ উচ্চারিত হইতেছে। তখন বিষ্ণু ও আমি, ইহা কি!

* শিবপুরাণ বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে এই বরাহ শ্বেতবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাও লিখিত আছে যে এই শ্বেতবরাহের নামানুসারেই এই বর্ত্তমান কল্প শ্বেতবরাহ কল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা কি!' 'এই মহাশব্দ কি! এই মহাশব্দ কি!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলাম: এবং কহিলাম, [যাঁহা হইতে এই মহাশব্দ আবির্ভূত হইল, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।] অনন্তর ওঙ্কারের স্বরূপ আমাদের নয়ন-গোচর হইল; আমরা দেখিতে পাইলাম, লিংগের দক্ষিণ দিকে সনাতন আদ্য বর্ণ অকার, উত্তরে উকার মধ্যস্থলে মকার এবং তদুপরি নাদ-(বিন্দু), ও তদুপরি তৎসমুদায়ের সমবায় স্বরূপ ওঁকার শোভা পাইতেছে। লিংগের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত অকার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উত্তরস্থিত উকার পাবকের ন্যায়, এবং মধ্যভাগস্থিত মকার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তেজ সম্পন্ন; ইহার উপরি ভাগে যাহা দৃষ্ট হইল, তাহা শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন; ইহা তুরীয় সুতরাং ত্রিগুণাতীত, অমৃত স্বরূপ নিষ্কল, নিরুপপ্লব নির্দ্বন্দ্ব, কেবল (একমাত্র), শূন্য, বাহ্যভাগ ও অভ্যন্তর-ভাগ রহিত, বাহ্য ও অভ্যন্তরে সংস্থিত, বাহ্য ও অভ্যন্তর স্বরূপ, আদিরহিত, মধ্য রহিত, অন্তরহিত ও আনন্দকারণ। অকার উকার মকার, এই তিন বর্ণ তাহাতে তিন মাত্রারূপে এবং নাদ অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাই শব্দব্রহ্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ঋক্, যজু ও সাম, এই তিন বেদই উহাতে অকার, উকার মকার, এই মাত্রাত্রয় রূপে অবস্থান করিতেছে।

অনন্তর আমরা বেদবাক্য হইতেই ঐ শব্দব্রহ্মকে বিশ্বাত্মরূপে অবগত হই-লাম। এই সময় অবধি অতীন্দ্রিয়প্রদর্শক বেদের আবির্ভাব হইল। এই বেদ হইতেই সমুদায় জগতের পরম মংগল হয়। বিষ্ণু এই অতীন্দ্রিয়দর্শক বেদবাক্য দ্বারাই পরমেশ্বর সদাশিবকে জানিতে পারিলেন।

তৎকালে যজুর্ব্বেদ কহিলেন, ভগবান্ রুদ্র অচিন্ত্য; বাক্য ও মন তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হয়; একাক্ষর প্রণব দ্বারা তিনিই বাচ্য। সেই একাক্ষর বাচ্য ভগবান্ রুদ্রই পরম কারণ, অমৃতস্বরূপ, ঋতস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও পরাৎপর পরমব্রহ্ম স্বরূপ। এই শব্দব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষর হইতেই অকারস্বরূপ ভগবান্ কনকাণ্ডজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং ঐ একাক্ষর হইতেই উকার স্বরূপ বিষ্ণুও উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এবং ঐ একাক্ষর হইতেই মকারস্বরূপ ভগবান্ নীললোহিতও উৎপন্ন হয়েন। ইহার মধ্যে অকাররূপ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, উকার-রূপ বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং মকাররূপ রুদ্র এতদুভয়ের প্রতি অনুগ্রহকারী। এতন্মধ্যে মকাররূপ বিভু বীজী অর্থাৎ নিষেককর্ত্তা; অকাররূপ ব্রহ্ম বীজস্বরূপ

এবং উকাররূপ বিষ্ণু যোনিস্বরূপ। এতৎত্রিতয়ের সমষ্টি সদাশিব প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর; অর্থাৎ তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকৃতি ও পুরুষ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপে বীজী, বীজ, যোনি ও শব্দব্রহ্মরূপ মহেশ্বর, এই চতুষ্টয়ই প্রণবাত্মক। এতন্মধ্যে শব্দব্রহ্মস্বরূপ বীজী মহেশ্বর স্বেচ্ছানুসারে আপনাকে পৃথক্ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই শব্দব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরের লিংগ হইতেই অকারস্বরূপ বীজের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ বীজ উকারস্বরূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরে উহা হইতে সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইয়া আদ্যবর্ণ অকার বেষ্টন পূর্ব্বক বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। এই দিব্য অণ্ড বহুকাল জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। পরে সহস্র বৎসর অতীত হইলে মহেশ্বরের ইচ্ছায় উহা দ্বিধাকৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হইল। ঐ হিরণ্ময় অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইলে উহার উর্দ্ধভাগ দ্বারা স্বর্গ এবং অধোভাগ দ্বারা পাঞ্চভৌতিক পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অণ্ডে যে অকারস্বরূপ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিই সমুদায় লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি সত্ত্ব, রজ ও তম, এই গুণত্রয় ভেদে তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এই প্রকারে 'ওঁ—ওঁ—' এই বাক্য দ্বারাই উক্ত সমুদায় বিষয় কথিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ এইরূপ বলিলেন।

যজুর্ব্বেদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ সাদরে কহিলেন, ব্রহ্মন্! হরে! যজুর্ব্বেদ যাহা কহিলেন, তাহাই সত্য ও সমুদায় বেদের অনুমোদিত। তখন বিষ্ণু ও আমি তাঁহাকেই সকলের অধীশ্বর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলাম, এবং যথাবিহিত শ্রুতিসম্মত মন্ত্র দ্বারা সেই দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম।

অনন্তর নিরঞ্জন দেবদেব মহেশ্বর আমাদিগের স্তুতিবাদে পরিতুষ্ট হইয়া সেই লিংগেই দিব্য শব্দময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক সহাস্য ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অকার এই দিব্যপুরুষের মস্তক, আকার ললাট, ইকার দক্ষিণ নেত্র, ঈকার বাম নেত্র, উকার দক্ষিণ কর্ণ, ঊকার বাম কর্ণ, ঋকার দক্ষিণ কপোল, ৠকার বাম কপোল, ঌকার দক্ষিণ নাসাপুট, ৡকার বাম নাসাপুট, একার ওষ্ঠ, ঐকার অধর, ওকার উর্দ্ধদন্তপংক্তি, ঔকার অধোদন্তপংক্তি, অং তালুর উর্দ্ধদেশ, অঃ তালুর অধোদেশ, ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ দক্ষিণ হস্ত, চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ বাম হস্ত, ট ঠ ড ঢ ণ এই পঞ্চ অক্ষর দক্ষিণ চরণ,

ত থ দ ধ ন এই পঞ্চ অক্ষর বাম চরণ, পকার উদর, ফকার দক্ষিণ পার্শ্ব, বকার বাম পার্শ্ব, ভকার স্কন্ধদেশ, মকার হৃদয়, য র ল ব শ ষ স এই সাতটি বর্ণ সপ্ত ধাতু * হকার আত্মা, এবং ক্ষকার ক্রোধ ‡।

[নির্গুণ হইয়াও সগুণ ব্রহ্মের ঈদৃশ শব্দময় রূপ দর্শন করিয়া] আমি ও বিষ্ণু বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্বার উর্দ্ধদেশে দেখিতে পাইলেন, ওঁকার হইতে সমুৎপন্ন শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, পঞ্চকলা-সংযুক্ত, অষ্টত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, মেধাবৃদ্ধিকর, সর্বধর্মার্থসাধক (ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাম্ ইত্যাদি) মন্ত্র শোভা পাইতেছে (১)। বিষ্ণু পরে দেখিলেন, হরিদ্বর্ণ, বশ্যকারক কলাচতুষ্টয়-যুক্ত, চতুর্ব্বিংশতি-বর্ণাত্মক, গায়ত্রীসম্ভব তৎ-পুরুষ মন্ত্র শোভা পাইতেছে (২)। অনন্তর বিষ্ণু পুনর্বার দেখিলেন' অষ্টকলাযুক্ত, অথর্ব্ববেদোক্ত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক কৃষ্ণবর্ণ, অঘাপহ, আভিচারিক অঘোরমন্ত্র শোভা পাইতেছে (৩)। পরে তিনি পুনর্বার দেখিলেন, অষ্টকলা-সংযুক্ত, পঞ্চ-ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, শ্বেতবর্ণ, যজুর্ব্বেদীয় শান্তিকর সদ্যোজাত মন্ত্র শোভা বিস্তার করিতেছে (৪)। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার দেখিলেন, বালা প্রভৃতি ত্রয়োদশ-কলা-সমন্বিত, প্রথমপাদে জগতীচ্ছন্দোযুক্ত, জগতের বৃদ্ধি ও সংহারের কারণ, সামবেদ-সম্ভূত, লোহিতবর্ণ বামদেবমন্ত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই মন্ত্র ষট্ষষ্টিবর্ণাত্মক (৫)।

---

* সপ্ত ধাতু যথা।—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

‡ বায়ুপুরাণে, হকার নাভি এবং ক্ষকার নাদ বলিয়া বর্ণিত আছে। কোন কোন স্থানে ক্ষকার মেঢ্র বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

(১)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—ওঁকারবীজপ্রভবঃ কলাপঞ্চকসংযুতঃ। শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশঃ শুভমেধাবিবর্দ্ধনঃ॥

সদাশিবাত্মা ব্যোমস্থ ঈশানঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ঈশান মন্ত্র যথা :—

ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিব ওঁ॥

(২)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—গায়ত্রীপ্রভবো মন্ত্রঃ স্বর্ণবর্ণশ্চতুষ্কলঃ। বশ্যকো গজবাহস্থ ঈশ্বরঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥

তৎপুরুষশ্চন্দ্রবিম্বাভো ঋগ্বেদবদনোঽংশুমান্॥ তৎপুরুষমন্ত্র যথা :—

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

ভগবান্ বিষ্ণু এই পঞ্চ মন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি মন্ত্রমূর্ত্তি সদাশিবের দর্শন পাইলেন। এই সদাশিব ঋক্, যজু ও সাম-বেদ স্বরূপ; গীত বাদ্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টিকলা তাঁহার কান্তিস্বরূপ; ঈশানমন্ত্র তাঁহার মুকুট স্বরূপ; তৎপুরুষমন্ত্র তাঁহার মুখ স্বরূপ; অঘোরমন্ত্র তাঁহার হৃদয় স্বরূপ; বামদেবমন্ত্র তাঁহার গুহ্যদেশ স্বরূপ; এবং সদ্যোজাতমন্ত্র তাঁহার চরণ স্বরূপ; মহাভোগ ভোগিরাজগণ তাঁহার শরীরের শোভা বিস্তার করিতেছে। এই সদাশিবের সর্বদিকে চরণ, সর্ব্বদিকে বদন, সর্বদিকে নয়ন, এবং সর্ব-দিকে হস্ত শোভা পাইতেছে। এই সদাশিব শব্দব্রহ্মের অধিপতি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। বিষ্ণু এই মন্ত্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুনর্বার 'একাক্ষরায় রুদ্রায়' ইত্যাদি মন্ত্রে সেই বরদ মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তর মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! তোমরা সমুদায় দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি দেবাদিদেব মহাদেব; তোমরা ভয় পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে দর্শন কর। পূর্বে তোমরা দুই জনে আমার এই দক্ষিণ ও বাম দুই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হই-য়াছ। এই দেখ, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং আমার বাম পার্শ্বে বিষ্ণু (সূক্ষ্মরূপে) অবস্থান করিতেছেন; আর মধ্যে এই তৃতীয় পুরুষ

(৩)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—অথর্বপ্রভবো মন্ত্রঃ কলাষ্টকবিভূষিতঃ। আভি-চারিক ইত্যর্থম্ অঞ্জনাদ্রিসমপ্রভঃ॥

অশেষাঘহরঃ পুংসামঘোরো রুদ্রবিগ্রহঃ॥ অঘোরমন্ত্র যথা :—

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্বেভ্যো নমস্তেঽস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ।

(৪)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—যজুর্ব্বেদোদ্ভবো মন্ত্রঃ কলাষ্টকযুতঃ স্থিতঃ। শান্তিকৃৎ পৃথিবীসংস্থঃ সদ্যোজাতঃ পিতামহঃ॥ সদ্যোজাতমন্ত্র যথা :—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥

(৫)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—সামবেদভবো মন্ত্রস্ত্রয়োদশকলান্বিতঃ। বামদেবঃ প্রবালাভো বারিতত্ত্বস্থিতো হরিঃ॥ বামদেবমন্ত্র যথা :—ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বল-প্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ॥

বিশ্বাত্মাও আমার হৃদয়সম্ভূত। যাহা হউক, আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রীত হইয়াছি; তোমাদের যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর প্রদান করিতেছি।

কৃপানিধি ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ বলিয়া কৃপা পূর্বক করযুগল দ্বারা বিষ্ণুকে স্পর্শ করিলেন। তখন বিষ্ণু প্রহৃষ্ট হৃদয়ে লিঙ্গবিবর্জ্জিত লিঙ্গস্থ মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি আমাদিগকে বর প্রদান করা আপনকার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনকার প্রতি যেন আমাদের অবিচলিত ভক্তি থাকে। তখন ভগবান্ চন্দ্রশেখর বিষ্ণুকে ও আমাকে তাঁহার প্রতি অব্যভিচরিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান করিলেন। পরে নারায়ণ পুনর্বার ভূমিস্পৃষ্টজানু হইয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম পূর্বক মৃদুবাক্যে কহিলেন, দেবদেব! ব্রহ্মার সহিত আমার যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অতি শুভজনক ও সৌভাগ্যকরই বলিতে হইবে; কারণ আপনি সেই বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্তই এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে মহেশ্বর সহাস্য মুখে কহিলেন, বৎস বিষ্ণো! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; এক্ষণে তুমি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ পালন কর। বিষ্ণো! আমি নিষ্কল নিরঞ্জন পরমেশ্বর হইয়াও গুণত্রয় ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন নাম ও তিনরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া আসিতেছি। বিষ্ণো! তুমি মোহ ত্যাগ কর; এই পিতামহকে পালন কর। এই পিতামহ পাদ্মকল্পে তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবেন; তৎকালে তুমি এবং পিতামহ উভয়েই আমাকে দেখিতে পাইবে ও আমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবে। ভগবান্ দেবদেব এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এই সময় অবধিই ত্রিলোকে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

দেবগণ! লিঙ্গবেদী (গৌরীপট্ট) সাক্ষাৎ ভগবতী গৌরী; লিঙ্গও সাক্ষাৎ মহেশ্বর। প্রলয়কালে এই লিঙ্গেই সমুদায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা লিংগ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। (লয়নাৎ লিংগ উচ্যতে)

যিনি লিংগের সমক্ষে এই লিংগাখ্যান নিয়ত পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শিবস্বরূপ হয়েন, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহাও শিবপুরাণে

বিদ্যেশ্বরসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"পুরাকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েরই 'আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা এবং দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান' এই বলিয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ করিতে থাকেন। বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারিতেছেন না। বিষ্ণু তখন অত্যন্ত অমর্ষযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর ও অব্যর্থ মাহেশ্বরাস্ত্র সন্ধান করিলেন। ব্রহ্মাও তখন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল উদ্দেশে অব্যর্থ ও ঘোরতর পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তদ্দৃষ্টে দেবগণ বিক্ষুব্ধ ও ভীতচিত্ত হইয়া মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর তখন প্রধান অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় গুপ্তভাবে আকাশমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরস্পর হননেচ্ছু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন প্রলয়াগ্নি-সদৃশ অস্ত্রদ্বয় নিক্ষেপ করিলেন, তখন তদ্দ্বারা জগত্রয় দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর ভীষণাকার অনলস্তম্ভরূপে উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইবামাত্র ঐ অস্ত্রদ্বয় অনলস্তম্ভে বিলীন হইল। এই অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শনে বীরাভিমানী ব্রহ্মা বিষ্ণু সাশ্চর্য্যে বলিলেন, একি! এই অতীন্দ্রিয় অগ্নিময় লিঙ্গ কোথা হইতে কি প্রকারে আবির্ভূত হইল। তখন উভয়েই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া উহার আদি ও অন্ত নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পাতালতল ভেদ করিয়া বেগে অধোদেশে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল গমন করিয়া ইহার আদি দেখিতে না পাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় সমরাংগনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মাও অতিবেগবান্ হংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহুকাল ঊর্দ্ধদিকে ভ্রমণ করিয়াও অন্ত না পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, নিরতিশয় সৌগন্ধ্যময় অদ্ভুত এক কেতকীকুসুম অধোদিকে নিপতিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যে উহা বহুকাল হইতেই পতিত হইতেছে। ব্রহ্মা কেতককে জিজ্ঞাসা করায় কেতক বলিল যে আমি এই অগ্নিময় স্তম্ভ মধ্যস্থিত শিবের মস্তক হইতে নিপতিত হইতেছি। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে, আমি এই স্তম্ভের আদি প্রাপ্ত হই নাই। অতএব আপনি কিরূপে ইহার অন্ত দর্শন করিবেন। এই

লিংগ অনাদি ও অনন্ত। যাহা হউক, কেতক ব্রহ্মার অনুরোধে দেবগণ সকাশে 'ব্রহ্মা লিংগের অন্ত দর্শন করিয়াছেন', এই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল। ব্রহ্মা ও কেতকের মিথ্যা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া শশাঙ্কশেখর সেই অগ্নিলিংগ হইতে আবির্ভূত হইয়া ভ্রূমধ্য হইতে নির্গত ভৈরবকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই অসত্যভাষী ব্রহ্মার উপরিতন পঞ্চম মস্তক বিচ্ছিন্ন কর। এবং কেতককেও অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, অদ্য হইতে তোমার পুষ্পে আমার পূজা হইবে না।

"প্রভু শঙ্করকে আবির্ভূত দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ নানাবিধ পবিত্র উপচার দ্বারা ভক্তি সহকারে শিবের পূজা পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন। সদাশিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।"

এইস্থলে সপ্তম অধ্যায়ে এই দিনকেই সদাশিব শিবরাত্রি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রমাণ যথা—ঈশ্বর উবাচ। তুষ্টোঽহমদ্য বাং বৎসৌ পূজয়াস্মিন্ মহাদিনে। দিনমেতৎ ততঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি মহত্তরম্। শিবরাত্রিরিতি খ্যাতা তিথিরেষা মম প্রিয়া॥ ইত্যাদি—অর্থাৎ বৎসদ্বয়! অদ্য আমি এই মহাদিনে তোমাদের পূজায় অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণ হইতে এই দিন অতীব পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইবে। আমার প্রিয় এই তিথি, এখন হইতে শিবরাত্রি তিথি বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।

ঈশানসংহিতায় আছে যে,—মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাদিদেবো মহানিশি। শিবলিংগতয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্য্যসম প্রভঃ॥ অর্থাৎ মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর মহানিশিতে আদিদেব মহাদেব কোটিসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট শিবলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই উভয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শিবরাত্রিতেই শিবলিংগের আবির্ভাব ও পূজা প্রবর্ত্তিত হয়; এবং এই জন্যই শিববিষয়ে ভূতচতুর্দশী বা শিবরাত্রি শ্রেষ্ঠতম তিথি। ব্যাধের কাহিনী ইহার উত্তর কালের ঘটনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উক্ত কাহিনী দ্বারা ঐ তিথির মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

নারদপঞ্চরাত্র, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং শিবপুরাণ নামক উপপুরাণে শিব-

লিঙ্গোৎপত্তির বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিলাম। এতদ্ব্যতীত, এ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বিশেষ বিবরণ অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। আমরা যে যে মহাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তদ্ব্যতীত যদিও অন্যান্য মহাপুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ আমাদের উদ্ধৃত বিবরণ হইতে ভিন্নপ্রকার নহে; এমন কি, কোন কোন মহাপুরাণে আমাদের উদ্ধৃত ও উল্লিখিত বিবরণ প্রায় অবিকল রহিয়াছে; সুতরাং তৎসমুদায় উদ্ধৃত করা আমরা আবশ্যক বোধ করিলাম না। তবে এস্থলে কেবল আর দুইটি বিষয়ের মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।—

প্রথম। জনশ্রুতি আছে, আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং কথক মহাশয়েরা কথকতার সময় বর্ণন করিয়াও থাকেন যে, সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃত উত্থিত হইলে, অমৃত লইয়া দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে যখন পরস্পর ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল, তৎকালে বিষ্ণু অসুরগণকে অমৃতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে মনোহারিণী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। অলোক-সাধারণ-অনুপম-রূপলাবণ্য-সম্পন্না মোহিনীকে অকস্মাৎ দর্শন করিবামাত্র সুরাসুরগণ সকলেই একান্ত বিমোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু মহাদেব ক্ষণকাল পরেই চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক কামবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক মোহিনীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মোহিনীমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু ভূতনাথের ভাবগতিক দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিলেন। মোহিনী, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে স্থানে যান, সেই স্থানেই দেখেন, ভগবান্ নীললোহিত আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছেন। যাহা হউক, মহেশ্বর কোনক্রমেই মোহিনীকে ধরিতে পারিলেন না। পরে তিনি বৃদ্ধতানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া একস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রমাগত লিঙ্গ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। মোহিনী-রূপধারী বিষ্ণু, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল যেখানে গমন করেন, সেখানেই দেখেন শিবলিঙ্গ বর্দ্ধমান হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন তিনি কোন স্থানে নিস্তার

না পাইয়া পরিশেষে চক্র দ্বারা লিঙ্গচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন; শিবলিঙ্গ যত বৃদ্ধি হয়, মোহিনীরূপ বিষ্ণুও ততই ছেদন করেন। এইরূপ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সমুদায় শিবলিঙ্গে পরিপূরিত হইয়া পড়িল।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে ঈদৃশ বর্ণনা আমরা রামায়ণ, মহাভারত বা অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না। পরন্তু "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" জনশ্রুতি কখনই অমূলক হইতে পারে না। অতএব এই বৃত্তান্ত আমাদের অপরিজ্ঞাত কোন উপপুরাণ মধ্যে থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়। কালিকাপুরাণ নামক একখানি উপপুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তি বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, সতী-বিয়োগের পর মহেশ্বর সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া যে সময় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন, সে সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শনৈশ্চরের সমবেত চেষ্টায় সতীর এক এক অঙ্গ এক এক স্থানে নিপতিত হইতে লাগিল। পরে মহেশ্বর নিজ স্কন্ধ সতীদেহশূন্য দেখিয়া যে স্থানে সতীর মস্তক নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে শোকার্ত্ত হৃদয়ে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, সদাশিবকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত দূর হইতে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। ভূতনাথ তদ্দর্শনে শোক ও লজ্জাক্রমে প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন। এইরূপে মহাদেব লিঙ্গরূপ হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই সেই লিঙ্গরূপী ত্রিলোচনের স্তব করিতে লাগিলেন। (কালিকাপুরাণের মতানুসারে) এই অবধি লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রকারে লিঙ্গোৎপত্তি বিষয়ে নানা পুরাণে নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মতের কিরূপে সামঞ্জস্য সাধন হয়, তাহা অধ্যাত্মদর্শী মহাত্মগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। পরন্তু সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এই রূপক বর্ণন সমুদায়ের সামঞ্জস্য করিয়া আর অধিক গ্রন্থ বৃদ্ধি করা আমাদের তাদৃশ অভিপ্রেত নহে। যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তিনি তদনুসারে মীমাংসা পূর্ব্বক ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন। বিশেষতঃ, আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা মূল সূক্ষ্ম বিষয় ব্যক্ত না করিয়া রূপকাদি রূপে যে স্থূলরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রয়োজন, উপকারিতা ও গূঢ় সদভিসন্ধি আছে। এস্থলে আমরাও প্রাচীন মহর্ষিগণের অবলম্বিত পথের অনুসরণ

করিলাম; তদ্‌বিপরীতাচরণ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসংগত বোধ করিলাম না। তবে এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমেই স্কন্দপুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি—আকাশং লিংগমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিংগমুচ্যতে॥

এই মূলসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা ও ধ্যান করিলেই বুদ্ধিমান পাঠকগণ রূপক বর্ণনার মূল কারণ এক প্রকার হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, শিবলিংগ যে কি, কি নিমিত্তই বা সকলে ইহা পূজা করেন, এবং কোন্ সময় হইতেই বা ইহার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার কথিত হইল। অতঃপর, অনেকের অনুরোধে শিবলিংগের প্রকারভেদ ও বাণলিংগের উৎপত্তি প্রভৃতি যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই শিবলিংগ দুই প্রকার, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বয়ম্ভুলিংগ, বাণলিংগ প্রভৃতিকে অকৃত্রিম লিংগ বলে এবং ধাতু প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত লিংগকে কৃত্রিম লিংগ বলা যায়।

এই কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয়বিধ লিংগই আবার দুই প্রকার, চল ও অচল। যে লিংগকে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়, তাহাকে সচল বা চল লিংগ বলে। আর যাহাকে স্থানান্তরিত করিতে না পারা যায়, তাহাকে অচল লিংগ বলা হইয়া থাকে। কৃত্রিম লিংগের মধ্যে যাহা মন্দিরাদিতে স্থাপিত, তাহাই অচল।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—তল্লিঙ্গং দ্বিবিধং জ্ঞেয়মচলঞ্চ চলং তথা। প্রাসাদে স্থাপিতং লিঙ্গমচলং তচ্ছিলাদিজম্॥

অকৃত্রিম শিবলিঙ্গ আবার পাঁচ প্রকার। যথা—

১। স্বয়ম্ভুলিংগ। ২। দৈবলিঙ্গ। ৩। গোললিংগ। ৪। আর্ষলিংগ। ৫। মানসলিংগ।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—পঞ্চধা তৎ স্থিতং লিংগং স্বয়ম্ভুদৈবগোলকম্। আর্ষঞ্চ মানসং লিংগং তেষাং লক্ষণমুচ্যতে॥

১। স্বয়ম্ভুলিংগলক্ষণ যথা—

যে লিংগে নানা ছিদ্র ও নানা বর্ণ আছে, যাহা কর্কশ এবং ভূগর্ভ মধ্যে যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহাই স্বয়ম্ভুলিংগ বলিয়া বিখ্যাত। স্বয়ম্ভূলিংগ এরূপ না

হইলে তাহাকে লক্ষণচ্যুত বলা যায়। এই স্বয়ম্ভুলিংগ নানাপ্রকার। যে স্বয়ম্ভু-লিংগের মস্তক শঙ্খের ন্যায়, তাহা বৈষ্ণবলিংগ বলিয়া বিখ্যাত। যে স্বয়ম্ভুলিংগের মস্তক পদ্মের ন্যায়, তাহা ব্রাহ্মলিংগ। যাহার মস্তক ছত্রের ন্যায়' তাহা ঐন্দ্র-লিঙ্গ। যাহার দুইটি মস্তক, তাহা আগ্নেয়লিঙ্গ। যে লিঙ্গে তিনটি পদচিহ্ন, তাহা যাম্যলিংগ। যাহার আকৃতি খড়্গের ন্যায়, তাহা নৈর্ঋতলিংগ। যাহার আকৃতি কলসের ন্যায়, তাহা বারুণলিংগ। যাহাতে ধ্বজচিহ্ন আছে, তাহা বায়বীয়লিংগ। যাহাতে গদাচিহ্ন আছে, তাহা কৌবেরলিংগ। এবং যাহাতে ত্রিশূলচিহ্ন আছে' তাহা ঈশানলিংগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে দশ দিক্‌পাল হইতে দশবিধ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবতার চিহ্নে চিহ্নিত অনেক প্রকার স্বয়ম্ভুলিংগও দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—নানাচ্ছিদ্রসুসংযুক্তং নানাবর্ণসমন্বিতম্। অদৃষ্টমূলং যল্লিংগং কর্কশং ভুবি দৃশ্যতে॥ তল্লিংগন্তু স্বয়ম্ভূতমপরং লক্ষণচ্যুতম্। স্বয়ম্ভুলিংগমিত্যুক্তং তচ্চ নানাবিধং মতম্॥ শঙ্খাভমস্তকং লিংগং বৈষ্ণবং তদুদাহৃতম্। পদ্মাভমস্তকং ব্রাহ্মং ছত্রাভং শাক্রমুচ্যতে॥ শিরোযুগ্মং তথাগ্নেয়ং ত্রিপদং যাম্যমীরিতম্। খড়্গা-ভং নৈর্ঋতং লিংগং বারুণং কলসাকৃতি॥বায়ব্যং ধ্বজবল্লিংগং কৌবেরন্তু গদান্বিতম্। ঈশানস্থ ত্রিশূলাভং লোকপালাদিনিঃসৃতম্॥স্বয়ম্ভুলিংগমাখ্যাতং সর্বশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

২। দৈবলিংগ যথা ঃ—যাহাতে করপুটের চিহ্ন আছে, যাহা শূল টঙ্ক ও চন্দ্র-কলায় বিভূষিত, যাহাতে রেখা ও ছিদ্র রহিয়াছে, যাহা উন্নতানত ও দীর্ঘাকার, পরন্তু যাহাতে ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুভাগ ও রুদ্রভাগের লক্ষণ নাই * তাহার নাম দৈবলিঙ্গ। যথা সিদ্ধান্তশেখরে—করসংপুটসংস্পর্শং শূলটঙ্কেন্দুভূষিতম্। রেখাকোটরসংযুক্তং নিম্নোন্নতসমন্বিতম্॥ দীর্ঘাকারঞ্চ যল্লিঙ্গং ব্রহ্মভাগাদিবর্জ্জিতম্। লিংগং দৈবমিতি প্রোক্তং—

৩। অধুনা গোললিংগলক্ষণ বলিতেছি।—যাহার আকার কুষ্মাণ্ড ফলের ন্যায়, নাগরংগ ফলের ন্যায়, অথবা কাকডিম্ব ফলের ন্যায়, তাহাই গোললিংগ

* শিবলিংগের গৌরীপট্টের উপরিভাগকে রুদ্রভাগ কহে, গৌরীপট্ট প্রদেশকে বিষ্ণুভাগ বলা যায়, এবং গৌরীপট্টের নিম্নদেশকে ব্রহ্মভাগ বলা হইয়া থাকে। যে লিংগে গৌরাপট্ট দৃষ্ট হয় না, তাদৃশ লিংগে উক্ত ভাগত্রয় থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এই ভাগত্রয়-বিবজ্জিত যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গকেই দেবলিঙ্গ বলা যায়।

বা গোলকলিংগ শব্দে অভিহিত থাকে।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—গোলকং প্রোচ্যতেঽধুনা ॥ কুষ্মাণ্ডস্য ফলাকারং নাগরংগ-ফলোপমম্। কাকডিম্বফলাকারং গোললিংগমিতীরিতম্ ॥

৫। আর্যলিংগলক্ষণ যথা।—যাহাতে ব্রহ্মসূত্রের (যজ্ঞোপবীতের) লক্ষণ আছে, যাহার মূলদেশ স্থূল, অথচ যে লিঙ্গের আকৃতি নারিকেল ফলের সদৃশ, অথবা যাহার মধ্যদেশ স্থূল, অথচ যে লিংগ কপিত্থ-ফলসদৃশ, বা তালফলসদৃশ, তাহাকে আর্যলিংগ অথবা ঋষিবাণলিংগ বলা যায়। এতন্মধ্যে স্থূলমধ্য লিংগই শ্রেষ্ঠ।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—নারিকেলফলাকারং ব্রহ্মসূত্রবিবর্ত্তনম্। মূলে স্থূলঞ্চ যল্লিঙ্গং কপিত্থফলসন্নিভম্ ॥ তালস্য বা ফলাকারং মধ্যে স্থূলঞ্চ যদ্ভবেৎ। মধ্যে স্থূলং বরং লিঙ্গম্ ঋষিবাণমুদাহৃতম্ ॥

৫। মানসলিঙ্গ। এই মানসলিঙ্গ তিন প্রকার;—(১) রৌদ্রলিংগ, (২) শিবনাভিলিংগ ও (৩) বাণলিংগ।

(১)—রৌদ্রলিংগ-লক্ষণ যথা :—

বীরমিত্রোদয়ে কথিত হইয়াছে যে, নদীবেগে প্রস্তরদ্বয় যদি পরস্পর ঘর্ষিত সমতল ও স্নিগ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই নদীসম্ভূত লিংগকে রৌদ্রলিংগ বলা যায়। সমুচ্চয়েও কথিত হইয়াছে যে, সরিৎপ্রবাহ হইতে যাহার উৎ-পত্তি, যাহার আকৃতি বাণলিংগসদৃশ, তাহাও রৌদ্রলিংগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা নর্ম্মদানদীর স্রোতেও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া বাণলিংগের আকৃতি ধারণ করে, তাহাও একপ্রকার রৌদ্রলিংগ। এই রৌদ্রলিংগ চারি প্রকার; শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ লিংগ ব্রাহ্মণের পূজ্য, রক্তবর্ণ লিংগ ক্ষত্রিয়ের পূজ্য, পীতবর্ণ লিংগ বৈশ্যের পূজ্য, এবং কৃষ্ণবর্ণ লিংগ শূদ্রাদির পূজ্য। পরন্তু সর্বজাতীয় ব্যক্তিই কৃষ্ণবর্ণ লিংগ পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এই রৌদ্রলিংগ যদ্যপি নর্মদানদী-সম্ভূত হয়, তাহা হইলে বাণলিংগের ন্যায় ফলপ্রদায়ক হইয়া থাকে।

যথা বীরমিত্রোদয়ে—নদীসমুদ্ভবং রৌদ্রমন্যোন্যস্য বিঘর্ষণাৎ। নদীবেগাৎ সমং স্নিগ্ধং সঞ্জাতং রৌদ্রমুচ্যতে ॥

যথা চ সমুচ্চয়ে—সরিৎপ্রবাহসংস্থানং বাণলিংগসমাকৃতি। তদন্যদপি বোদ্ধব্যং রৌদ্রলিংগং সুখাবহম্ ॥ নদীসারনর্মদায়াং বাণলিংগসমাকৃতি। তদন্যদপি বোদ্ধব্যং লিংগং রৌদ্রং ভবিষ্যতি ॥

রৌদ্রলিঙ্গং তথাখ্যাতং বাণলিঙ্গসমাকৃতি। শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বিপ্রাদি-পূজিতম্॥ স্বভাবাৎ কৃষ্ণবর্ণং বা সর্বজাতিষু সিদ্ধিদম্। নর্ম্মদাসম্ভবং রৌদ্রং বাণলিঙ্গবদীরিতম্॥

(২) শিবনাভিলিঙ্গ তিন প্রকার; উত্তম মধ্যম ও অধম। যে শিবনাভিলিঙ্গের উচ্চতা চারি অঙ্গুলি পরিমিত, যাহাতে রমণীয় বেদিকা সংযুক্ত আছে, শাস্ত্রদর্শী মহর্ষিগণ তাহাকেই উত্তম শিবনাভিলিঙ্গ বলেন। যে লিঙ্গের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধ, তাহা মধ্যম, এবং যাহার পরিমাণ তাহারও অর্দ্ধ, তাহা অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ শিবনাভিলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। এই শিবনাভিময় লিঙ্গ, সমুদায় লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব সকলেরই যথাবিধানে ইহার পূজা করা কর্ত্তব্য।

যথা বীরমিত্রোদয়ে—উত্তমং মধ্যমাধমং ত্রিবিধং লিঙ্গমীরিতম্। চতুরঙ্গুলমুৎসেধে রম্যবেদিকমুত্তমম্॥ উত্তমং লিঙ্গমাখ্যাতং মুনিভিঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ। তদর্দ্ধং মধ্যমং প্রোক্তং তদর্দ্ধমধমং স্মৃতম্॥ শিবনাভিময়ং লিঙ্গং প্রতিপূজ্য মহর্ষিভিঃ। শ্রেষ্ঠঞ্চ সর্ব্বলিঙ্গেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যং বিধানতঃ॥

(৩) এক্ষণে বাণলিঙ্গ বিবরণ কথিত হইতেছে:—

নর্মদানদীর স্রোতোমধ্যস্থিত সচল স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বাণলিঙ্গ বলা যায়। এই বাণলিঙ্গে সর্বদা সদাশিবের অধিষ্ঠান! কথিত আছে, শিবের প্রসাদ ভক্ষণ করিলে শত চান্দ্রায়ণব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; পরন্তু বাণলিঙ্গার্পিত বস্তুতে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বিচার নাই। অন্ন বা জল যে কোন বস্তু বাণলিঙ্গের মস্তকে অর্পিত হইবে; তাহাই প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যাইবে। রুদ্রাক্ষ ও শিবলিঙ্গ যত স্থূল হয়, ততই প্রশস্ত; পরন্তু শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ যত সূক্ষ্ম হইবে, ততই উৎকৃষ্ট।

যথা মেরুতন্ত্রে—নর্ম্মদাজলমধ্যস্থং বাণলিঙ্গমিতি স্মৃতম্। বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূতে চন্দ্রকান্তাহ্বয়ং স্থিতম্॥ চান্দ্রায়ণশতং কার্য্যং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ। গ্রাহ্যাগ্রাহ্য-বিভাগোঽয়ং বাণলিঙ্গে ন বিদ্যতে॥ তদর্পিতং জলং বান্নং গ্রাহ্যং প্রসাদসংজ্ঞয়া॥ রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে। শালগ্রামো নার্মদঞ্চ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মং বিশিষ্যতে॥

বাণলিঙ্গ-পূজা-মাহাত্ম্য যথা:—কোমল বস্তু দ্বারা বিনির্মিত লিঙ্গের মধ্যে

পার্থিব লিংগই শ্রেষ্ঠ; এবং কঠিন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত লিংগের মধ্যে পাষাণ-নির্ম্মিত লিংগই প্রশস্ত। পরন্তু পাষাণ-নির্ম্মিত লিংগ অপেক্ষা স্ফটিক-নির্ম্মিত লিংগ, স্ফাটিক লিংগ অপেক্ষা পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত লিংগ, পদ্মরাগমণি-লিংগ অপেক্ষা কাশ্মীর-নির্ম্মিত লিংগ, কাশ্মীর-লিংগ অপেক্ষা পুষ্পরাগমণি-নির্ম্মিত লিংগ, পুষ্পরাগ-লিংগ অপেক্ষা ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত লিংগ, ইন্দ্রনীলমণি-লিংগ অপেক্ষা গোমেদ-নির্ম্মিত লিংগ, গোমেদ-লিংগ অপেক্ষা বিদ্রুম-নির্ম্মিত লিংগ, বিদ্রুমলিংগ অপেক্ষা মুক্তা-নির্ম্মিত লিংগ, মৌক্তিক লিংগ অপেক্ষা রজত-নির্ম্মিত লিংগ, রাজত লিংগ অপেক্ষা স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত লিংগ, সৌবর্ণ লিঙ্গ অপেক্ষা হীরক-নির্ম্মিত লিংগ, হীরক-লিঙ্গ অপেক্ষা পারদ-নির্ম্মিত লিংগ এবং পারদ-লিংগ অপেক্ষা বাণলিংগই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বাণলিংগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লিংগ আর নাই।

যথা মেরুতন্ত্রে—কোমলেষু তু লিংগেষু পার্থিবং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে। কঠিনেষু তু পাষাণং পাষাণাৎ স্ফাটিকং পরম্॥ স্ফাটিকাৎ পদ্মরাগঞ্চ কাশ্মীরং পদ্মরাগতঃ। কাশ্মীরাৎ পুষ্পরাগোত্থম্ ইন্দ্রনীলোদ্ভবং ততঃ॥ ইন্দ্রনীলাচ্চ গোমেদং গোমেদাদ্-বিদ্রুমোদ্ভবম্। বিদ্রুমান্মৌক্তিকং শ্রেষ্ঠং তস্মাৎ শ্রেষ্ঠন্তু রাজতম্॥ হৈরণ্যং রাজতাৎ শ্রেষ্ঠং হৈরণ্যাদ্ধীরকং বরম্। হীরকাৎ পারদং শ্রেষ্ঠং বাণলিঙ্গং ততঃ পরম্॥

স্থতসংহিতায় আছে যে, এক কোটি রত্নলিঙ্গ পূজায় যে ফল, একটী বাণলিঙ্গ পূজায় সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং একটি পারদলিঙ্গ পূজায় এক কোটি বাণলিঙ্গ পূজার সদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা স্থতসংহিতায়—সংস্থাপ্য শ্রীবাণ-লিঙ্গং রত্নকোটিগুণং ভবেৎ। রসলিঙ্গে ততো বাণাৎ ফলং কোটিগুণং স্মৃতং॥

পূর্ব্বোক্ত মেরুতন্ত্রোক্ত বচনে দৃষ্ট হয় যে, পারদলিঙ্গ অপেক্ষা বাণলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। যুক্তি দ্বারা অনুমিত হয় যে, কৃত্রিম পারদলিঙ্গ অপেক্ষা অকৃত্রিমতাহেতু. বাণলিঙ্গই শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকেও দৃষ্ট হয় যে; পারদ শিববীর্য্য, অতএব পারদলিঙ্গ কৃত্রিম হইলেও শ্রেষ্ঠতায় ন্যূন নহে। এতদ্বারা ইহাই বিবেচিত হয় যে, উক্ত উভয়বিধ লিঙ্গের শ্রেষ্ঠতায় বিশেষ পার্থক্য নাই।

এই বাণলিঙ্গের উৎপত্তি স্থতসংহিতায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা। ভৈরব বলিতেছেন। পূর্ব্বকালে বাণ নামক অসুর শিবের অতীব বল্লভ, শিবপূজায় নিয়ত নিরত ও একান্ত অনুরক্ত এবং জিতক্রোধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বস্থলক্ষণ-সম্পন্ন ও শিল্পশাস্ত্রে অতীব পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি

প্রতিদিন স্বয়ং যথোক্ত-লক্ষণ-সম্পন্ন শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন। এইরূপে দিব্য শত বৎসর অতীত হইলে ভক্তবৎসল দয়াময় শঙ্কর প্রত্যক্ষ হইলেন এবং কহিলেন, বাণ! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর প্রার্থনা কর, বল। শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি এই দীনহীন হতভাগ্যের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহা আমার অভিপ্রেত, সেই বর প্রদান করুন। দেবদেব! আমি প্রতিদিন লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছি;—মহেশ্বর! শাস্ত্রের মর্ম্ম অতীব দুর্জ্জেয়; বিশেষতঃ যিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন, এরূপ ব্যক্তিও সুদুর্লভ; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে শুভলক্ষণসম্পন্ন লিঙ্গ নির্মাণ করিতে আমার দিন দিন যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে। অতএব চন্দ্রশেখর। আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে কতকগুলি সুলক্ষণসম্পন্ন লিঙ্গ প্রদান করুন; আপনকার প্রদত্ত ঐ লিঙ্গ পূজা করিয়া যেন আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয় ও আমি সর্বতোভাবে কৃতার্থ হই। আপনি যদি সকলের হিতের নিমিত্ত এইরূপ লিঙ্গ প্রদান করেন, তাহা হইলে সমুদায় মনুষ্যের প্রতি অনুকম্পা এবং আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করা হয়।

পরমকারণ সদাশিব বাণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাসশিখরে গমন পূর্বক চতুর্দ্দশ কোটি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন; এই সমুদায় লিঙ্গই সিদ্ধ লিঙ্গ; ইহা পূজা করিলে মনুষ্য মাত্রেরই অভ্যুদয় হয়। মহেশ্বর এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া বাণাসুরের নিকট সমর্পণ করিলেন। বাণ অক্ষয়-ফলপ্রদ সেই সমুদায় লিঙ্গ ক্রমশঃ প্রতিদিন প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই তদ্ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ নিজ পুরীতে লইয়া গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি এই লিঙ্গ সমু-দায় যে প্রতিষ্ঠা করিলাম, ইহা যদি অক্ষয় হইল, তাহা হইলে সমুদায় মনুষ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত স্থানে স্থানে প্রবল স্রোতমধ্যে এই সমুদায় লিঙ্গ রক্ষা করা যাউক। বাণাসুর এইরূপ বিবেচনা করিয়া কালিকাগর্ত্তে তিন কোটি, শ্রীশৈলে তিন কোটি, কন্যকাশ্রমে এক কোটি, মাহেশ্বরক্ষেত্রে এক কোটি, কন্যাতীর্থে এক কোটি, মহেন্দ্রপর্ব্বতে এক কোটি, নেপালে এক কোটি এবং (লিঙ্গাদ্রি প্রভৃ-তিতে অবশিষ্ট তিন কোটি) সেই লিঙ্গ সঞ্চিত রাখিলেন। এই লিঙ্গ বাণাসুরের পূজার নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহা বাণলিঙ্গ নামে বিখ্যাত

হইয়াছে। অথবা, বাণ শব্দের অর্থ সদাশিব; যে লিঙ্গ সদাশিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই বাণলিঙ্গ শব্দে অভিহিত হয়। *

বাণলিঙ্গের লক্ষণাদি বিষয়ে বীরমিত্রোদয় নামক প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে ধৃত কালোত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বাণলিঙ্গ পূজা করিলে, ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়। এক্ষণে সেই বাণলিঙ্গের উৎপত্তি ও লক্ষণাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর; নর্ম্মদা, গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য পুণ্য নদীর উৎপত্তি-স্থানে বাণলিঙ্গ সমুদায় স্থাপিত আছে। সর্বার্থদায়ক সদাশিব সর্বদা সেই সমুদায় বাণলিঙ্গে অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে যে যে দেবতা যে যে বাণলিঙ্গের পূজা করিয়াছেন, সেই সেই লিঙ্গে সেই সেই দেবতার চিহ্ন সমুদায় রহিয়াছে।

যথা বীরমিত্রোদয়ধৃত-কালোত্তরে—বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। উৎপত্তিং বাণলিঙ্গস্য লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥ নর্ম্মদাদেবিকায়াশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা। সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি ষণ্ম খ॥ ইন্দ্রাদিপূজিতান্যত্র তচ্চিহ্নৈর্বিহিতানি চ। সদা সন্নিহিতস্তত্র শিবঃ সর্ব্বার্থদায়কঃ॥

বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত বাণলিঙ্গকে ইন্দ্রলিঙ্গ বলা যায়। ইহা পূজা করিলে সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যথা তত্রৈব—ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্যাহুঃ সাম্রাজ্যার্থপ্রদানি চ।

আরুণলিঙ্গ সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ, উষ্ণস্পর্শ ও হিতকর। যথা তত্রৈব—

আরুণং হিত্যকীলালমুষ্ণস্পর্শং করোত্যলম্॥

যাহাতে শক্তিচিহ্ন আছে এবং যাহা অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, তাহাকে আগ্নেয়লিঙ্গ বলা যায়। এই আগ্নেয়লিঙ্গ পূজা করিলে তেজের অধিপতি হওয়া যায়। যথা তত্রৈব—

---

* কোন কোন তন্ত্রে কথিত আছে যে, বাণাসুর যখন শিবের নিকট বর লইয়া চতুর্দ্দশ কোটি লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সমুদয় দেবতাই স্ব স্ব পদচ্যুতি ভয়ে ভীত হইয়া মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; এবং প্রত্যেক দেবতাই বরগ্রহণকালে এক এক কোটি করিয়া লিঙ্গ গ্রহণ পূর্বক পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমস্ত লিঙ্গও বাণ অর্থাৎ সদাশিব কর্ত্তৃক নির্মিত বলিয়া বাণলিংগ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বাণাসুর যে যে স্থানে লিংগ সঞ্চিত করিয়াছিলেন, দেবগণও সেই সেই স্থানে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত লিংগ স্থাপন করিলেন। পরন্তু যে যে দেবতা যে যে বাণলিংগ পূজা করিয়াছেন, সেই সেই দেবতার নামেই সেই সেই বাণলিংগ পরিচিত হইয়া থাকেন। যথা :—ঐন্দ্রলিংগ, বায়ুলিংগ, বিষ্ণুলিংগ, কুবেরলিংগ, ব্রহ্মলিংগ, অগ্নিলিংগ, বারুণলিংগ, যাম্যলিংগ, শনৈশ্চরলিংগ, চন্দ্রলিংগ ইত্যাদি।

আগ্নেয়ং তচ্ছক্তিনিভমথবা শক্তিলাঞ্ছিতম্। ইদং লিংগবরং স্থাপ্য তেজসোঽধিপতির্ভবেৎ॥

যাহার আকার দণ্ডের ন্যায় বা রসনার ন্যায়, তাহা যাম্যলিংগ নামে বিখ্যাত। এই যমপূজিত লিংগ পূজা বা স্থাপিত করিলে অবিলম্বেই মৃত্যু হয়। যথা তত্রৈব—দণ্ডাকারং ভবেদ্‌যাম্যমথবা রসনাকৃতি। নিশ্চিতং নিধনস্তেন ক্রিয়তে স্থাপিতেন তু॥

যে লিংগের আকার খড়্গের ন্যায়, তাহা রাক্ষসলিংগ। এই লিংগ পূজা করিলে জ্ঞানযোগ-ফল (মুক্তি) লাভ করিতে পারা যায়। পরন্তু যে রাক্ষসলিংগ কর্করাদি-বিলিপ্তের ন্যায় অনুভূয়মান হয় এবং যাহার কুক্ষিদেশ ঈষৎ নিম্ন, সেই বাণলিংগকে অলক্ষ্মীলিংগ বা নৈঋর্তলিংগ বলে, এই অলক্ষ্মীলিংগ পূজা করা গৃহস্থের সুখদায়ক নহে। যথা তত্রৈব—রাক্ষসং খড়্গসদৃশং জ্ঞানযোগফলপ্রদম্। কর্করাদিপ্রলিপ্তস্তু কুণ্ঠকুক্ষিযুতং তথা॥ রাক্ষসং নিঋর্তের্লিংগং গার্হস্থে ন সুখপ্রদম্॥

যে বাণলিংগ গোলাকার, শশিচিহ্নযুক্ত ও ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বারুণলিংগ বলা যায়। এই বারুণলিংগ পূজা করিলে সত্ত্বগুণ ও সুখসৌভাগ্যাদি বৃদ্ধি হয়। তথা তত্রৈব—বারুণং বর্ত্তুলাকারং পাশাঙ্কং চালিবর্চ্চসম্। বৃদ্ধিঃ সুখাদের্বৈ সত্ত্বসংভোগাদিস্তু লভ্যতে॥

যে বাণলিংগ কৃষ্ণবর্ণ বা ধূম্রবর্ণ; অথচ যাহা সুনির্ম্মল নহে, যাহা ধ্বজসদৃশ ও যাহার মস্তকে ধ্বজ বা মুষলের চিহ্ন আছে, এবং যাহার স্থানে স্থানে নিম্ন ও উন্নত, তাহা বায়ুলিংগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যথা তত্রৈব—কৃষ্ণং ধূম্রং ন বা রুচ্যং ধ্বজাভং ধ্বজমুষলম্। মস্তকে স্থাপিতং তস্য ন্যূনান্যূনমিতস্ততঃ॥

যে বাণলিংগের মধ্যস্থলে তূণ, পাশ, বা গদার চিহ্ন আছে, তাহাকে কুবের লিংগ বলা যায়। যথা তত্রৈব—তূণপাশগদাকারং গুহ্যকেশস্য মধ্যগম্॥

যাহাতে অস্থি বা শূলের চিহ্ন আছে, এবং যাহার বর্ণ হিমমণ্ডলের (বরফরাশির) ন্যায়, তাহাকে রৌদ্রলিংগ বলে। যথা তত্রৈব—অস্থিশূলাঙ্কিতং রৌদ্রং হিমমণ্ডলবর্চ্চসম্।

যে বাণলিংগে শঙ্খচিহ্ন, চক্রচিহ্ন, গদাচিহ্ন, পদ্মাদিচিহ্ন অথবা শ্রীবৎসচিহ্ন, বা কৌস্তুভচিহ্ন আছে, কিম্বা যে বাণলিঙ্গে সিংহাসনচিহ্ন, গরুড়চিহ্ন বা বিষ্ণুপদচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম বৈষ্ণবলিংগ। এই বৈষ্ণবলিংগ পূজা

করিলে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়। যথা তত্রৈব—বৈষ্ণবং শঙ্খচক্রাঙ্ক-গদাজ্জাদিবিভূষিতম্। শ্রীবৎসকৌস্তুভাঙ্কঞ্চ সর্ব্বসিংহাসনাঙ্কিতম্॥ বৈনতেয়সমাঙ্কং বা তথা বিষ্ণুপদাঙ্কিতম্।

যদি শালগ্রামচিহ্নে চিহ্নিত শিলাতে শশাঙ্ক থাকে, তাহা হইলে তৎ-পূজায় লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়, পরন্তু যদি উহাতে পদ্মাঙ্ক স্বস্তিকাঙ্ক বা শ্রীবৎসাঙ্ক থাকে, তাহা হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে। (ইহাও একপ্রকার বৈষ্ণব-লিংগ)। যথা তত্রৈব—শালগ্রামাদিসংস্থস্ত শশাঙ্কং শ্রীবিবর্দ্ধনম্। পদ্মাঙ্কং স্বস্তি-কাঙ্কং বা শ্রীবৎসাঙ্কং বিভূতয়ে॥

এক্ষণে হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডে দেবর্ষি নারদ যে একাদশ-রুদ্র-প্রপূজিত বাণলিংগের একাদশ প্রকার প্রধান চিহ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে এস্থলে নয় প্রকার চিহ্ন কথিত হইতেছে।

১। যাহা মধুর ন্যায় পিংগলবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলিনী রহিয়াছে, তাদৃশ বাণলিংগকে স্বয়ম্ভু-লিংগ বলা যায়। সমুদায় সিদ্ধগণ এইরূপ বাণলিংগের পূজা করিয়া থাকেন।

২। যাহাতে নানাপ্রকার বর্ণ আছে, যাহাতে জটাচিহ্ন বা শূলচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়-লিংগ। এই লিংগ সমুদায় সুরাসুরেরই নমস্য।

৩। যে বাণলিংগ দীর্ঘাকার ও শুভ্রবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু রহিয়াছে, তাহার নাম নীলকণ্ঠ-লিংগ। এই লিংগ সুর ও অসুর সকলেরই পূজ্য।

৪। যাহার আভা শুক্লবর্ণ, যাহাতে শুক্লবর্ণ কেশের এবং নেত্রত্রয়ের চিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম ত্রিলোচন-লিংগ। এই ত্রিলোচনলিংগ পূজা করিলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হয়।

৫। যে লিংগ স্থূল, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল অথচ কৃষ্ণবর্ণ-আভাযুক্ত, যাহাতে জটাজূটচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম কালাগ্নিরুদ্র-লিংগ। সমুদায় জীবগণই এই লিংগের পূজা করিয়া থাকে।

৬। যে বাণলিংগের আভা মধুর ন্যায় পিংগলবর্ণ, যাহাতে শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপ-বীত-চিহ্ন রহিয়াছে, যাহা শ্বেতপদ্মের উপরি উপবিষ্ট, যাহাতে চন্দ্ররেখা আছে এবং যাহাতে প্রলয়াস্ত্রের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বাণলিংগকে ত্রিপুরারি-লিংগ বলা যায়।

৭। যাহা শুভ্রবর্ণ ও পিংগল জটাধারী, যাহাতে মুণ্ডমালাচিহ্ন ও ত্রিশূল-চিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম ঈশান-লিংগ। এই বাণলিংগ পূজা করিলে সমুদায় অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়।

৮। যাহাতে ত্রিশূল-চিহ্ন ও ডমরু-চিহ্ন আছে, যাহার অর্দ্ধাংশ শুভ্রবর্ণ ও অর্দ্ধাংশ রক্তবর্ণ, তাদৃশ বাণলিংগকে অর্দ্ধনারীশ্বর-লিংগ বলা যায়। এই লিংগ সকল দেবতার পূজ্য ও সকলের অভীষ্টদায়ক।

৯। যে বাণলিংগ ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ, কমনীয় ও সমুজ্জ্বল, তাহাকে মহাকাল-লিংগ বলা যায়। এই লিংগ পূজা করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভ করা যাইতে পারে।

এই যে বাণলিংগের চিহ্ন সমুদায় কথিত হইল, তন্মধ্যে বহু চিহ্নের কথা দূরে থাকুক, একটি মাত্র চিহ্ন থাকিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

যথা হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে—মধুপিংগলবর্ণাভং কৃষ্ণকুণ্ডলিকাবৃতম্। স্বয়ম্ভু-লিংগমাখ্যাতং সর্বসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্॥ ১॥ নানাবর্ণসমাকীর্ণং জটাশূলসমন্বিতম্। মৃত্যুঞ্জয়াহ্বয়ং লিঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্॥ ২॥ দীর্ঘাকারং শুভ্রবর্ণং কৃষ্ণবিন্দুসমন্বিতম্। নীলকণ্ঠং সমাখ্যাতং লিঙ্গং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ॥ ৩॥ শুক্লাভং শুক্লকেশঞ্চ নেত্রত্রয়সমন্বিতম্। ত্রিলোচনং মহাদেবং সর্বপাপপ্রণোদনম্॥ ৪॥ জলল্লিংগং জটাজূটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহম্। কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্বসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্॥ ৫॥ মধুপিংগলবর্ণাভং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্। শ্বেতপদ্মসমাসীনং চন্দ্ররেখাবিভূষিতম্। প্রলয়াস্ত্র-সমাযুক্তং ত্রিপুরারিসমাহ্বয়ম্॥ ৬॥ শুভ্রাভং পিংগলজটং মুণ্ডমালাধরং পরম্। ত্রিশূলধরমীশানং লিংগং সর্বার্থসাধনম্॥ ৭॥ ত্রিশূলডমরুধরং শুভ্ররক্তার্দ্ধ-ভাগতঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্বদেবৈরভীষ্টদম্॥ ৮॥ ঈষদ্রক্তময়ং কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলম্। মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥ ৯॥ এতত্তু কথিতং তুভ্যং লিংগচিহ্নং মহেশিতুঃ। একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাৎ বহুভিঃ কিমু সুব্রত॥

এই বাণলিংগ সমুদায়ের মধ্যে যাহা মধুপিংগলবর্ণ, তাহা পূজা করিলে অর্থ লাভ হয়। যাহার বর্ণ মেঘের ন্যায়, তাহার পূজা করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যে লিংগ অতিলঘু বা অতিস্থূল, অথচ কপিলবর্ণ, তাহা পূজা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু উহা ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে গৃহস্থের পূজা করা কর্ত্তব্য।

বাণলিংগে গৌরীপট্ট যোগ করিলেও হয়, না করিলেও হয়। (কারণ গৌরীপট্ট স্বভাবতই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।) বাণলিংগের সংস্কার বা তাহাতে আবাহনাদি করা বিধেয় নহে। (কারণ বাণাসুর বা অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ বাণলিংগ পূজার সময় প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা যে সমুদায় লিংগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অস্পৃশ্য স্পর্শেও তৎসমুদায়ের দেবত্ব তিরোহিত হয় না। সুতরাং পুনর্ব্বার তৎপ্রতিষ্ঠার আবশ্যক হয় না।)

যথা বীরমিত্রোদয়ে—অর্থদং কপিলং লিংগং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্। লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ ক্বচিৎ॥ পূজিতবাং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্। তৎ সপীঠমপীঠং বা মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতম্॥ ভবিষ্যোত্তরেও সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট আছে যে—বাণলিংগানি রাজেন্দ্র স্থিতানি ভুবনত্রয়ে। ন প্রতিষ্ঠা ন সংস্কারস্তেষামাবাহনং ন চ॥

অর্থাৎ ত্রিভুবনের মধ্যে যে সমুদায় বাণলিংগ আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা সংস্কার বা আবাহনাদি করিতে হয় না।

অনিষ্টকর বাণলিংগ যথা :—

কর্কশ বাণলিংগ পূজা করিলে স্ত্রীপুত্র ক্ষয় হয়। চিপিট (চ্যাপ্‌টা) বাণলিঙ্গ পূজা করিলে গৃহভংগ হইয়া থাকে। একপার্শ্বাশ্রিত (একপেশে) বাণলিংগ পূজা করিলে স্ত্রী, পুত্র, ধেনু ও ধন ক্ষয় হয়। যে বাণলিংগের মস্তক স্ফুটিত হইয়াছে, তাদৃশ বাণলিংগের পূজা করিলে ব্যাধি ও মৃত্যু হয়। ছিদ্রযুক্ত লিঙ্গ পূজা করিলে বিদেশ গমন ঘটিয়া থাকে। যে লিংগের মস্তক পদ্মের বীজকোষসদৃশ, তাদৃশ লিংগ পূজা করিলে পীড়া হয়; এবং যে লিংগের ছিদ্রের পার্শ্ব অত্যুন্নত, তাহা পূজা করিলে গোধন ক্ষয় হয়।

যে বাণলিংগের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ অথবা মস্তক বক্র, অথবা যে বাণলিংগ ত্রিকোণাকার, তাহাও পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাণলিংগ অতিস্থূল, অতিকৃশ অথবা অতিখর্ব্ব, তাহা ভূষণান্বিত হইলেও গৃহস্থের পূজা করা বিধেয় নহে; তাদৃশ বাণলিংগ মোক্ষার্থীদিগের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক।

অকৃত্রিম লিংগের বিষয় এক প্রকার কথিত হইল। এক্ষণে কৃত্রিম লিংগের বিষয় ও তৎপূজায় ফলবিশেষ সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিলা ধাতু মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত লিংগকে কৃত্রিম বলা যায়। এই

কৃত্রিম লিংগ অসংখ্য; তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত লিংগের বিবরণ বলা যাইতেছে। যথা :—

প্রস্তর-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে মোক্ষলাভ ও আনুষঙ্গিক ভোগ লাভ হইয়া থাকে। পার্থিব লিংগ পূজা করিলেও ভোগলাভ ও আনুষঙ্গিক মুক্তিলাভ হইতে পারে। দারুময় লিংগ ও বিল্ব-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলেও ঐরূপ ফল হয়। স্বর্ণ লিংগ পূজা করিলে লক্ষ্মী স্থিরতরা হয়েন এবং রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। তাম্র-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সন্তান বৃদ্ধি এবং রংগ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে; পারদ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য, মৌক্তিক লিংগ পূজা করিলে সৌভাগ্য, চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে দীর্ঘায়ু এবং স্বর্ণময় লিংগ পূজা করিলে সমুদায় কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারা যায়।

হীরক প্রভৃতি দ্বারা, স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারা বা গুড় অন্ন প্রভৃতি দ্বারা শিবলিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। পরন্তু গুড় অন্ন প্রভৃতি দ্বারা সদ্যোনির্ম্মিত লিংগই পূজা করা বিধেয়, পরদিন তাহা পূজা হইবে না, পর্য্যুষিত হইবে।

লক্ষণসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে; গন্ধলিংগ * পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। পুষ্পময় লিংগ পূজা করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিবিধ-বৈধ-প্রাণিবধ-স্থান-সম্ভূত মৃত্তিকা দ্বারা শিবলিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বিবিধ কামনা সিদ্ধি হয়। বালুকাময় লিংগ পূজা করিলে গুণশালী হইতে পারা যায়। লবণ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সুখসৌভাগ্য লাভ হয়। পাশ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে উচ্চাটন কার্য্য হইয়া থাকে; এবং মূল-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলেশত্রুক্ষয় হয়।

গরুড়পুরাণে কথিত আছে; অশ্বগন্ধা-সমন্বিত পুষ্প দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সমগ্র ভূমণ্ডলের ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য এবং পরিণামে

---

* গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, দুই ভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম (জাফরান), চারিভাগ কর্পূর, এই সমুদায় একত্র করিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিংগ বলা যায়। এই গন্ধলিংগ পূজা করিলে মনুষ্য বন্ধুগণের সহিত শিবসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। যথা :—

কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃসমম্॥ এতদ্বৈ গন্ধলিঙ্গন্তু কৃত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ॥

গণাধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ধূলি-নির্ম্মিত-লিঙ্গ পূজা করেন, তিনি বিদ্যাধর পদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ শিবসদৃশ হয়েন। যিনি ভক্তি সহকারে গোময়লিংগ পূজা করেন, তিনি লক্ষ্মীলাভ করিতে পারেন। পরন্তু এই গোময় স্বচ্ছ অর্থাৎ শূন্যধৃত (ভূমিপতনরহিত) ও কপিলাগাভী সম্ভূত হওয়া আবশ্যক। যব, গোধূম ও ধান্য দ্বারা শিবলিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে যথা-ক্রমে লক্ষ্মী, পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হয়। সিতাখণ্ড (মধুজাত শর্করা) দ্বারা লিংগ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে আরোগ্য লাভ হয়। লবণ, হরিতাল ও ত্রিকটু অর্থাৎ শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরীচ, একত্রীকৃত সমুদায় বস্তু দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বশীকরণ সিদ্ধ হয়। গব্য ঘৃত দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইয়া থাকে। লবণ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। পার্থিব লিংগ বা তিল-পিষ্ট-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। তুষ দ্বারা লিংগ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে মারণ কার্য্য সিদ্ধ হয়। ভস্ম-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সমুদায় অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। গুড়-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে প্রীতি বৃদ্ধি হয়। গন্ধ-(চন্দনাদি যে কোন গন্ধ) দ্রব্য-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে ভূরি পরিমাণে গুণশালী হইতে পারা যায়। শর্করা-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। বংশাঙ্কুর দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত গোময় ভিন্ন সাধারণ গোময় দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে নানাপ্রকার রোগ হয়। কেশ দ্বারা বা অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সর্ব্ব শত্রু সংহার হইয়া থাকে। ক্ষোভন বা মারণ কার্য্যে পিষ্টসম্ভূত লিংগই প্রশস্ত; পরন্তু ঐ পিষ্টলিংগ দ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধিও হইতে পারে। কাষ্ঠনির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে দরিদ্রতা হয়। দধি বা দুগ্ধ নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কীর্ত্তি লক্ষ্মী ও সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ধান্যনির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে ধান্য লাভ, ফল-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে ফল লাভ, পুষ্পনির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে দিব্য ভোগ ও পরমায়ু লাভ, ধাত্রীফল-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে মুক্তিলাভ, নব-নীত-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কীর্ত্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, দূর্ব্বাকাণ্ড দ্বারা প্রস্তুত লিংগ পূজা করিলে অপমৃত্যু নিবারণ, এবং কর্প্পূর-সম্ভূত লিংগ পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়। চতুর্বিধ-অয়স্কান্ত-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সাধারণ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

সারসংগ্রহে কথিত আছে; নবরত্নের মধ্যে যে কোন রত্ন দ্বারা নির্ম্মিত শিবলিংগই পূজা বিষয়ে প্রশস্ত। তন্মধ্যে বজ্রময় লিংগ পূজা করিলে শত্রুসংহার যম নামক রত্ন-নির্মিত লিংগ পূজা করিলে অতুলৈশ্বর্য্য, মুক্তা-নির্মিত লিংগ পূজা করিলে সৌভাগ্য, মহানীলকান্তমণি-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে পুষ্টিসাধন, তীরমণি-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কান্তি, স্পর্শমণিময় লিংগ পূজা করিলে বংশবৃদ্ধি, সূর্য্যকান্তমণিময় লিংগ পূজা করিলে তেজোবৃদ্ধি, চন্দ্রকান্তমণিময় লিংগ পূজা করিলে মৃত্যুঞ্জয়, স্ফাটিক লিংগ পূজা করিলে সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি, শূল-(শূলরোগ-নিবারক)-মণিময় লিংগ পূজা করিলে শত্রুক্ষয়, গজমৌক্তিক-মণিময় লিংগ পূজা করিলে শত্রুক্ষয় ও রোগনাশ হীরকলিংগ পূজা করিলে পুত্রলাভ, নির্ম্মল-বৈদূর্য্যমণিময় লিংগ পূজা করিলে সর্ব্ব বিষয়ে শুভ ও শত্রুদিগের দর্প চূর্ণ হয় এবং নীলমণিময় লিংগ পূজা করিলে লক্ষ্মীপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কালোত্তরে ইহাও কথিত আছে, সুবর্ণময় লিংগ পূজা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ, রজতময় লিংগ পূজা করিলে বিভূতি বৃদ্ধি, কাংস্য ও পিত্তল নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সামান্য মুক্তি, রঙ্গ, সীসক বা লৌহ নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে শত্রুবিনাশ, কাংস্যবিশেষ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কীর্ত্তিলাভ, রজতবিশেষ-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে পুষ্টি বৃদ্ধি, পিত্তলবিশেষ-নির্মিত লিংগ পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষ এবং অষ্টধাতু-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধি হয়।

মৎস্যসূক্তে ইহাও কথিত আছে; তুষ্টিকাম ব্যক্তি নিয়ত পিত্তললিঙ্গ, কীর্ত্তিকাম ব্যক্তি নিয়ত কাংস্যলিংগ, শত্রুমারণাভিলাষী ব্যক্তি নিয়ত লৌহময় লিংগ এবং আয়ুষ্কাম ব্যক্তি নিয়ত সীসময় লিংগ পূজা করিবে॥

লক্ষণসমুচ্চয়ে আর এক স্থলে কথিত আছে, অষ্টধাতুময় লিংগ পূজা করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারণ হয়। ত্রিলৌহ অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে বিজ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

কালোত্তরে ইহাও কথিত আছে; যাঁহার ধনাকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, গন্ধপুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ, অন্নাদি দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ, অথবা কস্তূরী দ্বারা নির্ম্মিত লিংগ পূজা করেন। গোরোচনা-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে রূপ-লাবণ্য, কুঙ্কুম-নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে কান্তিপুষ্টি, শ্বেতাগুরু নির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে বুদ্ধির অতীব তীক্ষ্ণতা এবং কৃষ্ণাগুরুনির্ম্মিত লিংগ পূজা করিলে

ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়।

মাতৃকাভেদ তন্ত্রে দ্বাদশ পটলে কথিত আছে; বালুকাময় শিবলিংগ পূজা করিলে কামনা সিদ্ধি, এবং গোময় লিংগ পূজা করিলে শত্রু বিনাশ হয়। পরন্তু যে সমুদায় শিবলিংগের উল্লেখ হইল, তৎসমুদায়েরই এরূপ মাহাত্ম্য যে, তদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

শিবধর্ম্ম নামক ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে; ব্রহ্মা নিয়ত শিলাময় লিংগ পূজা করেন; তদ্দ্বারাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু নিয়ত ইন্দ্রনীলময় লিংগ পূজা করেন; তৎপ্রভাবেই তিনি সর্ব্ব-পালকত্বরূপ বিষ্ণুত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং বরুণ নিয়ত নির্ম্মল স্ফটিকময় লিংগ পূজা করিয়া থাকেন; তৎপ্রভাবেই তিনি তেজোবল-সমন্বিত বরুণত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যে সমুদায় শিবলিংগের বিষয় কথিত হইল; তন্মধ্যে যে কোন একটি শিব-লিংগ পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। উৎপত্তিতন্ত্রে চতুঃষষ্টি পটলে কথিত আছে; মনুষ্য শাক্ত হউন, বৈষ্ণব হউন, সৌর হউন বা গাণপত হউন, যদি শিবলিংগ পূজাবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি কোন ক্রমেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। সদাশিব স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, দেবি! যে ব্যক্তি অগ্রে আমার লিঙ্গের অর্চ্চনা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার পূজা কোন দেবতাই গ্রহণ করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা শাপ দিয়া প্রতিগমন করেন। যদি কোন ব্যক্তি শিবলিংগ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে তাহা হইলে তাহার অন্ন যদি সুমেরু-সদৃশ হয়, মিষ্টান্নাদি যদি প্রত্যেকেই পর্ব্বত-পরিমাণ হয়, সূপ পরমান্ন প্রভৃতি যদি সাগর-সদৃশ হয়, এবং বহুবিধ ফল পুষ্প যদি যথাবিধানে সংগৃহীত হয়, তথাপি তাহা দেবতা গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু তৎসমুদায় বিষ্ঠাময় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিযুগে শিবলিংগ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে যার পর নাই পাপভাগী হইতে হয়।

লিংগার্চ্চনতন্ত্রে প্রথম পটলে কথিত হইয়াছে; সমুদায় পূজার মধ্যে লিংগ-পূজাই শ্রেষ্ঠ ও মুক্তিদায়ক। যে ব্যক্তি লিংগপূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার সমুদায় পূজা নিষ্ফল হয়; এবং অন্তে তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। অতএব মহেশ্বরি! অগ্রে লিংগপূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে নিয়ত লিংগপূজা না হয়, সেই রাজ্য পতিত ও বিষ্ঠাভূমি-সাদৃশ। ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাঁরা যদি প্রতিদিন লিংগপূজা না করেন, তাহা হইলে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং শূদ্র যদি লিংগপূজা না করে, তাহা হইলে সে শূকর-সদৃশ হয়। দেবি! যে গৃহে লিংগ পূজা না হয়, তাহা বিষ্ঠাগর্ত্ত সাধন বিবেচনা করিবে; বিশেষতঃ সেই গৃহের অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ এবং জল মূত্রসদৃশ হইবে। অতএব মহেশ্বরি! শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর বা গাণপত, সকলেই অগ্রে বিল্বপত্র দ্বারা লিংগপূজা করিয়া লিংগের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক অনুমতি লইয়া পশ্চাৎ অন্য দেবতার পূজা করিবে; এরূপ না করিলে পূজা দ্রব্য সমুদায় মূত্রবৎ হইবে।

আমরা এই শিব বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, এই সদাশিবই আদিদেব, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদিসকল দেবতাই তাঁহারই অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। পরন্তু যিনি সর্ব্বপ্রধান তাঁহারই প্রসাদ গ্রহণ বিষয়ে নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার নিষেধ বচন দৃষ্ট হয়। ইহাতে ভক্তগণের মনে নানারূপ সন্দেহেরও উদয় হইতে পারে। প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও শ্রুত হইয়া থাকে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি ভেদে সকলেরই পূজা সদাশিব গ্রহণ করিয়া থাকেন. সকলে স্পর্শও করিয়া থাকেন অতএব শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিলে জাতিনাশের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই। শাস্ত্র প্রমাণেও যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও আপাতদৃষ্টিতে ঐ রূপই শিবপ্রসাদ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কালিকাপুরাণে আছে,—"অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং (নৈবেদ্যং) পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। * * * দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ॥ ন নয়েচ্ছিবনির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিঃক্ষিপেৎ॥ মক্ষিকাপাদমাত্রং যঃ শিবস্বমুপজীবতি॥ লোভাৎ মোহাৎ পতত্যেব কল্পান্তং নরকে নরঃ॥" পদ্মপুরাণে, অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। মহ্যং নিবেদ্য সকলং কূপেএব বিনিঃক্ষিপেৎ॥ এইরূপ অন্যান্য বচন স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে; রুদ্রের নির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। শিবের প্রসাদ ভক্ষণে কোথাও কোনরূপ নিষেধক বচন দৃষ্ট হয় না।

দেবতাতে অর্পিত বস্তু, শাস্ত্রে তিনটি পৃথক্ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোথাও নির্মাল্য শব্দে অভিহিত, কোথাও নৈবদ্য শব্দে অভিহিত, কোথাও বা প্রসাদ শব্দে

অভিহিত হইয়াছে। এই তিনটি বাক্যের যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা আছে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন; অথচ সকলেই ইহা একার্থ প্রতিপাদক জ্ঞানে ভ্রান্তি-জালে পতিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রে প্রসাদ শব্দে শিবকে অর্পিত বস্তু বুঝায়। নৈবেদ্য শব্দে বিষ্ণুকে অর্পিত বুঝায় এবং নির্মাল্য শব্দে কেবল রুদ্রো-চ্ছিষ্ট বুঝায়। যথা লিঙ্গপুরাণে,—রুদ্রোচ্ছিষ্টন্তু নির্ম্মাল্যমুচ্যতে রুদ্রপূজকৈঃ। বিষ্ণূচ্ছিষ্টন্তু বিবুধৈর্নৈবেদ্যং ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ শিবপ্রসাদ ইতুক্ত্যং সচ্চিদানন্দরূপিণঃ॥ ত্রিমূর্ত্তিভিরুপাস্যস্য তূচ্ছিষ্টং পরমাত্মনঃ॥ শিবপ্রসাদ কুত্রাপি ন নির্মাল্যমিতীর্য্যতে। নির্ম্মাল্যশব্দবাচ্যং যৎ রুদ্রোচ্ছিষ্টং ক্বচিৎ ক্বচিৎ।

এই বচন লক্ষ্য করিয়া শিবপ্রসাদ বিষয়ে বিরুদ্ধ বচনের সামঞ্জস্য করিতেই হইবে। শাস্ত্রে বিরুদ্ধ বচন কল্পনা করিলে শাস্ত্রের প্রতি দোষ স্পর্শে। দুইটি বিভিন্ন বচন পাইলে সুমীমাংসক সুধী ব্যক্তি উভয় বচনেরই বিভিন্ন প্রয়োগ স্থল প্রদর্শন করিয়া বিরুদ্ধ ভাবের নিরাস করিয়া থাকেন। অবশ্য "শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভাবপি॥" এই বচন বলে ক্বচিৎ যে যে স্থলে সামঞ্জস্যের স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সেই স্থলে সম্প্রদায় ভেদে উভয়রূপ বিধিই গ্রাহ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকে। পরন্তু "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্য ভেদো ন যুজ্যতে॥" অর্থাৎ যদি বচন পরম্পরায় সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কখনই বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করিবে না। শিবনির্ম্মাল্য ও শিবপ্রসাদ এই বাক্য পার্থক্যে ভূরি ভূরি বিরুদ্ধ বচন দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত বচনগুলিতে শিবের উচ্ছিষ্ট বা শিবনির্ম্মাল্য, বা পাঠান্তরে শিবনৈবেদ্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু নানা তন্ত্র মধ্যে, পুরাণে ও বেদে শিবপ্রসাদ ভক্ষণে ভূরি ভূরি বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি যিনি শিবপ্রসাদ ভক্ষণ না করেন, তাঁহাকে পতিত ও বিষ্ঠাকৃমি প্রভৃতি ভক্ষক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং অন্তিমে তাহার প্রতি নরকও নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যদিকে কণামাত্র শিবপ্রসাদ ভক্ষণকারীর অক্ষয় স্বর্গ বিধান করা হইয়াছে। এই বচনগুলি সমুদয় উদ্ধৃত করিলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিলাম, যথা শৈবরত্নাকরে—"পাদোদকপ্রসাদানাং নির্ম্মাল্যানাং নিষেবকঃ। বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠোঽভূৎ প্রসাদস্য প্রভাবতঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—নির্ম্মাল্যং পরমং পুণ্যং নৈবেদ্যং পাপনাশনম্। ব্রহ্মচারি গৃহস্থানাং যতিনাঞ্চৈব মুক্তিদম্॥ শিবার্পিতং

বিনা ভুঙ্‌ক্তে সন্তো ভবতি কিল্বিষী। ভক্ষিতে শিবনৈবেদ্যে পুণ্যান্যায়ান্তি কোটিশঃ॥

শিবরহস্যে—"সংসার-বন্ধনাশায় শিব নৈবেদ্য-ভোজনং। কল্পিতং গিরিশেনে-দমন্ততো মুক্তিসাধনম্॥

বেদের কাণ্বশাখায় আছে—ত্রিগুপ্সানং অশ্নীয়াৎ। যদি পাপ্মা শিবানর্পিতং ভুঙ্‌ক্ষ্ব তদ্রেতো ভুঙ্‌ক্ষ্ব, মলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ক্রিমিং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, অস্থিং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, অধো গচ্ছেতি॥...যো বান্যেপি ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো বা শূদ্রোপি শিবস্য নৈবেদ্যং ভুঞ্জীত। সমতীত্যৈব দুঃখং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমাপ্নোতি। সর্ব্বৈর্বিষ্ণুরেব ভবতি। তরতি শোকং ন স পুনরাবর্ত্ততে। যে বৈ শিবস্য নৈবেদ্যং ন ভক্ষয়তি অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি নরকেষু পতন্তি হ্যনৈব সুখং লভন্ত ইতি।

ঋগ্বেদে—অসমর্প্যোদনং শম্ভোর্ভুঙ্‌ক্তে খাদতি পাতি চেৎ। স্বমাংসমস্থিমূত্রঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে খাদতি পাতি চ॥

এইরূপ প্রসাদ ভক্ষণ প্রতিপাদক ভূরি ভূরিপ্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার মীমাংসা পূর্ব্বোদ্ধৃত লিঙ্গপুরাণের বচনেই দৃষ্ট হয়। যে যে স্থলে শিবনির্মাল্য নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই রুদ্রোচ্ছিষ্টপর। শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণ সর্ব্বত্রই সকলের পক্ষে বিহিত।

যাঁহারা শিবপ্রসাদ নিষেধক বচনের পক্ষপাতী, তাঁহারা আপত্তি করিতে পারেন, যে যদি শিবের প্রসাদ নিষিদ্ধ না হইয়া রুদ্রোচ্ছিষ্ট নিষেধই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ন গ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং" এই স্থলে "ন গ্রাহ্যং রুদ্রনির্ম্মাল্যং" এইরূপ বচন তত্তন্নিষেধক স্থলে দিতে পারিতেন। শিবশব্দে রুদ্র কল্পনা করিতে হইত না। বস্তুতঃ শিবশব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবতাই বুঝায়। যথা—তন্ত্রে, ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবশ্চেতি ষট্‌শিবাঃ পরি-কীর্ত্তিতাঃ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর (নারায়ণ) সদাশিব এবং পরশিব এই ছয় দেবতাই শিব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব শিব শব্দে যে রুদ্র, ইহা শাস্ত্রোক্ত, উষ্ণমস্তিষ্কের কল্পনা নহে। শৈবের আরাধ্য দেবতা কেবল সদাশিব বা পরশিব, একমাত্র শিবশব্দে অভিহিত হয়েন না।

লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের পরে আছে, যে "ক্বচিৎ কদাচিৎ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ নিষিধ্যতে। শিবপ্রসাদঃ কুত্রাপি স্বপ্নেঽপি ন নিষিধ্যতে॥" অর্থাৎ নির্ম্মাল্য (রুদ্রোচ্ছিষ্ট) বা নৈবেদ্য (বিষ্ণুচ্ছিষ্ট) গ্রহণের কোথাও

কোথাও নিষেধক বচন দৃষ্ট হয় ; কিন্তু শিবের (সদাশিবের) প্রসাদ ভক্ষণ নিষেধক বচন স্বপ্নেরও অগোচর। ইহা দ্বারা স্পষ্টই মীমাংসিত হইল যে শিবের (সদাশিবের) প্রসাদ ভক্ষণ কখনই নিষিদ্ধ হয় না।

শিবলিঙ্গের বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে এক প্রকার কথিত হইল। ফলতঃ, শিবলিঙ্গের প্রকার-ভেদ, প্রকার বিশেষে ফলভেদ, পারদ পাষাণ দুগ্ধ ঘৃত গোময় প্রভৃতি দ্বারা কৃত্রিম শিবলিঙ্গের নির্ম্মাণপ্রণালী এবং শিবলিঙ্গের পূজা ধ্যান স্থাপন প্রভৃতি এত অধিক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যে, তত্তাবৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিবৃত করিলে উহাই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া উঠে। সুতরাং তন্মধ্য হইতে স্থূল কয়েকটি বিষয়ের কেবল অতীব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা এইখানেই এক প্রকার বিরত হইলাম। যদিও এসম্বন্ধে আরও কতকগুলি অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে অনেকেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িবেন বিবেচনায় অগত্যা আমাদিগকে এই স্থলেই বিরত হইতে হইল। তবে এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যত প্রকার প্রতিকৃতি বা প্রতিমা পূজার পদ্ধতি পৃথিবী-মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে বা আছে, শিবলিঙ্গ পূজাই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতিসংক্ষেপেই এতদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা নিবৃত্ত হইব।

কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, বেদমধ্যে প্রতিমা-পূজার বিধি বা উল্লেখ নাই। মহর্ষি-বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের ন্যায় অতীব প্রাচীন গ্রন্থেও প্রতিমা-পূজার কোনরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রামায়ণের যে যে স্থলে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থলে কোন প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় না ;—কেবল অমুক দেবতার আয়তন বা স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যথা "অনন্তর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রশান্ত-মৃগযুথ-নিষেবিত আশ্রম-পরিসর সন্দর্শন করিতে করিতে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। "প্রবেশ করিয়া তিনি আশ্রমমধ্যে ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রের স্থান, বিষ্ণুর স্থান, মহেন্দ্রের স্থান, সূর্য্যের স্থান, সোমের স্থান, ভগদেবের স্থান, কুবেরের স্থান, প্রজাপতির স্থান, বিশ্বকর্ম্মার স্থান, বায়ুর স্থান, পাশহস্ত মহাত্মা

বরুণের স্থান, গায়ত্রী সরস্বতী ও সাবিত্রীর স্থান, বসুগণের স্থান, বাসুকির, স্থান, গরুড়ের স্থান, কার্ত্তিকেয়ের স্থান ও ধর্ম্মের স্থান প্রভৃতি দেবস্থান সকল অবলোকন করিলেন।” রামায়ণ। অরণ্যকাণ্ড। ১২ সর্গ।

এতদ্বারা বোধ হয়, খৃষ্টীয়ানেরা যেমন গির্জা ও মুসলমানেরা যেমন মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন; অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও সেইরূপ এক এক দেবতার উদ্দেশে এক একটি পৃথক্ স্থান বা আয়তন (বেদী বা মন্দির) নির্দিষ্ট বা নির্ম্মিত থাকিত। সেই আয়তনে কোন দেবতার প্রতিকৃতি থাকিত না; কেবল সেই স্থানে সেই দেবতার আরাধনা উপাসনা প্রভৃতি হইত। আমাদের দেশে এই প্রথা ক্রমে তিরোহিত হইয়া আসিয়াছে;—হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারক মহাত্মগণ, অনায়াসে হৃদয়মন্দিরে অভীষ্ট-দেবমূর্ত্তি ধারণার উদ্দেশে মনুষ্যের বুদ্ধির ও রুচির পরিবর্ত্তন সহকারে ক্রমে সেই সেই শূন্য স্থানে সেই সেই দেবতার ধ্যানানুযায়িনী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু খৃষ্টীয়ানদিগের গির্জা ও মুসলমানদিগের মস্‌জিদ্, বোধ হয়, সেই আদিম অনুকরণেই এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিমা-শূন্য অবস্থায় ঈশ্বরোপাসনাস্থান হইয়া আছে। যাহা হউক, রামায়ণের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি পূজার উল্লেখ না থাকিলেও শিবলিঙ্গপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরকাণ্ডের বিংশ সর্গে সুস্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে ঃ—

দিগ্বিজয়াভিলাষী রাবণ মাহীষ্মতী নগরীতে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাঁহার অমাত্যবর্গের মুখে শুনিলেন, অর্জ্জুন নর্ম্মদায় গমন করিয়াছেন। তখন দশানন নর্ম্মদায় গমন পূর্ব্বক স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শিবপূজার নিমিত্ত “মনোমত স্থান নির্ণয়ার্থ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, স্বর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই সেই স্থানেই নীত হইতে থাকিলেন। অনন্তর দশানন বালুকাবেদী মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিবিধ অমৃত-সুগন্ধি গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবাদিদেব শঙ্করের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

নিশাচরনাথ দশগ্রীব, বরপ্রদ দেবের চন্দ্র-কিরীট-ভূষণ হরের বিগ্রহ স্বরূপ সেই লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে গান ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।”

অনেকে বলেন, বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র রাবণ বধের উদ্দেশে অকালে বোধন পূর্ব্বক ভগবতী দশভুজার পূজা করিয়া ছিলেন। তদবধি আমাদের দেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজার বোধনমন্ত্রেও এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ কতদূর প্রামাণিক, তাহা নির্ণয়-সাপেক্ষ। কারণ পুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও প্রচলিত মূল বাল্মীকি-রামায়ণে ইহা দৃষ্ট হয় না; আর রামচন্দ্র ভগবতীর পূজা করিলেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন কি না, তাহারও নিশ্চয় নাই; আর মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিলেও রাবণের সুবর্ণময় শিবলিংগ পূজা যে, তাহারও অনেক পূর্ব্বে, রামায়ণই তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রতিমা পূজার পূর্ব্বে সর্বপ্রথমেই শিবলিংগ পূজা প্রবর্ত্তনার উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শিবলিংগপূজা পৃথিবীর সকল প্রদেশেই কি আর্য্য কি অনার্য্য সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দিন দিন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশ ও স্থান সকল দিন দিন যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই স্থানে স্থানে কোথাও বা শিবলিংগ কোথাও বা শিবলিংগের মন্দিরের চিহ্ন সমুদায় পরিলক্ষিত হইতেছে।

মিশরদেশের সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড ও ব্যাবিলনের অত্যদ্ভুত প্রাসাদ, পৃথিবীর সুবিখ্যাত সপ্ত অদ্ভুত পদার্থের মধ্যে দুইটি অত্যদ্ভুত পদার্থ বলিয়া সকলে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পিরামিড সকল অথবা এই প্রাসাদ কিরূপে বা কি উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এ কাল পর্য্যন্ত কেহই তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, মিশরের পিরামিড সকল তত্রত্য সম্রাট্গণের সমাধিস্তম্ভ। পরন্তু মহানুভব পণ্ডিত রুবেন বারো লিখিয়াছেন, 'মিশরের পিরামিড সকল এবং আইস্ল্যাণ্ড (ঈশলিংগ) দ্বীপে ইদানীন্তন যে সকল পিরামিড আবিষ্কৃত হইয়াছে, এমন কি, ব্যাবিলনের প্রাসাদও বোধ হয়, মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তির (শিবলিংগের) মন্দির ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হয় নাই। অনেকেই এই মতের অনুমোদন করেন। তাঁহারা বলেন, ঐ সমস্ত, মহাদেবের উদ্দেশেই বিনির্মিত হইয়াছিল, এবং উহাতে শিবলিংগ স্থাপন পূর্ব্বক মহাদেবের পূজা হইত, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে। এতদ্ব্যতীত মক্কার কাবাতে (ধর্মালয়ে) যে শিবলিংগ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

আর অতি প্রাচীনকালে মিশর, গ্রীস্ ও তদনুকরণে রোম প্রভৃতি দেশেও শিবলিংগের অনুকরণে এক প্রকার লিংগ পূজা হইত। ইহাকে তাহারা ফ্যালস (লিংগ) বা ফ্যালিক (লৈংগ) পূজা বলিত। পরন্তু এই ফ্যালস্ আমাদের দেশের শিবলিংগের মত শিষ্টসম্মত বা সভ্যানুমোদিত না হইয়া অত্যন্ত অশ্লীলভাবে বিনির্মিত হইত। একটি পুরুষের এক অতি প্রকাণ্ড দোতুল্যমান লিংগ নির্মাণ করিয়া এই পূজা হইত। কখন কখন সমারোহ পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি সদর রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইত, এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বিবিধ প্রকার অশ্লীল গান করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিত। মিশরদেশের স্ত্রীলোকেরা তাহাদের 'অসিরিস' নামক দেবের এইরূপ অতি প্রকাণ্ড দোতুল্যমান লিংগ নির্ম্মাণ পূর্বক ধর্মোৎসবের সময় বহন করিয়া লইয়া যাইত। আবার কখন কখন ঐ লিংগ ত্রিফলা (তেফ্যাকৃড়া) করিয়া বিনির্ম্মিত হইত; পরন্তু এরূপ মূর্ত্তি কদাচিৎ সমারোহের সময় বাহির করা হইত। গ্রীকেরা কখন কখন কেবল লিংগ নির্ম্মাণ করিয়াই পূজা করিত; পরন্তু উহাও এরূপভাবে নির্ম্মিত হইত যে, দেখিবামাত্র তাহা পুরুষাংগ বলিয়াই অনুমিত হইত। অধিকন্তু ধর্ম-সমারোহের সময় এই লিংগ কোন পুরুষে সংযোজিত না করিয়া প্রায়ই বাহির করা হইত না। কি বিসদৃশ দৃশ্য। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই সভ্যজনাননুমোদিত রীতি আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশে যে গৌরীপট্ট-সমন্বিত শিবলিঙ্গের পূজা হয়, তাহা যে যোনি ও লিঙ্গের প্রতিকৃতি, কেহ বলিয়া না দিলে তাহা সহজে হৃদয়ংগম হইবারও নহে। (ফলতঃ উহা যে মায়াতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।) বোধ করি, এই জন্যই লিংগোৎপত্তির বিষয় সাধারণে প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে বিবিধ শাসনবাক্য দৃষ্ট হয়; এবং প্রধানতঃ এই জন্যই বোধ হয়, এই লিংগ রূপক-আবরণ ও শাস্ত্রীয়-শাসন-আবরণরূপ দ্বিগুণিত আবরণে আবৃত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে দেশ কাল পাত্র অনুসারে প্রকার্শের সময় সন্মুখীন দেখিয়া শাস্ত্রীয়-শাসন-বাক্যের তাদৃশ অনুবর্ত্তী না হইয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা কতক পরিমাণে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই দ্বিবিধ আবরণের মধ্যে এক আবরণের কিয়দংশ ও অপর আবরণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ উন্মোচন করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া দিলাম, ইহাতে যদি আমাদের কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, ভরসা করি, লিংগস্থ লিংগবর্জিত দেবদেব মহাদেব আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কথ্যতাং জগতাং নাথ সবিশেষেণ সাম্প্রতম্।
ইদং হি পরমং তত্ত্বং প্রষ্টুং বদ বৃণোমি কম্॥ ৩॥
ত্বত্তঃ কো বাস্তি সর্ব্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ব্ববিদ্বিভুঃ।
আশুতোষো দীননাথো মমানন্দবিবর্দ্ধনঃ॥ ৪॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শিবলিঙ্গস্থাপনস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
যৎস্থাপনান্মহাপাপৈঃ মুক্তো যাতি পরং পদম্॥ ৫॥
স্বর্ণপূর্ণমহীদানাৎ বাজিমেধাযুতার্জনাৎ।
নিস্তোয়ে তোয়করণাৎ দীনার্ত্তপরিতোষণাৎ॥ ৬॥
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্।
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥

কথ্যতামিত্যাদি। পরমকারুণিকমাশুতোষং সর্বজ্ঞমপরং কঞ্চিৎ পৃচ্ছ মাং কিং পুনঃপুনঃ পৃচ্ছসি তত্রাহ, ইদং হি পরমং তত্ত্বমিত্যাদিনা॥ ৩॥

ত্বত্ত ইত্যাদি। সর্ববিৎ সর্ব্ববিচারকঃ॥ ৪॥

প্রথমতঃ শিবলিংগপ্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং শ্রীসদাশিব উবাচ, শিবলিংগস্থাপনস্যেত্যাদিভিঃ॥ ৫॥ ৬॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥

জগতীনাথ! আপনি ভিন্ন অপর কাহাকেই বা এই পরমতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত উপদেশক-পদে বরণ করিতে পারি, বলুন! ৩ বিশেষতঃ এই জগতে আপনা অপেক্ষা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী বিভু, আশুতোষ, দীননাথ, দয়ালু, বিশেষতঃ আমার আনন্দবর্দ্ধক, অপর কোন্ ব্যক্তি আছে! ৪

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! অচল শিবলিংগ স্থাপনের মাহাত্ম্য তোমার নিকট অধিক আর কি বলিব; এই শিবলিংগ স্থাপন করিলে মনুষ্য সমুদায় মহাপাতকাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৫ সুবর্ণরাশি-পরিপূরিত পৃথিবী দান করিলে, দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, নির্জ্জল প্রদেশে জলাশয় খনন করিয়া দিলে, এবং দানাদি দ্বারা দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে পরিতুষ্ট করিলে মানবগণ যে ফল লাভ করিতে পারে, শিবলিংগ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার

লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি কালিকে।
তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ সেন্দ্রাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ॥ ৮॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি চ।
পুণ্যক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবসন্নিধৌ॥ ৯॥
লিঙ্গরূপধরং শম্ভুং পরিতো দিগ্বিদিক্ষু চ।
শতহস্তপ্রমাণেন শিবক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০॥
ঈশক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্বতীর্থোত্তমোত্তমম্।
যত্রামরা বিরাজন্তে সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদা॥ ১১॥
ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বসেদ্ভাবতৎপরঃ।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্॥ ১২॥
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বল্পং বা বহুলং তথা।
প্রভাবাদ্ধূর্জটেস্তস্য তত্তৎ কোটিগুণং ভবেৎ॥ ১৩॥

লিঙ্গরূপধরমিত্যাদি। পরিতঃ সর্ব্বতঃ॥ ১০॥ ১১॥ ১২॥
অত্রেত্যাদি। অত্র শিবক্ষেত্রে। ধূর্জ্জটেঃ শিবস্য॥ ১৩॥ ১৪॥ ১৫॥

কোটিগুণ ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ৭ কালিকে! যে স্থানে লিঙ্গ রূপী মহাদেব অবস্থান করেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন। ৮ দৃষ্ট অদৃষ্ট সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং সমুদায় পুণ্য ক্ষেত্রও শিবসন্নিধানে অবস্থান করিয়া থাকে। ৯ লিঙ্গরূপী শিবের সর্বদিকে এক শতহস্ত পর্য্যন্ত স্থান শিবক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১০ এই শিবক্ষেত্র অতীব পবিত্র ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। কারণ এই শিবক্ষেত্রে সমুদায় দেবতা ও সমুদায় তীর্থ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন। ১১ যে ব্যক্তি শিবভাব-পরায়ণ হইয়া ক্ষণ-কালমাত্রও শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া দেহাবসানে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১২ শিবক্ষেত্রে অল্প বা বহু পরিমাণে পুণ্য বা পাপ যে কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়, মহাদেবের প্রভাবে তাহা কোটি-গুণ হইয়া উঠে। ১৩ প্রিয়ে! মানবগণ যে কোন স্থানে যে কোন পাপ করুক না কেন, শিবসন্নিধানে আসিলে সম্পূর্ণরূপে তাহার মোচন হইয়া থাকে, পরন্তু শিব-

যত্রতত্রকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে শিবসন্নিধৌ।
শৈবক্ষেত্রে কৃতং পাপং বজ্রলেপসমং প্রিয়ে॥ ১৪॥
পুরশ্চর্য্যাং জপং * দানং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ।
যৎ করোতি শিবক্ষেত্রে তদনন্তায় কল্পতে॥ ১৫॥
পুরশ্চর্য্যাশতং কৃত্বা গ্রহে শশিদিনেশয়োঃ।
যৎ ফলং তদবাপ্নোতি সকৃজ্জপ্ত্বা শিবান্তিকে॥ ১৬॥
গয়াগঙ্গাপ্রয়াগেষু কোটিপিণ্ডপ্রদো নরঃ।
যৎ প্রাপ্নোতি তদত্রৈব সকৃৎ পিণ্ডপ্রদানতঃ॥ ১৭॥
অতিপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে।
শৈবতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাঃ তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥১৮॥
লিঙ্গরূপী জগন্নাথো দেব্যা শ্রীদুর্গয়া সহ।
যত্রাস্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ॥ ১৯॥

পুরশ্চর্য্যেত্যাদি। গ্রহে গ্রহণে॥ ১৬॥ ১৭॥

অতিপাতকিন ইত্যাদি। কৃতং শ্রাদ্ধং যেষাং তে কৃতশ্রাদ্ধাঃ ১৮॥ ১৯॥

সন্নিধানে যে পাপ করা হয়, তাহা বজ্রলেপ-সদৃশ দুরপনেয় হইয়া উঠে। ১৪ পুরশ্চরণ জপ দান শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম শিবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই অনন্ত ফল হইয়া থাকে। ১৫ সূর্য্যগ্রহণের সময় বা চন্দ্রগ্রহণের সময় শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, শিবসন্নিধানে একবার মাত্র জপ করিলেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৬ গয়াক্ষেত্রে, গঙ্গাক্ষেত্রে ও প্রয়াগে কোটি পিণ্ড প্রদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।১৭ যাহারা অতিপাতকী বা মহাপাতকী তাহাদের উদ্দেশেও যদি এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদেরও পরম সদ্‌গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ১৮ লিঙ্গরূপী জগন্নাথ মহেশ্বর শ্রীদেবী দুর্গার সহিত যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই চতুর্দশ ভুবনের অবস্থান হয়। ১৯

---

* পুরশ্চর্য্যাজপম্ ইতি পাঠান্তরম্।

স্থাপিতেশস্য মাহাত্ম্যং কিঞ্চিদেতৎ প্রকাশিতম্।
অনাদিভূতভূতেশ-মহিমা বাগগোচরঃ ॥ ২০ ॥
মহাপীঠে তবার্চ্চায়াম্ অস্পৃশ্যস্পর্শদূষণম্।
বিদ্যতে সুব্রতে নৈতৎ * লিঙ্গরূপধরে হরে ॥ ২১ ॥
যথা চক্রার্চনে দেবি কোঽপি দোষো ন বিদ্যতে।
শিবক্ষেত্রে মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে ॥ ২২ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে।
প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্য ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ২৩ ॥
অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকয়াপি বা।
সাধকঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বাভীষ্টফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৪ ॥
প্রতিষ্ঠাপূর্বসায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ।
সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥

স্থাপিতেশস্যেত্যাদি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

দেবি! এই আমি তোমার নিকট স্থাপিত মহাদেবের অর্থাৎ অচল শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম, পরন্তু যে মহাদেব অনাদিলিঙ্গ, তাঁহার মহিমা বাক্যেরও অগোচর। ২০ সুব্রতে! মহাপীঠস্থানে তোমার প্রতিমাতেও অস্পৃশ্য স্পর্শে দোষ হয়, পরন্তু এই অনাদি লিঙ্গরূপী মহেশ্বরে অস্পৃশ্য স্পর্শেও কোন দোষ ঘটে না। ২১ দেবি! কালিকে! চক্রার্চ্চন কালে যেমন কোনরূপ স্পর্শদোষ ঘটে না, মহাতীর্থ স্বরূপ এই শিবক্ষেত্রেও সেইরূই স্পর্শদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ২২ দেবি! আমি অধিক আর কি বলিব, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, শিবলিঙ্গের প্রভাব সমুদায় ব্যক্ত করা আমারও সাধ্য নহে। ২৩

শিবলিঙ্গ গৌরীপট্ট সংযুক্ত থাকুক বা নাই থাকুক, সাধক নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেন। ২৪

যে সাধকশ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠার পূর্ব দিবস, সায়ংকালে সেই দেবতার

---

* বিদ্যতে বিদ্যতে নৈতৎ ইতি পাঠান্তরম্।

মহীগন্ধশিলাধান্যং দূর্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিকসিন্দূরং শঙ্খকজ্জলরোচনা ॥ ২৬ ॥
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণম্।
অধিবাসবিধৌ বিংশৎ দ্রব্যাণ্যেতানি যোজয়েৎ ॥ ২৭ ॥
প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া।
অনেনামুষ্য পদতঃ শুভমস্ত্বধিবাসনম্ ॥ ২৮ ॥
ইতি স্পৃশেৎ সাধ্যভালং মহ্যাদ্যৈঃ সর্ববস্তুভিঃ।
ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবমধিবাসয়েৎ ॥ ২৯ ॥
অনেন বিধিনা দেবম্ অধিবাস্য বিধানবিৎ।
গৃহদানবিধানেন দুগ্ধাদ্যৈঃ স্নাপয়েত্ততঃ ॥ ৩০ ॥

অথাচলস্য শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়া বিধিমাহ, প্রতিষ্ঠাপূর্বসায়াহ্নে ইত্যাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

নন্থ কেন কেন বস্তুনা দেবতামধিবাসয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রত্যেক-

---

অধিবাস করিবেন, তিনি দশসহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করিতে পারিবেন, ২৫ মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, ২৬ শ্বেতসর্ষপ, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ, এই বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস বিধানে বিনিযুক্ত করিবে। ২৭

অধিবাস করিবার সময় এই বিংশতি দ্রব্যের মধ্যে এক এক দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক মায়া (হ্রীঁ) ও গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে বলিবে যে, অনয়া মহ্যা (অনেন গন্ধেন, অনয়া শিলয়া বা অনেন ধান্যেন ইত্যাদি) অমুষ্য (শিবস্য) শুভমধিবাসনমস্তু : অর্থাৎ এই মহী বা শিলা অথবা অন্য উল্লিখিত দ্রব্য দ্বারা এই মহাদেবের শুভ অধিবাসন হউক। ২৮ এইরূপ বাক্য পাঠপূর্ব্বক মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবতার ললাটদেশ স্পর্শ করিবে। অনন্তর (অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ অমুষ্য (শিবস্য) শুভমধিবাসনমস্তু, এই বাক্য পাঠ পূর্বক) প্রশস্তি-পাত্র (৩৭৭) দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে। ২৯ বিধানজ্ঞ সাধক এই বিধি

---

(৩৭৭)—উল্লিখিত-বিংশতি-দ্রব্য-পূর্ণ একটি প্রশস্ত পাত্রই প্রশস্তিপাত্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

সংমার্জ্য বাসসা লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি।
পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন্ সমর্চয়েৎ॥ ৩১॥
প্রণবেন করন্যাসৌ প্রাণায়ামং বিধায় চ।
ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ ৩২॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
বিভূতিলিপ্তসর্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্॥ ৩৩॥
ধূম্রপীতারুণশ্বেত-রক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রৎ জটাজূটধরং বিভুম্॥ ৩৪॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিতমস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ॥ ৩৫॥

মিত্যাদিনা। প্রত্যেকং গন্ধাদিদ্রব্যমাদায় গৃহীত্বা মায়য়া হ্রীঁ বীজেন বিশিষ্টয়া ব্রহ্ম-বিদ্যয়া গায়ত্র্যা সংযুক্তেনানেন দ্রব্যেণামুষ্য দৈবতস্য শুভমধিবাসনমস্তু ইতি মন্ত্রেণ মহাদ্যৈঃ সর্ব্ববস্তুভিঃ সাধ্যদেবস্য ভালং স্পৃশেৎ। ততঃ পরং প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধা ত্রিবারমেবং বিধিনা দেবমধিবাসয়েৎ॥ ২৮॥ ২৯॥ ৩০॥ ৩১॥ ৩২॥ ৩৩॥
ধূম্রেত্যাদি। বিভ্রৎ বিভ্রতম্। সুপাং সুলুগিত্যমোলুক্॥ ৩৪॥ ৩৫॥

অনুসারে শিবলিঙ্গের (ও গৌরীপট্টে ভগবতীর) অধিবাস করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইবে। ৩০ অনন্তর বস্ত্র দ্বারা সেই লিঙ্গ পরিমার্জ্জিত করিয়া (মুছিয়া) আসনোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজানুষ্ঠানের বিধান অনুসারে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিবে। ৩১

অনন্তর প্রণব দ্বারা করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রাণায়াম করিয়া সদাশিবের এইরূপ ধ্যান করিবে যে, সদাশিব শান্ত ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ৩২ তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও তিনি নাগের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি দ্বারা বিলেপিত এবং তাঁহার শরীর নাগের অলঙ্কারে সুশোভিত।৩৩ ধূম্রবর্ণ পীতবর্ণ অরুণবর্ণ শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ, এই পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ দ্বারা তিনি শোভা পাইতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক মুখে ত্রিনয়ন। তিনি জটাজূট-ধারী ও সর্ব্বব্যাপী বিভু। ৩৪ তিনি মস্তক দ্বারা গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার

বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈঃ দেবৈর্মুনিবরৈঃ স্তুতম্॥ ৩৬॥
পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনম্।
হিমকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বৃষাসনবিরাজিতম্॥ ৩৭॥
পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ অপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানমুমাকান্তম্ একান্তশরণপ্রিয়ম্॥ ৩৮॥
ইতি ধ্যাত্বা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ।
সম্পূজ্যাবাহ্য তল্লিঙ্গে যজেচ্ছক্ত্যা বিধানবৎ *॥ ৩৯॥

বামৈর্দধানমিত্যাদি। বিভ্রতং দধতম্॥ ৩৬॥
পরমানন্দেত্যাদি। পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনং পরমানন্দসন্দোহেনোল্লসন্তি কুটিলানি চ লোচনানি যস্য তথাভূতম্। সন্দোহঃ সমূহঃ॥ ৩৭॥ ৩৮॥ ৩৯॥ ৪০॥

দশ হস্ত। তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। তিনি বাম কর-নিকর দ্বারা কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশু ধারণ করিয়া আছেন। ৩৫ তিনি দক্ষিণ হস্ত-পঞ্চক দ্বারা শূল বজ্র অঙ্কুশ শর ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন। সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক তিনি চতুর্দ্দিক হইতে স্তূয়মান হইতেছেন।৩৬ তাঁহার লোচনসমূহ (পরমামৃতপান-জনিত) পরমানন্দসন্দোহে সমুল্লসিত ও কুটিল-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কান্তি হিম কুন্দ ও চন্দ্রসদৃশ শ্বেত-বর্ণ। তিনি বৃষাসনে বিরাজমান আছেন। ৩৭ তাঁহার চতুর্দিকে সিদ্ধগণ গন্ধর্ব-গণ ও অপ্সরোগণ দিবারাত্র স্তুতি গান করিতেছেন। সেই উমাকান্ত, একান্ত-শরণাপন্ন ব্যক্তিগণের অতীব প্রিয়। ৩৮

সাধক, মহাদেবের এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা (৩৭৮) পূজা পূর্ব্বক (পুনরায় ধ্যান সহকারে ষষ্ঠ উল্লাস ৬৫ শ্লোকের অনুবাদে বর্ণিত

---

* বিধানবিৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৭৮)—মানসপূজা ২১২ পৃষ্ঠা মূল এবং ১৫৫ পৃষ্ঠা(৭৬) টিপ্পনী দেখুন।

আসনাদ্যুপচারাণাং দানে মন্ত্রাঃ পুরোদিতাঃ।
মূলমন্ত্রমন্নুং বক্ষ্যে মহেশস্য মহাত্মনঃ॥ ৪০॥
মায়া তারঃ শব্দবীজং সন্ধ্যর্ণান্তাক্ষরান্বিতম্।
অর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যং শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪১॥
সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসাচ্ছাদ্য শঙ্করম্।
নিবেশ্য দিব্যশয্যায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ॥ ৪২॥
বেদ্যাং প্রপূজয়েদ্দেবীং এবমেব বিধানতঃ।
মায়য়াত্র করন্যাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥ ৪৩॥

মহেশস্য মূলমন্ত্রমেবাহ, মায়েত্যাদিনা। পূর্ব্বং মায়া হ্রীঁবীজমুচ্যেত ততস্তারঃ প্রণবো বাচ্যঃ ততঃ সন্ধ্যর্ণান্তাক্ষরান্বিতং সন্ধ্যক্ষরান্তাক্ষরসংযুক্তমর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যঞ্চ শব্দবীজং হকাররূপমক্ষরং বাচ্যম্। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ ওঁ হৌঁ ইতি শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪১॥ ৪২॥

বেদ্যাম্ ইত্যাদি। মায়য়া হ্রীঁ বীজেন॥ ৪৩॥

রীতিক্রমে সেই দেবদেবকে হৃদয় হইতে লিঙ্গে স্থাপনানন্তর) সেই লিঙ্গের উপরি আবাহন করিয়া যথাবিধানে যথাশক্তি পূজা করিবে। ৩৯ যে মন্ত্র পাঠ করিয়া আসন প্রভৃতি উপচার সমুদায় প্রদান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩৭৯)। এক্ষণে পরমাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি। ৪০ মায়া প্রণব এবং ঔকার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দবীজ অর্থাৎ হকার, ইহাই শিববীজ (৩৮০) ৪১ অনন্তর সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যদ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দিব্য শয্যায় সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপে গৌরীপট্টও শোধন করিবে। ৪২ ঐ গৌরীপট্টের উপরি যেরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ (ষড়্‌দীর্ঘস্বর যুক্ত) মায়াবীজ পাঠ সহকারে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ঐ মায়াবীজেই প্রাণায়াম করিবে। ৪৩ (পরে দেবীর এইরূপ

---

(৩৭৯)—২৭১ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৩৮০)—উদ্ধৃত বীজ যথা। হ্রীঁ ওঁ হৌঁ।

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাম্।
মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাম্।
হস্তাব্জৈরভয়ং বরং চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ।
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়ে॥ ৪৪॥
ইতি ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিতঃ।
ততস্তু দশদিক্পালান্ বৃষভঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ॥ ৪৫॥
ভগবত্যা মন্ত্রং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা জগন্ময়ী॥ ৪৬॥

অথ মহাদেব্যা ধ্যানমাহৈকেন, উদ্যদ্ভান্বিত্যাদিনা। মহাদেবীমহং চিন্তয়ে। কথম্ভূতাং মহাদেবীম্, উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিম্ উদ্যতাং ভানূনাং সূর্য্যাণাং সহস্রস্যৈব কান্তির্দীপ্তির্যস্যাঃ তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীম্, অমলাং নির্ম্মলাম্। পুনঃ কীদৃশীম্, বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রাঃ ঈক্ষণানি লোচনানি যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীম্' মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাম্, মুক্তাভির্যন্ত্রিতাভ্যাং সম্বদ্ধাভ্যাং হেমকুণ্ডলাভ্যাং লসদ্দীপ্যমানং স্মেরমীষদ্ধসনশীলমাননাম্ভোরুহং মুখপদ্মং যস্যাঃ তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীং, হস্তাব্জৈঃ পাণিকমলৈরভয়ং বরং চক্রং তথা সুগন্ধাদিকং দধদব্জং কমলং চ দধতীম্। পুনঃ কীদৃশীং, পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং পীনৌ মহান্তাবুত্তুঙ্গাবুন্নতৌ পয়োধরৌ স্তনৌ যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীং ভয়হরাং ভয়হর্ত্রীম্। পুনঃ কীদৃশীং, পীতাম্বরাং পীতমম্বরং বস্ত্রং যস্যাস্তথাভূতাম্॥ ৪৪॥ ৪৫॥ ৪৬॥

ধ্যান করিতে হইবে যে—) যাঁহার কান্তি উদয়কালীন সহস্র দিবাকরের সদৃশ সমুজ্জ্বল ও নির্ম্মল; বহ্নি অর্ক ও চন্দ্র যাঁহার নয়নত্রয়; যাঁহার সস্মিত বদনকমল, মুক্তারাজি-বিরাজিত হেমকুণ্ডলে শোভমান হইতেছে; যিনি করকমল-চতুষ্টয় দ্বারা চক্র, সুগন্ধি পদ্ম, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন; যাঁহার পয়োধর-যুগল পীন ও উত্তুঙ্গ; যিনি পীতবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন; তাদৃশী ভয়হারিণী ভগবতীকে চিন্তা করি। ৪৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজশক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে। অনন্তর দশ দিক্পাল ও বৃষভের পূজা করিতে হইবে। ৪৫ এক্ষণে যে মন্ত্র দ্বারা জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। ৪৬ মায়া, লক্ষ্মী এবং

মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চার্য্য সান্তং ষষ্ঠস্বরান্বিতম্।
বিন্দুযুক্তং তদন্তে চ যোজয়েদ্বহ্নিবল্লভাম্ ॥ ৪৭ ॥
পূর্ব্ববৎ স্থাপয়ন্ দেবীং সর্ব্বদেববলিং হরেৎ।
দধিযুক্তমাষভক্তং শর্করাদিসমন্বিতম্ ॥ ৪৮ ॥
ঐশান্যাং বলিমাধায় * বারুণেন বিশোধয়েৎ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

ভগবত্যা মন্ত্রমেবাহ, মায়ামিত্যাদিনা। মায়াং হ্রীঁ বীজং লক্ষ্মীং শ্রীঁ বীজং চ সমুচ্চার্য্য ততঃ ষষ্ঠস্বরান্বিতং বিন্দুযুক্তং চ সান্তং বর্ণং সমুচ্চার্য্য তদন্তে বহ্নিবল্লভাং যোজয়েৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্ববদিত্যাদি। ততঃ পূর্ব্ববচ্ছিবলিঙ্গবৎ সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসা চাচ্ছাদ্য দিব্যশয্যায়াং দেবীং স্থাপয়ন্ সন্ দধিযুক্তং শর্করাদিসমন্বিতং চ মাষভক্তং সর্ব্বদেববলিং হরেদ্দদ্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

নম্ন কেন বিধিনা সর্ব্বদেববলিং দদ্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ঐশান্যামিত্যাদিনা। বারুণেন বমিতি মন্ত্রেণ ॥ ৪৯ ॥

ষষ্ঠস্বর যুক্ত হকারে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া অন্তে বহ্নিজায়া উচ্চারণ করিবে। ইহাতে 'হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা' এই মন্ত্র হইবে। ৪৭

অনন্তর দেবীকে পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ শিবলিঙ্গের ন্যায় সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক দিব্য শয্যায় সংস্থাপিত করিয়া সর্বদেবের উদ্দেশে শর্করাদি সমন্বিত- দধিযুক্ত মাষভক্তবলি প্রদান করিতে হইবে (৩৮১)। ৪৮ পরন্তু প্রথমতঃ ঐ বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ ঈশানকোণে স্থাপন করিয়া বরুণবীজ (বঁ) দ্বারা শোধন করিবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা উহা অর্চ্চিত করিয়া 'সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ বলি উৎসর্গ করিবে। ৪৯ (মন্ত্রার্থ

---

* ঐশন্যাং বলিমাদায় ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৮১)—মাষকলায় তণ্ডুল ও দধি মিশ্রিত পূজোপহারের নাম মাষভক্তবলি। কেহ কেহ ইহার সহিত হরিদ্রা ঘৃত ও মধুও মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকেন। তন্ত্র-সম্মত মাষভক্তবলি যথা। অজকর্ণরক্ত, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি, এই পঞ্চ দ্রব্য সমবেত উক্ত মাষকলায় প্রভৃতি।

তথা চ—অজকর্ণস্য রক্তেন দুগ্ধেন মধুরেণ চ। মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ ভূতপ্রেত-পিশাচকে।

সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতাশ্চ পিতরস্তথা ॥ ৫০ ॥
ঋষয়ো যেঽন্যদেবাশ্চ বলিং গৃহ্নন্তু সংযতাঃ।
পরিবার্য্য মহাদেবং তিষ্ঠন্তু গিরিজামপি ॥ ৫১ ॥
ততো জপেন্মহাদেব্যা মন্ত্রমেনং যথেপ্সিতম্।
গীতবাদ্যাদিভিঃ সদ্ভিঃ বিদধ্যান্মঙ্গলক্রিয়াম্ ॥ ৫২ ॥
অধিবাসং বিধায়েত্থং পরেঽহ্নি বিহিতক্রিয়ঃ।
সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চ দেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
মাতৃপূজাং বসোর্দ্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরন্।
মহেশদ্বারপালাংশ্চ যজেৎ ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বদেববলিসমর্পণমন্ত্রমেবাহ, সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা ইত্যাদিনা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥
তত ইত্যাদি। এনং হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহেতীমম্ ॥ ৫২ ॥
অধিবাসমিত্যাদি। পঞ্চদেবান্ ব্রহ্মাদীন্ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

যথা—) সমুদায় দেবগণ সিদ্ধগণ গন্ধর্বগণ উরগগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ মাতৃগণ যক্ষগণ ভূতগণ পিতৃগণ ৫০ ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে সংযত হইয়া এই বলি গ্রহণ করুন এবং সকলে এই মহাদেবকে ও মহাদেবীকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করুন। ৫১

অনন্তর 'হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা' মহাদেবীর এই মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিবে। পরে উত্তম গীত বাদ্যাদি দ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। ৫২ এইরূপে অধিবাস করিয়া পর দিবস নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্বক যথাবিধি সংকল্প করিয়া গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিবে (৩৮২)। পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা-সম্পাতন ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক নন্দী প্রভৃতি মহেশ্বরের দ্বারপালদিগের পূজা করিবে। ৫৪ নন্দী, মহাবল, কীশ-

---

(৩৮২)—টীকাকারের মতে পূর্বোক্ত ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হইবে।

নন্দী মহাবলঃ কীশবদনো গণনায়কঃ।
দ্বারপালাঃ শিবস্যৈতে সর্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
ততো লিঙ্গং সমানীয় বেদীরূপাং চ তারিণীম্।
মণ্ডলে সর্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা শুভাসনে * ॥ ৫৬ ॥
অষ্টভিঃ কলসৈঃ শম্ভুং মনুনা ত্র্যম্বকেন চ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়েদ্‌ভক্ত্যা † ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৭ ॥
বেদীং চ মূলমন্ত্রেণ তদ্বৎ সংস্নাপ্য ‡ পূজয়ন্।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ সাধুঃ প্রার্থয়েৎ শঙ্করং শিবম্ ॥ ৫৮ ॥

সম্পূজ্যান্ মহেশদ্বারপালানাহ, নন্দীত্যাদিনৈকেন ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

অষ্টভিরিত্যাদি। মনুনা হ্রীঁ ওঁ হৌঁ ইতি মন্ত্রেণ। ত্র্যম্বকেন ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ ॥ ৫৭ ॥

বেদীমিত্যাদি। মূলমন্ত্রেণ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৮ ॥

বদন ও গণনায়ক, এই চারিজন শিবের দ্বারচতুষ্টয়ের দ্বারপাল। ইহাঁদের সকলের হস্তেই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। ৫৫

অনন্তর লিঙ্গরূপ শিব ও বেদীরূপা ভগবতীকে আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলোপরি অথবা উত্তম আসনে স্থাপন করিবে। ৫৬ পরে 'হ্রীঁ ওঁ হৌঁ' এই মন্ত্র এবং 'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অষ্টকলস জল দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভক্তিসহকারে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ৫৭ পরে দেবীকেও ঐরূপে 'হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা' এই মূল মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিতে হইবে। অনন্তর সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্করের নিকট (ও শঙ্করীর নিকট) প্রার্থনা করিবে যে, ৫৮ ভগবন্ শম্ভো! আগমন কর। তুমি সকল দেবতারই নমস্য। পিনাকপাণে!

---

* স্থাপয়িত্বা শুভাসনে ইতি পাঠান্তরম্।

† স্নাপয়িত্বা যজেদ্‌ভক্ত্যা ইতি বা পাঠঃ।

‡ বেদীঞ্চ ইত্যত্র দেবীঞ্চ, সংস্নাপ্য ইত্যত্র সংস্থাপ্য ইতি চ পাঠান্তরম্।

আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো সর্বদেবনমস্কৃত।
পিনাকপাণে সর্ব্বেশ মহাদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৫৯ ॥
আগচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহকারক।
ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো নমঃ ॥ ৬০ ॥
মাতর্দ্দেবি মহামায়ে সর্বকল্যাণকারিণি।
প্রসীদ শম্ভুনা সার্দ্ধং নমস্তেঽস্তু হরপ্রিয়ে ॥ ৬১ ॥
আয়াহি বরদে দেবি ভবনেঽস্মিন্ বরপ্রদে।
প্রীতা ভব মহেশানি সর্বসম্পৎকরী ভব ॥ ৬২ ॥
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি স্বৈঃ স্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ।
সুখং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলৌ ॥ ৬৩ ॥
ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধ্বনিপূর্বকম্।
প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেশ্ম কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

নন্থ শঙ্করং শিবাঞ্চ প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো ইত্যাদিনা ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

তুমি সকলের ঈশ্বর। মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। ৫৯ দেব! তুমি কৃপা কর তুমি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবতীর সহিত এই মন্দিরে আগমন কর। তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ৬০ মহামায়ে। সর্ব্বকল্যাণকারিণি! হরপ্রিয়ে! মাতঃ! দেবি! মহেশ্বরের সহিত তুমি প্রসন্না হও। তোমাকে নমস্কার। ৬১ বরদে! দেবি! এই ভবনে আগমন কর। বরদায়িনি! প্রসন্না হও। মহেশ্বরি! তুমি আমার সর্বসম্পৎপ্রদায়িনি হও। ৬২ দেবদেবেশি! উত্থিত হও। দেবদেব ও তুমি উভয়েই ভক্তবৎসল। তোমার স্ব স্ব পরিবারগণের সহিত এই গৃহে অবস্থান কর ও প্রীত হও। ৬৩

মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা পূর্বক মঙ্গলধ্বনি সহকারে (লিঙ্গরূপ শিব ও যোনিরূপা ভগবতীকে) তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ করাইয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করাইবে। ৬৪ পরে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাষাণখনিত গর্ত্তে অথবা

পাষাণখনিতে গর্ত্তে ইষ্টকারচিতেঽপি বা।
অধস্ত্রিভাগলিঙ্গস্য রোপয়েন্মূলমুচ্চরন্॥ ৬৫॥
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ।
তাবদত্র মহাদেব স্থিরো ভব নমোঽস্তু তে॥ ৬৬॥
মন্ত্রেণানেন সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা সদাশিবম্।
উত্তরাগ্রাং তত্র বেদীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭॥
স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবদত্র স্থিরা ভব॥ ৬৮॥

পাষাণেত্যাদি। ততো মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ সাধকঃ পাষাণে খনিতে ইষ্টকারচিতেঽপি বা গর্ত্তে লিঙ্গস্যাধস্ত্রিভাগমধ্যে রোপয়েৎ॥ ৬৫॥ ৬৬॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। অনেন যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা মন্ত্রেণ সদাশিবং সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা মূলেনৈব মন্ত্রেণ তত্র সদাশিবে বেদীং প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭॥ ৬৮॥

ইষ্টক রচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের তৃতীয়াংশ-পরিমিত অধোভাগ প্রোথিত করিবে।৬৫

অনন্তর 'যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সদাশিবকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবে।-(মন্ত্রার্থ যথা—) যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী ও সাগর থাকিবে, মহাদেব! তুমি সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে স্থির হইয়া থাক তোমাকে নমস্কার। পরে মূলমন্ত্র পড়িয়া উত্তর মুখীকৃত গৌরীপট্ট সেই লিঙ্গের উপর দিয়া প্রবেশিত করিবে (৩৮৩)। ৬৬।৬৭ পরে 'স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে যোনিরূপা ভগবতীকে তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট লিঙ্গরূপ শিবের

---

(৩৮৩)—'ঊর্দ্ধলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ' ইত্যাদি বিধানানুসারে ঊর্দ্ধমুখ শিবলিঙ্গের উপরিভাগ দিয়া বিপরীত-রতি-ক্রমে গৌরীপট্ট প্রবেশিত করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রিকোণ (বা তদনুরূপ) গৌরীপট্টের দীর্ঘকোণ উত্তরদিকে থাকাতে সহজেই কল্পিত হইতেছে যে, দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ান শিবের উপরি ভগবতী দক্ষিণাস্যা হইয়া বিপরীত রতিতে নিরত আছেন। সাধক উত্তরাস্য হইয়া সম্মুখে পূজা করিতেছেন।

অনেন সুদৃঢ়ীকৃত্য লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা পঠেদিমম্ ॥ ৬৯ ॥
ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
যক্ষা নাগাশ্চ বেতালাঃ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥
মাতরো গণনাথাশ্চ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
যস্য সিংহাসনে যুক্তা ভূচরাঃ খেচরাস্তথা ॥ ৭১ ॥
আবাহয়ামি তং দেবং ত্র্যক্ষমীশানমব্যয়ম্।
আগচ্ছ ভগবন্নত্র ব্রহ্মনির্ম্মিতযন্ত্রকে।
ধ্রুবায় ভব সর্ব্বেষাং শুভায় চ সুখায় চ ॥ ৭২ ॥
ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত-বিধিনা স্নাপয়ন্ শিবম্।
প্রাগ্বদ্ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

অনেনেত্যাদি। সুদৃঢ়ীকৃত্য বেদীমিতি শেষঃ ॥ ৬৯ ॥
ইমং কং পঠেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ব্যাঘ্রভূতা ইত্যাদিনা ॥৭০॥৭১॥৭২॥৭৩॥৭৪॥

সহিত সুদৃঢ় সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) সৃষ্টিস্থিতিসংহার-কারিণি! জগদ্ধাত্রি! তুমি সুস্থিরা হও। যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া থাক। ৬৮

এইরূপে গৌরীপট্ট সুদৃঢ় সংযুক্ত করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শ পূর্বক 'ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। ৬৯ (মন্ত্রার্থ যথা—) ব্যাঘ্রগণ ভূতগণ পিশাচগণ গন্ধর্ব্বগণ সিদ্ধগণ চারণগণ যক্ষগণ নাগগণ বেতালগণ লোকপালগণ মহর্ষিগণ ৭০ মাতৃগণ গণপতিগণ ভূচরগণ খেচরগণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও বৃহস্পতি, যাঁহার সিংহাসনে নিযুক্ত আছেন, ৭১ সেই ত্রিনয়ন অব্যয় দেব মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি। ভগবন্! তুমি এই ব্রহ্মনির্মিত যন্ত্রে অধিষ্ঠান কর। তুমি সমুদায় স্থিরতর কর। তুমি সকলের মঙ্গল ও সুখ বিধান কর।৭২ প্রিয়ে! অনন্তর দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে শিবকে স্নান করাইবে এবং পূর্বের ন্যায় ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ৭৩ পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া গণদেবতার (আবরণদেবতাগণের) পূজা পূর্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি পুষ্প সংস্থাপন করিবে। ৭৪

বিশেষমর্ঘ্যং সংস্থাপ্য সমর্চ্চ গণদেবতাঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানং পুষ্পং লিঙ্গোপরি ন্যসেৎ ॥ ৭৪ ॥
পাশাঙ্কুশপুটা শক্তিঃ যাদিসান্তাঃ সবিন্দুকাঃ।
হৌঁ হংস ইতি মন্ত্রেণ তত্র প্রাণান্ নিবেশয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
চন্দনাগুরুকাশ্মীরৈঃ বিলিপ্য গিরজাপতিম্।
যজেৎ প্রাগুক্তবিধিনা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
জাতনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব্ববিধানবৎ ॥ ৭৬ ॥
সমাপ্য সর্ব্বং বিধিবৎ বেদ্যাং দেবীং মহেশ্বরীম্।
অভ্যর্চ্য তত্র দেবস্য মূর্ত্তীরষ্টৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

পাশেত্যাদি। পাশাঙ্কুশপুটা পাশাঙ্কুশাভ্যাম্ আঁ ক্রোঁ বীজাভ্যাং পুট আদ্যন্তয়োঃ সংযোগো যস্যাস্তথাভূতা শক্তিঃ হ্রীঁ বীজং পূর্ব্বমুচ্যেত। ততঃ সবিন্দুকাঃ সানুস্বারা যাদিসান্তা বর্ণা বক্তব্যাঃ। ততো হৌঁ হংসঃ ইত্যুচ্যেত। যোজনয়া আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ প্রাগুক্তবিধানেন তত্র লিঙ্গে প্রাণান্নিবেশয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

সমাপ্যেত্যাদি। তত্র বেদ্যামেব ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর পাশ ও অঙ্কুশ পুটিত মায়া উচ্চারণ করিয়া য অবধি স পর্য্যন্ত সাতটি অক্ষরে অনুস্বার যোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে 'হৌঁ হংসঃ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে সেই লিঙ্গে সদাশিবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে (৩৮৪)। ৭৫ পরে চন্দন অগুরু ও কাশ্মীর দ্বারা গিরিজাপতি শিবের অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে পূর্বোক্তরূপ জাতকর্ম নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন পূর্বক ষোড়শ-উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ৭৬ এইরূপে যথাবিধানে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া পশ্চাৎ বেদীতে দেবী মহেশ্বরীর পূজা করিবে। পরে এই গৌরীপটে দেবদেব মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। ৭৭ (অষ্টমূর্ত্তির নাম যথা—) ১ শর্ব,

---

(৩৮৪)—মন্ত্রপ্রয়োগ যথা। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ। শিবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ॥ আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য জীব ইহ স্থিতঃ ॥ আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি ॥ আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ॥ অথবা অসমর্থ পক্ষে কেবল আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইতাদি মন্ত্রেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

শর্ব্বঃ ক্ষিতিঃ সমুদ্দিষ্টা ভবো জলমুদাহৃতা।
রুদ্রোঽগ্নিরুগ্রো বায়ুঃ স্যাৎ ভীম আকাশশব্দিতা ॥ ৭৮ ॥
পশোঃ পতির্যজমানো মহাদেবঃ সুধাকরঃ।
ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যেতে মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৯ ॥
প্রণবাদিনমোঽন্তেন প্রত্যেকাহ্বাহনপূর্ব্বকম্।
পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তম্ অষ্টমূর্ত্তীঃ ক্রমাদ্‌যজেৎ ॥ ৮০ ॥

মহাদেবস্য প্রপূজ্যা অষ্টৌ মূর্ত্তীরাহ, শর্ব্বঃ ক্ষিতিরিত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ ॥৭৮॥৭৯॥ ননু কেন বিধিনা মহাদেবস্যাষ্টৌ মূর্ত্তীঃ প্রপূজয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রণবাদীত্যাদিনা। প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বমারভ্য যথা শর্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে ইহাগচ্ছেহ তিষ্ঠেহ সন্নিধেহি মম পূজাং গৃহাণেত্যাহূয় ওঁ শর্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নম ইতি মন্ত্রেণ বেদ্যাং পূর্বদেশে গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শর্ব্বং ক্ষিতিমূর্ত্তিং যজেৎ। এবমেবাগ্নেয়াদিষু ক্রমতোঽন্যা অপি সপ্ত মূর্ত্তীর্যজেৎ ॥ ৮০ ॥

ক্ষিতি। ২ ভব, জল। ৩ রুদ্র, অগ্নি। ৪ উগ্র, বায়ু। ৫ ভীম, আকাশ। ৬ পশু-পতি, যজমান। ৭ মহাদেব, সোম। ৮ ঈশান, সূর্য্য। শাস্ত্রে এই অষ্টমূর্ত্তি কথিত হইয়াছে। ৭৮। ৭৯ অষ্টমূর্ত্তির পূজার সময় প্রথমে প্রণব, অন্তে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির আবাহনপূর্বক পূর্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পূজা করিবে (৩৮৫)। ৮০

---

(৩৮৫)—অষ্টমূর্ত্তির আবাহন পূর্বক পূজা এইরূপে করিতে হইবে যে, শর্ব্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (১) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ (২) ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি (৩) ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব (৪) ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব (৫) মম পূজাং গৃহাণ। এইরূপ মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে আবাহন করিয়া পূর্বদিকে এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে যে, ওঁ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজাতেই কেবল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথমে প্রণব পরে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, ১ শর্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ২ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৩ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৪ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৫ ভীমায় আকাশ-মূর্ত্তয়ে নমঃ। ৬ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৭ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

ইন্দ্রাদিদিক্‌পতীনিষ্ট্বা ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চাষ্টমাতৃকাঃ।
বৃষং বিতানং গেহাদি দদ্যাদীশায় সাধকঃ॥ ৮১ ॥
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভক্ত্যা প্রার্থয়েৎ পার্ব্বতীপতিম্॥ ৮২ ॥
গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো স্থাপিতোঽসি ময়া প্রভো।
প্রসীদ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বকারণকারণ॥ ৮৩ ॥
যাবৎ সসাগরা পৃথ্বী যাবৎ শশিদিবাকরৌ।
তাবদস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর॥ ৮৪ ॥
গৃহেঽস্মিন্ যস্য কস্যাপি জীবস্য মরণং ভবেৎ।
ন তৎপাপৈঃ প্রলিপ্যেঽহং প্রসাদাত্তব ধূর্জ্জটে॥ ৮৫ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য গৃহং ব্রজেৎ।
প্রভাতে পুনরাগত্য স্নাপয়েচ্চন্দ্রশেখরম্॥ ৮৬ ॥

ইন্দ্রাদীত্যাদি। ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা॥ ৮১ ॥

তত ইত্যাদি। নন্থ পার্বতীপতিং কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো ইত্যাদিনা॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

পরে সাধক ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের, ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির এবং গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার প জা করিয়া বৃষ বিতান গৃহ প্রভৃতি সমুদায় মহেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। ৮১ অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীপতি মহাদেবের নিকট 'গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে যে, ৮২ করুণাসিন্ধো! আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন করিলাম। প্রভো! ভগবন্ শম্ভো! তুমি সর্ব্বকারণের কারণ। তুমি প্রসন্ন হও। ৮৩ পরমেশ্বর! যে পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী থাকিবে, যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি এই গৃহে অবস্থান কর। তোমাকে নমস্কার। ৮৪ ধূর্জ্জটে! এই গৃহে যদি কোন জীবের অপমৃত্যু হয়, তোমার প্রসাদে আমি যেন সেই পাপে লিপ্ত না হই।৮৫

অনন্তর সাধক মহেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার পূর্বক গৃহে গমন করিবে এবং পরদিন প্রভাতে পুনর্বার সেই স্থানে আগমন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রশেখরকে স্নান করাইবে। ৮৬

শুদ্ধৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নানং প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ।
ততঃ সুগন্ধিতোয়ানাং কলসৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৮৭ ॥
সংপূজ্য তং যথাশক্ত্যা প্রার্থয়েৎ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৮৮ ॥
বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতম্।
সম্পূর্ণমস্তু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাদুমাপতে ॥ ৮৯ ॥
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ।
তাবন্মে কীর্ত্তিরতুলা লোকে তিষ্ঠতু সর্ব্বদা ॥ ৯০ ॥
নমস্ত্র্যম্বকায় রুদ্রায় পিনাকবরধারিণে।
বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রসূর্য্যাদ্যৈরর্চ্চিতায় নমো নমঃ ॥ ৯১ ॥

নন্থ কেন দ্রব্যেণ শিবং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শুদ্ধৈরিত্যাদিনা ॥ ৮৭ ॥ সংপূজ্যেত্যাদি। তং শিবম্ ॥ ৮৮ ॥

নন্থ শিবং কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বিধিহীনমিত্যাদিনা ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

প্রথমতঃ শুদ্ধ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। পরে এক শত কলস সুগন্ধি সলিল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে (৩৮৬)। ৮৭

অনন্তর উমাপতির যথাশক্তি পূজা করিয়া 'বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং' ইত্যাদি মন্ত্রে ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবে যে, ৮৮ উমাপতে! এই পূজার মধ্যে যদি কিছু বিধিহীন ক্রিয়াহীন বা ভক্তিহীন হইয়া থাকে, তোমার প্রসাদে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ হউক। ৮৯ যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ও সাগর সমুদায় থাকিবে সে, পর্য্যন্ত ইহলোকে আমার অতুলকীর্ত্তি স্থায়ী হউক, ৯০ যিনি পিনাকবরধারী ত্রিনয়ন রুদ্র, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত, সেই মহেশ্বরকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। ৯১

---

(৩৮৬)—১ তৎপুরুষ মন্ত্র, ২ অঘোর মন্ত্র, ৩ সদ্যোজাত মন্ত্র, ৪ বামদেব মন্ত্র, ৫ ঈশান মন্ত্র। ক্রমে এই পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া পরে ত্র্যম্বক মন্ত্র দ্বারা সুগন্ধি সলিলে স্নান করাইতে হইবে। উক্ত পঞ্চ মন্ত্র ৩৭৪।৩৭৫ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীর টিপ্পনীতে এবং ত্র্যম্বক মন্ত্র ২৪০ পৃষ্ঠার মূলে দেখিবেন।

ততস্তু দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কৌলিকান্ দ্বিজান্।
ভক্ষ্যৈঃ পেয়ৈশ্চ বাসোভিঃ দরিদ্রান্ পরিতোষয়েৎ ॥৯২॥
প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবং যথাবিভবমাত্মনঃ।
স্থাবরং শিবলিঙ্গং তু ন কদাপি বিচালয়েৎ ॥ ৯৩ ॥
অচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে।
সংক্ষেপাৎ পরমেশানি সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতা ॥ ৯৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদ্যকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিভো।
বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈঃ তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥ ৯৫ ॥
অপূজনীয়া কৈর্দোষৈঃ ভবেয়ুর্দেবমূর্ত্তয়ঃ।
ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভণ্যতাম্ ॥ ৯৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ, যদীত্যাদিনা। তত্র পূজাবাধে সতি ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া কৌলিক দ্বিজগণকে (৩৮৭) ভোজন করাইবে। পরে দীন দরিদ্রদিগকে ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা পেয় দ্রব্য দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। ৯২ অনন্তর আপনার বিভবানুসারে যথাসাধ্য প্রতিদিবস মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। পরন্তু স্থাবর শিবলিঙ্গ কখনই স্থানান্তরিত করিবে না। ৯৩ পরমেশ্বরি! এই আমি সমুদায় আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা তোমার নিকট কহিলাম। ৯৪

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো! যদি অকস্মাৎ কোন দিবস দেবতার পূজা না হয়, তাহা হইলে ভক্তেরা সে স্থলে কি করিবে? আমার নিকট যথাযথ বলুন। ৯৫ এবং কোন্ দোষ উপস্থিত হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও কোন্ দোষ উপস্থিত হইলেই বা তাহা ত্যাজ্য হয়, এবং তাহার উপায়ই বা কি? তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।৯৬

---

(৩৮৭)—পূর্ণাভিষেক কালে সন্ন্যাস দ্বারা জন্মান্তর হয় বলিয়া পূর্ণাভিষিক্ত কৌলদিগকে কৌলিক দ্বিজ বলা যায়।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ।
দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বৈগুণ্যং দিনত্রয়ে॥ ৯৭॥
ততঃ ষণ্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ।
তদাষ্টকলসৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ॥ ৯৮॥
ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্‌সংস্কারবিধানতঃ।
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ ৯৯॥
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ব্যঙ্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা।
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্‌বুধঃ॥ ১০০॥
হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চয়েৎ॥ ১০১॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, একাহমর্চ্চনাবাধে ইত্যাদিনা॥৯৭॥ ৯৮॥ ৯৯॥

খণ্ডিতমিত্যাদি। ব্যঙ্গং বিগতাঙ্গম্॥ ১০০॥ ১০১॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন, দেবি! যদি এক দিবস পূজাবাদ হয়, তাহা হইলে তৎপর দিবস সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে। দুই দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ, এবং তিন দিবস পূজাবাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টগুণ পূজা করিতে হইবে। ৯৭ আর যদি চারি দিন অবধি ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবেন। ৯৮ পরন্তু যদি ছয় মাস অপেক্ষা অধিককাল পূজা না হয়, তাহা হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ পূর্বকথিত সংস্কার-বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তি পুনঃ সুসংস্কৃত করিয়া পূজা করিবেন। ৯৯

যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হইয়াছে, স্ফুটিত বা সচ্ছিদ্র হইয়াছে, অঙ্গহীন হইয়াছে, কুষ্ঠরোগী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছে, অথবা দূষিত ভূমিতে পতিত হইয়াছে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা পূজা করিবে না। ১০০ যে মূর্ত্তির অঙ্গহীন হইয়াছে, ছিদ্র হইয়াছে

মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
সর্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে॥ ১০২॥
যদ্‌যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০৩॥
বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্মবায়ুনা॥ ১০৪॥
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ॥ ১০৫॥
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥ ১০৬॥

মহাপীঠেত্যাদি॥ ১০২॥ ১০৩॥ ১০৪॥ ১০৫॥ ১০৬॥ ১০৭॥

অথবা যাহা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবে; পরন্তু যে দেবমূর্ত্তি স্পর্শাদি দোষে দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করিতে পারিবে। ১০১ যাহা মহাপীঠ ও অনাদি লিঙ্গ, তাহাতে অস্পৃশ্যস্পর্শাদি কোন দোষ ঘটিতে পারে না; সুতরাং তাহাতে সুখলাভের নিমিত্ত সর্বদাই স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ পূজা করিবে। ১০২

মহামায়ে! কর্ম্মকাণ্ড-নিরত মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদায়ই বিশেষরূপে কহিলাম। ১০৩ মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। তাহারা কর্ম করণে অনিচ্ছুক হইলেও বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত ও আকৃষ্ট হয়। ১০৪ মনুষ্যেরা কর্ম্ম দ্বারা সুখ ভোগ করে, আবার কর্ম দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে; কর্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্ম দ্বারাই শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১০৫ এই জন্যই আমি অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সৎপ্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত বহুবিধ সাধন এবং বহুবিধ কর্ম্ম কহিলাম। ১০৬

যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্॥ ১০৭॥
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেম্বাসক্তচেতসঃ।
প্রয়ান্ত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ॥ ১০৮॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥ ১০৯॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥ ১১০॥
কুর্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥ ১১১॥

এবং নানাবিধানি সুখপ্রাপকানি প্রচুরসাধনসংযুতানি কর্ম্মাণি ব্যাহৃত্যেদানীং ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব লোকা মুক্তিমধিগচ্ছেয়ুর্ন তু কর্মভিরিতি ব্যাহর্ত্তুমুপক্রমতে, কর্মণোঽপি শুভাদিত্যাদিনা। হে দেবি শুভাদপি কর্মণো হেতোঃ ফলেম্বাসক্তচেতসো জনাঃ কর্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ কর্মরূপেণ নিগড়েন বদ্ধাঃ সন্তো লোকাদস্মাদমুত্র পরলোকে প্রয়ান্তি তস্মাচ্চ লোকাৎ পুনরিহায়ান্তি মুক্তিভাগিনস্তু ন ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১০৮॥ ১০৯॥ ১১০॥

কুর্ব্বাণ ইত্যাদি। ন বিন্দতি ন লভতে॥ ১১১॥

এই কর্ম দুই প্রকার, শুভ ও অশুভ। অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণীগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে। ১০৭ আর দেবি! যাহারা ফলাসক্তচিত্ত হইয়া শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ঐ কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। ১০৮ অতএব যে পর্য্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত শত কল্পেও মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে না। ১০৯

যেমন লোকে লৌহময় শৃঙ্খলই হউক অথবা স্বর্ণময় শৃঙ্খলই হউক উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বদ্ধ হয়, সেইরূপ জীবগণ শুভ বা অশুভ উভয়বিধ কর্ম দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। ১১০ যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্মলাত্মনাম্॥ ১১২॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১১৩॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ১১৪॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ১১৫॥

ননু মোক্ষৈকসাধনং জ্ঞানং কথমুৎপদ্যতে তত্রাহ, জ্ঞানমিত্যাদিনা। তত্ত্ব-বিচারেণ ব্রহ্মণো বিচারণেন। ক্ষীণতমসাং ক্ষীণাজ্ঞানরূপান্ধকারাণাম্। নির্ম্ম-লাত্মনাং বিমলান্তঃকরণানাম্॥ ১১২॥ ১১৩॥

বিহায়েত্যাদি। নিত্যে অবিনাশিনি। নিশ্চলে পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগিনি। পরি নিশ্চিতং সম্যক্ নির্ণীতং তত্ত্বং যথার্থ্যং যেন স পরিনিশ্চিততত্ত্বঃ॥ ১১৪॥ ১১৫॥

শত শত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। ১১১ তত্ত্ববিচার দ্বারা এবং নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আবরণশক্তি-সম্পন্ন তমোরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে, বিচক্ষণতা ও নিত্যানিত্য-বিবেক জন্মিলে এবং হৃদয়াকাশ নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্বময় হইলে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। ১১২

ব্রহ্মা অবধি তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎই মায়া দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছে; একমাত্র পরমব্রহ্মই সত্য; জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা জ্ঞাত হইয়াই নিরন্তর নিত্য সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। ১১৩ যিনি নাম রূপ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। ১১৪

জপ করিলে মুক্তি হয় না, হোম করিলেও মুক্তি হয় না, শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। আমি ব্রহ্ম, এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিলেই দেহী মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১১৫ আত্মা সাক্ষী স্বরূপ অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও শুভাশুভ দ্রষ্টা।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তিঃ নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ ১১৮ ॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ ১১৯ ॥

আত্মেত্যাদি। সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা। বিভুঃ ব্যাপকঃ। পূর্ণঃ অখণ্ডস্বরূপঃ। অদ্বৈতঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যঃ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥

মৃচ্ছিলেত্যাদি। তপসা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা ॥ ১১৯ ॥

তিনি বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক। তিনি পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড স্বরূপ। তিনি সত্য নিত্য, অদ্বিতীয় ও পরাৎপর। তিনি দেহস্থ হইয়াও দৈহিক কার্য্যে লিপ্ত নহেন। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই জীব মুক্তিভাগী হইতে পারে। ১১৬ ব্রহ্মের নাম রূপ প্রভৃতি কল্পনা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়। যিনি এই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। ১১৭ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে মনঃকল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মনুষ্যদিগকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে সমর্থ হয়েন (৩৮৯)। ১১৮

যাহারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, প্রস্তর-নির্মিত ধাতু-নির্মিত বা কাষ্ঠাদি-নির্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তপস্যাদি করে, তাহারা কেবল বৃথা কষ্ট পায় (৩৯০)। ফলতঃ জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না। ১১৯ মানবগণ আহার সংযত করিয়া

---

(৩৮৯)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা চিনি হইতে চাহেন না চিনির আস্বাদ গ্রহণ করিতে চাহেন ; তাঁহারাই স্বপ্নলব্ধ রাজ্য ভোগ করেন। ফলতঃ মহাপ্রলয়কালে মায়ানিদ্রার অবসান হইলে তাঁহাদের সেই স্বপ্নলব্ধ রাজ্য কোথায় থাকিবে।

(৩৯০)—প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আবাহিত একাত্মা ব্যতিরেকে প্রস্তরাদি-নির্মিত মূর্ত্তি দেবতা বা ঈশ্বর নহেন। ২১৩ পৃষ্ঠা ১০০ সঙ্খ্য টিপ্পনী এবং ৩০৩ পৃষ্ঠা ১৮৭ টিপ্পনী দেখুন।

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেৎ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্‌॥ ১২০ ॥
বায়ুপর্ণকণাতোয়-ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ ১২১ ॥
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥ ১২২ ॥
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্‌॥ ১২৩ ॥

আহারেত্যাদি। নিষ্কৃতিং নিস্তারম্‌। ব্রজন্তি প্রাপ্নুবন্তি॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥

উত্তম ইত্যাদি। ব্রহ্মৈব সৎ সদ্ভিন্নং সর্ব্বগসদিত্যুত্তমো ভাবঃ। উত্তমং ভজনং ভবতীত্যেবমন্বয়ঃ। ধ্যানভাবঃ ধ্যানরূপং ভজনম্‌॥ ১২২ ॥

যোগ ইত্যাদি। সর্বং ব্রহ্মৈব ভবতীতি বিদুষো জানতো জনস্য জীবাত্মনোরৈক্যমেব যোগো ভবতি। সেবকেশয়োঃ সেবকেশ্বরয়োরৈক্যমেব পূজনং ভবতি। তদ্ভিন্নো যোগো নাস্তি তদ্ভিন্নং পূজনমপি নাস্তি তস্য॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥

ক্লেশ ভোগ করুক বা যথেষ্ট আহার দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট ও স্থূল হউক, তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হয়, তাহা হইলে কখনই সংসার-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। ১২০ যাহারা কেবল বায়ুমাত্র, পর্ণমাত্র অথবা তণ্ডুলকণামাত্র ভক্ষণ করিয়া কিম্বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রতধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষী ও জলজন্তু, ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে। ১২১

ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায়ই মায়া-কল্পিত ও মিথ্যা, আমিই সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম; ঈদৃশ ভাব উত্তম কল্প। ধ্যান ভাব মধ্যম কল্প। স্তব ও জপভাব অধম কল্প। আর বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধমকল্প। ১২২ জীবাত্মার এবং পরমাত্মার ঐক্যের নামই যোগ। সেবক ও ঈশ্বর ভাব প্রতিপাদনের নামই পূজা ফলতঃ যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে সমুদায়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই; তাঁহার পক্ষে যোগ বা পূজা কিছুরই আবশ্যক হয় না। ১২৩ যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ পরম জ্ঞান বিরাজিত হইতেছে, তাঁহার পক্ষে জপ যজ্ঞ তপস্যা নিয়ম

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈঃ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ ॥ ১২৪ ॥
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দম্ একং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্‌ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥ ১২৫ ॥
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ১২৬ ॥
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মাৎ মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১২৭ ॥
স্বমায়ারচিতং বিশ্বম্ অবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ১২৮ ॥

সত্যমিত্যাদি। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানস্বরূপম্। একম্ অদ্বৈতম্। ধারণা চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২৫ ॥

ন পাপমিত্যাদি। ন পুনর্ভবঃ ন পুনরুৎপত্তিঃ ॥ ১২৬ ॥

অয়মাত্মেত্যাদি। নির্লিপ্তঃ অনাসক্তঃ ॥ ১২৭ ॥

নন্বাত্মনো দেহরূপং বন্ধনমস্ত্যেব কথমুচ্যতে অয়মাত্মা সদা মুক্ত ইত্যাদি তত্রাহ, স্বমায়েত্যাদিনা। অবিতর্ক্যম্ অনূহনীয়ম্ ॥ ১২৮ ॥ ১২৯ ॥

ব্রত প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই। ১২৪ যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র সত্যস্বরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবলোকন করিতেছেন, তিনি স্বভাবতই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পূজা বা ধ্যান ধারণা কিছুই সম্ভাবিত হইতে পারে না। ১২৫ যিনি সমুদায়ই ব্রহ্ম, এরূপ দেখিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যাতাও নাই। ১২৬ এই আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন; তাঁহার আবার বন্ধন কোথায়; কি জন্যই বা দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা মুক্তি কামনা করে! ১২৭ এই জগৎ ব্রহ্মের নিজ মায়া দ্বারাই বিরচিত হইয়াছে। দেবতারাও ইহার মর্ম উদ্ভেদ করিতে পারেন না। পরমব্রহ্ম এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত হইতেছেন। ১২৮ যেমন সকল বস্তুরই অন্তরে এবং বাহিরে আকাশ থাকে, সেইরূপ সৎস্বরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বত্রই

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্বেষামেব বস্তুনাম্।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ১২৯ ॥

ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মানো যৌবনং জন্তুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৩০ ॥

জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩১ ॥

যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে ॥ ১৩২ ॥

যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্‌গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ ॥ ১৩৩ ॥

ন বাল্যমিত্যাদি। জন্তুঃ জন্ম। আত্মনো বালত্বাদেরভাবে হেতুনাহ সদৈক-রূপ ইত্যাদ্যর্দ্ধেন ॥ ১৩০ ॥

তর্হি কস্য জন্মাদিকং ভবতি তত্রাহ, জন্মেত্যাদিনা ॥ ১৩১ ॥

নন্থ তত্তদ্দেহস্থিত আত্মা নানারূপঃ প্রতীয়তে কথমুচ্যতে সদৈকরূপ ইতি তত্রাহ, যথেত্যাদিনা ॥ ১৩২ ॥

বিরাজমান আছেন। ১২৯ আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থা নাই, যৌবনাবস্থা নাই, বৃদ্ধাবস্থাও নাই; তিনি সর্বদাই একরূপ চিন্ময় ও বিকার-পরিবর্জ্জিত। ১৩০ পাঞ্চভৌতিক দেহেরেই জন্ম যৌবন ও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইতেছে; বিকার ও পরিণাম রহিত আত্মাতে এতৎসমুদায় সম্ভাবিত নহে। মনুষ্যগণের বুদ্ধি মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না।১৩১ যেমন বহু শরাবস্থিত সলিলে বহু সূর্য্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়া-প্রভাবে বহু শরীরে বহুবিধ আত্মা লক্ষিত হইতেছে। ১৩২ যেমন সলিল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও চঞ্চল বোধ হয়, অজ্ঞান ব্যক্তিরাও সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্য আত্মাতেই অনুভব করে। ১৩৩ যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থ আকাশ পূর্ব্বের

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥ ১৩৪ ॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জাননিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩৬ ॥
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ১৩৭ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ১৩৮ ॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥ ১৩৯ ॥

যথেত্যাদি। তদ্গতে বিম্বে সলিলগতে চন্দ্রে। অকোবিদাঃ অবিদ্বাংসঃ ॥ ১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥ ১৩৯ ॥ ১৪০ ॥

ন্যায় অবিকৃত থাকে, দেহ নষ্ট হইলেও সেইরূপ আত্মা পূর্বের ন্যায় সকল সময়ই সমভাবে বিরাজমান থাকেন। ১৩৪

দেবি। এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের এক মাত্র সাধন। যিনি ইহা জ্ঞাত হয়েন, তিনি ইহলোকেই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। ১৩৫ মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা মুক্ত হয় না, সন্তান উৎপাদন দ্বারা মুক্ত হয় না, ধন দ্বারাও মুক্ত হয় না; পরন্ত আপনি আপনাকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করিতে পারে। ১৩৬ দেবি! সকল জীবের পক্ষে আত্মাই পরমপ্রেমাস্পদ; আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোন বস্তুই নাই। শিবে! ইহলোকে অন্য ব্যক্তি যে প্রিয় ও প্রেমাস্পদ হয়, তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধানুসারেই হইয়া থাকে। ১৩৭ জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিতয় কেবল মায়া দ্বারাই প্রতিভাত হইতেছে; পরন্ত এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন; অপর কিছুই থাকে

এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্বাণকারণম্।
চতুর্বিধাবধূতানাম্ এতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৪০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা।
কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রম্ অবধূতাশ্চতুর্বিধাঃ ॥ ১৪১ ॥
শ্রুত্বা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো।
চতুর্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্ব্বিধানামবধূতানাং লক্ষণং বিজ্ঞাতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, দ্বিবিধাবিত্যাদিনা ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ॥ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ইত্যাদিনা ॥ ১৪৩ ॥ ১৪৪ ॥

না (৩৯১)। ১৩৮ কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় বস্তু এবং চিন্ময় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাতা ; যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ। ১৩৯

প্রিয়ে ! এই আমি তোমার নিকট সাক্ষাৎ নির্বাণের কারণ জ্ঞানোপদেশ কহিলাম। চতুর্বিধ অবধূতের পক্ষে ইহাই পরম ধন। ১৪০

শ্রীভগবতী কহিলেন। দেবদেব ! আপনি পূর্বে, কলিযুগে গৃহস্থ ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথাই বলিয়াছেন। এক্ষণে কহিতেছেন, অবধূত চতুর্বিধ। ইহা কি ? ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। ১৪১ প্রভো ! এক্ষণে চারি প্রকার অবধূতের লক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষরূপে বলুন ; আমি শ্রবণ পূর্বক তাহা পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষিণী হইয়াছি। ১৪২

---

(৩৯১)—একমাত্র পূর্ণব্রহ্মে সত্ত্বপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞান, তমঃপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞেয় এবং রজঃপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞাতা কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ত্রিগুণময়ী মায়া ইন্দ্রজাল মাত্র। তত্ত্ববিচার দ্বারা এই মায়া তিরোহিত হইলে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই থাকে না।

পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে ॥ ১৪৪ ॥
ব্রাহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ।
বিদধ্যুঃ সর্বকর্মাণি মদুদীরিতবর্ত্মনা ॥ ১৪৫ ॥
বিনা ব্রহ্মার্পিতং চৈতে তথা চক্রার্পিতং বিনা।
নিষিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্ণীয়ুঃ কদাচন ॥ ১৪৬ ॥

ব্রাহ্মাবধূতা ইত্যাদি। বিদধ্যুঃ কুর্য্যুঃ ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা যদিও গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন, তথাপি (ব্রাহ্মাবধূত ও) যতি (৩৯২) শব্দে অভিহিত হয়েন। ১৪৩ কুলার্চ্চিতে! যে সকল মনুষ্য পূর্ণাভিষেকের বিধানানুসারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই শৈবাবধূত। তাঁহারা সকলেরই পূজনীয়। ১৪৪ ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূতগণ নিজ নিজ আশ্রমে ও নিজ নিজ আচারে থাকিয়া মৎকথিত পথ অবলম্বন পূর্বক সমুদায় কর্ম সমাধান করিবেন। ১৪৫ ব্রাহ্মাবধূত, ব্রহ্মার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে এবং শৈবাবধূত চক্রার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে কখনই নিষিদ্ধ অন্ন ও নিষিদ্ধ জল গ্রহণ করিবেন না। ১৪৬ বরাননে! ব্রাহ্মাবধূত কৌলদিগের এবং অভিষিক্ত শৈবাবধূত কৌলদিগের (৩৯৩) আচার

---

(৩৯২)—কথিত আছে; এক সহস্র ব্রহ্মচারী, এক শত বানপ্রস্থ ও এক কোটি ব্রাহ্মণ হইতেও এক জন যতি শ্রেষ্ঠ। যথা:—ব্রহ্মচারিসহস্রস্তু বানপ্রস্থশতানি চ। ব্রাহ্মণানান্তু কোট্যস্তু যতিরেকো বিশিষ্যতে ॥

(৩৯৩)—কৌলমাহাত্ম্য যথা—সর্বাপেক্ষা বেদাচারী শ্রেষ্ঠ; বেদাচারী অপেক্ষা বৈষ্ণবাচারী; বৈষ্ণবাচারী অপেক্ষা শৈবাচারী, শৈবাচারী অপেক্ষা দক্ষিণাচারী, দক্ষিণাচারী অপেক্ষা বামাচারী, বামাচারী অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচারী এবং সিদ্ধান্তাচারী অপেক্ষা কৌল সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। কৌল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যথা যোনিতন্ত্রম্:—সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ। বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাৎ দক্ষিণমুত্তমম্ ॥ দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো নহি ॥
এইরূপ কৌলমাহাত্ম্য উত্তরতন্ত্রেও বর্ণিত আছে। ৩০ পৃষ্ঠা ১৫ সংখ্যা টিপ্পনী দেখুন।

ব্রাহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণাম্।
প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে॥ ১৪৭॥
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্।
সর্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ॥ ১৪৮॥
উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে॥ ১৪৯॥
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাৎ জ্ঞানদুর্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্ আত্মানং স তু শোধয়েৎ॥১৫০॥
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্বন্ কর্মাণি কৌলবৎ।
সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্॥ ১৫১॥

উক্তাবধূতেত্যাদি। অপরঃ অপূর্ণঃ॥ ১৪৯॥ ১৫০॥ ১৫১॥ ১৫২॥ ১৫৩॥

ও ধর্ম্ম পূর্বেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি। ১৪৭ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতগণ আগম অনুসারেই স্নান সন্ধ্যা ভোজন পান দান দাররক্ষা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিবেন। ১৪৮

প্রিয়ে! উক্ত শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূত পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে আবার দুই প্রকার! পূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরমহংস এবং অপূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতকে পরিব্রাট্ বলা যায়। ১৪৯ যে মানব অবধূত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তিনি যদি জ্ঞান বিষয়ে দুর্বল হয়েন, অর্থাৎ যদি তাঁহার পূর্ণ অদ্বৈত ভাব না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি লোকালয়ে বা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আত্মশোধন করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই জ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে থাকিবেন। ১৫০ তিনি স্বজাতি-চিহ্ন শিখা সূত্র প্রভৃতি রক্ষা করিবেন; তিনি কৌলের ন্যায় সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন; তিনি সর্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর জ্ঞান সাধন করিবেন; ১৫১ তিনি সর্ব্বদা বীতরাগ হইয়া 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 'সোঽহমস্মি' অর্থাৎ 'আমি সেই ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনার উপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান

ওঁ তৎ সন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোঽহমস্মীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ॥ ১৫২॥
কুর্বন্ কর্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ।
যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ॥ ১৫৩॥
ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনঃ তস্যাভীষ্টায় তদ্‌ভবেৎ॥ ১৫৪॥
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎ সন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৫৫॥
কিমন্যৈর্বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ।
ব্রাহ্ম্যেণানেন মন্ত্রেণ সর্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ১৫৬॥
সুখসাধ্যমবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্।
নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাৎ উপায়ান্তরমম্বিকে॥ ১৫৭॥

অথ ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যমাহ, ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেণেত্যাদিভিঃ। সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ॥ ১৫৪॥ ১৫৫॥ ১৫৬॥ ১৫৭॥

করিবেন; ১৫২ এবং তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্ত-হৃদয় হইয়া সাংসারিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান বিচার দ্বারা আপনাকে (সংসার-সাগর হইতে) উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইবেন। ১৫৩

গৃহস্থই হউন বা উদাসীনই হউন, ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট-ফল-প্রাপ্তি হইবে। ১৫৪ জপ হোম প্রতিষ্ঠা সংস্কার প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন, 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ১৫৫ অন্যান্য বহু মন্ত্রে আবশ্যক কি, ভূরি সাধনেই বা আবশ্যক কি, 'ওঁ তৎ সৎ' এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই সাধন করিতে পারিবে। ১৫৬ এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ইহাতে কোনরূপ বাহুল্য নাই, অথচ ইহা সম্পূর্ণফল-দায়ক। অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই। ১৫৭

পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্।
গেহস্তস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥ ১৫৮ ॥
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারতরো মনুঃ।
ওঁ তৎ সদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্ ॥১৫৯॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালুশিরঃশিখাঃ।
প্রাদুর্ভূতোঽয়মোঁ তৎ সৎ সর্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥ ১৬০ ॥
চতুর্বিধানামন্নানাম্ অন্যেষামপি বস্তুনাম্।
মন্ত্রান্যৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্চেদেতেন শোধিতম্ ॥১৬১॥
পশ্যন্ সর্বত্র সদ্রূপং জপংস্তৎ সন্মহামনুম্।
স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্ ॥১৬২॥

পুর ইত্যাদি। ইমম্ ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রম্ ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥

যিনি গৃহের কোন অংশে অথবা শরীরের কোন অংশে 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিবেন, তাঁহার গৃহ মহাতীর্থ স্বরূপ এবং দেহ পুণ্যময় হইবে। ১৫৮ দেবি ! আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া বলিতেছি, 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র নিগম, আগম ও তন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে সারাৎসার। ১৫৯ সর্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তালু মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ১৬০ যদি 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র দ্বারা চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, এই চতুর্বিধ খাদ্য দ্রব্যের বা অন্য বস্তুর শোধন করা হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা শোধন করিবার আবশ্যক হয় না। ১৬১ যিনি সর্বদা সর্বত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া 'ওঁ তৎ সৎ' এই মহামন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় এবং তিনি স্বেচ্ছাচারী হইলেও পৃথিবী মধ্যে কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ১৬২ 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র জপ করিলে মানব সিদ্ধ হয়েন; ইহার অর্থ (৩৯৪) চিন্তা করিলে

---

(৩৯৪)—'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্রের স্থূল অর্থ যথা, যাঁহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মই নিত্য সত্য। অথবা, প্রণব স্বরূপ সেই পরমব্রহ্মই সত্য। প্রণবের বিশেষ অর্থ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাস (২৩) টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ।
সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্ মনুম্॥ ১৬৩ ॥
ত্রিপদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্।
সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্॥ ১৬৪ ॥
যুগ্মযুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা।
জপ্তেব্‌তস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ॥ ১৬৫ ॥
শৈবাবধূতসংস্কারাবধূতাখিলকর্ম্মণঃ।
নাপি দৈবে ন বা পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেঽধিকারিতা॥১৬৬॥
চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ॥১৬৭॥

চতুর্বিধানামিত্যাদি। চতুর্বিধানাং ভক্ষ্যচর্ব্ব্যলেহ্যচোষ্যাণাম্ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

মুক্তি লাভ হয়, আর যিনি অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, সেই মানব দেহবিশিষ্ট হইয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সদৃশ হয়েন। ১৬৩ এই ত্রিপদ মহামন্ত্র সর্ব কারণের কারণ। এই মন্ত্র সাধন করিলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায়। ১৬৪ মহেশ্বরি! 'ওঁ তৎ সৎ' এই ত্রিপদ মন্ত্রের দুইটি দুইটি পদ অথবা এক একটি পদ (৩৯৫), যাহাই জপ করিবে, তাহাতেই সাধক সিদ্ধ হইতে পারিবে। ১৬৫

যাঁহারা শৈবাবধূত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সমুদায় কর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী (পরমহংস) হইয়াছেন, তাঁহাদের দৈবকর্ম্মে আর্ষকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে কিছু মাত্র অধিকার নাই। ১৬৬ চতুর্বিধ অবধূতের মধ্যে চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূতকে হংস বলা যায়। অপর ত্রিবিধ অবধূত যোগ ও ভোগ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকলেই অর্থাৎ চতুর্বিধ অবধূতই মুক্ত ও শিব সদৃশ (৩৯৬)।১৬৭

---

(৩৯৫)—ইহা দ্বারা—ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ। ওঁ সৎ। তৎ সৎ। ওঁ। তৎ। সৎ।—এই সপ্তবিধ মন্ত্র হইতেছে।

(৩৯৬)—এই চতুর্বিধ অবধূতের বিষয় মূলে যেরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে সাধারণের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। এমন কি, অনেক বিচক্ষণ পরমহংসও নিজ নিজ আচার ব্যবহারের প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বলিতে পারেন না। এই জন্য আমরা ভৈরবডামর প্রভৃতির মতানুসারে এবং সাধকসম্প্রদায়ের প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়া চতুর্বিধ অবধূতের লক্ষণ ও কার্য্য এস্থলে সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতেছি। যথা

হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬৮ ॥

হংস ইত্যাদি। অশ্নন্ ভুঞ্জানঃ ॥ ১৬৮ ॥

হংস অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত স্ত্রীসংসর্গ বা ধাতু-পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না। তিনি বিধি-নিষেধ-বর্জ্জিত হইয়া প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বক বিহার করিবেন। ১৬৮

এই তুরীয় পরমহংস (হংসাবধূত) স্বজাতি-চিহ্ন শিখা সূত্র তিলক প্রভৃতি পরি-

---

চতুর্বিধ অবধূতের মধ্যে শৈবাবধূত দুই প্রকার; পরিব্রাজক ও পরমহংস। যতি বা ব্রাহ্মাবধূতও দুই প্রকার; পরিব্রাজক ও পরমহংস বা হংস। অপূর্ণ শৈবাবধূত ও অপূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত সংসারী হইলেও পরিব্রাজকের মধ্যে গণ্য হইতেছেন। সংসারস্থিত অবধূতকে যদি পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ছয় প্রকার অবধূত হইয়া উঠে। যথাঃ—প্রথম শৈবাবধূত; ইনি অপূর্ণ; ইনি সংসারে থাকিয়াও শিব সদৃশ মহাসন্ন্যাসী; এই জন্য শৈবাবধূত শব্দে অভিহিত। দ্বিতীয় পরিব্রাজক পরিব্রাজকতা শৈবাবধূতের দ্বিতীয় অবস্থা; সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে পীঠে পীঠে পরিভ্রমণ পূর্বক জপ পূজাদি করাই ইহাঁর প্রধান কার্য্য; পরন্তু ইনি শক্তি লইয়া নিয়মিত সাধনাদি করিতে পারেন। তৃতীয় পরমহংস (পূর্ণাবধূত); ইহা শৈবাবধূতের তৃতীয় অবস্থা; ইনি কর্ম্মত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী; ইনি যোগ ভোগ ও নিয়মানুসারে উপযাচিকা কামিনীর কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। চতুর্থ যতি বা ব্রাহ্মাবধূত; ইনি প্রথম শৈবাবধূতের ন্যায়; পরন্তু স্বশক্তি ভিন্ন শৈববিবাহে বিবাহিতা পরশক্তি গ্রহণেও ইহাঁর অধিকার নাই। পঞ্চম ব্রাহ্মাবধূত পরিব্রাজক; ইহাঁর কার্য্য দ্বিতীয় শৈবাবধূতের সদৃশ; কিন্তু উপযাচিকা স্ত্রী সম্ভোগেও ইহাঁর অধিকার নাই; পরন্তু গুরুর উপদেশ অনুসারে শক্তি লইয়া যোগ সাধনে ইহাঁদের উভয়েরই অধিকার আছে। ষষ্ঠ হংসাবধূত; ইনি তৃতীয় শৈবাবধূত অর্থাৎ পরমহংস সদৃশ; পরন্তু স্ত্রীসঙ্গ বা ধাতুপরিগ্রহ প্রভৃতি কোন কার্য্যেই ইহাঁর অধিকার নাই।

ভৈরবডামরে বিস্তারিতরূপে চারি প্রকার অবধূতের নির্দ্দেশ আছে। নাম যথাঃ ১ কুলাবধূত, ২ শৈবাবধূত, ৩ ব্রাহ্মাবধূত, ৪ হংসাবধূত। মহানির্বাণতন্ত্রের সহিত ইহার নাম মাত্রেই কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, পরন্তু আচার-ব্যবহার-গত কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে না।

ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ ॥১৬৯॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্ন্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যাৎ নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ ॥১৭০॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা *।
মুক্তো বিরক্তো † নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥১৭১॥
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধূনাং মৎস্বরূপিণাম্॥ ১৭২ ॥

ত্যজেদিত্যাদি। গৃহমেধিনাং গৃহস্থানাম্। নিরুদ্যমঃ আত্মশরীরনির্ব্বাহার্থ-ব্যাপারশূন্যঃ ॥ ১৬৯ ॥

সদাত্মেত্যাদি। ভাবঃ চিন্তনম্। নির্ন্নিকেতঃ নিয়তসততবাসশূন্যঃ। তিতিক্ষুঃ সহনশীলঃ ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥

ত্যাগ করিবেন। তিনি গৃহস্থের কর্ম্মও করিবেন না। তিনি সঙ্কল্প-রহিত ও শরীর পোষণার্থ উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। ১৬৯ তিনি সর্ব্বদা আত্মভাবেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তিনি শোক ও মোহে অভিভূত হইবেন না। তাঁহার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আবাস-স্থান থাকিবে না। তিনি তিতিক্ষাযুক্ত (ক্ষমাশীল), নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন। ১৭০ তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করিবেন না। তাঁহার ধ্যানধারণা নাই। এই হংসাচার-পরায়ণ যতি মুক্ত বিরাগযুক্ত ও শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইবেন। ১৭১ দেবি! এই আমি তোমার নিকট চতুর্ব্বিধ কুলযোগীর লক্ষণ বিশেষরূপে কহিলাম। ইহাঁরা সকলেই সাধু ও শিবস্বরূপ। ১৭২

মনুষ্যগণ যদি এই কুলযোগীদিগকে দর্শন করে, স্পর্শ করে, বা ইহাঁদের সহিত আলাপ করে, অথবা ইহাঁদিগকে পরিতুষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্ব তীর্থ

---

* ধ্যানধারণাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† মুক্তোঽবিরক্তঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

এতেষাং দর্শনস্পর্শাৎ আলাপাৎ পরিতোষণাৎ।
সর্বতীর্থফলাবাপ্তিঃ জায়তে মনুজন্মনাম্॥ ১৭৩॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে॥ ১৭৪॥
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ।
যৈরর্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈঃ মানবৈঃ কুলসাধবঃ॥ ১৭৫॥
অশুচির্যাতি শুচিতাম্ অস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥১৭৬॥
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাৎ তান্ বিনা কোঽন্যমর্চয়েৎ॥১৭৭॥

অথাবধূতানাং মাহাত্ম্যমাহ, এতেষামিত্যাদিভিঃ॥ ১৭৩॥ ১৭৪।
তে ধন্যা ইত্যাদি। কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যাদিভিঃ॥ ১৭৫॥ ১৭৬॥
কিরাতা ইত্যাদি। পুলিন্দাঃ চাণ্ডালবিশেষাঃ॥ ১৭৭॥

গমনের ফল প্রাপ্তি হয়। ১৭৩ প্রিয়ে! পৃথিবীতে যে সমুদায় তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, কুলসন্ন্যাসীদিগের দেহে তৎসমুদায়ই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। ১৭৪ যে সকল মনুষ্য কুলসাধুদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহারাই পবিত্র এবং তাঁহারাই সর্ব যজ্ঞের ফলভাগী হয়েন। ১৭৫ এই কুলযোগীদিগের সংস্পর্শ মাত্রেই অশুচি ব্যক্তিও শুচি হয় অস্পৃশ্য ব্যক্তিও স্পর্শযোগ্য হয়, এবং অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষণীয় হইয়া থাকে। ১৭৬ যে সকল কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত পাপী ক্রূর পুলিন্দ যবন ও খল, ইহারাও শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার অর্চ্চনা করিবে। ১৭৭ যে সকল ব্যক্তি কৌলদিগকে কুলতত্ত্ব দ্বারা ও কুলযোগীদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা (৩৯৭)

---

(৩৯৭)—পঞ্চতত্ত্বের নামই কুলতত্ত্ব; পূর্ণাভিষিক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ অবধূতের নাম কৌল; আর যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরভাবে যোগ সাধন করেন, তাঁহারা কুলযোগী, এবং ইহাঁদিগকে যে যোগোপযোগী শক্তি বা যে কোন রূপ শুদ্ধি সমেত কারণ দেওয়া যায়, তাহাই কুলদ্রব্য।

কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃদ্‌ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে॥ ১৭৮॥
কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব কমলাননে।
অন্ত্যজোঽপি যমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ॥১৭৯॥
করিপাদে বিলীয়ন্তে সর্ব্বপ্রাণিপদা যথা।
কুলধর্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্মাস্তথা প্রিয়ে॥ ১৮০॥
অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে।
যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধান্ * ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্॥ ১৮১॥
গঙ্গায়াং পতিতাম্ভাংসি যান্তি গাঙ্গেয়তাং যথা।
কুলাচারে বিশন্তোঽপি সর্বে গচ্ছন্তি কৌলতাম্॥ ১৮২॥
যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্‌ভাবমাপ্নুয়াৎ।
তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জনাঃ পৃথক্॥ ১৮৩॥

কুলতত্ত্বৈরিত্যাদি। কুলতত্ত্বৈঃ মাংসাদিভিঃ। কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যৈঃ॥ ১৭৮॥ ১৭৯॥ ১৮০॥

একবার মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারাও পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন। ১৭৮

কমলাননে! কৌলধর্ম্ম হইতে পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর জগতে নাই। কারণ অন্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হয়। ১৭৯ প্রিয়ে! যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্নই হস্তিপদচিহ্নে বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদায় ধর্ম্মই একমাত্র কৌলধর্মে নিমগ্ন অর্থাৎ কৌলধর্মের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। ১৮০ প্রিয়ে! কৌলগণ কি পবিত্রতম! তাঁহারা সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ তাঁহারা শরণাগত অনুরক্ত ম্লেচ্ছ স্বপচ ও পামরগণকেও পবিত্র করেন। ১৮১ যেমন গঙ্গামধ্যে পতিত কূপজলও গঙ্গাজলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব্ব জাতীয় মনুষ্যই কৌলের আশ্রয়ে কৌলের কৃপায় কৌলপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮২ যেমন সমুদ্রে পতিত সলিল পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হয়

---

* আত্মসম্বন্ধ্যান্ ইতি পাঠান্তরম্।

বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে।
তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥ ১৮৪॥
আহূতাঃ কুলধর্মেঽস্মিন্ যে ভবন্তি পরাঙ্মুখাঃ।
সর্বধর্মপরিভ্রষ্টাঃ তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৮৫॥
প্রার্থয়ন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ।
তান্ বঞ্চয়ন্ কুলীনোঽপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ ১৮৬॥
চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া।
কৌলং ন কুর্য্যাৎ যঃ কৌলঃ সোঽধমো যাত্যধোগতিম্॥১৮৭॥
শতাভিষেকাৎ যৎ পুণ্যং পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যম্ একস্মিন্ কৌলিকে কৃতে॥১৮৮॥

অহবিত্যাদি। ॥ ১৮১ ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥ ১৮৬ ॥

না, কুলসাগরে মগ্ন কোনও ব্যক্তিও সেইরূপ পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। ১৮৩ এই ভূমণ্ডলমধ্যে ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত প্রকার দ্বিপদ প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই এই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারিবে। ১৮৪

যে সকল ব্যক্তি এই কুলধর্ম্মে আহূত হইয়াও পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করে। ১৮৫ যে সকল মনুষ্য কুলাচার প্রর্থনা করিবে, তাহাদিগকে যদি কোন কৌল বঞ্চনা করেন, তাহা হইলে তিনি কৌল হইয়াও রৌরব-নরকে গমন করিবেন। ১৮৬ যদি কোন কৌল ব্যক্তি, কোন কৌলধর্ম্মপ্রার্থী যোগ্য ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক নীচলোক চাণ্ডাল বা যবন মনে করিয়া অবজ্ঞা পূর্বক কৌল না করেন, তাহা হইলে তিনি কৌলের মধ্যে অধম হইবেন এবং অন্তকালে তাঁহার অধোগতি হইবে। ১৮৭

শত শতবার অভিষিক্ত হইলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শত শত পুরশ্চরণ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এক ব্যক্তিকে কৌল করিতে পারিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। ১৮৮ ভূমণ্ডলে যত প্রকার বর্ণ আছে এবং যত প্রকার

যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্‌যদ্ধর্ম্মমুপাশ্রিতাঃ।
কৌলা ভবন্তস্তে পাশৈঃ মুক্তা যান্তি পরং পদম্॥ ১৮৯॥
শৈবধর্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ শিবাত্মকাঃ।
স্নেহেন শ্রদ্ধয়া প্রেম্না পূজ্যা মান্যাঃ পরস্পরম্॥ ১৯০॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে।
ভবাব্ধিতরণে সেতুঃ কুলধর্ম্মো হি নাপরঃ॥ ১৯১॥
ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ সর্ব্বে ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ।
দহ্যন্তে কর্ম্মজালানি কুলধর্ম্মনিষেবণাৎ॥ ১৯২॥
সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ কৃপয়াহূয় মানবান্।
পাবয়ন্তি কুলাচারৈঃ তে জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোত্তমাঃ॥১৯৩॥

চাণ্ডালমিত্যাদি। অবজ্ঞয়া তিরস্ক্রিয়য়া॥ ১৮৭॥ ১৮৮॥ ১৮৯॥ ১৯০॥ ১৯১॥ ১৯২॥ ১৯৩॥ ১৯৪॥

ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে যিনি কৌল হইবেন, তিনিই পাশমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন। ১৮৯

শিবোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী কৌলগণ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ। স্নেহ দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রেম দ্বারা তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের পূজা ও সম্মান করিবেন। ১৯০ এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, এই সংসার-সাগর পার হইবার নিমিত্ত কুলধর্ম্মই একটি মাত্র সেতু হইয়া রহিয়াছে; তদ্ভিন্ন সংসারসাগর পার হইবার আর উপায়ান্তর নাই।১৯১ কুলধর্ম্ম সেবন করিলে সমুদায় সংশয় ছেদ হয়, সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয় ও সমুদায় কর্ম্মজাল উন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১৯২ যাঁহারা সত্যব্রত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌল যাঁহারা কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া মানবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কুলাচার দ্বারা পবিত্র করেন, সেই সকল মহাত্মাকেই কৌলিকশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ১৯৩

দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্বলোক-পাবন সর্ব্বধর্ম্ম-বিনির্ণায়ক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ কহিলাম। ১৯৪ যিনি প্রতিদিন ইহা শ্রবণ করিবেন,

ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বধর্ম বিনির্ণয়ম্।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য পূর্বার্দ্ধং লোকপাবনম্॥ ১৯৪॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবান্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সোঽন্তে নির্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ১৯৫॥
সর্ব্বাগমানাং তন্ত্রাণাং সারাৎসারং পরাৎপরম্।
তন্ত্ররাজমিদং জ্ঞাত্বা জায়তে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥ ১৯৬॥
কিন্তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জপসাধনৈঃ।
জানন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্মপাশৈর্বিমুচ্যতে॥ ১৯৭॥
স বিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্বধর্মবিদাং বরঃ।
স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুঃ য এতদ্বেত্তি কালিকে॥ ১৯৮॥
অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
কিমন্যৈর্বহুভিস্তন্ত্রৈঃ জ্ঞাত্বেদং সর্ববিদ্ভবেৎ॥ ১৯৯॥
আসীদ্গুহ্যতমং যন্মে সাধনং জ্ঞানমুত্তমম্।
তব প্রশ্নেন তন্ত্রেঽস্মিন্ তৎ সর্বং সুপ্রকাশিতম্॥ ২০০॥

অথ মহানির্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যমভিধত্তে, য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমিত্যাদিভিঃ ॥১৯৫॥ ১৯৬॥

কিন্তস্যেত্যাদি॥ ১৯৭॥ ১৯৮॥ ১৯৯॥ ২০০॥ ২০১॥

অথবা মনুষ্যগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন। ১৯৫ সমুদায় আগম ও সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে পরাৎপর ও সারাৎসার এই তন্ত্ররাজ পরিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারা যায়। ১৯৬ অধিক কি বলিব, যিনি এই মহানির্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার তীর্থভ্রমণে আবশ্যক নাই, যজ্ঞে আবশ্যক নাই, জপ ও অন্য সাধনাদিতেও আবশ্যক নাই। তিনি একমাত্র মহানির্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞান দ্বারাই কর্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। ১৯৭

কালিকে। যিনি এই মহানির্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ, তিনি সমুদায় ধর্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সাধু, তিনি জ্ঞানী এবং তিনিই ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ। ১৯৮ বেদ পুরাণ স্মৃতি সংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য বহু তন্ত্র পাঠে কি আবশ্যক; একমাত্র এই মহানির্বাণ তন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সর্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। ১৯৯

যথা ত্বং ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ মম প্রাণাধিকা পরা।
মহানির্বাণতন্ত্রং মে তথা জানীহি সুব্রতে॥ ২০১॥
যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথা শশী।
ভাস্বান্ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিমং তথা॥ ২০২॥
সর্বধর্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ॥ ২০৩॥
বিদ্যতে যস্য ভবনে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্।
ন তস্য বংশে দেবেশি পশুর্ভবতি কর্হিচিৎ॥ ২০৪॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি মূর্খঃ কর্মজড়োঽপি বা।
শৃণ্বন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥ ২০৫॥

যথেত্যাদি। তেজঃসু তেজস্বিসু॥ ২০২॥ ২০৩॥

প্রিয়ে! আমার নিকট যে সমুদায় সাধন ও তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্যতম ছিল, তোমার প্রশ্ন অনুসারে তৎসমুদায় এই মহানির্বাণ তন্ত্রে প্রকাশ করিলাম। ২০০ সুব্রতে! তুমি যেমন আমার পরমপ্রাণাধিকা ব্রহ্মশক্তি, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও আমার সেইরূপ জানিবে। ২০১ যেমন পর্ব্বত সমুদায়ের মধ্যে হিমালয়, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ও তেজঃপদার্থ মধ্যে মার্ত্তণ্ড শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে এই তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ। ২০২

এই তন্ত্র সর্বধর্ম্মময় ও ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাধন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন বা পাঠ করাইবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন। ২০৩ দেবেশি! সমুদায় তন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্র যাঁহার গৃহে রক্ষিত হইবে, তাঁহার বংশে কেহ কখনও পশু (অজ্ঞান) হইবে না। ২০৪ যে ব্যক্তি অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, মূর্খ ও কর্মজড়, সে ব্যক্তিও যদি এই মহানির্ব্বাণ নামক মহাতন্ত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ২০৫ পরমেশ্বরি! এই মহাতন্ত্র পঠন, শ্রবণ,

এতত্তন্ত্রস্য পঠনং শ্রবণং পূজনং তথা।
বন্দনং পরমেশানি নৃণাং কৈবল্যদায়কম্॥ ২০৬॥
উক্তং বহুবিধং তন্ত্রম্ একৈকাখ্যানসংযুতম্।
সর্বধর্মান্বিতং তন্ত্রং নাতঃপরতরং ক্বচিৎ॥ ২০৭॥
পাতালচক্রং ভূচক্র-জ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্।
পরার্দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ॥ ২০৮॥
পরার্দ্ধসহিতং গ্রন্থম্ এনং জানন্নরো ভবেৎ।
ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্তং কথিতুং ক্ষমঃ॥ ২০৯॥
সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি।
মহানির্বাণতন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২১০॥
মহানির্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥ ২১১॥

বিদ্যতে ইত্যাদি॥ ২০৪॥ ২০৫॥ ২০৬॥ ২০৭ ॥ ২০৮॥
পরার্দ্ধেত্যাদি সন্তীত্যাদি॥২০৯॥ ২১০॥ ২১১॥

পূজন বা বন্দন করিলে মনুষ্যের কৈবল্য লাভ হয়। ২০৬ প্রিয়ে! আমি এক এক আখ্যান সমেত বহুবিধ তন্ত্র বলিয়াছি, পরন্তু যাহাতে সর্ব্ব ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে, তাদৃশ তন্ত্র ইহা ভিন্ন আর কোথাও নাই। ২০৭

এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র ভূচক্র ও জ্যোতিশ্চক্র আছে, যিনি (পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করিয়া) সেই উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হয়েন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। ২০৮ যিনি পরার্দ্ধ সহিত এই মহানির্বাণতন্ত্রের পূর্বার্দ্ধ জ্ঞাত থাকেন, তিনি ত্রিকাল-বার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন। ২০৯

দেবি! অনেক প্রকার তন্ত্র আছে, বহুবিধ শাস্ত্রও আছে, পরন্তু কোন শাস্ত্র বা কোন তন্ত্র, এই মহানির্বাণ তন্ত্রের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না। ২১০ প্রিয়ে! আমি এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমার নিকট আর অধিক কি বর্ণন করিব, এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২১১

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্বধর্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে পূর্বকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপন-
চতুর্ব্বিধাবধূতবিবরণকথনং নাম
চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

সমাপ্তোঽয়ং পূর্ব্বকাণ্ডঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	বারিরাশেনির্বাণ	বারিরাশের্নির্বাণ
১	৫	নামঃ	নামং
৪৪৭	১৮	ধান	ধ্যান
৪৭১	২৭	পজ	জপ
৪৮৩	২৪	সধু	সাধু
৪৯০	১৭	আম্বেত্যাদি	অম্বেত্যাদি
৪৯৮	১০	শৈব্য্যং	শৈব্যাং
৫২৩	১৪	আম্বেত্যাদি	অম্বেত্যাদি
৫২৫	১৩	শ্রাদ্ধকারিত	শ্রাদ্ধকারিতা
৫৩০	৮	পরষ্মিন্	পরস্মিন্
৫৩১	১৪	অলক্বত	অলঙ্কৃত
৫৩৬	২৯	রণ	পূরণ
৫৬১	৫	বৈষ্ণবেঃ	বৈষ্ণবৈঃ
৫৬৪	৮	এক	এব
৫৭৪	৬	পাপিনং	পাপিনঃ
৫৭৭	৪	জ্ঞাত্বা	জ্ঞাত্বা
৫৮৫	১	মাতুমাতা	মাতুর্মাতা
৫৯৬	শেষলাইন—“করিবে তাহার দণ্ড কূট সাক্ষীর·········”		
৬৩৯	১৮	অধস্তাদ্	অধস্তাদ্
৬৭১	২৮	অভর	অভয়
৬৯৩	১০	ক্ষ্ঁ	ক্ষ্ৃঁ
৬৯৬	১	কেতোমন্ত্রঃ	কেতোর্মন্ত্র
৭০২	৪	দ্রব্যপ্রাক্ষণে	দ্রব্যপ্রোক্ষণে
৭১০	২৩	কপেক্ষাকৃত	অপেক্ষাকৃত
৭২১	৭	সধর্ব ভূতান্তরা	সর্বভূতান্তরা
৭৭৬	১৫	জঙ্গম	জঙ্গম
৭৯৯	২৪	লক্ষণ	লক্ষ্মণ

সাধকপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

সঙ্কলিত

সনাতন ধর্মানুষ্ঠান তৃতীয় খণ্ড

বা

নিত্যপূজা পদ্ধতি

সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্যের একত্র সমাবেশে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। পণ্ডিত এবং সাধক সমাজে এই পুস্তকের নূতন করিয়া পরিচয় অনাবশ্যক। যে সময় এই অমূল্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় সে সময় পূজা সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার প্রামাণিক পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই, এবং বর্ত্তমানেও প্রামাণ্য হিসাবে প্রচলিত সকলপ্রকার পূজাপদ্ধতি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত, সাধক এবং শিক্ষার্থী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত। এইগ্রন্থে বিষ্ণু, শিব, গণেশ, নারায়ণ, যুগলমূর্ত্তি, দশমহাবিদ্যাপূজা এবং অন্যান্য শক্তিপূজাপদ্ধতি, সকল দেবীর ভৈরব এবং আবরণ দেবতার পৃথক্ পূজা বিষয়ে প্রমাণাদি মীমাংসা এবং নির্দ্দেশ সুন্দর সহজবোধগম্য ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধকের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। ইহাতে এমন একটিও কথা নাই যাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিরপেক্ষ। বিধি অনুসারে প্রাতঃকৃত্য, সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি নিত্যকৃত্য এবং অন্যান্য করণীয় কার্য্যের ব্যবস্থা বিশেষ যত্ন এবং সতর্কতার সহিত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অর্চ্চনা, হোম প্রভৃতি বিষয়ে বিধি নিষেধ, জপপ্রকার, জপরহস্য, মুদ্রাপ্রকরণ, জপসমর্পণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলি প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণাদি সহযোগে বর্ণিত হইয়াছে। পূজাসম্বন্ধে নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভেচ্ছুক সাধক এবং শিক্ষার্থী মাত্রেরই এই পুস্তক একান্তভাবে অপরিহার্য্য। দক্ষিণা সাড়ে চার (৪৷৷৹) টাকা।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সাধকপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
কয়েকখানি আবশ্যকীয় পুস্তক

সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান ১ম খণ্ড বা তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার পদ্ধতি সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান ২য় খণ্ড বা তন্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধ পদ্ধতি	একত্রে—২৲
সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান ৩য় খণ্ড বা তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজাপদ্ধতি	৪৷৷০
রহস্যপূজাপদ্ধতি	২৷৷০
গুরুতন্ত্রম্ (সানুবাদ)	২৲
পুরশ্চরণ রত্নাকর	৫৲